আলোচনা-প্রসঙ্গে

সপ্তম খণ্ড

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

আলোচনা-প্রসঙ্গে

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

সপ্তম খণ্ড

SATSANG PUBLISHING HOUSE
SATSANG

সঙ্কলয়িতা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম-এ

প্রকাশক ঃ

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সৎসঙ্গ পাব্লিশিং হাউস্

পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা শ্রাবণ, ১৩৬৯

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১লা চৈত্র, ১৩৮২

তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১লা পৌষ, ১৩৯৬

বাইণ্ডার ঃ

কৌশিক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

কলিকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রাকর ঃ

কাশীনাথ পাল

প্রিন্টিং সেন্টার

১৮বি ভুবন ধর লেন

কলিকাতা-৭০০ ০১২

Alochana-Prasange

7th Part, 3rd Edition

Compiled by Sri Prafulla Kumar Das, M. A.

ভূমিকা

১৯৪৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৬ সালের ৯ই মে পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের যে-সব কথোপকথন লিপিবদ্ধ ছিল, তারই সঙ্কলন 'আলোচনা-প্রসঙ্গে' সপ্তম খণ্ডে প্রকাশিত হ'লো। বলাবাহুল্য, লেখাগুলি প্রকাশের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আদ্যোপান্ত শুনিয়ে সংশোধন ক'রে দেওয়া হয়েছে। আমরা সাধারণ মানুষ ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা ও ধান্ধায় নিমজ্জিত ও অভিভূত থাকি। সেইগুলি নিয়ে যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে উপস্থিত হই, তিনি পূর্ণ সহানুভূতি ও সমবেদনা নিয়ে আমাদের কোলে টেনে নেন। আমাদের দোষ, দুর্ব্বলতা ও সংকীর্ণতার কথা বড় ক'রে না ধ'রে বৃহত্তর, মহত্তর, শাশ্বত, সাত্বত জীবনভূমিতে উত্তরণলাভের কলাকৌশল ও প্রকরণপদ্ধতি এমন সুন্দর, মধুর ও মনোলোভা ক'রে তুলে ধরেন, যে আমাদের প্রাণ-মন্দাকিনী স্বতঃই আনন্দ-নর্ত্তনে অমৃতের অভিসারে ছুটে চলতে উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি প্রবৃত্তিপ্রহত, দুঃখ-যন্ত্রণাময় মর্ত্ত্যের বুকে অমৃতের স্বাদে ভরা, লহমার বুকে নিত্যলীলার সুরঝঙ্কারে মুখর। স্থান, কাল ও পাত্রের সীমাকে অতিক্রম ক'রে কথাগুলি এক চিরন্তন মহিমা ও সার্ব্বজনীন আবেদনে সমুজ্জ্বল।

১৯৪৬ সালের সাধারণ-নির্ব্বাচন-উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন জিলার বহু বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্ম্মী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ ও নির্দ্দেশপ্রার্থী হ'য়ে তাঁর কাছে আসেন। তাঁদের সঙ্গে কথোপকথনে জাতীয় নানা সমস্যার তিনি যে সমাধান দান করেন, তার উপযোগিতা নিত্যকালীন। জানি না, দেশের কর্ণধারগণের দৃষ্টি কবে সে-দিকে আকৃষ্ট হবে।

এই সময় কতিপয় আমেরিকান সৎসঙ্গী মাঝে-মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আন্তর্জাতিক নানা সমস্যা-সম্বন্ধে প্রশ্নাদি উত্থাপন করেন। তিনি যে মৌলিক, সর্ব্বাঙ্গীণ ও চূড়ান্ত সমাধানের ইঙ্গিত করেন, আজও তা' আমরা বিভিন্ন ভাষাভাষী পাঠকদের গোচরে আনতে পারিনি। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী ও কথোপকথনের নানা ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজন আজ সমূহ।

সেই কবে ১৯৪৫-৪৬ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর বিভিন্ন ভাষায় দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের কথা বলেছিলেন। আমরা আজও তার রূপ দিতে পারিনি। কথোপকথনগুলি সঙ্কলন করতে গিয়ে বহু অকৃত করণীয়ের কথা মনে হয় এবং মনটা আপসোসে ভ'রে ওঠে। পরমপিতার নিকট প্রার্থনা করি, তাঁর কথাগুলি প'ড়ে আরো বহু সংখ্যক মানুষ সেগুলির বাস্তবায়নের জন্য বদ্ধপরিকর হো'ক এবং সকলের সমবেত চেষ্টায় তাঁর পুণ্য-পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করুক। জগতের লোক শান্তি ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচুক।

কথোপকথনের খাতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্তলিখিত একখানি পত্রের নকল ছিল। পত্রখানি নারীজাতির অবশ্যপালনীয় উপদেশপূর্ণ ব'লে তা' এই পুস্তকের মধ্যে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

অনেকে পুস্তকের সঙ্গে বিষয়বস্তুর সূচী প্রকাশ করতে অনুরোধ করেছেন। এবারে বিশেষ ব্যস্ততার দরুন হ'য়ে উঠল না। পরবর্ত্তী পুস্তকগুলিতে ও পূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তকগুলির পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে সূচী দেবার ইচ্ছা রইল।

এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি রচনা সুরু ক'রে দীর্ঘকাল আমি কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী ছিলাম। তৎকালে আমার পুত্র শ্রীমান ফুল্লেন্দু মাসের পর মাস কঠোর শ্রম স্বীকার ক'রে পাণ্ডুলিপি রচনায় আমাকে অশেষ সাহায্য করেছে। পরমপিতা কল্যাণ-কর্ম্মে তাকে অতন্দ্র ক'রে তুলুন। এই পুস্তকের মুদ্রাকর ও ভ্রম-সংশোধকগণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

যতি-আশ্রম, সৎসঙ্গ, দেওঘর
রথযাত্রা, ১৮ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৬৯
ইং ৩।৭।১৯৬২

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'আলোচনা-প্রসঙ্গে' সপ্তম খণ্ড প্রথম সংস্করণ বহুদিন পূর্ব্বেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। সৎসঙ্গ প্রেস নানা প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বিদ্যুৎ-সরবরাহে অনিয়মের দরুন প্রেসের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের গতিবেগ অল্পবিস্তর বিঘ্নিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণে কিছুটা বিলম্ব হ'লো।

এই সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনাদি করা হয়েছে এবং প্রথম সংস্করণে যে-সমস্ত নামের পাশে পদবীর উল্লেখ ছিল না, সেগুলি সংযোজন করা হয়েছে। প্রেস-কপি করার সময় অগ্রজ-প্রতিম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত বিমলচন্দ্র গুহ সাধ্যমত সাহায্য করেছেন। শ্রীমান দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সূচীপত্র প্রণয়ন করে দিয়েছেন। পরম দয়াল উভয়ের মঙ্গল করুন। তাঁর ইচ্ছা জয়যুক্ত হো'ক। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
১লা মাঘ, ১৩৮২
১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৬

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আলোচনা-প্রসঙ্গে সপ্তম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। ইষ্টানুধৃতিই যে জীবনের পরম সাধ্য এবং সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতার সীমাতিক্রমণেই যে প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ, একথা আলোচনা-প্রসঙ্গের প্রতি খণ্ডেই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত। বর্ত্তমান খণ্ডেও সেই একই স্বর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিধ্বনিত। দিব্যজীবনের বার্ত্তাবাহী এই গ্রন্থ ঘরে-ঘরে পঠিত ও অনুশীলিত হ'য়ে মানবতার কল্যাণসাধন করুক, এই আমাদের প্রার্থনা পরমপিতার শ্রীচরণে।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১লা পৌষ, ১৩৯৬ — প্রকাশক
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৮৯

সূচীপত্র

বিষয় ও পৃষ্ঠা

অ

আ

ই

উ

ঔ

বিষয় ও পৃষ্ঠা

ক

খ

গ

চ

ছ

জ

ত

বিষয় ও পৃষ্ঠা

বিষয় ও পৃষ্ঠা

বিষয় ও পৃষ্ঠা

স

হ

আলোচনা-প্রসঙ্গে

১২ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫২ (ইং ২৭ । ১২ । ১৯৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বকুলতলায় একখানি বেঞ্চিতে ব'সে আছেন। যোগেনদা (হালদার), চক্রপাণিদা (দাস), বীরেনদা (মিত্র) প্রভৃতি অনেকে কাছে আছেন। মুন্সী-সাহেব নামক শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন পুরাতন সহপাঠী এসেছেন। তাঁকে পেয়ে তিনি খুব খুশী। প্রাণ খুলে পুরানো দিনের গল্প করেছেন। আদরভরা কণ্ঠে বলছেন—তুমি মাঝে-মাঝে এসো। ছোটবেলার সাথী তুমি—দেখলে কত ভালো লাগে। আমি যে নিজে তোমার কাছে যাব, সে সাধ্য আমার নাই। দেখ না, কেমন অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়েছি! তোমার পাতলা শরীর হ'লেও এখনও বেশ সুস্থ ও কর্ম্মঠ আছ। পরমপিতা করুন—বরাবর তুমি এমনি থাক, বালবাচ্চা নিয়ে সুখে থাক। আর, আশপাশের সবাইকে সেবায় সুখী ক'রে তোল। খোদার বান্দার কিন্তু ছুটি নেই। এই কাজ থেকে ছুটি চাইলে ছোট হ'য়ে যেতে হয়। সরকারী কাজ থেকে অবসর পেয়েছ। এইবার পরমপিতার কাজ কর। ওতে শরীর-মন ভাল থাকবে। আয়ু বেড়ে যাবে।

মুন্সী-সাহেব—ছুটি আমি চাই না। কাজই আমার ভাল লাগে। স্থানীয় নানা ব্যাপারে অফিসাররা আমার help (সাহায্য) চান। আমিও না করি না। এই তো কাপড়ের ব্যাপারে র‍্যাশন কার্ড হ'চ্ছে। কী-ভাবে কী করতে হবে, আমি সব ব'লে দিয়েছি। তা', তুমি র‍্যাশন কার্ড করেছ তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিছ আমার কাছে। আমি কি কার্ড-ফার্ড চিনি, না কোন দিন দেখিছি ? আমার র‍্যাশন কার্ড তুমি। আমি খাই তোমাদের একমুঠো, আর পরি তোমরা যা' পরতে দাও। আমার আলাদা কিছু নেই। তা' র‍্যাশন কার্ডের কথা যখন তুললে, অনুগ্রহ ক'রে তুমিই আশ্রমের সবার জন্য ব্যবস্থা ক'রে দাও। আমার এরা কেমন নাংলাগোছের। কোথায় কী-ভাবে কী করা লাগে ভাল ক'রে বোঝে না। তুমি মুরুব্বীর মত সব শিখায়ে-পড়ায়ে দেবা। আমাদের প্রমথদার সঙ্গে কথা কও। তাকে সব বুঝায়ে দাও। এখানে কারও কাপড়ের অভাব হ'লে আমি কিন্তু তোমাকে দেখায়ে দেব। তাতে বিরক্ত হ'য়ো না যেন।

মুন্সী-সাহেব—আচ্ছা আমি প্রমথবাবুকে সব ব'লে দেব। সেইভাবে করলেই হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (আব্দারের সুরে)—'হ'য়ে যাবে'—কথা বুঝি না, তুমি ক'রে দেবা।

মুন্সী-সাহেব (সহাস্যে)—আচ্ছা! আচ্ছা! তোমার সঙ্গে কোন দিন পারার জো নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার ভালবাসাই আমার বল।

কথার ভিতর-দিয়ে যেন অন্তরঙ্গ প্রীতির ফাগ উড়ছে। উপস্থিত সকলে অন্তরে বড় সুখ বোধ করছেন।

এমন সময় একজন এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো তোলার অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার এই বন্ধু-সহ তুললে ভাল হয়।

তাঁর ইচ্ছা-অনুযায়ী একসঙ্গে দুজনেরই ফটো তোলা হ'লো।

একটু পরে মুন্সী-সাহেব প্রীতিমনে বিদায় নিলেন। যাবার আগে প্রমথদার কাছে যা'-বলবার ব'লে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যাবেলায় মাতৃমন্দিরের বারান্দায় উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), অতুলদা (বসু), সতুদা (সান্যাল), নলিনাক্ষদা (চ্যাটার্জ্জী), স্পেন্সারদা, ঢাকার দুটি মুসলমান ভাই এবং আরো অনেকে কাছে আছেন।

নারীশিক্ষা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়েদের ভাল ক'রে শেখাতে হয় কেমন ক'রে সংসারটাকে সুখের ক'রে তুলতে হয়। না বলতে প্রয়োজন বুঝে যখন যাকে যেমন সেবা করা প্রয়োজন, তা' যেন তারা করতে শেখে। এর জন্য জ্ঞান চাই। শরীরের কোন্ অবস্থায় কী রকম খাদ্য উপযোগী তা' জানা দরকার। কোন্ খাদ্য ও কোন্ গাছগাছড়ার কী গুণাগুণ তা' তাদের শেখাতে হবে। প্রত্যেক পরিবারে কিছু-কিছু কুটির-শিল্পের ব্যবস্থা রাখা দরকার, যাতে মেয়েরা ঘরে ব'সে নিজেরা দু'পয়সা উপায় করতে পারে। অল্পের ভিতর দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে সংসার কেমন ক'রে করতে হয় তা' জানা দরকার। সংরক্ষণবুদ্ধি মেয়েদের একান্ত প্রয়োজন। কোন জিনিষ নষ্ট করতে নেই। কোন্ সময় কোন্‌টা কাজে লাগবে তার কি ঠিক আছে? সংসারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সদাচার, সুরুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ নির্ভর করে মেয়েদের উপর। একটা মস্ত জিনিষ হ'লো প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার। পুরুষছেলের মেজাজ যতই খারাপ হো'ক না কেন, বাড়ীর মেয়েরা যদি সহনশীল, ধৈর্য্যশীল ও সুকৌশলী হয়, তাহ'লে বাড়ীর আবহাওয়া অনেকখানি শান্তিপূর্ণ হ'তে পারে। মেয়েদের বিশেষ ক'রে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে সংসারের মধ্যে মিলমিশ ও ভালবাসা থাকে। ভালবাসার সংসারে বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রাচুর্য্য সহজ হ'য়ে ওঠে, সবাই ভাল হ'য়ে ওঠে। মেয়েরাই হ'লো সংসারের লক্ষ্মী, সরস্বতী। ওরা মায়ের জাত। ওদের ক্ষমতার তুলনা নেই। ওরা যদি ইচ্ছা করে, ওরা জগৎটাকে স্বর্গ ক'রে তুলতে পারে।

কেষ্টদা—স্ত্রীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অনুরাগ বহু অসংযত পুরুষকেও সংযত ক'রে তোলে। শ্রেয়কে শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি দেখান-সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে।

স্বামী বাইরে থেকে বাড়ী ফিরবার সময় স্ত্রী কত পা এগিয়ে গিয়ে তাকে সমাদর ক'রে নিয়ে আসবে, তারও পর্য্যন্ত বিধান আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—গভীর শ্রদ্ধা থাকলে এগুলি আপনা থেকেই করা আসে। আবার, অন্তরের সঙ্গে ঐসব অনুষ্ঠানগুলি করতে-করতেও শ্রদ্ধা সঞ্জীবিত হ'য়ে ওঠে। তাই, মাঙ্গলিক বিধানগুলি নিষ্ঠাসহকারে পালন করাই ভাল। আমার ইচ্ছা করে, আমেরিকার ideal (আদর্শ) মেয়েরা কী-ভাবে চলে, সে-সম্বন্ধে স্পেন্সার আমাদের মেয়েদের কাছে গল্প ক'রে শোনায়। স্পেন্সার বাংলা জানলে বলতে পারতো।

কথা হ'চ্ছে, এমন সময় চক্রপাণিদা (দাস), সত্যরঞ্জন ভাই (দে), ননীদা (দে), বিরাজদা (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি আসলেন।

নলিনাক্ষদা বললেন—ওদের দেশের মেয়েদের রকম আলাদা, শিক্ষা-দীক্ষাও ভিন্ন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-দেশেই হো'ক, মেয়েদের শিক্ষা হওয়া উচিত তাদের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী উৎকর্ষ এবং nurture (পোষণ)-এর জন্য, এবং পুরুষদেরও শিক্ষা হওয়া উচিত তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশের জন্য। পুরুষদেরও মেয়ে সাজা ভাল নয়। মেয়েদেরও পুরুষ সাজা ভাল না। মেয়ে-পুরুষের শিক্ষা স্বতন্ত্রধরণের হওয়াই ভাল। হাজার চেষ্টা কর, পুরুষের পেটে কোনদিন ছেলে-মেয়ে হবে না।। পুরুষ কোনদিন মা হবে না। মেয়েরা মায়ের জাত। তারা যাতে ভাল গৃহিণী হয়, ভাল মা হয়, সেইভাবে তাদের শিক্ষা হওয়া দরকার। ওই কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে বিদুষী ও কার্য্যক্ষম যত হয়, ততই তো ভাল। বৈশিষ্ট্যকে বরবাদ ক'রে দিলে ভাল হবে না। ঘর সামলায় মেয়েরা। ঘর যদি ঠিক থাকে, মানুষ বাইরে কুঁদে বেড়াতে পারে। ঘরে যদি শান্তি না থাকে, সান্ত্বনা না থাকে, সেবাযত্ন না থাকে, মানুষগুলি যে শুকিয়ে যাবে। বাইরে লড়বে কিসের জোরে? মা-ই সন্তানদের মেপে দেয়, অর্থাৎ তাঁর নিষ্ঠা, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও চরিত্র-অনুযায়ী সন্তানরা সদ্‌গুণের অধিকারী হয়—অবশ্য বিয়ে যদি বিহিতরকমে হ'য়ে থাকে। আর, এই সন্তান বলতে কিন্তু মেয়ে-পুরুষ দুই-ই। প্রকৃতপক্ষে fundamental (মৌলিক) সবই মা ক'রে দেয়। তা' ছাড়া আর কিছু হয় না—তারই উৎকর্ষ-সাধন হয়। মেয়েরা মানুষ-গজানর পরম দায়িত্ব যাতে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে সেইভাবে তাদের শিক্ষিত ও যোগ্য ক'রে তুলতে হবে। এই গজান-ব্যাপারের মধ্যে আবার আছে সেবাযত্ন ও আদর-আপ্যায়নের ভিতর দিয়ে প্রাণন-সম্বেগকে বাড়িয়ে তোলা। মেয়েদের সেবা কিন্তু সংসারের সবাইকেই গজিয়ে তোলে। তাই, মেয়েরা যেখানে সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় নিয়ে প্রীতি-উচ্ছল সেবাপ্রাণ ও সম্বর্দ্ধনাপটু, সংসার সেখানে স্বতঃই উন্নতিমুখর।

মায়ের শাসন সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—আমার মা আমার উপর খুব কড়া ছিলেন।

মা-র হাতে মা'রও কমও খাইনি। কিন্তু মাকে যে আমার কী ভাল লাগত, তা' আর কাকে বোঝাব? কিসে মা খুশী হবেন আমার উপর, সেই ছিল আমার প্রধান ধান্ধা। শুনেছি, কাঠিয়া-বাবার গুরু তাঁকে কত মারতেন, বকতেন—তবু তিনি বলতেন, 'মেরা গুরু বড় দয়াল'। আমারও তেমনি মনে হয়, 'মেরা মাই বড় দয়াল'। ভাবি—তাঁর শাসনটা তো শাসন নয়, সেটাও পরম আশীর্ব্বাদ।

নলিনাক্ষদা—আপনি বলেন স্বাস্থ্যের জন্য সদাচার পালনের কথা, কিন্তু সদাচার পালন করা সত্ত্বেও তো রোগব্যাধি এড়ান যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু সদাচার পালন করলেই হবে না। স্বাস্থ্যরক্ষার সবগুলি বিধিই পালন করতে হবে। আর, সদাচার কিন্তু অল্প একটু জিনিষ নয়। আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক এই তিন রকমের সদাচার আছে। এই তিনটের co-ordination (সঙ্গতি) যদি না হয়, তাহ'লে কিন্তু সদাচার complete (পূর্ণ) হয় না। Co-ordination (সঙ্গতি) হ'লে বিভিন্ন plane (স্তর) পারস্পরিকভাবে সৎ-সন্দীপনায় re-inforced (শক্তিসম্বৃদ্ধ) হয়। Co-ordination (সঙ্গতি) না হ'লে দুর্ব্বল দিক্‌টা সবল দিক্‌টাকেও বিশৃঙ্খল ক'রে দিতে চেষ্টা করে। এটা শুধু সদাচারের বেলায় নয়, সতীত্বের বেলায়ও এমনতর। আধ্যাত্মিক ও মাননিক সতীত্বকে বাদ দিয়ে শারীরিক সতীত্বের জেল্লা খোলে না, ঝুনও ওঠে না।

পারুলমা—আধ্যাত্মিক ও মানসিক সতীত্ব কাকে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টপ্রাণ স্বামীপ্রীতি যদি তোমার অস্তিত্বকে এমন ক'রে পেয়ে বসে যে স্বামীর অস্তিবৃদ্ধির প্রচেষ্টাই নিরন্তর তোমাকে অনিবার্য্যভাবে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়, তাকেই বলা যায় আধ্যাত্মিক সতীত্ব। Adherence (অনুরাগ) shift (স্থান পরিবর্ত্তন) করলে, deviation (বিচ্যুতি) হ'লে, tenacity (লেগে থাকা) না থাকলে আধ্যাত্মিক হ'লো না। কারণ, surrender (আত্মসমর্পণ) থাকলো না, অবলম্বন ক'রে চলা হ'লো না। মানসিক সতীত্ব হ'লো—সক্রিয় ও সচেতন মনন দিয়ে ঐ স্বামীর সুখ-সুবিধা ও বাঁচাবাড়ার চেষ্টা করা। সব সময় ঐ স্বামীর স্মৃতি জাগে। যত্র যত্র নেত্র পড়ে, তত্র তত্র স্বামী স্ফুরে। নিজের ভোগসুখের কথা মনে হয় না। সব সময় ভাবে, স্বামী কিসে প্রকৃত সুখী হবে। স্বামী যেন নিজের অস্তিত্ব। কোন-কিছু স্বামীর কাজে না লাগলে ভাবে, ধুত্তোর! ও দিয়ে কী হবে? সেখানে তার পরম বৈরাগ্য। আবার, স্বামীর কাজে যদি কিছু লাগে, তার জন্য কী গভীর আগ্রহ! তার খাওয়া, পরা, বেড়ান, সাধ, আহ্লাদ—সব স্বামীর খুশীকে কেন্দ্র ক'রে। এ এক মহাসাধনা। স্বামীর তরফ থেকে হয়তো কোনই শাসন নেই, তবু মনে-মনে সবাই শঙ্কিত হ'য়ে থাকে—পাছে তাঁর কোন অসুবিধা হয়, তিনি মনে কোন কষ্ট পান। এই টান যার মধ্যে ঢোকে, তাকে টেনে লম্বা ক'রে তোলে। তার বুদ্ধি, বিবেচনা, চালচলন সবই নিখুঁত হ'য়ে উঠতে থাকে। দেখ না, একটা বিয়েনো গাইয়ের কেমন হয়! বাচ্চার প্রীতি টানে কেমন হুঁশিয়ার হ'য়ে ওঠে! ভালবাসায় যে তপস্যা হয় তার তুলনা নেই। এ বাদ দিয়ে

যে physical chastity (শারীরিক সতীত্ব) তার খুব একটা দাম নেই। সে যেন কাগজের পয়সা। তবু তা' মন্দের ভাল। এটা যদি যায়, তবে ভাল মানুষ জন্মগ্রহণ করবার জায়গা পাবে না। এ যেমন আছে, তেমনি আবার পুরুষও যদি ইষ্টনিষ্ঠ না হয় অর্থাৎ পতিত হয়, তাহ'লে জাতির upward trend (ঊর্দ্ধমুখী ধরণ) নষ্ট হ'য়ে যেতে থাকবে।

গ্রামের একটি মুসলমানভাইকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোকে অনেকদিন পরে দেখলাম। খবর ভাল তো?

উক্ত লোকটি—জে! আমি যে অনেকদিন আসবার পারিনি, তাও আপনার নজরে আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার যে তোদের সকলকার কথাই মনে পড়ে। মনে-মনে খুঁজি।

লোকটি অবাক্ হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—বর্ণবিভাগ তো সব সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই। হিন্দুসমাজে এ নিয়ে এতো কড়াকড়ি কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Grouping (বিভাগ) জিনিষটা সৃষ্টির সর্ব্বত্র আছে, মানুষের মধ্যে তো আছেই, এমন কি গাছপালা ও পশুপক্ষীর মধ্যেও আছে। জন্মগত বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ব্যবস্থা যদি হয়, তাতে ব্যষ্টির পক্ষেও ভাল, পরিবেশ বা সমাজের পক্ষেও ভাল।

অতুলদা (বসু)—কেউ মরলে কান্না আসে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারও অস্তিত্ব নষ্ট হ'লে মনে হয়, আমারই মত একটা অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গেল। অজ্ঞাতসারে নিজের ঐ পরিণতির কথা মনে হয়। তাতে সহানুভূতিতে equitone (সমভাবাপন্ন) হ'য়ে কান্না পায়। যার সঙ্গে আমরা যত সংশ্লিষ্ট, তার বিয়োগে তত লাগে। মনে হয়, আমার জীবনের ভিত্তি যেন অনেকখানি খ'সে পড়লো, আলগা হ'য়ে গেল।

সত্যদা—কোর্টে রেজিষ্ট্রি ক'রে যদি বিবাহ হয়, সে-সম্বন্ধে আপনার কী মত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিবাহ আইনের আশ্রয়ে চুক্তির মত ক'রে হয়, তা' আমার ভাল লাগে না। দেব, দ্বিজ ও সমাজের সামনে নারায়ণ সাক্ষী ক'রে পবিত্র ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে যদি বিবাহ হয়, পুত মন্ত্রবাক্যগুলির তাৎপর্য্য যদি একটু বুঝিয়ে দেওয়া হয়, মনের উপর তার একটা প্রভাব পড়ে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর যদি ভাবে যে বিবাহ-বন্ধন অচ্ছেদ্য, তবে পরস্পরের পরস্পরকে স'য়ে-ব'য়ে নেওয়ার প্রবৃত্তি প্রবল হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদের পরিকল্পনা মোটেই ভাল নয়। ওতে সমাজ, সংসারের ভিত্তি শিথিল হ'য়ে যায়। প্রত্যেকেই সব সময় একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। স্বামী জানে না, কখন তার স্ত্রী তাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবে। স্ত্রী জানে না, স্বামী কখন তাকে ত্যাগ ক'রে যাবে। সন্তানদের অবস্থা আরো দুরূহ। ভাবলেও হৃৎকম্প হয়। আমি বলি—বিয়ের আগে তন্ন তন্ন ক'রে বিচার কর, ভাল ক'রে দেখেশুনে তারপর

বিধিমত বিয়ে কর। কিন্তু বিধিমত বিয়ে ক'রে সে-বিয়ে নাকোচ ক'রো না। অবশ্য, বিয়েই যদি কোথাও অসিদ্ধ হয়, তাহ'লে তাকে বিয়ে ব'লে গণ্য করা চলে না। বিধিমত বিয়ে হ'য়েও যদি বিশেষ কোন কারণে স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে বসবাস অসম্ভব হ'য়ে ওঠে, তখন স্বামী-স্ত্রী আলাদা থাকতে পারে, কিন্তু ঐ স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীকে বহন করতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে দরদ ও দায়িত্ববোধ থাকলে কেউ নিজেকে অসহায় মনে করে না। আবার, পরস্পর পরস্পরের দোষত্রুটি যদি খানিকটা হজম ক'রে চলতে না শেখে, তাহ'লেও কিন্তু দাম্পত্যজীবন সুখের হয় না। দাম্পত্যজীবনে যদি সহ্য, ধৈর্য্যের অনুশীলন হয়, তাহ'লে তার ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও লাভ হয়। যাদের সহ্যধৈর্য্য থাকে, তারাই সময় বুঝে অন্যকে ভালর দিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

ঢাকার একটি মুসলমান ভাই জিজ্ঞাসা করলেন—পর্দ্দাপ্রথার কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়েদের সৌন্দর্য্য দেখে লোলুপ হ'য়ে পাছে তাদের উপর কেউ উৎপাত না করে সেই জন্যই বোধহয় পর্দ্দাপ্রথার সৃষ্টি হয়েছিল। একসময় বহিঃ-শত্রুর আক্রমণের অভাব ছিল না। তাদেরও মেয়েদের উপর লোভ ছিল। চোখে ধরলেই হ'লো। তখন আর রেহাই থাকতো না। এইসব সম্ভাবনা এড়াবার জন্য পর্দ্দা-প্রথার উদ্ভব হ'য়ে থাকতে পারে। প্রধান কথা, মেয়ে-পুরুষের দূরত্ব থাকাই ভাল। আগে মেয়েরা প্রধানতঃ অন্তঃপুরেই থাকতো। সম্মানযোগ্য দূরত্ব ও ব্যবধান থাকলেই শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ঠিক থাকে। মেয়েদের যার-তার কাছ থেকে কোন উপঢৌকন নেওয়া উচিত নয়। নিলে inclination (আনতি) আসতে পারে। কেউ যদি আগ্রহ ক'রে কিছু দিতে চায়, মা-বাপের মাধ্যমে দেওয়া ভাল। তুমি যদি বিয়ে ক'রে থাক, তোমার মাধ্যমে তোমার বৌ জিনিষপত্র পাওয়ার চাইতে তোমার মা-বাবার মাধ্যমেই তার প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি পাওয়া ভাল। তুমি যদি তোমার মা-বাবাকে এই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত রাখ, তাতে তোমার মা-বাবাকেও সে সমীহ ক'রে চলবে। জানবে, শ্বশুর-শাশুড়ীই সংসারের প্রকৃত কর্ত্তা। হয়তো আয় করছ তুমি। কিন্তু কর্ত্তৃত্ব দিচ্ছ তাদের হাতে। আর, তাই-ই সমীচীন। বৌকে যদি মা-বাপের থেকে বড় ক'রে তোল, তার খুশীর জন্য যদি পাগল হও, তাহ'লে তুমি গেছ। ঐ বৌ-ই হয়তো একদিন তোমাকে নাকের জলে, চোখের জলে একশেষ করবে, যদি সে নিতান্ত ভালমানুষের মেয়ে না হয়। তাই ব'লে তুমি বৌকে ভালবেসে যে এক-আধটা জিনিষ এনে দেবে না, তা' নয়। কিন্তু সে যেন বোঝে, মা-বাপই তোমার কাছে মুখ্য। পুরুষের থাকবে masculine pride (পুরুষোচিত অহঙ্কার) ও মাত্রামত narcissus complex (আত্ম-মুগ্ধতা)। সে কেন মেয়ে-ছেলের পিছনে ছুটবে ? সে কেন অতো হ্যাংলা হ'তে যাবে ? তার কি কোন আত্মমর্য্যাদা নেই ? ছোটকালে দেখিছি, কত ছেলে নিজের হাতে তার জবানী কোন মেয়ের প্রেমপত্র কল্পনা ক'রে লিখে তাই নিয়ে গল্প ক'রে বেড়াত। কত সব রঙ্গীন

গল্প! আদতে কিছু না। তাকে হয়তো কেউ পোছেও না। তবু ঐ সুখ। একবার এক কাণ্ড ঘটিছিল। তিন শয়তান বুদ্ধি করিছে, একটা মেয়েকে বাগাবে। রাত্রে ঘরের পিছনে ওত পেতে থাকবে। সে যদি কোন কারণে ঘরের বের হয়, তখনই তাকে নিয়ে পালাবে। আমি বললাম—'আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।' তা' কি রাজী হয়? অনেক ব'লে-ক'য়ে রাজী করালাম। সঙ্গে-সঙ্গে গেলাম। ঝুপ-ঝুপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। ঘোর অন্ধকার। ঘরের পিছনে একটা আমগাছ। তার তলায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছি। সে কী মশা! মশার কামড় সহ্য করতে না পেরে চাপড় দিয়ে মশা মারতে যাই। ওরা ভীত-সন্ত্রস্ত হ'য়ে ফিসফিস ক'রে বলে—'শালা! এ-ই সব মাটি করবে।' আমাকে ইশারায় সাবধান করে। এইভাবে কিছু সময় কাটলো। হঠাৎ আমি জোরে দৌড় মারলাম। আমার দেখাদেখি ওরা তিনজনও ভয় পেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে আমার পিছনে পিছনে ছুট দিল। আমরা এসে একটা মাঠের মধ্যে পড়লাম। ওদের লক্ষ্য ক'রে আবেগের সঙ্গে বললাম—'মেয়েছেলে কি এতই লোভনীয় যে জীবন, মান, মর্য্যাদা সব বিসর্জ্জন দিয়ে তাদের পিছনে ছুটতে হবে? পুরুষ হিসাবে কি আমাদের এতটুকু আত্মসম্মান নেই? যদি পৌরুষ থাকে, আমাদের পিছনেই ছুটবে তারা। প্রকৃতিতে পুরুষ কত সুন্দর, পুরুষ কত মহান্। এত বড় ক'রে ভগবান যাকে গড়েছেন, এত গৌরবান্বিত সম্পদ যার, সে কেন এত নীচ হবে? তোমরা যদি বাপের সুপুত্র হও, শৌর্য্যবীর্য্য, গুণগরিমা যদি তোমাদের থাকে, তবে দরকার হ'লে মেয়েরা ছুটবে তোমাদের পিছনে। মশার কামড় খেয়ে হীন কাপুরুষের মত, ইতরের মত তাদের পিছনে ছুটতে হবে না তোমাদের। তোমরা থাকবে স্বমহিমায় অটল হ'য়ে। তোমরা যাবে না কারও কাছে। তোমরা কখনও লালায়িত হবে না তাদের জন্য।' বলছি আর চোখের সামনে দেখছি—'একটা সিংহ আপন মনে রাজগৌরবে ব'সে আছে, একটা সিংহী মুগ্ধ-বিস্ময়ে তার পানে চেয়ে আছে, তার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দেখছে তন্ময় হ'য়ে, সিংহ তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না, সে যেন আত্মতৃপ্ত, সিংহী তাকে দেখে চোখ দুটো সার্থক করছে। একটা ময়ূর আপনাতে আপনি মসগুল হ'য়ে পেখম তুলে নাচছে, আর ময়ূরী তাই দেখে আনন্দে মাতোয়ারা একটা পুরুষ-দোয়েল আহ্লাদে শিস্ দিচ্ছে আর একটা মেয়ে-দোয়েল বিভোর হ'য়ে তাকে দেখছে।' এই রকম দেখলাম কুকুর কুকুরী, বিড়াল বিড়ালী, আরো কত কি। সব জোড়ায়-জোড়ায় দেখলাম। দেখে নিলাম পুরুষ কত সুন্দর, নারীর প্রয়োজনবোধ তার কত কম, পুরুষ হিসাবে নিজের উপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। দেখছি আর ওদের কাছে পুরুষের মহিমা ঘোষণা করছি। কী ভাষায় বলেছিলাম—তা' আমার মনে নেই। কিন্তু সেই সময়কার আমার সেই কথা শুনে ওদের মন ফিরে গেল, আত্ম-মর্য্যাদাবোধ বেড়ে গেল, ঐ জঘন্য মনোবৃত্তিকে ঘৃণা করতে শিখলো। পরে আমাকে ওরা বলল—'ভুল যা করেছি, তা' তো করেছি। কিন্তু তুমি আমাদের কথা কাউকে ব'লো না।' আমি বললাম—'তোমাদের নাম করব না। কিন্তু নাম উহ্য রেখে এই

ঘটনা কাউকে বললে যদি তার উপকার হয়, তা' বলব।' সত্য বলতে কি—জগতে পুরুষই সুন্দর। মেয়েদের যে মানুষ বেশী সুন্দর মনে করে সে মোহবশে।

অতুলদা—শ্রাদ্ধ করলে কী হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রাদ্ধ মানে পিতৃপুরুষের স্মরণ-মনন-সহ শ্রদ্ধায় দান। ওতে আমাদের instinct (সহজাত সংস্কার)-গুলি nurtured (পরিপুষ্ট) হয়। আমরা উন্নত হ'য়ে উঠি।

অতুলদা—মা-বাপের মৃত্যুতে মানুষ উপবাস, হবিষ্য ইত্যাদি করে কেন ? এই নিয়ম পালনের কাল-সম্বন্ধে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পার্থক্য কেন ? কারও বেশী দিন, কারও কম দিন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শোকে মানুষের শরীরের উপর একটা আঘাত পড়ে। রক্তচলাচল ও শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থির রসক্ষরণ অনেকখানি ব্যাহত হয়। তাতে হজমশক্তিও বিপন্ন হ'য়ে পড়ে। তাই যেমনতর খাদ্য হজম করতে পারে, যে-খাদ্যে ও চলনায় শারীরিক ও মানসিক স্থৈর্য্য ফিরে আসে, স্নায়ু সবল হয়, তেমনতর বিধান মেনে চলতে হয়। উদ্দেশ্য—শরীর-মনের সাম্য ফিরিয়ে আনা। সাম্যসঙ্গত চলন যাদের যেমনতর আয়ত্ত, সেই অনুযায়ী দিনের তারতম্য করা হয় ব'লে মনে হয়। তাই দেখা যায়, উচ্চতর বর্ণের অপেক্ষাকৃত কম দিন। এটা আশা করা হয় যে তারা more controlled (বেশী সংযত)। অবশ্য এমনও হ'তে পারে যে উচ্চতর বর্ণোদ্ভূত হ'য়ে একজন less controlled (কম সংযত), কিন্তু অনুচ্চবর্ণের হ'য়ে একজন more controlled (বেশী সংযত)। কিন্তু সামাজিক বিধানগুলি গড়পড়তা-মত করা হয়। তবে একথা ঠিকই—বর্ণোচিত বিহিত জনন ও আচার-আচরণ যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, চরিত্রের উপর তার একটা প্রভাব পড়েই।

অতুলদা—মানুষ আজকাল পেটের ধান্ধাতেই পাগল। নিজেকে গ'ড়ে তোলার দিকে তাই তত নজর দিতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের চরিত্র অর্থাৎ চলন ঠিক ক'রে নিতে পারলে পেট-টেট সব ঠিক থাকে। গোঁজামিল দিয়ে পেট বাঁচাতে গেলে হয়তো বা পেট বাঁচে, হয়তো বা পেট বাঁচে না, কিন্তু যা' যা' বাঁচলে মানুষের মত বাঁচা হয়, সেগুলির আর সামঞ্জস্য হ'য়ে ওঠে না। তাই পেট বাঁচলেও দুঃখ ঘোচে না। কিন্তু মানুষের qualification (গুণ)-গুলির যদি meaningful active adjustment (সার্থক সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ) হয়, তাহ'লে সে স্বতঃই অর্জ্জী হ'য়ে ওঠে। শুধু টাকা-পয়সা নয়, যা' করতে যা'-যা' লাগে, সে সব-কিছুই সংগ্রহ ক'রে নিতে পারে। ধর্ম্মকে যে অর্জ্জন করে, অর্থার্জ্জন তার কাছে একটা সমস্যাই নয়। টাকা-পয়সা উপায় করতে যে পারেননি, সেটা কোন obsession (অভিভূতি)-এর জন্য। সেটা চ'লে গেলে দেখবেন, সব দোয়ারে আসবে। 'এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হ'তে দানে, গান হ'তে গানে'। পরিবেশের জন্য প্রাণ ঢেলে করতে হয়—অপ্রত্যাশী হ'য়ে।

মনের সেবা কর আগে তুই
বাহ্য সেবা তার সাথে,
এমনতর চলায় জানিস্
শুভ আশিস্ পায় মাথে।

ইষ্টের তৃপ্তির জন্য প্রত্যাশারহিত হ'য়ে এইভাবে মানুষের সেবা কর। দেখবে, মানুষ তোমাকে দেবার জন্য লালায়িত হ'য়ে উঠবে। কিন্তু তুমি হয়তো নিতেই চাইবে না। আমরা বৌকে, মাকে দিই কেন ? দিয়ে তৃপ্তি পাই, তাইতো দিই। মানুষ যত অপরের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়, ততই মানুষের তাকে দেবার আগ্রহ হয়। দিয়ে তৃপ্তি পায়। তুমি যদি নিজেকে নিয়ে বিব্রত থাক, কেবল টাকার কথা কও, তিন দিন পরে মানুষ তোমার কাছ থেকে পালাবে। তোমার বৌ যদি কেবল নিজের চাহিদা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তোমার দিক্‌টা না দেখে, তাহ'লে তাকেও তোমার দিতে ইচ্ছা করে না। যারা pauper (দারিদ্র্য-ব্যাধিগ্রস্ত), তাদেরই দেখবে—চরিত্র unfulfilling in many respects (অনেক দিক্ দিয়ে পূরণপ্রবণতাহীন), কাউকে তারা দিতে চায় না কিছু। দারিদ্র্যের একটা মস্ত বড় লক্ষণ—negative philosophy (নেতিবাচক দর্শন)। বলবে—কি করব ! গরীব হ'য়েই যত পাপ করেছি। যারা pauper in mind (মনে দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত), pauper in character (চরিত্রে দৈন্যগ্রস্ত) অর্থাৎ ever unfulfilling and unnurturing to environment (পরিবেশের প্রতি পূরণ ও পোষণহীন), তাদের দারিদ্র্য ঘোচান কঠিন ব্যাপার। ছেলেপেলেরা সেবা-বুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত হ'য়ে পড়াশুনো করে না, টাকা উপলক্ষ্য ক'রে পড়ে। তাতে গোলামী ক'রে জীবন বওয়া ছাড়া আর পথ পায় না। অবস্থা হয়—'বাগ্দেবীং বানরীং কৃত্বা নর্ত্তয়ামি দ্বারে দ্বারে।' আমি বলি—'কিসে ভীরু তুমি, কিসে কাপুরুষ ! জগতে তুমি কি নহ রে ধন্য !'

শ্রীশ্রীঠাকুর খুব আবেগের সঙ্গে ব'লে চলেছেন। সবাই তাঁর কথা শুনে প্রেরণার অগ্নিদীপনায় ভরপুর হ'য়ে উঠছেন।

অতুলদা আবার জিজ্ঞাসা করলেন—নিয়তি কি না-মেনে পারা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার করার ফল যা' আমার দৃষ্টির বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছে, তাকে বলা যায় নিয়তি। আবার, আমার কর্ম্মের ফলে আমার ভিতর যে ঝোঁক ও সম্বেগ সৃষ্টি হ'য়ে আমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, তাও ঐ নিয়তিরই একটা রূপ। বহিরাগত কর্ম্মফল এবং আমার অন্তর্নিহিত ঝোঁক ও সম্বেগ যদি অশুভও হয়, তার শুভ নিয়ন্ত্রণ আমার হাতের মধ্যেই আছে। এই জন্যই ইষ্টকে ধরতে হয় ও তাঁর ইচ্ছা পূরণ ক'রে চলা লাগে। মঙ্গলের সঙ্গে বাঁধনটা যদি পাকা হয়, তাহ'লে অমঙ্গল তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। টাকায় পীরিত না হ'য়ে নারায়ণের সঙ্গে যদি পীরিত হয়, মা-লক্ষ্মী দুয়োরে হেঁটে এসে বলেন, 'লে ! লে ! লে ! কি লিবি লিয়ে লে।' Be rich in mind and deed and have riches (মনে এবং কর্ম্মে সম্পদশালী

হও এবং তার ভিতর দিয়েই সম্পদের অধিকারী হও)। Habit মানে আমি বলি, have it (ইহা লও), আর behaviour বলতে বুঝি, be to have (হ'য়ে পাও)। 'Seek ye first the kingdom of heaven and all other things shall be added unto you' (প্রথমে স্বর্গরাজ্যের অনুসন্ধান কর, তাহ'লে সব-কিছুই পাবে।)

কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন। নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবছেন। চোখে-মুখে কী যেন একটা উদ্বেগের চিহ্ন। হয়তো দেশের, দশের ও জগতের ভাবী অমঙ্গল-আশংকায় ভাবিত হ'য়ে পড়েছেন। কিছুক্ষণ পরে স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন—সপ্তাশ্ব চাই—যারা যে-কোন situation (অবস্থা) tackle (পরিচালনা) করতে পারবে। দরকার মত বিলেত, আমেরিকা যে-কোন জায়গায় যেতে পারবে। কেষ্টদা আছে, আর ৬ জন দরকার। যাদের কপাল আছে, তারাই আসবে।

একটু পরে কতকটা স্বগত উক্তির মত বলছেন—মানুষ কি ক্ষুদ্র অবস্থায় প'ড়ে থাকতে চায়? কিন্তু obsession (অভিভূতি)-এর দরুন থাকে। Obsession (অভিভূতি)-টা কাটিয়ে দিতে হয়। এবং সেইটেই যাজন।

কালিষষ্ঠীমা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর একগাল হেসে বললেন—এই যে এসে গেছে। কও, কি সমাচার কও দেখি!

কালিষষ্ঠীমা প্রাণ খুলে সংসারের খুঁটিনাটি নানা-কথা বলতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহভরে শুনছেন এবং মাঝে-মাঝে মৃদুমধুর তারিফের হাসি হাসছেন। চোখেও তাঁর প্রাণমাতানো হাসির ঝিলিক। একটা খুশীর হাওয়া বইছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে অতুলদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আপনার কিন্তু D. Sc. (ডি, এস-সি) হওয়াই চাই। ওটা আমার একটা luxury (বিলাসিতা)। আমি যা' করতে বলি, আমার luxury (বিলাসিতা) ব'লে করবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের খাবার সময় হ'য়ে এলো ব'লে, ধীরে-ধীরে অনেকেই বিদায় নিলেন।

১৩ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩৫২ (ইং ২৮। ১২। ১৯৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে হাসিখুশিভাবে ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), স্পেন্সারদা, মণিদা (ব্যানার্জি), যোগেনদা (হালদার), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত) এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন। সূর্য্য তখন অস্ত যায়-যায়, আশ্রমের সামনে দিগন্ত-বিস্তৃত চরে ছায়া ঘনিয়ে আসছে। শীতের দিন একটু-একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। আকাশ-বাতাস, গাছপালা, পশুপক্ষী, মানুষ, ঘরবাড়ী, মাটি সবটার মধ্যে কেমন যেন একটা বিচ্ছেদ-কাতর মায়ার আবেশ। এই সময়টিতে

শ্রীশ্রীঠাকুরের আনন্দ-সঙ্গ বড় প্রিয় লাগছে সবার কাছে। এইতো ব্যথিত বুকের অক্ষয় আশ্রয়, এখান থেকে কখনও বিমুখ হ'তে হয় না কাউকে। তিনি চিরপ্রসন্ন হাসি নিয়ে সবার জন্য সর্ব্বক্ষণ উন্মুখ হ'য়ে আছেন, মা যেমন উন্মুখ হ'য়ে থাকেন পেটের সন্তানের জন্য।

কলকাতা থেকে রবিদা (ব্যানার্জি) আসলেন, সঙ্গে তাঁর ভাগ্নে বিশু (মুখোপাধ্যায়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর মহোল্লাসে ব'লে উঠলেন—কি রে, কী খবর?

রবিদা ও বিশু প্রণাম ক'রে বললেন—ভাল।

রবিদা তাঁর এক ভাগ্নের তৈরী ভাল কয়েক রকম ফাউণ্টেন পেনের কালি (লাল, কালো ইত্যাদি) শ্রীশ্রীঠাকুরকে উপহার দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মহাখুশী হ'য়ে বললেন—খুব ভাল। দেখতে হয় যেন কোন খুঁত না থাকে। একেবারে বাজারের সেরা কালি ক'রে তোলা লাগে। তোমরা যেটা ধ'রবে সেইটাতে efficiency (দক্ষতা)-র চূড়ান্ত দেখিয়ে দেওয়া চাই। লক্ষ্য রাখতে হবে, কত সুবিধায় কত ভাল জিনিষ দিতে পার। সেবাবুদ্ধি প্রবল হ'লে মাথাও খেলে তেমনি। আর দাঁওমারার বুদ্ধি হ'লে মাথা ভোঁতা হ'য়ে যায়। আরম্ভ করেছ তো খুব ভাল ক'রে লাগাও। এক-এক জন এক-এক ব্যাপারে successful (কৃতকার্য্য) হ'লে, তার দেখাদেখি আর দশজন আর দশটা ব্যাপারে লেগে যায়। কেউ বড় একটা চাকরী পেয়েছে শুনলে আমার মনে হয়, সে একটা বড় গোলাম হ'ল, সে ও তার ছেলেপেলেরা পর্য্যন্ত যেন একটা যাঁতাকলের মধ্যে প'ড়ে গেল, যা' থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া ভার। তাই মনে খুব স্ফূর্ত্তি পাই না। কিন্তু independently (স্বাধীনভাবে) কেউ কিছু করতে চেষ্টা করছে, তাতে successful (কৃতকার্য্য) হচ্ছে—এমনতর খবর পেলেই মনে হয় যেন আমি লাভবান হলাম। কারণ, তার ঐ অভিজ্ঞতার এবং যোগ্যতার একটা স্থায়ী মূল্য আছে।

রবিদা (ব্যানার্জি)—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যাতে ওরা আপনার ইচ্ছা পূরণ করতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—আশীর্ব্বাদ তো আমার আছেই, এখন সেই আশীর্ব্বাদ সফল করা না-করা তোমাদের হাতে।

স্পেন্সারদা জিজ্ঞাসা করলেন—দুনিয়ায় difference (পার্থক্য) থেকেই তো যত discord (অমিল)। ভগবান এত difference (পার্থক্য)-এর সৃষ্টি করলেন কেন জগতে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Difference (পার্থক্য) না থাকলে কেউ কাউকে feel (অনুভব)-ই করতে পারতাম না। কেবল আমিই যদি থাকি, আমা ছাড়া যদি কিছু না থাকে, তাহ'লে আমিও থাকি না, থাকলেও তা' বোধ করতে পারি না। তাই, স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন আছে। বৈশিষ্ট্য-ওয়ালা বহুর সহযোগের ভিতর-দিয়েই

প্রত্যেকটি বিশেষ টিকে থাকে। একক কেউ টিকতে পারে না, তাই difference (পার্থক্য) চাই-ই। তবে Divine Unity-তে (ভাগবত ঐক্যে) যদি আমরা interested (অন্তরাসী) হই, তবে inspite of difference we enjoy one another, we enjoy to grow, and grow to enjoy (পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা পরস্পরকে উপভোগ করি, আমরা উপভোগ করি বৃদ্ধি পেতে এবং বৃদ্ধি পাই উপভোগ করতে)।

এরপর ঢাকার অতুল বসু-দা আসলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন—ব্যাধি এবং মৃত্যু কি অবশ্যম্ভাবী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না-হওয়ার জন্য চেষ্টা করা লাগে, তবু কিছু এসে পড়ে। অনেকের congenital proneness to disease (জন্মগত রোগপ্রবণতা) থাকে, আবার পরিবেশ থেকে নানা রোগ আসে। আচার-আচরণ ও আহার থেকে নানা বিপত্তি ঘটে। মানসিক দুষ্টি থেকে আবার শারীরিক অসুস্থতার সৃষ্টি হয়। তাই, রোগবালাই এড়াতে গেলে অনেক দিক্ সামাল দিতে হয়। ফলকথা, Ideal (ইষ্ট), individual (ব্যাষ্টি) ও environment (পরিবেশ)—এই তিনের concordance-এই (সঙ্গতিতেই) জীবন। তাই, নিজে ইষ্টানুগ নিথুঁত চলনায় চ'লে শারীরিক, মানসিক ও কায়িক সুস্থতা অর্জ্জন করতে হয়। আবার, নিজের সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশকে যদি অমন সুস্থ ক'রে তোলা না যায় তবে কিন্তু একলা সুস্থ থাকা যাবে না।……মৃত্যুকেও যে অতিক্রম করা না যায়, তা' নয়; আবার, মরণও মরণ না, যদি স্মৃতিবাহী চেতনা লাভ করা যায়। তবে, আয়ু যে প্রভূত পরিমাণে বাড়ান যেতে পারে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় যদি ঘটে, তবে আয়ু বহুল পরিমাণে বাড়ান যেতে পারে। মৃত্যুর চিন্তাই আমাদের মৃত্যুর মধ্যে নিয়ে যায়। এমন প্রীতিমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, যাতে মানুষ মৃত্যুর কথা ভাবতেই ভুলে যায়।

কেষ্টদা – কিন্তু মৃত্যু তো অনিবার্য্য!

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনিবার্য্য যা', তা' যে চিরকালই অনিবার্য্য থাকবে—তা' যে নিবার্য্য হবে না, তার মানে কী? মৃত্যু অনিবার্য্য হ'লেও মৃত্যুকে আমরা চাই না। যা' চাই না, তার ধ্যান ক'রে তাকে টেনে আনতে যাব কেন?

চারিদিকে আঁধার ঘিরে আসলো, বাইরে ঠাণ্ডাও লাগছে বেশ। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় এসে বসলেন। কাল থেকে ৩১তম ঋত্বিক্-অধিবেশন আরম্ভ। বাইরে থেকে দাদারা অনেকে এসেছেন। তাঁদের কতিপয় এসে বসলেন। যথা রাধাবিনোদদা (বিশ্বাস), পাঁচুদা (গাঙ্গুলী), যুগলদা (রায়), মণীন্দ্র ভাই (কর) ইত্যাদি।

সতুদা (সান্যাল) তাঁর এক আত্মীয়সহ এসেছেন। তিনি কথাচ্ছলে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন। ঘটনাটি এই—এক ভদ্রলোক ট্রেণে অযথা

মহাত্মাজীর নিন্দা ক'রে সকলকে চটিয়ে তুলছিলেন। এই কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ছড়া দিলেন—

বড়র যারা নিন্দা করে
ছোটই তারা অন্তরে,
নরকদেশে চলন তাদের
কোন্ অজানা কন্দরে।

তারপর বললেন, এমন অনেকে আছে, যারা বড়লোক দেখলেই নিন্দা না ক'রে পারে না। কোনও মানুষকে বহু লোক শ্রদ্ধা করে, অনুসরণ করে, সুখ্যাতি করে—এ দেখলেই তাদের যেন অসহ্য লাগে, তাদের inferiority (হীনম্মন্যতা) গোঙরায়ে ওঠে তখন। খামাকা ভাবে, তারা ছোট হ'য়ে যাচ্ছে। তাদের inferiority (হীনম্মন্যতা) তখন groaning (গোঙরান) রকমে চলে তাঁকে down (খাটো) করার জন্য। নিন্দা আর criticism (সমালোচনা) কিন্তু আলাদা। Criticism (সমালোচনা)-এর মধ্যে যুক্তিও থাকে, balance (সাম্য)-ও থাকে, খাটো করার বুদ্ধি থাকে না। নীতির ব্যত্যয় যেখানে যত থাকে, সেটাকে তুলে ধরার বুদ্ধি থাকে। গুণ, অবগুণ—দুইয়েরই উল্লেখ থাকে তাতে। খাঁটি সমালোচনা করতে পারে খুব কম লোকেই। নিজের একটা নিখুঁত দাঁড়া বা আদর্শ না থাকলে তা' মানুষ পারে না। নিন্দার উত্তর দিতেও আবার সকলে জানে না। এমন ক'রে নিন্দার উত্তর দেওয়া যায় যে তাতে মানুষের মাথা একেবারে সাফ হ'য়ে যায়। যে complex (প্রবৃত্তি)-কে চেনে, তার কাছে জারিজুরি খাটে না, তার কাছে মুশকিল আছে। সে একজনকে তার নিজের কথা দিয়েই কাত ক'রে ফেলে। এ একরকম যুযুৎসু খেলার মতন। তবে নিজে চ'টে গেলে মুশকিল। Complex (প্রবৃত্তি)-এর উপর mastery (আধিপত্য) যার আছে, সে মানুষকে রকমারিভাবে খেলিয়ে-খেলিয়ে কায়দামত জায়গায় আনতে পারে।

সতুদা—এমন অনেক লোক আছে যারা যুক্তি-বিচারের ধার ধারে না, গরম দেখলে তারা ঠাণ্ডা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে গরম হওয়া দরকার, সেখানে গরম হবে, কিন্তু গরম হওয়া, নরম হওয়া, সবটার উপরেই তোমার অবাধ অধিকার চাই। গরম হ'তে পার, নরম হ'তে পার না; নরম হ'তে পার, গরম হ'তে পার না—এমন হ'লে হবে না। নটের মতো ভাবসিদ্ধ হ'তে হবে। স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে যে-মুহূর্তে যেমন প্রয়োজন সে-মুহূর্তে তেমন করতে হবে। তোমার মূল লক্ষ্য থাকবে মানুষটাকে ভালর দিকে আকৃষ্ট করা, কারণ, মানুষ চায়ই যে ভাল। যারা গাঁজা খায়, তারাও গাঁজেল-নামে পরিচিত হ'তে চায় না।

সতুদা—যে গাঁজা খেয়ে frankly (খোলাখুলিভাবে) স্বীকার করে এবং frankness (স্পষ্টবাদিতা)-এর বড়াই করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা frankness (স্পষ্টভাষণ) নয়, vanity (অহংকার)। গাঁজা ছাড়বে না weakness (দুর্ব্বলতা)-এর দরুন, তবু সেটাকে support (সমর্থন) করতে চায়, যেন সেটা কত ভাল কাজ—এমন pose (ভাঁওতা) নিয়ে সে তার weakness (দুর্ব্বলতা) ও inferiority (হীনম্মন্যতা) ঢাকতে চায়। মজা এমনি, তাকে যদি পাঁচজনে গাঁজেল বলে, তাহ'লে সে কিন্তু চ'টে যাবে। তাকে যদি মানুষ ভাল বলে, তবে কিন্তু সে দুঃখিত হবে না। যে-মানুষ যতই খারাপ হোক, ভাল হওয়ার লোভ প্রত্যেকেরই আছে অন্তরে-অন্তরে। পারে না নিজের obsession (অভিভূতি)-এর দরুন।······যাহো'ক, যে নিজের গাঁজা খাওয়ার কথা স্বীকার করে এবং সঙ্গে-সঙ্গে গাঁজা ছেড়ে দেওয়ার পথ দেখে, তাকে বলতে পার frank (অকপট), তার ঐ বলার মধ্যে থাকে অনুতাপ, আত্মসমর্থনের ভাব থাকে না। তার ঐ বলায় অন্যেও বরং উপকৃত হয়, নয়তো আত্মসমর্থনী ধাঁজের বলায় অন্যের প্রলুব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর চুপচাপ ব'সে আছেন আর এর-ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু-মৃদু হাসছেন। বড় মিষ্টি লাগছে দেখতে। বিদ্যামা শ্রীশদার ছোট মেয়ে গুঞ্জাকে নিয়ে একপাশে ব'সে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গুঞ্জার দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আদরের সুরে বললেন—আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি, আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি, আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি!

গুঞ্জা হাসতে লাগল।

ওর গায়ে একটা জামা ছিল কিন্তু তেমন পুরু নয়। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই লক্ষ্য ক'রে বললেন, ওর শীত লাগছে না তো?

বিদ্যামা বললেন—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা ছোটবেলায় দোলাই গায় দিতাম। জামাজুমি যতই কও, ওতে কিন্তু খুব শীত রাখত। আজকাল কায়দা-কেতা খুব বাড়তিছে, কিন্তু মানুষের সুখ বাড়তিছে কিনা কওয়া মুশকিল।

অতুলদা জিজ্ঞাসা করলেন—ইংরাজীতে একটা কথা আছে—তার মানে হ'চ্ছে, পুরুষ-ছেলে যেখানে সব সময় বাড়ীতে থাকে, মেয়েরা সেখানে কখনো সুখী হ'তে পারে না। এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সর্ব্বদা ঘরে থাকলে, পুরুষ-ছেলের expansion (বিস্তার) ক'মে যায়, খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে খুঁত ধরে, বক্‌বক্‌ করে, তাতে মেয়েরা একটা resistance (বাধা) feel (বোধ) করে। মেয়েছেলে বেটাছেলেকে বড় ক'রে পেতে চায়। তা' না পেলে তাদের মন খারাপ হ'য়ে যায়, নিজেদেরই ছোট বোধ করে; মনে করে, they are being deprived of their expansion (তারা বিস্তার থেকে বঞ্চিত হ'চ্ছে), কারণ, দুনিয়াটাকে মেয়েরা enjoy (উপভোগ) করতে চায়

পুরুষের মধ্য দিয়ে। তা-ছাড়া, যাকে ভালবাসা যায়, তাকে পাওয়ার চেষ্টা থাকে। তা' না থাকলে তার মূল্য ও মর্য্যাদা উপলব্ধি করা যায় না। ভালবাসার জন নিজেই যদি cheap (সস্তা) হ'য়ে যায়, তাকে পাওয়ার জন্য যদি চেষ্টা করতে না হয়, তবে পাওয়াটা enjoyable (উপভোগ্য) হয় না। যা' যত কম চেষ্টায় পাওয়া যায়, তা' তত কম উপভোগ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর অতুলদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—Penicillin চিকিৎসা গ্রামে-গাঁয় যাতে হ'তে পারে তেমনতর experiment (পরীক্ষা) চলছে না?

অতুলদা—চাকরীতে আমাদের কতটুকু স্বাধীনতা? যে-ভাবে যা' করতে বলবে সে-ভাবে তা' করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাক্, দরকার হ'লে আমরা এখানেই চেষ্টা করব।

এরপর নৈহাটির দুলালদা (নাথ) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমেরিকানদের ফেলে-দেওয়া বোতল কেটে-কেটে আমরা সুন্দর গেলাস তৈরী করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর মহা-আগ্রহভরে বললেন—কই, দেখি!

দুলালদা এনে দেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে বললেন—বেশ হয়েছে। কত লোক এমন দেখে কিন্তু তাদের চোখ এড়িয়ে যায়। ইষ্টানুপূরণের ধান্ধা থাকলে তার থেকে আসে proper observation and utilisation of things (বস্তুনিচয়ের যথাযথ পর্য্যবেক্ষণ ও ব্যবহার)। ঐ ধান্ধা থেকে যে কত কিসের উদ্ভব হ'তে পারে তার কি ঠিক আছে?

অতুলদা—গাত্র-হরিদ্রার কী ফল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা হ'ল normal disinfectant (স্বাভাবিক জীবাণুনাশক)। তা-ছাড়া চামড়াকে soft ও glazy (কোমল ও চক্চকে) করে। দেখতে ভাল দেখা যায়, hygienic condition (স্বাস্থ্যের অবস্থা)-ও improve (উন্নত) করে। Skin (চর্ম্ম) delighted (হৃষ্ট) হয়। মাস-কলাই ও হলুদ বেঁটে সরিষার তেলে মিশিয়ে গায়ে মেখে স্নান করলে রং খোলে, চামড়ার একটা food (খাদ্য) হয়। মুগ ও হলুদ একসঙ্গে বেঁটে বড়ি ক'রে খেলে হজম, গায়ের রং ও পুষ্টি ভাল হয়।

কথাচ্ছলে আরও বললেন—শুনেছি, মেয়েছেলে রোজ যদি একতোলা ক'রে দুর্ব্বার রস মধু দিয়ে খায়, তাহ'লে সাধারণতঃ তার ছেলে-ছাড়া মেয়ে হয় না, স্বাস্থ্যও ভাল হয়। এটা আয়ুষ্কর।······আমি সবাইকে রোজ সকালবেলায় থানকুনি খেতে বলেছি। ও যে কত বড় ভাল জিনিষ, না খেলে বোঝা যায় না। থানকুনির এক নাম অমৃতা। নামের সঙ্গে কাজের সঙ্গে মিল আছে। অমৃতের মতই কাজ করে। বড় nervine (রসায়ন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর অতুলদাকে বললেন—Bacteriologist (জীবাণুবিজ্ঞানী) একজন চাই। সব রকম পারে এমন একজন medical-man (চিকিৎসক) চাই, যেন কঠিন-

কিছু হ'লে কলকাতা দৌড়তে না হয়। বরং কলকাতা থেকে more sure (বেশী নিশ্চিত) হ'তে পারি।

অতুলদা—আপনি চান first class (প্রথম শ্রেণীর) লোক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—First class ladder (প্রথম শ্রেণীর মই) না হ'লে first class height-এ (প্রথম শ্রেণীর উচ্চতায়) যাওয়া যায় না। সেই জাতের মানুষ চাই।

কেষ্টদা মাঝে কিছু-সময় ছিলেন না, আবার ফিরে এলেন। অম্বুবাচীর সময় মাটি খোঁড়া হয় না কেন, সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পৃথিবীটা যেন প্রকৃতি অর্থাৎ নারী আর অম্বুবাচী যেন তার ঋতুকাল। মেয়েদের প্রত্যেক মাসে একবার হয় আর পৃথিবীর হয় বছরে একবার। মেয়েদের ঐ সময় যেমন সাবধানে রাখে তেমনি মাটিকেও ঐ সময় সাবধানে রাখে। অম্বুবাচীর পর মাটির উর্ব্বরতা বেড়ে যায়, গাছ-লতাপাতা যেন তেজালো হ'য়ে ওঠে।

কেষ্টদা—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে, জমির উর্ব্বরতা তিন প্রকারে বাড়ে। প্রথমতঃ, রাজার চেষ্টায়—যেমন irrigation-এ (জলসেচ ব্যবস্থায়), দ্বিতীয়তঃ, গ্রহের সঞ্চারে, তৃতীয়তঃ, বৃষ্টিতে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের খাবার-সময় হওয়ায় সবাই উঠে পড়লেন।

১৬ই পৌষ, সোমবার, ১৩৫২ (ইং ৩১।১২।১৯৪৫)

বেলা প্রায় পৌনে-এগারটা। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে একখানি বেঞ্চে ব'সে আছেন। হরেনদা (বসু), ক্ষিতীশদা (সেনগুপ্ত), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), আরও অনেক দাদা ও মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন। ক্ষিতীশদা তাঁর ঢিলেমি রকম তাড়াবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার প্রস্তাব করলেন। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, করা ভাল। তবে সব চেয়ে বড় প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করা হয় না। সেটা হ'ল, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে নিয়মিত তপস্যা করা। তা' করতে গেলেই আত্ম-বিশ্লেষণ এসে পড়ে। ধরো, তোমার একটা সময়ের মধ্যে একজনের কাছে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ে তার কাছে যেতে না পারায় তার সঙ্গে দেখা হ'ল না এবং তার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে তোমার অন্য যে যায়গায় যাওয়ার কথা ছিল—ইষ্টকর্ম্মের সুবিধার জন্য, তা'-ও হ'ল না। অনেকগুলি কাজই হয়তো পণ্ড হ'ল। একেবারে পণ্ড না হ'লেও দেরী প'ড়ে গেল। তখন তুমি হয়তো ভাবছ—আসতে এই দেরীটা হ'ল কেন? তুমি হয়তো দেখতে পেলে, চা খাওয়ার অভ্যাস আছে, চা খেয়ে যেতে দেরী হ'য়ে গেছে। এইটে বুঝে তুমি যদি ঐ বদভ্যাসের দাসত্ব ত্যাগ কর, অর্থাৎ, সময়মত জুটলো তো খেলাম (অবশ্য তা' যদি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়), সময়মত না জুটলো তো না খেলাম—এমনতরভাবে অভ্যস্ত হও, তাহ'লে সেইটে হবে প্রায়শ্চিত্ত। বাস্তবভাবে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠামূলক দায়িত্ব নিয়ে চলতে থাকলে তখন ধরা পড়ে—কোথায় আমাদের কোন্ প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে এবং তা' কতখানি বাধা দিচ্ছে।

ইষ্টকাজে যা' বাধার সৃষ্টি করে তাকে কখনও বরদাস্ত করতে নেই। এইভাবে ধ'রে ধ'রে চরিত্রের গলদগুলি দূর করতে হয়। মায়া ক'রে পুষে রাখতে হয় না।

যামিনীদা—আমাদের continuity (ক্রমাগতি) থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেও complex (প্রবৃত্তি)-এর obsession (অভিভূতির)-র দরুন। সেই দিকে আকর্ষণ বেশী থাকায় পারি না। তাই বাধা জন্মায়। ওকে ignore (উপেক্ষা) ক'রে জোর ক'রে করা লাগে। যেটা করা যায় সেইভাবের অভ্যাসই পাকা হয়।

হরেনদা—যে-কাজই করতে যাওয়া যাক, অর্থবল খুবই প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চরিত্রে সেবাসম্বর্দ্ধনা থাকলে অর্থ আপনি আসে। আর তা' না থেকে অর্থ থাকলে, সে অর্থ টেকে না এবং কাজেরও যে খুব একটা ফয়দা হয়, তা'ও না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের সময় হওয়ায় সবাই বিদায় নিলেন।

১৭ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ১। ১। ১৯৪৬)

বেলা যায়-যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম-প্রাঙ্গণে মাতৃমন্দিরের পিছনে ব'সে আছেন। শচীনদা (গাঙ্গুলী), সুশীলদা (বসু), গৌরদা (ঘোষ), যামিনীদা (রায়চৌধুরী) প্রভৃতি দাদারা ও মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে মদনদাকে (দাস) বললেন—মানুষ চাওয়ায় পাগল, করায় নয়। মানুষ বলে, সে সুখী হ'তে চায়, বড় হ'তে চায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা' চায় না। কারণ, করার কথা বললে মুখ মলিন হ'য়ে যায়। যদি সত্যিই চাইত, তবে করতে নারাজ হ'ত না। আর, ক'রে যারা পেতে চায় না, তাদের দিলেও তারা কিছু পায় না। পাওয়াটা ধ'রে রাখতেও অনেকখানি করতে লাগে। দয়ার দানে যারা পায়, তাদের অনুযোগ যায় না। ভাবে, তাদের যা' পাওয়া উচিত তা' তারা পাচ্ছে না। যোগ্যতার ভিতর-দিয়ে যারা পায়, করার ভিতর-দিয়ে যারা পায় তারা ভাবে—করলাম কতটুকু, পেলাম কতখানি, পরমপিতার কী অপার দয়া! তাদের সুখ ধরে না। তাই বলি, কর। করার অভ্যাস যাদের আছে, করা যাদের ভাল লাগে তারা না চাইলেও পায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে পড়লেন।

২০শে পৌষ, শুক্রবার, ১৩৫২ (ইং ৪। ১। ১৯৪৬)

সন্ধ্যা ৬টা। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে বসেছেন। আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), অবিনাশদা (ভট্টাচার্য্য), অনিলদা (গাঙ্গুলী), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), সুরেনদা (বিশ্বাস), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), মহিমদা (দে) প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘিরে ব'সে আছেন। নানা বিষয়ের

আনন্দ-মধুর আলাপ-আলোচনা চলছে। এমন সময় সতুদা (সান্যাল) কলকাতা থেকে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে একটা গিনি দিয়ে প্রণাম করলেন। সাধারণতঃ যে যা' দিয়েই প্রণাম করুক, শ্রীশ্রীঠাকুর তা' স্পর্শও করেন না। অন্য কেউ তুলে রেখে দেয়। কিন্তু আজ অসীম তৃপ্তিভরে ঐ গিনিটা বার-বার কপালে ছোঁয়াতে লাগলেন। ফ্যাতনদা এক হাঁড়ি মিষ্টি এনে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তা' শ্রীশ্রীবড়মার কাছে দিতে বললেন এবং গিনি হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন—এ আমি কোথায় রাখি ?

পরে সতুদাকে বড়মাকে ডাকতে বললেন। বড়মা আসার পর বললেন—সতু আমার জন্য এই গিনিটা এনেছে। এটা রেখে দেও, খরচ ক'রো না। এ গিনি আমার অযুতকোটি টাকার সমান, টাকা বললে ছোট হ'য়ে যায়, অযুতকোটি অর্থের সমান। এ হ'ল মহানিধি। ও যে দিতে শিখেছে এই বুদ্ধি যদি বজায় থাকে, এই-ই ওর সৌভাগ্যের সূচনা।

পরে আবার ফ্যাতনদাকে জিজ্ঞেস করলেন—শুধু আমার জন্য এনেছে, না, ওর মার জন্যও এনেছে।

ফ্যাতনদা—একটাই তো এনেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মাকেও দেবে।

পরে সতুদা এলে বললেন—আমাকে দিলি, তোর মাকে একটা দিলি না ?

সতুদা—তা' দিলেই হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, এবার দেওয়া ফুটে উঠুক। দিতে পারাটা বড় সুখের।

সতুদা আনন্দ-বিহ্বল দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। বোধহয় ভাবছেন, তার জন্য যাঁর করা ও দেওয়ার সীমা-পরিসীমা নেই, তিনি সামান্য একটু প্রীতি-অভিজ্ঞান পেয়ে যে এতখানি খুশী হয়েছেন তা' শুধু তারই কল্যাণের সম্ভাব্যতাকে লক্ষ্য ক'রেই। সত্যি, শ্রীশ্রীঠাকুরের সেদিনকার অভিব্যক্তি ভোলবার নয়।

এরপর সতীত্ব-সম্বন্ধে কথা উঠলো। একজন বললেন, chastity (সতীত্ব) অনেকেরই ঠিক আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাকিয়ে দেখ, তার মধ্যে অনেকের chastity (সতীত্ব) হয়তো chidden chastity (ভৎর্সনাধৃক্ষিত সতীত্ব)। অর্থাৎ, তা' সহজ ও স্বতঃ নয়। লোকভয়ে হয়তো কায়িক সতীত্ব বজায় রাখে কিন্তু কায়মনোবাক্যে স্বামিনিষ্ঠ হ'য়ে চলা যাকে বলে তা' নয়। সেই নিষ্ঠা থাকলে স্বামীকে মনে করে নিজের সত্তা। নিজের সত্তার উপরে যে টানটা থাকে মানুষের, তাই বর্ত্তায় গিয়ে স্বামীর উপর। সে স্বামীকে সুখী না ক'রে ছাড়ে না, বড় না ক'রে ছাড়ে না। মরা স্বামীর হাড়ে সে প্রাণ সঞ্চার ক'রে ছেড়ে দেয়। যেমন দিয়েছেন সতী বেহুলা। তাই, সতীত্ব একটা সাধনার বস্তু। জন্মগত প্রকৃতি সাত্ত্বিক না হ'লে অমনতর সতী হ'তে পারে না। অমন সতী মেয়ের বাপ-মা হ'তে গেলেও অনেক পুণ্য থাকা লাগে। সতী মেয়েরা কুল পবিত্র

ক'রে তোলে। যেখানে যায়, সেখানেই সোনা ফলায়। লক্ষ্মী, সরস্বতী দুই-ই তাদের পাছে-পাছে ঘোরে। তাদের পেটের ছেলেপেলেরা হয় এক-একটা দেবতা।...... সাধারণতঃ, ছেলেবেলা থেকে বাপের উপর যে-মেয়েদের নেশা থাকে, তাদের পরে ভাল হ'তে দেখা যায়, স্বামিনিষ্ঠ হ'তে দেখা যায়।

কেষ্টদা—সতীত্বের সঙ্গে ইষ্টনিষ্ঠার কোন সম্পর্ক নেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তা' আছেই! স্বামীর সত্তাসম্বর্দ্ধনার খাতিরেই সে নিজে ইষ্টমুখী হয় এবং নিজের সেবাযত্ন ও মিষ্টি ব্যবহারে স্বামীকেও ইষ্টে আপ্রাণ ক'রে তোলে। কারণ, সে জানে, ইষ্টচলনের ভিতরেই স্বামীর মঙ্গল নিহিত। সে স্বামীকে নিজের ভোগসুখের উপকরণ ক'রে সংকীর্ণ জীবনে আটকে না রেখে বিস্তারের পথে—বৃদ্ধির পথে ঠেলে দেয়। আবার, ইষ্টায়িত অনুচলনের ভিতর-দিয়ে স্বামিনিষ্ঠা বেড়েই যায়, কারণ, তাতে নিজের প্রবৃত্তিগুলিও অনেক নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে।...... আমাকে আপনারা যেমন ক'রে পাচ্ছেন বরাবর, বড়বৌ যদি বাধা দিত, তাহ'লে আমাকে এমন ক'রে পাওয়া আপনাদের মুশকিল ছিল।

এ দিনের আলাপ-আলোচনা এখানেই শেষ হ'ল।

২১শে পৌষ, শনিবার, ১৩৫২ (ইং ৫।১।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), ভোলানাথদা (সরকার), প্রমথদা (দে) প্রভৃতির সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থায় কাজকর্ম্ম কী-ভাবে করতে হবে, সেই সম্বন্ধে নিভৃতে আলোচনা করছেন।

ইলেক্সন সম্পর্কে বললেন—ইলেক্সনে আপনারা তাদেরই support (সমর্থন) করবেন, যারা নিজেরা ভাল মানুষ এবং সৎ-এর সম্বর্দ্ধনায় সক্রিয়। তারা শুধু সৎ-এর পোষণ করবে না—মন্দকেও নিরোধ করবে। এমনতর যারা, তাদের আপনারা support (সমর্থন) করবেন।—সৎসঙ্গী candidate (প্রার্থী) যারা, তাদেরও দেখবেন। সব কাজের মধ্যে মনে রাখবেন, ভাল-ভাল লোক দীক্ষিত ক'রে তোলাই আপনাদের প্রধান কাজ। এই বাজারের মধ্য-দিয়ে আমার desired men (ঈপ্সিত লোক) জোগাড় করুন। অন্ততঃ ৫।৭ জন pilot men (চালক লোক) দরকার, যারা বুঝে-সুঝে অমোঘ উদ্দীপনায় তরতরে হ'য়ে রয়েছে—অটুট নিষ্ঠা নিয়ে আত্ম-নিয়ন্ত্রণী উৎসাহনন্দিত হ'য়ে; যাদের বলতে পারেন apostles (ধর্ম্মদূত)। তারা হবে Brahminical temperament (ব্রাহ্মণ্য প্রকৃতি)-ওয়ালা—sincere (একনিষ্ঠ), pushing (অগ্রগামী), zealously adventurous (উৎসাহী সৎসাহস-সম্পন্ন); এরা science (বিজ্ঞান)-এর এম্-এ, অর্থাৎ এম্-এস-সি হ'লে ভাল হয়। দরকার হ'লে এরা আমেরিকা যাবে, বিলাত যাবে, জার্ম্মানী যাবে, দুনিয়াময় ছড়িয়ে দেবে আপনাদের কথা। এ ছাড়া ৩০০ wholetime (পূর্ণকালিক) যাজক দরকার। সন্ন্যাসী ধাঁজের মানুষ হয়, bachelor (অবিবাহিত) হয়, তাহ'লেই ভাল

হয়। এরা অন্ততঃ graduate (বি-এ বা বি-এস-সি পাশ) হওয়া দরকার। Right man in the right place (উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত লোক) যদি হয়, তাহ'লে দেখবেন, কী হ'য়ে যায়। প্রত্যেককে বক্তৃতা দেওয়া ভাল ক'রে শিখিয়ে নেবেন। এমন ক'রে বলবে যে নিথর যে, তার অন্তরও আপনাদের ভাবে অনুরণিত ক'রে তুলবে, কাঁপিয়ে তুলবে।

কেষ্টদা—ভাল বলতে জানলেই যে সবসময় তারা মানুষকে ভালভাবে influence (প্রভাবিত) করতে পারে, তা' কিন্তু নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' বলে তা' যদি আচরণ করে, বলায়-করায় সামঞ্জস্য যদি থাকে, তাহ'লে সে বলার প্রভাব হয় অন্যরকম। Conviction (প্রত্যয়) ও conduct (আচরণ) যার যত পাকা, তার বলায় ততখানি প্রভাব হয়। এই নিয়ে মাতাল হওয়া চাই, নিরন্তর লেগে থাকা চাই, যার অমনতর নেশা ধরে, সে অন্যকেও মাতাল ক'রে তোলে। জাগ্রত সন্ধিৎসা নিয়ে চলে ব'লে সে প্রতিমুহূর্ত্তে আদর্শকে নূতন ক'রে বোধ করে, তাঁর মধ্যে নূতন সঙ্গতি খুঁজে পায়। এই অনুভবের কথা যখন বলে, তখন মানুষের প্রাণ আকুল হ'য়ে ওঠে।

এরপর বললেন—আমাদের কলেজ, বোর্ডিং ইত্যাদির জন্য আপাততঃ এক লাখ টাকা সংগ্রহ করতে হবে। এটা ডিপোজিটের ২৫০০০ৎ টাকা বাদ দিয়ে। তা'ছাড়া কলেজ চালানর জন্য প্রতিমাসে ৫০০০ৎ টাকা আলাদা জোগাড় করতে হবে। যে লিমিটেড্ কোম্পানী করবেন ব'লে ঠিক করেছেন, আমার মনে হয়, প্রেস ও পেপারের জন্য আলাদা কোম্পানী করলে ভাল হয়। দুই জোড়া কাগজ কলকাতা থেকে বের করুন। নিজেদের দাঁড়ায় ছুটিয়ে লিখুন।

শুধু কলকাতা থেকে নয়, পাটনা, দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ বা লক্ষ্নৌ থেকেও কাগজ বের করতে হয়।

সুপ্রতিষ্ঠিত অন্যান্য কাগজগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়। সত্তার সম্বর্দ্ধনা সকলেই চায়, আমাদের ঠিকভাবে জিনিসটা ধরতে হবে।

এ সব কাজের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মী চাই। Selected pick (সুনির্ব্বাচিত লোক) না হ'লে অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

জনসাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র রচনার জন্য, তাদের সেবার জন্য দীক্ষিত ও অদীক্ষিত সব-রকম লোক নিয়ে আপনারা একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলে করতে পারেন। তার নাম দেওয়া চলে T. T. C. (Tenant Tending Concern—প্রজাসংরক্ষণী সমবায়)। যা'ই করতে চান, লোক দরকার। Sincere, tactful (একনিষ্ঠ, সুকৌশলী) লোকেরই অভাব।

আর একটা কথা—কাজের জন্য কলকাতায় নিজেদের বাড়ী ও গাড়ীও কিন্তু প্রয়োজন। এ করা কিন্তু শক্ত কিছু নয়। লাগলে এক ঠেলায় হ'য়ে যায়।

২৫শে পৌষ, বুধবার, ১৩৫২ (ইং ৯। ১। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় চৌকিতে ব'সে আছেন। আশ্রম-প্রাঙ্গণে লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছেন অনেকে। ফিলানথ্রপী অফিসে কাজকর্ম্ম হ'চ্ছে। আশ্রমের সকালকার তরকারীর বাজারে কিছু-কিছু কেনা-বেচা চল্‌ছে। ডিস্‌পেন্সারীতে কেউ কেউ ওষুধপত্র নিতে এসেছেন। কলতলায় জল তোলা হ'চ্ছে। কেষ্টদার বাড়ীতে আলাপ-আলোচনা চলছে। নিভৃত-নিবাসের পাশে ইট-কাঠ জড় করা হ'চ্ছে বাড়ী তৈরীর জন্য। কারখানা ও অন্যসব জায়গায়ও কাজকর্ম্ম চলছে। আশ্রমময় একটা শান্ত কর্ম্মস্রোত ব'য়ে চলেছে। এরই মাঝে শোনা যাচ্ছে—গ্রাম্য পরিবেশে পাখীর কূজন, গৃহপালিত জীবজন্তুর বিচিত্র আনন্দ-কল্লোল। সম্মুখের বিরাট প্রান্তর ও আশ্রমভূমি যেন মাধুর্য্যে মগ্ন হ'য়ে আছে চিরমধুরকে বক্ষে ধারণ ক'রে।

স্পেন্সারদা ও হাউসারম্যানদা এখন কী করবেন, যতীনদা (দাস) সেই বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের যে-সব note (লেখা) দিয়েছি, সেইগুলি যদি work out (সম্পাদন) না করে, তবে শুধু মনে-মনে বুঝলে হবে না। Apply (প্রয়োগ) না করলে wisdom (প্রজ্ঞা) হয় না। ওদের অনেক সম্পদই আছে, খাটালে হয়। Conflict (সংঘাত)-এর মধ্যে পড়লে, কে কেমন behave (ব্যবহার) করে, সেইটে হ'লো বড় কথা। দ্বন্দ্ব, দুঃখ, কষ্ট, অপমান, দুর্ব্ব্যবহার ইত্যাদি হজম করতে অনেকখানি ক্ষমতা লাগে। টান না থাকলে মানুষ তা' পারে না। কাজের প্রথম কথা হ'লো, সে কিছুতেই ছিটকে পড়বে না। যত প্রতিকূল অবস্থাই আসুক না কেন, তাকেই adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে favourable (অনুকূল) ক'রে তুলতে চেষ্টা করবে। তার ভিতর-দিয়েই মানুষ grow করে (বেড়ে ওঠে)। সব-রকম অবস্থার মধ্যে প'ড়ে যে নিজেকে ইষ্টানুকূলে adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে চলতে শেখে, সেই জানে, কেমন ক'রে মানুষকে ঐ পথে চালাতে হয়। আর কাজ মানেই তো ঐ।

এরপর লিমিটেড কোম্পানী সম্বন্ধে কথা উঠলো। —একটা কোম্পানীর নাম দিলেন—'দি লাইগেট', তার ম্যানেজিং এজেণ্ট্‌-এর নাম দিলেন—'কেরিয়ার এ্যাণ্ড কোং', কাগজের নাম দিলেন—'ওরাকেল'। যতীনদা এ সম্বন্ধে প্রধানতঃ দায়ী থাকবেন, এমনতর অভিমত ব্যক্ত করলেন।

আর একটা কোম্পানীর নাম দিলেন—'দি নিউ এরা পাইওনিয়ার্স লিমিটেড', ম্যানেজিং এজেণ্ট্‌-এর নাম দিলেন—'দি হোলি মেসেঞ্জারস্‌ কোং' এবং বীরেনদার (মিত্র) উপর এর পরিচালনার ভার থাকলে ভাল হয় ব'লে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

এরপর শ্রীশদা (রায়চৌধুরী) ও বঙ্কিমদার (রায়) সঙ্গে শ্রীশ্রীবড়মার দালান এবং নিভৃত-নিবাস-গঠন-সম্বন্ধে আলোচনা হ'লো। সেই কাজ করুক, সব সময় তীক্ষ্ণ নজর রাখতে বললেন।

২৭শে পৌষ, শুক্রবার, ১৩৫২ (ইং ১১ । ১ । ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের বারান্দায় সভা আলো ক'রে ব'সে আছেন। সকলে মহানন্দে ঘিরে বসেছেন তাঁকে। মধুময়ের সান্নিধ্যে জীবনের তিক্ততা ও গ্লানির অপনোদন করছেন। সতুদা (সান্যাল), স্পেন্সারদা, হাউসারম্যানদা, বীরেনদা (রায়) প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সহজ লীলায়িত ভঙ্গীতে প্রশ্নাদির উত্তর দিয়ে চলেছেন। আর সকলেই তা' আগ্রহভরে শুনছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—প্রতিলোম বিবাহ হ'লে সন্তান-সন্ততির মুর্গীর মত অবস্থা হয়। একটাকে কাটলে আর একটা মনে করে—ওকে কাট্‌লো ; তাতে আমার কি ? এইভাবে যে প্রত্যেকেই কাটা পড়ে তা' আর বোঝে না। অতটুকু দূরদৃষ্টি থাকে না। থাকবে কী ক'রে ? স্বার্থান্ধ হ'লে স্বার্থের পূরণ হয় যাতে, তা' আর মানুষ করতে পারে না। স্বার্থান্ধ হওয়া মানে, নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে চলা। ওকেই বলে obsession (অভিভূতি)। এরা কিছুতেই সংহত হ'তে পারে না। সংহত হ'তে গেলে আদর্শের কাছে, নীতির কাছে যদি নতি না থাকে, তাহ'লে তা' হবে কী ক'রে ? পিতামাতা যেখানে আদর্শ ও নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সন্তানের কাছ থেকে সেখানে আর কী আশা করতে পার ? ওদের make up (গঠনই) হয় সত্তাবিরোধী রকমে। তাই চেষ্টা ক'রেও ওদের ভাল করা যায় না। ভাল করার মত metal (ধাতু) না থাকলে ভাল করবে কা'কে ? ওদের ভাল তো করা যায়ই না, বরং ওদের সান্নিধ্যে সৎ যারা তাদেরও অধোগতি অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। তাই শাস্ত্র ও সমাজ ওদের বাহ্যজাতি ক'রে রেখেছে। এটা যে ঘৃণা বা বিদ্বেষ-প্রসূত তা' নয়কো। আত্মরক্ষার জন্যই এই বিধান। এতখানি কড়াকড়ি যদি না থাকতো, তবে সব গোলামঘণ্ট হ'য়ে যেত। সাচ্চা মাল একটাও খুঁজে পাওয়া যেত না। আজকাল গোঁড়ামির বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু হয়েছে, কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ গোঁড়ামির প্রয়োজন যে কতখানি তা' ব'লে শেষ করা যায় না। মনু বলেছেন, "যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ, রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্‌রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি।" আমাদের সমাজ ও শাস্ত্র প্রতিলোমকে যেমন প্রতিরোধ করেছে, অনুলোমকে তেমনি উৎসাহিত করেছে। অনুলোমে হয় হায়নার মত—একটার গায় হাত দিলে আর সবগুলি ছুটে আসে তার প্রতিবিধান করতে।

স্পেন্সারদা—Superior instincts (উৎকৃষ্ট সংস্কার), inferior instincts (নিকৃষ্ট সংস্কার) বুঝব কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যত Fulfilling (পরিপূরণী) সে তত superior (উন্নত), fulfilling (পরিপূরণী) হ'লে আবার adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়।

স্পেন্সারদা—কে decide (ঠিক) করবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষই decide (ঠিক) করবে, হাতায়ে দেখা লাগে।—

রঙ্গিল দৃষ্টি নয়কো যখন
আগ্রহনত মন,
এমন মনই ধরতে পারে
সংস্কার কেমন।

Unbiassed (পক্ষপাতহীন) অথচ interested (অনুরাগী) হওয়া চাই। একজন পারশব যদি fulfilling (পরিপূরণী) হয়, তবে তাকে তোমার-আমার সবার গিয়ে প্রণাম করতে ইচ্ছা হবে।

শৈলমা মায়েদের মধ্যে একপাশে বসেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে দেখে বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বললেন—এ কিডারে? ঝাঁকের কই কখন আসে' ঝাঁকে মিশে গেছে আমি ঠাওরই পাইনি।…তা' হেমপ্রভার ওখান থেকে একপাক ঘুরে আসলি নাকি?

শৈলমা হেসে বললেন—আজ আমার তেমন ক্ষিদে নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষিদে থাক বা না থাক, তোমার একটা কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে তো? ওরা এত কষ্ট ক'রে করছে।

শৈলমা—যা' বলেছেন ঠাকুর! আমি ঐ ভেবে না খেয়ে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (মাথা দুলিয়ে)—তা' তো ঠিকই। (সকলের হাস্য)।

প্রফুল্ল—ঠাকুর! সাধারণতঃ দেখা যায়, প্রবৃত্তির পরিপূরণ যারা করে, তারা লোকের প্রিয় হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তির পরিপূরণ নয়, বাঁচাবাড়ার পরিপূরণ যারা করতে পারে, তারাই মানুষের সত্যিকার শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করে। সে গল্প জান তো? এক ছিল মাসী, সে তার বোনপোকে খুব লাই দিত। বোনপো মিথ্যা কথা বলুক, চুরি করুক, সব-তাতেই তাকে লাই দিত, সমর্থন করতো, শেষটা একদিন সে চুরির দায়ে ধরা পড়লো। Judge (বিচারক) তাকে জেল দিয়ে দিল। সে তখন মাসীকে ডেকে বলল—মাসী, আমি তো চ'লে যাচ্ছি, যাবার আগে তোমার কানে-কানে একটা গোপন কথা ক'য়ে যাব। মাসীও সরল বিশ্বাসে এগিয়ে আসলো। বোনপো তখন খচমচ ক'রে মাসীর কান কামড়ে দিল। মাসী উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলো। তখন সেই বোনপো বলল—তুমি আমাকে লাই দিয়ে-দিয়ে তো এই অবস্থায় এনেছ, গোড়া থেকে আমাকে যদি শাসন করতে, তাহ'লে আজ আমার এ দুর্দ্দশা হ'তো না।…সবাই সেই কথা শুনে অবাক্। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বহু নেতা মানুষের প্রবৃত্তিতে উস্কানি দিয়ে তাদের কাছে popular (প্রিয়) হ'য়ে ওঠে, কিছুদিন বাদে হয়তো আবার দেখা যায়, লোকের হাতে তাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। কিন্তু নেতার যদি নেতা থাকে, সে যদি তাঁকে অনুসরণ করে, আত্মনিয়ন্ত্রণ করে এবং তাকে যারা অনুসরণ করে তাদেরও যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে পরিচালিত করে, তাহ'লে কিন্তু এমনতর বিড়ম্বনা সইতে হয় না। সকলেরই ভাল হয়।

প্রবৃত্তির উন্মেষ কেমন ক'রে হয়, এরপর সেই বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের থাকে আত্মপোষণ, আত্মরক্ষণ ও আত্মবিস্তারের ইচ্ছা। তার জন্যই প্রয়োজন হয়—আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, অস্মিতা। এইগুলির conflict (দ্বন্দ্ব)-এর ভিতর-দিয়ে আবার আসে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য। আত্মপোষণ, আত্মরক্ষণ ও আত্মবিস্তার অর্থাৎ অন্য-কথায় বাঁচাবাড়ার সঙ্গে প্রবৃত্তিগুলির যতক্ষণ সঙ্গতি থাকে, ততক্ষণ সেগুলি দোষের কিছু নয়। কিন্তু দোষের ব্যাপার হ'য়ে পড়ে যদি আমরা সেগুলির দ্বারা obsessed (অভিভূত) হ'য়ে পড়ি।

স্পেন্সারদার কাছে সব ইংরাজীতে তর্জ্জমা ক'রে বলা হ'চ্ছে, স্পেন্সারদা সব বুঝে নিতে চেষ্টা করছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—অভিভূতি কেমন ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Complex (প্রবৃত্তি)-গুলি যদি meaningfully adjusted (সার্থকভাবে সুনিয়ন্ত্রিত) না হয়, তবে being (সত্তা) এক-এক সময় এক-একটা complex (প্রবৃত্তি) দ্বারা coloured (রঞ্জিত) হয়, obsessed (অভিভূত) হয়, absorbed (আচ্ছন্ন) হয়। যখন being (সত্তা) যেভাবে inclined (আনত) হয়, তখন তুমি সেই মানুষ হ'য়ে ওঠ। আর-একটা impulse-এ (সাড়ায়) হয়তো আর-একজন হ'য়ে গেলে। সত্তা প্রবৃত্তির দ্বারা আক্রান্ত ও অভিভূত হওয়ার ফলে এক স্পেন্সার বা এক সতু সান্যাল হয়তো কতজন হ'য়ে গেল—কখনও মাতাল, কখনও গাঁজেল, কখনও generous (উদার)। প্রবৃত্তির অভিভূতি হ'লে নিজের উপর আর নিজের কোন অধিকার থাকে না, প্রবৃত্তিই আমাদের চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আবার, for the principle (ইষ্টের জন্য) না হ'লে, ভালই হোক, মন্দই হোক, সবই obsession (অভিভূতি)। একজন হয়তো নিজের খেয়ালমত পরোপকার ক'রে বেড়াচ্ছে, ও-ও একরকম প্রবৃত্তি-অভিভূতি। ভাল করতে যেয়ে মন্দ করছে কিনা তা' আর ভেবে দেখে না। পারিপার্শ্বিকের সংঘাতে মন যখন যেমন বলে তেমনি করে, personality (ব্যক্তিত্ব) disintegrated (বিচ্ছিন্ন) হ'য়ে পড়ে। Impluse (সাড়া)-ই complex (প্রবৃত্তি)-গুলিকে excite (উত্তেজিত) করে, impulse (সাড়া) আসার আগ পর্য্যন্ত complex (প্রবৃত্তি) feel (বোধ) করা যায় না, কিন্তু complex (প্রবৃত্তি) যখন পেয়ে বসে তখন ঘাড়ে-ধ'রে নিজেদের কাজ হাসিল করিয়ে নিতে চায়। তাই, unsurrendered (অদীক্ষিত) অবস্থায় রেহাই নেই। প্রবৃত্তির তোড়ের সঙ্গে তখন যুঝবে কে? Surrender (আত্মসমর্পণ) চাই-ই, যাকে বলি আমরা দ্বিজত্ব। বাইবেলেও আছে born again (পুনরায় জাত) ব'লে।

স্পেন্সারদা—গুরুকে ভালবাসলেই তো হ'লো, দীক্ষার প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব ব্যাপারেই formal acceptance (লৌকিক গ্রহণ) চাই। নারী-পুরুষের মধ্যে ভালবাসা যতই থাক না কেন, যদি তারা বিয়ে না করে, তাহ'লে কিন্তু একের অন্যকে সওয়া-বওয়ার বুদ্ধি আসে না। আবার দীক্ষার ভিতর-দিয়ে

কায়দাটা জানা যায়—যাতে-ক'রে গুরুর উপর ভালবাসাটা বৃদ্ধি পায়।

এমন সময় প্রমথদা (দে) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি খেজুরের রস খেয়েছ ?

স্পেন্সারদা—একদিন খেয়েছি, ভাল। গুড় আরো ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমথদাকে বললেন—আপনি ওদের রস-গুড় দুই-ই ভাল ক'রে খাওয়ায়ে দেবেন।

একটু পরে আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বললেন—আমাদের দেশ poor (গরীব) হ'লে কী হবে, ঐশ্বর্য্য কিন্তু কম নেই।

স্পেন্সারদা—ভারতবর্ষ তথা বাংলা সত্যই উপভোগ্য স্থান।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে)—তাইতো কত কবি এর স্তুতি ক'রে গেছেন। এ দেশের কথা যত ভাবি, আমারও অন্তর স্তুতিতে ভ'রে ওঠে।

পাবনা থেকে আগত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সদাচার-সম্পর্কে কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রস্রাব ক'রে জল নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা-সম্পর্কে আমার প্রথম বিশেষ ক'রে খেয়াল হয় কলকাতায়। ৭টা সিফিলিসের রোগী দেখলাম। তাদের সিফিলিস্ হয়েছে সিফিলিস্-রোগীর হাতে জল খেয়ে। জলের মধ্যে খারাপ কিছু থাকলেও অনেক সময় প্রস্রাব সেটা বের ক'রে দিতে চায়। জল না নিলে ঐ দূষিত প্রস্রাবটা লেগে থাকে, তারপর যদি কোন কারণে ঐ স্থানে ছাল যায়, তবে ঐ দূষিত জিনিসটা রক্তের সঙ্গে মিশে সিফিলিস্ হবার সম্ভাবনা থাকে।

ভদ্রলোক বললেন—আমরা তো অতো ভাবিই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবটা আমাদের ভাবনার মধ্যে আসে না ব'লেই তো যাঁরা আমাদের জন্য ভেবে আচার-নিয়ম ঠিক ক'রে দিয়ে গেছেন, তাঁদের নির্দ্দেশমত চলা ভাল।

২৮শে পৌষ, শনিবার, ১৩৫২ (ইং ১২।১।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। অমূল্যদা এসে প্রেসের কাজকর্ম্ম-সংক্রান্ত কয়েকটা বিষয় জেনে গেলেন। যদি দৈনিক খবরের কাগজ বের করতে হয়, তাহ'লে কী-রকম ধরণের প্রেস হ'লে ভাল হয়, সেই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হ'লো।

জলপাইগুড়ির একটি ভাই বললেন—ঠাকুর! আমার হজম হয় না, পেটে বায়ু হয়, অনেকরকম ওষুধপত্র করেছি, কিছুতে কিছু হয় না। আমার মনে হয়, আপনি নিজমুখে যদি কিছু ব'লে দেন, তাহ'লে বোধহয় আমি রোগমুক্ত হ'তে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাঁধুনি, জোয়ান, গোলমরিচ, পিপুল, বিটলবণ, হলুদের গুঁড়ো অল্প-অল্প পরিমাণ নিয়ে একত্র বেঁটে বড়ি ক'রে রেখে দুই বেলা খাওয়ার পর একটা ক'রে বড়ি খেয়ে দেখলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে খবরের কাগজ প'ড়ে শোনান হ'লো।

আশ্রমের একটি মা-র এক কৌটা মিল্কের দরকার। আমেরিকানদের দেওয়া

'মিল্কো' প্রমথদার কাছে আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই বললেন—প্রমথদার কাছে যেয়ে বল্ গিয়ে।

তাতে মা-টি বললেন—আমি বললে দেবে না, আপনি ব'লে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি দেওয়ার মত থাকে, তুই বললেই দেবে। আমাকে দিয়ে যদি সব কাজ করিয়ে নিতে চাস্, তাহ'লে তাতে তোদের লাভ নেই। নিজেরা কিছুই শিখবি না, কিছুই জানবি না। একটা মানুষের অনুকম্পা লাভ করতে গেলে কী-ভাবে তার সঙ্গে কথা বলা লাগে, তা' শিখতে হয়। আর, শুধু কাজের বেলায় মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করলে হয় না। স্বভাবতঃই মানুষের সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার করতে হয়। আমাকে দিয়েই যদি সব করিয়ে নাও, তবে এ-সব প্রয়োজনবোধ থাকবে না। কা'রও সঙ্গে হয়তো দুর্ব্ব্যবহার করবে, পরক্ষণে তাকে দিয়ে কোন কাজের প্রয়োজন হ'লে আমাকে দিয়ে তাকে বলিয়ে কাজটা করিয়ে নেবে। তুমি যদি জান যে, মানুষটাকে পর ক'রে দেওয়া চলবে না, হারান চলবে না, আমার ঠাকুরের জন্য আমার পরিবেশের জন্য, আমার জন্য তার সাহায্য-সেবা যে-কোন সময়, আমার প্রয়োজন হ'তে পারে, তাহ'লে তুমি কিন্তু নিজেকে অনেকখানি সামলে চলবে, এইভাবে হবে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। তোমাদের নিজেদের চলনা যদি এইভাবের হয়, তাতে তোমাদেরও সুবিধা, আমারও সুবিধা। এতে আমারও একটা আত্মপ্রসাদ থাকে। আমি তো আর চিরকাল খোঁচা ভরবার জন্য ব'সে থাকব না।

পরক্ষণেই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমথদাকে ডাকালেন।

প্রমথদা আসলে বললেন—দেখেন প্রমথদা! এই মা কয়, প্রমথদা আমাদের জন্য তো ঢের করে, আমার বলতেও সমীহ হয়, উনি যদি এক কৌটা 'মিল্কো' দিতেন, তাহ'লে বড় উপকার হ'তো।

প্রমথদা খুশি মনে বললেন—তা' দিচ্ছি, তার জন্য কি? আমাকে বললেই তো হ'তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই তো! বোঝে না, বেকুব আর কা'রে কয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ব'সে আছেন। ভক্তবৃন্দ তাঁর চৌকির পাশ ঘিরে বসেছেন।

নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে।

স্পেন্সারদা—অহং কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-কোন impulse (সাড়া)-এর conflict (সংঘাত)-এর ভিতর প'ড়ে যা' নিজেকে assert (জোরের সঙ্গে ঘোষণা) করে to exist (বাঁচতে), তাই-ই ego (অহং), অহং ভালও নয়, মন্দও নয়—অহং অহং।

স্পেন্সারদা—Ego (অহং) surrendered (নিবেদিত) হ'লে কেমন অবস্থা হয় তার?

শ্রীশ্রীঠাকুর— Ego (অহং) surrendered (নিবেদিত) হ'লে strengthened

(শক্তিমান) হয় এবং unaffected (অপরামৃষ্ট) থাকে। 'তোমারই গরবে গরবিনী হাম।' তখন গব্ব' হয় তাঁকে নিয়ে। 'সকল গব্ব' দূর করি দিব, তোমার গব্ব' ছাড়িব না।' তাঁর গব্ব' ছাড়তে চায় না।

স্পেন্সারদা—Surrender (আত্মসমর্পণ) যদি complete (পরিপূর্ণ) না হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Surrender (আত্মসমর্পণ) হ'লেই complete (পরিপূর্ণ) হয়। তা' যত সময় না হয়, তত সময় পর্য্যন্ত intention to surrender (আত্মসমর্পণের অভিপ্রায়)। ও হ'লো কসরত। দেশলাইয়ের কাঠি যদি damp (ভিজে) থাকে, তাড়াতাড়ি জ্বলে না। বার-বার ঘষতে হয়, সেইরকম stage (অবস্থা)-টাই intention to surrender (আত্মসমর্পণের অভিপ্রায়)। হয় যখন একলহমায় হ'য়ে যায়। তাঁকে ভাল লেগে গেলে আর কি কোন কথা আছে ? সত্তাটা হুঙ্কার দিয়ে ওঠে তাঁর জন্য। তাঁকে বাদ দিয়ে কিছু নিয়ে আর তৃপ্ত থাকতে চায় না। তাতে আর রসই বা কি ? সুখই বা কি ? আর সার্থকতাই বা কি ? মাছ যেমন জলের মধ্যেই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে—ডাঙ্গায় তুললে হাঁপিয়ে ওঠে, তারও তেমনি হয়—ইষ্টকে বাদ দিয়ে আর-কিছুতে সোয়াস্তি পায় না। ঐ ক্ষুধাটুকু জাগাই বড় কথা। When there is the hunger of unification, there is no more damp and it flares up immediately. The Augustine matchstick was hungry and it flared as soon as it struck against the saint-box (মিলনের ক্ষুধা যেখানে উদগ্র, সেখানে কোন আদ্র'তা থাকে না, এবং তা' পট ক'রে জ্ব'লে ওঠে। অগাষ্টিনরূপ দেশলাইয়ের কাঠিটি ক্ষুধার্ত্ত ছিল, এবং সাধুরূপ দেশলাইয়ের সঙ্গে ঘষা লাগতেই তা' দপ ক'রে জ্বলে ওঠলো)। আমরা যখন কোন জিনিস ছাড়ি, একটু-একটু ক'রে ছাড়ব—তা' হয় না! কাটি তো এক কোপে, ঘেঁসড়ে-ঘেঁসড়ে কাটা হয় না।

প্রফুল্ল—আপনার ছড়ায় আছে—

'একটু ক'রে ধীর চলনে
হয় না অভ্যাস এস্তামাল,
অমন ক'রে চললে বাড়ে
ব্যর্থ বেফাঁস কুজঞ্জাল ;
যা' করবি তুই বুঝলি মনে
এক ঝাঁকিতে কর তাহা,
সমানে চল সেই চলনে
এমনি চলাই ঠিক রাহা।'

শ্রীশ্রীঠাকুর (খুশির সঙ্গে)—ছাওয়াল কয়েছে বেশ। এক-একসময় এক-একটা আচমকা যখন শুনি তখন মনে হয় না যে আমি কইছি ওগুলি। হ্যাঁ, এক ঝাঁকিতে

না করলে হয় না। ভিতরে সম্বেগ না থাকলে একটা বদ্ধমূল বদাভ্যাস ছাড়া যায় না, কিংবা একটা নূতনতর সদভ্যাসও করা যায় না। আমি রসগোল্লা যখন ছাড়লাম, একদিনেই ছেড়ে দিলাম। তিন বছরের মধ্যে রসগোল্লা আর খাইনি। আস্তে আস্তে ছাড়তে চাইলে আর ছাড়তে পারতাম কিনা সন্দেহ। ইচ্ছার জোর থাকলে মানুষ সব পারে, এবং লহমাতেই পারে। যারাই বড় হয়, তাদের মধ্যেই দেখা যায় এই ইচ্ছার জোর, সঙ্কল্পের জোর। তাইতো রত্নাকর বাল্মীকি হ'তে পারে। মানুষ যা'ই হোক, যা'ই করুক, তার ভরসার এইটুকু যে, সে চাইলেই নিজেকে change (পরিবর্ত্তন) ক'রে ফেলতে পারে। ইষ্টপ্রাণ হ'লে তার ভালমন্দ সব-কিছুরই একটা re-adjustment (নূতন সমাবেশ) হয়, তখন কোনটাই আর ভাল বই খারাপ করে না।

একটি দাদা বলছিলেন—নিরিবিলিতে থাকতে বড় ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিরিবিলি হ'লেও মনের কাছ থেকে রেহাই নেই। বাইরে নিরিবিলি না খুঁজে মনের দিক্ দিয়ে নিরিবিলি হ'লেই ভাল হয় এবং সেইটাই দরকার। আর, conflict (সংঘাত)-এর মধ্যে না থাকলে, activity (সক্রিয়তা)-র মধ্যে না থাকলে, strain ও pressure (কষ্ট ও চাপ)-এর মধ্যে না থাকলে কিন্তু মানুষ grow করতে (বাড়তে) পারে না।

এরপর স্নুরমা-মা, সুকুমারীমা, কালীষষ্ঠীমা প্রভৃতির সঙ্গে রান্নাবাড়া-সম্বন্ধে গল্প করতে লাগলেন।

২৯শে পৌষ, ১৩৫২, রবিবার (ইং ১৩।১।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে (বেলা ৫টা হবে) মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। উমাদা (বাগচী), মহেন্দ্রদা (হালদার), শশধরদা (সরকার), মণিভাই (সেন), শরৎদা (সেন) প্রভৃতি উপস্থিত আছেন।

একজনের রসকসহীন কথার ধরণ-সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের নিজেদের কী ভাল লাগে, অন্যের সঙ্গে ব্যবহারের সময় সেইটে ভেবে যদি চলি, তাহ'লে আমাদের বাক্য, কর্ম্ম ও ব্যবহার আপনা থেকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে আসে। যা'-কিছু আমাদের শরীর ও সত্তার পক্ষে সুপোষ্য, সুন্দর ও সংবর্দ্ধনী, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রত্যেকেরই—সে-সবের প্রতি একটা indulgence of good feeling বা sensation (প্রীতিকর বোধের প্রশ্রয়) দেওয়া আছে, তাই তাতে আমরা আকৃষ্ট হই। যেমন মিষ্ট শব্দ আমাদের ভাল লাগে, কর্কশটা তেমন ভাল লাগে না, আমরা stand (সহ্য)-ও করতে পারি না তত। প্রত্যেক ব্যাপারেই এমনতর।

অমূল্যদার মা—কা'রও গলার স্বর যদি কর্কশ হয়, সে কী করবে? ভগবান্ যা' দিয়েছেন, তার উপর তো মানুষের কোন হাত নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার গলার স্বর যেমনই হোক, ভিতরের ভাবটা যদি মোলায়েম হয়, তবে তার ভিতর-দিয়ে একটা মিষ্টত্ব ফুটে ওঠে। যার নিজের ভিতরে যতখানি শান্তি, সামঞ্জস্য ও তৃপ্তি থাকে, সে অন্যকেও তেমনি শান্তি দিতে পারে।

ঈশ্বরেরে ভালবেসে যার যেমন হয় তৃপ্ত প্রাণ,
সেইতো পারে ভব-দুনিয়ার দিতে তেমন শান্তি দান।

তাই, মানুষ যা' নিয়েই জন্মাক না কেন, তাতে কিছু আসে-যায় না যদি সে ইষ্টমুখী হয়! ইষ্টমুখী হ'লেই মানুষ একটা তৃপ্তির সন্ধান পায়, এবং যে নিজে তৃপ্তি পেয়েছে সে জানে—অন্যের কাছে তৃপ্তিকর হ'য়ে উঠতে হয় কেমন ক'রে। তার ব্যক্তিত্বের ভিতর থেকেই ঐ ভাবটা বের হয়। সে যদি গালাগালিও করে, তার পিছনেও একটা প্রাণ থাকে, আর মানুষও তা' বুঝতে পারে।

এরপর ভোলানাথদা (সরকার) আসলেন। কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষের adjutant (সহকারী) না থাকলে মুশকিল। হিটলারের কথা ছিল, প্রত্যেকে responsible assistant (দায়িত্বশীল সহকারী) create (সৃষ্টি) করবে, সেটা ছিল compulsory (আবশ্যিক)। এতে একজন যদি wiped off-ও হয় (মুছেও যায়), তাহ'লেও organisation (সংগঠন)-এর তত ক্ষতি হয় না। আপনাকে এখন এখানেও দরকার, কলকাতায়ও দরকার—এ অবস্থায় এক জায়গার কাজ suffer করবেই (ক্ষতিগ্রস্ত হবেই)। কিন্তু আপনার যদি উপযুক্ত assistant (সহকারী) থাকতো, আপনি নিজে এক জায়গায় থেকে আর এক জায়গায় কাজ তাকে দিয়ে manage (পরিচালনা) করতে পারতেন। Assistant (সহকারী) যে হবে, তাকে নিজের কাজে পুরোপুরি equip (প্রস্তুত) করা লাগে—যাতে নিজের absence-এ (অনুপস্থিতিতে) সে পুরাপুরি সেই কাজ equally (সমভাবে) করে ও করতে পারে। অবশ্য, ব্যক্তিত্বের পার্থক্য যা', তা' তো কোনভাবেই পূরণ হবার নয়। তবু মোটামুটিভাবে কাজ চ'লে যায়।

সন্ধ্যায় রাজেনদা (মজুমদার), স্পেন্সারদা, সতুদা (সান্যাল) প্রভৃতি আসলেন। দাদা ও মায়েদের মধ্যে আরো অনেকে উপস্থিত আছেন। সুখ এবং সন্তোষ-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সুখ একটা জিনিস আর সন্তোষ আর-একটা জিনিস। সুখ না থেকেও মানুষের সন্তোষ থাকতে পারে। আর, সন্তোষ থাকলে সুখ না-থাকলেও পুষিয়ে যায়।

একজন প্রশ্ন করলেন—কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, একজন মহৎ মানুষ। সে হয়তো ত্যাগ ও দুঃখের জীবন embrace (বরণ) ক'রে নিয়েছে। তথাকথিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যাকে বলে, তা' তার হয়তো নেই, কিন্তু ভিতরে আছে সন্তোষ। এই সন্তোষ যদি থাকে, তাহ'লে সুখ না

থাকার দরুন তার কোন দুঃখ থাকে না। আবার, তার স্ত্রী-পুত্র যারা, তারাও যদি তাকে সত্যি ভালবাসে, তবে যতই suffer (কষ্ট) করুক না কেন, ভিতরে-ভিতরে content (সন্তুষ্ট) থাকে। শ্রদ্ধা-প্রীতির লক্ষণ হ'লো, প্রিয়ের জন্য হাসিমুখে দুঃখ-কষ্ট সইতে পারা। যেই বললো, আত্মপ্রসাদ নেই, সেই বুঝবে affection (স্নেহ) বা love (প্রীতি) নেই। কা'রও উপর ভালবাসা থাকলে, তার জন্য যত কষ্টই হোক না কেন, সে-কষ্টকে কষ্ট ব'লে মনে হয় না। তার সম্বন্ধে কোন অনুযোগ থাকে না। বরং সে ভাবে, আমি তাকে সুখী করতে পারলাম না। তার তো পাওয়ার ধান্ধা নেই—দেওয়ার ধান্ধা। কেমন ক'রে প্রিয়কে সুখী করবে সেই তালে থাকে। তাই, প্রিয়ের জন্য যতই করুক, ভাবে, আমি কিছুই করতে পারলাম না তার জন্য, আর নিজেকে অপরাধী মনে করে। কিন্তু প্রিয়-সম্বন্ধে যার থাকে পূর্ণ পরিতৃপ্তি ও শ্রদ্ধাবোধ, তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন থাকে না। সীতা, দময়ন্তী, চিন্তা ওরা ছিল ঐ রকমের। (হাতখানি নেড়ে, ঘাড়টা বেঁকিয়ে মোহনভঙ্গীতে বললেন) শালা! যত যাই কও, ভালবাসার মত মাল নেই, ভাল যে বাসতে পারে সেই রাজা। বুকে তার কত বল! প্রাণে তার কত সুখ!

কথায়-কথায় সতুদা বললেন—যখন দেখি, কোন মানুষ কাউকে ভালভাবে জানা সত্ত্বেও অন্যের কথায় পট ক'রে তাকে সন্দেহ করে, তখন ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি একটা মানুষকে ভাল জানি এবং পরে দেখি, সে চুরি করেছে, তাহ'লে ভাবব, সেটা তার develop করেছে (নূতন ক'রে হয়েছে); he is not a thief at all (সে আদৌ চোর নয়)। সে চোর ব'লে opinion (ধারণা) form (গঠন) করব না। তা' করলে এত মানুষ নিয়ে থাকতে পারতাম না। মানুষ খুব pauper (মানসিক দৈন্যগ্রস্ত) না হ'লে, একটা মানুষকে ভাল জেনে পরের কথায় তাকে খারাপ সাব্যস্ত করতে পারে না।

এরপর একটু সময় চুপচাপ কাটলো, সবাই চেয়ে আছেন তাঁর পানে, দেখছেন তাঁকে। দেখছেন আর স্নিগ্ধ-মাধুর্য্যে ভ'রে উঠছে তাঁদের মন।

ভোলানাথদাকে উঠতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কোনে যান?

ভোলানাথদা—এবার উঠি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা! চাদরটা মাথায় প্যাঁচায়ে যান, বড় ঠাণ্ডা।

স্পেন্সারদাকে বললেন—Oracle (ওরাকেল) কাগজের জন্য আমেরিকা থেকে একজন renowned editor (খ্যাতনামা সম্পাদক) আনতে যদি পার, ভাল হয়, আর প্রেসের জিনিসপত্রও ধীরে-ধীরে জোগাড় করতে চেষ্টা কর। এইসান্ কাগজ করা চাই যে, মানুষ যেন লুফে নেয়। শুধু হুজুগ বা হৈচৈ নয়, জীবনের মাল থাকা চাই কাগজে।

একদল গ্রামের ছোকরা যারা বাড়ী-বাড়ী গান গেয়ে বেড়ায় তারা শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে গান গাইবার জন্য সৎসঙ্গ-প্রাঙ্গনে অপেক্ষা করছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাদেরকে

আদরের সঙ্গে ডেকে বললেন—'কি রে, গান করবু নাকি ? গান কর্ ।'

তারা মহাস্ফূর্ত্তিতে গান গাইতে লাগলো ।

৩০শে পৌষ, সোমবার, ১৩৫২ (ইং ১৪ । ১ । ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে মাতৃমন্দিরের সামনের বারান্দায় তক্তাপোষে উপবিষ্ট । টুকটাক কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে । Discipline (শৃঙ্খলা)-সম্বন্ধে কথা উঠলো ।

একজন বললেন—সাধারণতঃ দেখা যায়, ভয়ে ছাড়া discipline (শৃঙ্খলা) হয় না ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে কী হবে ? সে তো government administration-এও (সরকারী শাসনেও) আছে, ওতে character (চরিত্র) untouched (অস্পৃষ্ট) থাকে, এমনকি deteriorate করে (অপকৃষ্ট হয়), চাই discipline due to love (ভালবাসা-জনিত শৃঙ্খলা) । Discipline due to love imparts life, whereas discipline through fright deteriorates the being (ভালবাসা-জনিত শৃঙ্খলা জীবনপ্রদ, কিন্তু ভয়ের থেকে যে শৃঙ্খলা তা' সত্তার অপকর্ষই আনে) ।

প্রফুল্ল—ভয়ের থেকে শৃঙ্খলা আসলে তা' সত্তার অপকর্ষ আনবে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবেসে যখন তুমি আদর্শ বা নীতির কাছে নতি স্বীকার কর, তার ভিতর-দিয়ে হয় তোমার spiritual development (আত্মিক বিকাশ) । সেটা তোমার ব্যক্তিত্বে imbibed (আত্মীকৃত) হয় । কারণ, সেখানে তুমি স্বাধীন ইচ্ছায় স্বতঃ ধৃতি-সম্বেগে সত্তার টান নিয়ে তা' করছ । তোমার সত্তার চাহিদা, চলন, পছন্দ ও করণ সেখানে একটা উন্নত গতি নিয়েছে । তার মানে, তোমার অনুরাগটা সেখানে উৎসমুখী হ'য়ে তোমার অভ্যাস-ব্যবহারকে adjust (নিয়ন্ত্রিত) ক'রে তদভিমুখী ক'রে তুলেছে । তাই সেটা হবে তোমার কাছে জীবনীয় । কিন্তু তুমি যদি শাস্তির ভয়ে নিছক স্বার্থের খাতিরে কতকগুলি শৃঙ্খলা মেনে চল, তাতে তোমার ভিতরের কী হ'লো ? তুমি তো তা' সত্তার টান থেকে করছ না, বরং তা' তোমার উপর জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে ব'লে তোমার ভিতরে-ভিতরে বুদ্ধি থাকবে—কত শীঘ্র তুমি তা' থেকে নিষ্কৃতি পেতে পার । জেলখানায় কয়েদীদের তো কঠোর শাসনের ভয় দেখিয়ে কতখানি discipline (শৃঙ্খলা)-এর ভিতর রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে কি কা'রও চরিত্রের কোন পরিবর্ত্তন হয় ? আর হ'লেও কতটুকু ও কী হয় ? বরং দেখা যায়, জেলখানা থেকে আরও পাকা criminal (অপরাধী) হ'য়ে বেরোয় । পশুবলের দ্বারা মানুষের পশুত্বকে যতই নিস্তেজ ক'রে রাখা যাক, তাতে কিন্তু ভিতরের পশু দমে না—সে সুযোগ খোঁজে, সুযোগ পেলেই আবার গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে । মানুষের দেবত্ব জাগাতে গেলে দেবতার মুখ তাকে দেখাতে হবে, অর্থাৎ তার ভিতর শ্রদ্ধা-ভালবাসার উদ্বোধন যাতে হয় তা' করতে হবে । আর, প্রীতিনিয়মনার সঙ্গে-সঙ্গে অসৎ-নিরোধেও লক্ষ্য রাখতে হবে । এইতো আমি যা' বুঝি ।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে গল্পচ্ছলে বললেন—আগের কালে শিক্ষকরা ও অভিভাবকরা ছোটখাট কারণে ছেলেপেলেদের কেমন ধ'রে-ধ'রে মারতেন।

পরে বললেন—তাই ব'লে আমি একথা বলছি না যে, সব শিক্ষক বা সব অভিভাবকই এমনতর ছিলেন। আমার জীবন গেছে খুব কড়া শাসনের উপর দিয়ে। আমি তো আর ভাল ছাত্র ছিলাম না, আমার ও ছাড়া আর কী হবে?

৬ই মাঘ, রবিবার, ১৩৫২ (ইং ২০।১।১৯৪৬)

বেলা প্রায় এগারটা। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায়। কেষ্টদা এবং আরও কয়েকজন আছেন। ডাঃ সোমেশ্বরপ্রসাদ চৌধুরী (বঙ্গীয় মৎস্যজীবীসংঘের সহকারী সভাপতি), শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সাহা প্রভৃতি এসেছেন—যাতে আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেস-মনোনীত তপশীলীপ্রার্থী শ্রীহারাণচন্দ্র বর্ম্মণকে সৎসঙ্গীরা সমর্থন করেন।

ওঁদের বসবার জন্য বেঞ্চ দেওয়া হ'লো। ব'সে ডাঃ চৌধুরী বললেন—আমি এসেছি স্বার্থের জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও বড় স্বার্থপর।

তারপর ডাঃ চৌধুরী ও অনুকূলবাবু নিজেদের আগমনের উদ্দেশ্য বিশদভাবে ব্যক্ত করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—আমরা আপনাদের বাদ দিয়ে নই। যে-ই being and becoming-এর (বাঁচা এবং বাড়ার) জন্য, আমরা তারই জন্য। যদি কেউ তার বিরোধী হয়, সেখানেই সত্তার বিরোধ। চাহিদা আমারও যা', আপনারও তাই। সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচেবর্ত্তে থাকতে চাই উভয়েই। এই বাঁচাটায় যাতে কোন আঘাত-অপঘাত না আসে, বরং আরও বেড়ে চলে, তাই করাই আপনার-আমার উভয়ের স্বার্থ। শুধু নিজের বাঁচা দেখলে হবে না—আমার লক্ষ্য রাখতে হবে আপনার বাঁচার দিকে, আপনার লক্ষ্য রাখতে হবে আমার বাঁচার দিকে। কারণ, আমি যে আপনি ছাড়া বাঁচি না, আপনিও যে আমি ছাড়া বাঁচেন না। মস্ত ব্যাপার এই যে, কেউ ছাড়া কেউ বাঁচে না। আমার মুক্তি শুধু আমার হাতে নয়। আর, নিজে বাঁচা ও অন্যকে বাঁচাবার জন্য এই যে চেষ্টা ও চলন তাকেই বলে ধর্ম্ম। তাই, ধর্ম্ম এসে পড়ে সব-কিছুর মধ্যে। রাজনীতিও মানুষের জন্য—মানুষের বাঁচাবাড়ার জন্য। দেখতে হবে, আশু-কার্য্য-সিদ্ধির জন্য তার মধ্যে এমন কিছু ঢুকিয়ে না ফেলি, যাতে জীবনের ক্ষতি হয়। কয়েকজনের সুবিধা হ'লো, বহুর অসুবিধা হ'লো; বর্ত্তমানে সুবিধা হ'লো, পরে তা'ই মহা-অসুবিধার কারণ হ'য়ে দাঁড়ালো, তাতেও হবে না। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গতি ক'রে চলতে হবে। নচেৎ, অনেক-কিছু হারিয়ে ফেলব। সেইজন্য আমাদের culture ও tradition-এর (কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের) ভিতর জীবনীয় যা-কিছু আছে, সেগুলি যাতে নষ্ট না হয়—রাজনীতি করতে গিয়ে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সব দিক্ ভেবেচিন্তে না চললে পরে মুশকিল। সেইজন্য নেতা যে হবে, তার উপর

দায়িত্ব অনেকখানি। আপনারা নেতা-মানুষ, আপনারা সব দিকে নজর রেখে চলবেন। আমি মুখ্যু মানুষ, বুঝিসুঝি না কিছু। তবে এইটুকু দেখি, কাউকে বাদ দিয়ে কেউ নেই। জীবনের একদিক্ বাদ দিয়ে আর-একদিক্ নয়।

ডাঃ চৌধুরী—আপনি যা' বললেন তার উপর তো কথা নেই। আমরা নেতা-টেতা নই, আপনারা হুকুম করবেন, আমরা তামিল করব। এই হ'লো আমাদের কাজ। আমাদের প্রার্থনাটা একটু স্মরণ রাখবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (কেষ্টদাকে দেখিয়ে)—ওঁর সঙ্গে কথা কন্ যেন।

এরপর ওঁরা তখনকার-মত বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরও স্নানের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। তখন কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করলেন—বেফাঁস কিছু কইনি তো ?

প্রফুল্ল—না। যা' বলার তা'ই বলেছেন। ওঁরা যদি এর মর্ম্ম গ্রহণ ক'রে থাকেন, তাহ'লেই উপকৃত হবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো theory-টিওরী জানি না, কই সোজা নিজের উপর দাঁড়িয়ে। এতে পড়াশুনো-করা লোকের বোধহয় অসুবিধা হয়।

১০ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫২ (ইং ২৪।১।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে ব'সে আছেন। হাসিখুশি হয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। এমন সময় পাবনা থেকে তিনজন ভদ্রলোক আসলেন। তাঁরা বসার পর নানাপ্রকার প্রশ্নাদি করতে লাগলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর সেগুলির জবাব দিয়ে চললেন। বেলা এখন প'ড়ে এসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনার্থীদের ভিড় ক্রমেই বেড়ে চলল। মায়েরা, দাদারা প্রত্যেকে স্ব-স্ব কর্ম্ম সেরে তাঁর কাছে এসে জড় হ'চ্ছেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবারই দিনান্তে তাঁর কাছে এসে বসা চাই। ঐ লোভেই সবাই তাড়াতাড়ি কাজ সারেন।

একজন প্রশ্ন করলেন—আত্মসংযমের পথ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমে দেখতে হবে, আত্মসংযম করব কেন। তার পিছনে আমরা দেখতে পাই, আমরা সত্তাকেই চাই। সত্তার বিনিময়ে যা' করি তাই প্রবৃত্তি। সত্তাকে যদি হারাই, তবে প্রবৃত্তিকেও উপভোগ করতে পারব না। সত্তাকে আশ্রয় ক'রেই তো প্রবৃত্তি। তাই প্রবৃত্তিগুলিকে এমনভাবে ভোগ করতে হবে যাতে তারা সত্তাপোষণে ব্যাঘাত না জন্মায়। এখানেই আসে আত্মসংযমের কথা। ধরেন, আমার খুব রসগোল্লা খাওয়ার লোভ। আমি চাই রসগোল্লা খেতে, রসগোল্লা আমাকে খাক তা' তো চাই না। প্রবৃত্তি যখন আমাদের being (সত্তা)-কে exploit (শোষণ) করে, তখন আমাদের resist (নিরোধ) করতে হবে। একে বলে সংযম। কিন্তু মুখে বললেই এটা পারা যায় না। প্রবৃত্তি যখন চেপে ধরে, তখন আত্মরক্ষা করা যায় না। সেইজন্য সকলের উপর হ'লো love (ভালবাসা)। আদর্শে যদি sincere active adherence

(একনিষ্ঠ সক্রিয় টান) থাকে তখন আমাদের বৃত্তি-প্রবৃত্তি তাকেই serve (সেবা) করে, তাই চাই surrender (আত্মসমর্পণ)। তখন তাঁর অপ্রীতিকর কিছু করতে ইচ্ছা করে না। তিনি পছন্দ করেন না এমন কিছু করার কথা ভাবতেই কেন লাগে। পিতৃমাতৃভক্ত ছেলেমেয়ে, সতী স্ত্রী, এমন কি একটা প্রভুভক্ত কুকুরকে পর্য্যন্ত যদি দেখ, তাহ'লে দেখতে পাবে, এদের জীবনে সংযম কত সহজ। এদের কসরত ক'রে সংযম করতে হয় না। আর, এই সংযমই টেকে। নয়তো জোর ক'রে সংযম করতে গেলে কোন্ সময় বেফাঁস কাণ্ড ঘটে, বলা যায় না।······প্রবৃত্তিগুলিও আবার পরস্পরের fulfilling (পরিপূরণী) হওয়া চাই। প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি যদি প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির fulfiilling (পরিপূরণী) না হয়, সেগুলির যদি দ্বন্দ্ব থাকে, সেগুলি যদি water-tight compartment-এ (আলাদা-আলাদা কুঠরিতে) থাকে, তাদের মধ্যে যদি সঙ্গতি না আসে, পরস্পর-পরস্পরের সহায়ক হ'য়ে সকলে মিলে যদি সত্তার সেবা না করে, তাহ'লেও হবে না। ওর কোনটা যদি বিপন্ন হয়, তাহ'লে সত্তাও বিপন্ন হবে। তাই সমস্ত প্রবৃত্তি দিয়ে আদর্শকে ভালবাসতে হয়, তাতে প্রবৃত্তিগুলি integrated (সংহত) ও adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। আমি এই বুঝি সোজা পথ। তাঁকে ভালবাসব, তাঁকে সেবা করব, তাঁকে সুখী করব—এই তো আমাদের কাজ। আর চাই কী ?

কথাগুলি ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাণকাড়া মিষ্টি দৃষ্টি মেলে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে রইলেন।

ভদ্রলোক উৎসাহিত হ'য়ে আবার প্রশ্ন করলেন—কিন্তু প্রবৃত্তির দ্বারা অভিভূত হ'য়ে পড়ি যে, তখন কী করা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন সেটাকে ignore (উপেক্ষা) ক'রে otherwise (অন্যরকম) করতে হয়, উল্টোরকম করতে হয়। আর, ভাবতে ও বলতেও হয় তেমনতর। আমার থেকে beyond-এ (ঊর্দ্ধে) আমার কেউ থাকা চাই, যাতে adhered (অনুরক্ত) হ'তে হবে, তখন শক্তি লাফিয়ে-লাফিয়ে ওঠে।

প্রশ্ন—পূর্ব্বকালের লোকের মত আজও কি মানুষের আদর্শপ্রাণতার প্রয়োজন আছে ? কম্যুনিজম্ তো বলে, সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের মধ্য-দিয়ে মানুষের সুখকর পরিণতি আনা যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা বাঁচতে চাই, going up (ঊর্দ্ধে গমন) চাই, going down (অধোগমন) চাই না। যে ism (বাদ) হোক, তা' বাঁচার চাহিদা fulfil (পরিপূরণ) কতটা করে, তা' দেখতে হবে। মানুষ যে-পরিবেশেই থাকুক, আর, যে-মতবাদই মানুক, আদর্শপ্রাণতা তাকে integrated (সংহত) ও adjusted (নিয়ন্ত্রিত) ক'রে বাড়িয়ে তোলে। এর ভিতর-দিয়ে গ'ড়ে ওঠে ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব থাকলে মানুষ প্রতিকূল পরিবেশকেও অনুকূল ক'রে তুলে বড় হ'তে পারে। আবার, তা' না-থাকলে সবরকম সুযোগ-সুবিধা পেয়েও তার অপব্যবহার ক'রে রসাতলে যেতে

পারে। ফলকথা, শ্রেয়-আনুগত্য ছাড়া গতি ঠিক হয় না। যাঁকে ধ'রে সব ঠিক হয়, সেই মানুষ ছাড়া মানুষ বাঁচার মত বাঁচে না।

প্রশ্ন—বহু লোক আছে, তারা চুরি ক'রে, ফাঁকি দিয়ে বড় হ'তে চায়, তাদের সম্বন্ধে আমরা কী করতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যে সৎপথে চ'লে কেমন ক'রে সব দিক্ দিয়ে বড় হ'তে হয়, নিজেরা তার দৃষ্টান্তস্বরূপ হ'য়ে উঠছি না, তাই অন্যেও ভুলপথ ছাড়ছে না। আমরাই দায়ী। তারা জানে না, ভাবে—ঐ বুঝি পথ। বড় হওয়ার পথ আমাদের ক'রে ও হ'য়ে দেখাতে হবে। একজন ভাল হ'লে, দশজন হয়, বেড়ে যায়।

ভদ্রলোক বললেন—চোরা ধর্ম্মের কাহিনী শোনে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর চকিতে তাঁর হাতখানি চারিদিকে ঘুরিয়ে দূর আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে বললেন—তার চারিদিকে ধর্ম্ম সেজে উঠুক, তার চোরাত্ব ঘুচে যাবে। চোরাত্ব না ঘোচাতে পারলে তো ধর্ম্মের কাহিনী শোনেই না। বাঁচার খাতিরেই যে চোরাত্ব ঘোচান প্রয়োজন, সেইটেই তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। ধর্ম্মের কাহিনী মানে, বাঁচাবাড়ার কাহিনী। বাঁচাবাড়ার কাহিনী না শুনে মানুষ যাবে কোথায় ? সে যে তারই আপন কাহিনী। আমরা যে কইতেই পারি না, ধরতেই পারি না মানুষের কাছে। এটা ঠিক জানবেন—কেউই মরতে চায় না।

বাবরালী ঘরামীকে আশ্রমের উপর দিয়ে যেতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কাম কতদূর হ'লো ?

বাবরালী—আরো ৩।৪ দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাড়াতাড়ি সা'রে ফেল্। কাজকাম তাগাদা না হ'লি কি স্ফূর্ত্তি হয় ?

বাবরালী—আচ্ছা !

আবার প্রশ্নাদি চললো—আচ্ছা, আপনি বলছেন, মানুষ মরতে চায় না, কিন্তু সেবার দুর্ভিক্ষে লক্ষ-লক্ষ লোক তো না খেয়ে ম'রে গেল, এরাও তো মরতে চায়নি। সে না চাওয়ায় তো বাঁচতে পারল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা মরতে চাই না, কিন্তু যাতে মরে তাই করি। আমরা চাই প্রবৃত্তি অক্ষুণ্ণ রেখে বাঁচতে, তা' হয় না। বাঁচবার জন্য যা' করণীয়, তা' করা লাগবে। আমাদের করা যদি কম থাকে, তা' যদি বাঁচার উপকরণ সংগ্রহ করতে না পারে, পরিবেশকেও যদি বাঁচার অনুকূল ক'রে তৈরী ক'রে তুলতে না পারে, তাহ'লে বাঁচাটা বেঁচে থাকে কিসের উপর দাঁড়িয়ে ?

প্রশ্ন—সৎ-মনোবৃত্তিকে বাড়াবার উপায় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম চাই sincere active responsive adherence to the Ideal (আদর্শে একনিষ্ঠ, সক্রিয়, সাড়াপ্রাণ অনুরাগ), আর চাই passion (প্রবৃত্তি) এবং প্রলোভনকে ignore (উপেক্ষা) করা। ভালবাসলে ভালবাসার

পাত্রের ইচ্ছার বিরোধী কিছু করতে ইচ্ছা করে না। কুত্তার জন্য মাছ ছাড়ার কথাও শুনেছি—কুত্তা মাছ খায় না, তাই সেও মাছ খায় না। ভালবাসা বড় জবর জিনিস, ওতে আর philosophy (দর্শন) লাগে না, ওর ভিতর-দিয়েই সব গজিয়ে ওঠে।

আস্তে-আস্তে ভিড় বেড়ে যাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণমাতান বলার ভঙ্গীতে আকৃষ্ট হ'য়ে ভদ্রলোকেরাও প্রাণের আনন্দে নিজেদের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জেনে নিচ্ছেন। আর, তাঁদিগকে শুশ্রূষু দেখে শ্রীশ্রীঠাকুরও স্বচ্ছন্দে ব'লে চলেছেন। একটা রসাল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে আজ সন্ধ্যায়। আলোচনার ধারা অব্যাহত গতিতে ব'য়ে চলল।

প্রশ্ন—কুকুরের প্রতি ভালবাসা কি উঁচুতে ওঠে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sublimated (ভূমায়িত) হয়, অর্থাৎ এই ভালবাসা ছড়িয়ে পড়তে পারে সর্ব্বত্র। কিন্তু আদর্শে ভালবাসায় সহজেই সব হয়। কারণ, তাঁর ভালবাসা যে সর্ব্বস্পর্শী—তাই তাঁকে ভালবাসতে সুরু করলে, তাঁর তৃপ্তির জন্য সবাইকে ভাল না বেসে পারা যায় না। যেমন মা-বাপকে ভালবাসলে ভাই-বোনদের ভালবাসাই লাগে। কুত্তাকে ভালবাসায় হয়তো কুত্তার দোষও অনুকরণ করতে পারি। স্বাতী-নক্ষত্রের জল, পাত্র-বিশেষে ফল। যেখানে ভালবাসা নিয়োগ করব, ফলও তেমন পাব।

এক ভদ্রলোক বললেন—গান্ধীজীর জীবনীতে দেখেছি, আত্মবিচারের ফলে তিনি নিজেকে উন্নত ক'রে তুলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—তাই তো করে। বিচারের মানদণ্ড হ'লেন আদর্শ।

প্রশ্ন—ভারতের স্বাধীনতা কোন্ প্রতিষ্ঠান আনতে পারবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতক্ষণ প্রত্যেক দল প্রত্যেক দলের না হ'চ্ছে, প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেকটি মানুষের না হ'চ্ছে—ততদিন খাঁটি জিনিস হবে না।

প্রশ্ন—Difference (পার্থক্য) তো থাকেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Difference (পার্থক্য) থাকা সত্ত্বেও unity (ঐক্য) চাই। বিদেশী শাসন তখনই আসে যখন বিপরীত অনুরাগ আমাদের পেয়ে বসে—Being-এ (সত্তায়) অনুরাগ না হ'য়ে প্রবৃত্তিতে অনুরাগ হয়। 'পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ' মানে—complex-এর (প্রবৃত্তির) ধর্ম্ম ভয়াবহ। তোমরা সেই দেশের মানুষ যাদের মানুষ ভাবতো—পৃথিবীর গুরু ! ভারতের নাম শুনলে একদিন সারা পৃথিবী নমস্কার করতো। আমরা সে-সব কথা ভুলে গিছি। ভুলতে শেখান হইছে। ফলকথা, আমাদের বৈশিষ্ট্য কী, তাই আমরা জানি না। শিক্ষা জিনিসটা যখন বৈশিষ্ট্যকে অবহেলা করে, তখন সে শয়তানকে আমন্ত্রণ করে। আমি শুধু ভারতের কথাই বলছি না, এটা সব দেশের পক্ষেই সত্য। আবার, দেশপ্রেম যতই থাকুক না কেন, আদেশ-প্রেম না থাকলে তা' কিছুই নয়, তাই common Ideal-এ (এক-আদর্শে) অনুপ্রাণিত হ'তে হবে। এর ভিতর-দিয়ে আসবে ঐক্য। এমনকি, সাম্প্রদায়িক বিরোধেরও মীমাংসা হবে ওর ভিতর-দিয়ে। কারণ, প্রকৃত আদর্শপুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তীদের পরিপূরণই

ক'রে থাকেন। Christ (যীশুখ্রীষ্ট) তাঁর পূর্ববর্তীদের কত অভিবাদন জানিয়েছেন। হজরত রসুলও পূর্ববর্তী মহাপুরুষদের কত অভিবাদন জানিয়েছেন। বেদের মধ্যে দেখতে পাই 'পূর্বেভিঃ প্রথমেভিঃ' ইত্যাদি। তাঁরা আটলাণ্টিকেই থাকুন, এভারেষ্টের চুড়োয়ই থাকুন, সাহারার মরুভূমিতেই থাকুন আর সুন্দরবনের জঙ্গলেই থাকুন, সব জায়গা থেকে এক কথাই বলেন। একে বলে বিজ্ঞান, সর্বত্র একই data (তথ্য)। যে-কোন prophet (পয়গম্বর)-কে অস্বীকার করা মানে, খোদাকে এবং অন্যান্য prophet (পয়গম্বর)-দেরও অস্বীকার করা। আবার, পূর্বতনে শ্রদ্ধাটি নিয়ে বর্তমানকে স্বীকার করা মানেই তাঁর মধ্যে সবাইকে পাওয়া। তাই বলে, 'সর্বদেবময়ো গুরুঃ', 'স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ'। তাঁরা আবার শুধু collective programme (সমষ্টিগত কর্ম-পদ্ধতি) দেন না, প্রত্যেকটা individual-এর (ব্যষ্টির) জন্য দেন, তা'ও বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। আজ যদি সকলের ভোট নাও, তাঁর for-এ (অনুকূলে) যত ভোট পাবে, অতো ভোট চার্চিল পাবে না। এটা আমি বলছি, তাঁরা মানুষের কাছে কত বরণীয় সেটুকু বোঝাবার জন্য।

প্রশ্ন—বহুধর্মে কামড়াকামড়ি, এর সমন্বয় কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রেরিত বা অবতারপুরুষদের প্রত্যেককেই মান্য করতে হবে, এঁদের মধ্যে বিভেদমূলক বিচার করলে হবে না, আবার, পূর্বতন প্রত্যেককে স্বীকার করেন ও পরিপূরণ করেন এমনতর বর্তমান মহাপুরুষ যদি কেউ থাকেন, তাঁতে শ্রদ্ধানত হ'তে হবে। এতে আলাদা-আলাদা সম্প্রদায় থেকেও সাম্প্রদায়িক বিরোধ থাকবে না। ঈশ্বর এক, ধর্ম'ও এক, অবতার-মহাপুরুষরাও এক ; সমন্বয় হ'য়েই আছে। চাই শুধু সেইটে ধরিয়ে দেওয়া।

উক্ত ভদ্রলোক—পৌত্তলিকতা কি ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা কোন-না-কোন রকমে এসে ঢুকে পড়ে। কিন্তু দেখতে হবে ওর মূল। খ্রীষ্টভক্তেরা যেমন Cross-এর (ক্রুশের) পূজা করে, সেই Cross (ক্রুশ)-পূজার কোন মানে নেই যার পিছনে Christ (যীশুখ্রীষ্ট) নেই। তা' আমরা ত্যাগ করতে পারি না—যার পিছনে আছে পবিত্র স্মৃতি এবং sentiment (ভাবানুকম্পিতা)। পূর্বপুরুষের স্মৃতি নিজেদের ভিতর জাগ্রত রাখবার জন্য তাদেরও তো মানুষ পূজা করে, কিন্তু পৌত্তলিকতা ব'লে যদি সেটা বাদ দেয়, তাহ'লে কতখানি বঞ্চিত হয় !

উক্ত ভদ্রলোক—হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান তো দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মিলও দিনের পর দিন বেড়েই চলে। যে প্রকৃত হিন্দু সেই প্রকৃত মুসলমান। সত্যিকার ধার্মিক সব ধর্মের সমান। হিন্দুর ঈশ্বর আর মুসলমানের ঈশ্বর কি আলাদা ? আমাদের এখানে এক মুসলমান পীরের কত হিন্দু-শিষ্য ছিল, তাদের তো জাত যায়নি !

হজরত রসুলের স্পষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও হজরত রসুলকে স্বীকার করার বেলায় পূর্ব্ব-পুরুষকে অস্বীকার করার প্রথা প্রবর্ত্তন করায় হজরত রসুল hampered (ব্যাহত) হয়েছেন ঘরে-ঘরে। ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মবিগ্রহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধ'রে আসেন। দ্বিতীয়ার চাঁদও চাঁদ, তৃতীয়ার চাঁদও চাঁদ, কিন্তু দ্বিতীয়ার চাঁদ বাতিল ক'রে তৃতীয়ার চাঁদ নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক সেজে দেওয়া হ'লো। তামাক খেতে-খেতে কথা বলছেন।

বিবাহ এবং নারী-স্বাধীনতা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নারী করে বিবাহ আর পুরুষ করে উদ্বাহ। পুরুষ ইষ্টগ্রহণ না করলে তাই বিবাহের অধিকারী হয় না। কারণ, তখন সে নিম্নমুখী টানে প'ড়ে যায়। তাতে তারও ক্ষতি, নারীরও ক্ষতি। বিয়ে সদৃশ-ঘরে হওয়া ভাল। সদৃশ-ঘরের হ'য়েও পুরুষ যদি নারীর চাইতে সব বিষয়ে উন্নত না হয়, সে বিয়েতে ফল ভাল হয় না। ওতে দাম্পত্যজীবন সার্থক হয় না। আবার, নারী পুরুষ নয়, পুরুষও নারী নয়। পুরুষের অধিকার খোদা নারীকে দেননি। নারীর অধিকারও পুরুষকে দেননি।

প্রশ্ন—কোরাণে তো আছে 'খাতেম উন নবীন'—তা' থেকে তো এ বোঝা যায় না যে তিনি শেষ-প্রেরিত। খাতেমের অন্য মানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খাতেমের মানে কী ?

উত্তর—খাতেমের মানে seal (শীলমোহর), jewel (রত্ন), crown (রাজমুকুট) —এই রকম শুনেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ যদি হয়, তাহ'লে তো ঠিক আছে।

প্রশ্ন—কি রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি এইটে বুঝি যে, তাঁর seal (শীলমোহর) নিয়েই পরবর্ত্তী আসবেন। অর্থাৎ, প্রেরিতের বৈশিষ্ট্যগত লক্ষণগুলি রসুলের মধ্যে যেমন প্রকট, পরবর্ত্তী যিনি আসবেন তাঁর মধ্যেও তেমনি প্রকট থাকবে। আবার, অন্যান্য প্রেরিত-পুরুষদের মত তিনিও মনুষ্যকুলে মহার্ঘ্য রাজমুকুট বা রত্নস্বরূপ। তাঁকে যে মানে না, অভিবাদন জানায় না, মাথায় ব'য়ে নিয়ে বেড়ায় না, তাঁকে মেনো নাকো—এই হ'ল কথা। তিনি আসবেন এ লালসা আমরা রাখি, তিনি আসবেন না, এটা ভাবতে ভাল লাগে না। ছেলে ম'রে গেলে মা আশা করে, ঐ ছেলেই আবার তার কোলে আসবে।

ভদ্রলোকেরা খুব প্রীত হ'য়ে বিদায় নিলেন। যাবার বেলায় বললেন—আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট করলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কী কথা! আমার কত ভাগ্যি আপনারা আসিছেন। আমার তো ছাড়তেই মন কয় না। ভাবি, কাছা চা'পে ধরি। পরে আবার সামলে যাই নিজেকে (শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখে-মুখে এক অনির্ব্বচনীয় সরলতা ও অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার ছাপ)।

ওঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিব্যক্তি দেখে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। বললেন—আমাদেরও তো আপনাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না। কাজের প্রয়োজনে যেতে যে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখনই ফাঁক পাবেন, চ'লে আসবেন।

ওঁরা বললেন—সুযোগমত আসব।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদা-সহ বেড়াতে বেরুলেন।

রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে বললেন—Untoward thrashing (বিরুদ্ধ আঘাত) পেলেই আমার শরীর খারাপ হয়। (পরে আবার ব্যথিত সুরে বললেন)—বহু দুঃখ পাই, সুখ পাই, কষ্ট পাই, কিন্তু কোনটাই outlet (নিঃসরণের পথ) পায় না, সবটাই repressed (নিরুদ্ধ) হ'য়ে যায়। প্রত্যেকেই তার কথা আমাকে বলে, আমার কাছে এসে নিজেকে হাল্কা করে—আমার কথা বলব কাকে, শুনবে কে?

অতিথিশালা ছাড়িয়ে আর একটু এগিয়ে একটা আমগাছের দিকে তাকিয়ে বললেন—মুকুল হয়েছে, আগে মুকুল দেখলে খুব ভাল লাগতো।

কেষ্টদা—এখন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগের মতন নয়। আমার সব উপভোগ ছিল মাকে নিয়ে।

বেড়িয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভক্তবৃন্দ পরম আগ্রহে এসে সমবেত হয়েছেন—তাঁকে দেখবেন, শুনবেন, তাঁর সান্নিধ্য উপভোগ করবেন—এই বাসনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্তোষদার (রায়) সঙ্গে তাঁর পারিবারিক জীবন-সম্পর্কে কথা-প্রসঙ্গে বলছেন—মানুষের সঙ্গে প্রীতিপ্রদ দরদী ব্যবহার না ক'রে শুধু rational (যুক্তি-বাদী) হ'লেই কি চলে? তাতে উচিতবাদীর মত অবস্থা হয়। নিজের ও অপরের কাছে সে উচিতবাদ একটা লাঞ্ছনার মত হ'য়ে ওঠে। কারও প্রাণ ভেজে না।......ও টাইফয়েড থেকে উঠেছে, টাইফয়েডে nerve (স্নায়ু)-গুলি impaired (ক্ষতিগ্রস্ত) হয়, তখন খুব soothing behaviour (মিষ্টি ব্যবহার) লাগে। তার ব্যবস্থা যদি না কর, ওষুধ ও পথ্য যতই ঢাল না কেন, তাতে কিন্তু শরীর সারবে না।

সন্তোষদা—আমি আর কী করতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাস্যরসিকতার ভিতর-দিয়ে আবহাওয়াটা হাল্কা ক'রে তুলতে হয়, সহজ ক'রে তুলতে হয়। কেউ যদি বোঝে যে তুমি তার দোষের কথা কচ্ছ, তাহ'লে কিন্তু সে বেঁকে বসবে। তাই প্রত্যেককে তারিফ করতে-করতে হাসতে-হাসতে গল্পচ্ছলে মিষ্টি ক'রে তার deficiency (খাঁকতি)-র কথাটুকু তার সামনে আলগোছে তুলে ধরতে হবে, যাতে সে নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে। জানা চাই, কার কাছে কী-ভাবে place (স্থাপন) করা লাগবে।

১১ই মাঘ, শুক্রবার, ১৩৫২ (ইং ২৫।১।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর মাতৃমন্দিরের সামনের বারান্দায় একখানি তক্তপোষে বিছানার উপরে ব'সে আছেন। আলো জ্বলছে। চতুর্দ্দিক্ আনন্দময়।

কাছে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সতুদা (সান্যাল), বীরেনদা (মৈত্র), অরুণ (জোয়ার্দ্দার) এবং মায়েরা। সম্বলপুরে কল্কি-অবতারের আবির্ভাব সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সতুদার দিকে চেয়ে আপসোসের সুরে বললেন—তোরা শুনিসই না, চেতিসই না। আমার বোধহয় দেখবার ভাগ্য নেই। তোরা চেতলে পাবনাই সম্বলপুর হ'য়ে যেত। পরমপিতার দয়ার কি অন্ত আছে?

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ছোড়দা (মণিদা), সতুদা (সান্যাল) ও বীরেনদার (মৈত্র) জন্য ৪টে নূতন ধরণের সাদা লম্বা জামা শ্রীশ্রীঠাকুর অনিলকে (রায়চৌধুরী) দিয়ে করিয়েছেন। অনিল সেগুলি নিয়ে আসলো। শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদা, ছোড়দা, সতুদা ও বীরেনদাকে সেগুলি প'রে দেখতে বললেন। পরার পর শ্রীশ্রীঠাকুর অনিলকে খুব তারিফ ক'রে বললেন—বেশ হইছে! তোর হাত খুলে গেছে। দর্জ্জির কাজ করতে গেলে মাথায় একটা ধারণা চাই, কোন্ চেহারায় কোন্ জিনিসটা কেমন মানাবে। মনের মধ্যে সেই ছবিটা যদি না থাকে, তবে শুধু অঙ্কের মাপে জিনিসগুলি সুন্দর হয় না। আরো-আরো ভাল করার একটা হাউস চাই, সখ চাই। তখন দেখবে, কত রকমারি design (পরিকল্পনা) বের করতে পারবে। তুমি এই গ্রামে ব'সে যে-জিনিস করবে, তাই হয়তো বড়-বড় শহরের লোককে তাক লাগিয়ে দেবে। কী বলেন কেষ্টদা! জামাগুলি ভাল করেনি?

কেষ্টদা হেসে বললেন—ভালই করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সতুদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই কী বলিস? তুই তো upto-date style-এর (অধুনাতন রীতির) খবর রাখিস্।

সতুদা (সহাস্যে)—আমাকে কেমন মানিয়েছে সে তো আর আমি বুঝতে পারছি না।—তবে এঁদের খাসা মানিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোকেও চমৎকার মানিয়েছে। তুই যা' পরিস্ তাতেই মানায়।

১৩ই মাঘ, রবিবার, ১৩৫২ (ইং ২৭।১।১৯৪৬)

সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায়। কেষ্টদা আছেন। পাবনা পুলিশ লাইনের ৩ জন লোক এসেছেন। এক দাদা বললেন—হাবিলদার-সাহেব কষ্টের মধ্যে আছেন, ইনি আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান।

শ্রীশ্রীঠাকুর অভয় দিয়ে বললেন—চাই ভগবানে নিষ্ঠা এবং বিধিমাফিক কাজ। ওতেই সব যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথাতেই হাবিলদার সাহেব বেশ চাঙ্গা হ'য়ে উঠলেন। এর পর আর বিশেষ কোন কথা হ'লো না, একটু পরে তাঁরা উঠে পড়লেন। যাবার বেলায় ব'লে গেলেন, আবার আসবেন। এর পর জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হ'লো।

১৫ই মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ২৯। ১। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের বারান্দায় উপবিষ্ট। মহেন্দ্রদা (পাল), লীলামা (গুহঠাকুরতা), স্পেন্সারদা এবং অন্য অনেকে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে সবাই খুব আনন্দিত।

লীলামা প্রশ্ন করলেন—মেয়েদের মস্তিষ্ক কি পুরুষদের মস্তিষ্কের চাইতে দুর্ব্বল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হবে কেন ? মেয়েদের মস্তিষ্ক মেয়েদের মত, পুরুষের মস্তিষ্ক পুরুষের মত। একজনের complementary (অনুপূরক) আর-একজন, ছোটবড় নেই। মেয়েছেলে যদি বেটাছেলে হ'তে চায়, আর বেটাছেলে যদি মেয়েছেলে হ'তে চায়, তবেই গোলমাল। পুরুষের আছে যেমন fulfilling capacity (পরিপূরণী ক্ষমতা), মেয়েদের তেমনি আছে conceiving capacity (ধারণ-ক্ষমতা), receiving capacity (গ্রহণ-ক্ষমতা)।

হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর গন্ধকে (সরকার) জিজ্ঞাসা করলেন—তুই কাঁকুড়ের ক্ষীর খাইছিস্ ?

গন্ধ—না ! ওর নামও তো শুনি নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও !

প্রফুল্ল গল্প ক'রে শোনাল—নেতাজী কেমন ক'রে আজাদ হিন্দ ফৌজকে ত্যাগের আদর্শে মাতিয়ে তুলিছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানেও ওই নিরাশী-নির্ম্মম।

প্রফুল্ল—অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্ম্মী পায়, আমরা পাই না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারণ, তোমরা exalting (উচ্চেতনী) নও, self-seeking (স্বার্থ-সন্ধিৎসু), বুভুক্ষাভীত। আমিও আগে বলতাম, সুখের প্রলোভনে আমার কাছে যদি কেউ আসতে চাও, তবে এসো না। কেষ্টদা, গোপাল—এরা সব আত্মদানের স্পৃহা নিয়েই এসেছিল। আমার এখানে আগে রকমটা ওই ধরণের ছিল। অমনতর যারা তারাই প্রকৃত কর্ম্মী, আর সব নামকা-ওয়াস্তে কর্ম্মী।

শিবরামদা (চক্রবর্ত্তী)—আমাদের কর্ম্মীদের চাইতে কি অন্যান্য জায়গার কর্ম্মীরা বেশী ত্যাগী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' দেখে তোমার লাভ কী ? তোমার আদর্শ হওয়া উচিত, কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে যা' আসে তা' প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করা, আর ততটুকু সুখই ভোগ করা যা' শরীর-ধারণের পক্ষে প্রয়োজন। 'শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্' এবং এর উদ্বৃত্ত যা' তা' এমনভাবে নিয়োজিত করা প্রয়োজন—যাতে অন্য সবাই সুখী হয়।

প্রফুল্ল—শরীর ধারণের পক্ষে যা' যতটুকু প্রয়োজন, তার বেশী রাখবে না, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়েরও তো প্রয়োজন আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা গৃহীর পক্ষে। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম তা' নয়।

প্রফুল্ল— আপনার কর্ম্মী কী করবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেও তো সন্ন্যাসী।

প্রফুল্ল—সে সন্ন্যাসীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলতে পারে, কিন্তু তার পুত্র-পরিবারের জন্য কী ব্যবস্থা করবে ? তারপর বৃদ্ধ বয়সে সে যদি অসুস্থ হ'য়ে পড়ে, তখন কী করবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার কাছে কোন 'যদি' বা 'তখন' নেই। তার কাছে সবই এখন। সে ক'রেই চলে তার করণীয়। সবাইকে গৃহী করবার জন্য সে গৃহহারা হয়, সবাইকে সুখী করার জন্য সে নিজের সুখ বিসর্জ্জন দেয় এবং তাতেই সুখ পায়। সকলের উপভোগের কামনায় সে নিজস্ব উপভোগ ভোলে, তাতে হয় সত্যিকার উপভোগ এবং সকলের মুক্তিপ্রলোভনে ও মুক্তিসাধনে সে হয় নিবদ্ধ। Nature abhors vacuum (প্রকৃতি শূন্যতাকে অপছন্দ করে), অর্থাৎ প্রকৃত surrender (আত্ম-সমর্পণ) হ'লে প্রকৃতি তাকে সব দিক্ থেকেই ভ'রে তোলে। শুধু মৌখিক কথায় না হ'য়ে essentially (মূলতঃ) যদি কেউ ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপরায়ণ হয়, তার স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা তাতে সুসিদ্ধ হয়।

প্রফুল্ল—আচ্ছা, ভবিষ্যতের সম্বন্ধে না ভাবা সত্ত্বেও যদি সে অসুস্থ বা অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে, তখন তো সে অন্যের কাছে ভার হ'য়ে পড়বে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার জীবন সৈনিকের মত। সে তো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। সে তো নিজেকে দিয়েই দিয়েছে, তাই সন্ন্যাসী নিজের শ্রাদ্ধ নিজে ক'রে নেয়। সে যদি অসুস্থ বা অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ে, সে কারও কাছে কিছু প্রত্যাশা করবে না, তেমন অবস্থায় পড়লে সে একটা মাতালের মত হয়তো নর্দ্দমার ধারে প'ড়ে নিজের নেশায় মশগুল থেকে তার শেষ নিঃশ্বাস বিলীন ক'রে দেবে, তবু তার ক্ষোভ থাকবে না। আবার, তার জন্য হয়তো রাজাধিরাজের মত সুব্যবস্থাও হ'তে পারে, কিন্তু কোন প্রত্যাশা সে রাখবে না।

প্রফুল্ল—আপনি সৈনিকের কথা বলছিলেন, সে ম'রে গেলে তো তার পরিবারের ভার সরকার নেয়, কিন্তু আমাদের কোন কর্ম্মী ম'রে গেলে তার পরিবারবর্গের ভার যদি আপনি নেন, তাহ'লে তো তার জীবনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হ'য়ে গেল। যা' সে চাইত না, তেমনভাবে বোঝা চাপিয়ে দিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সরকার যদি দেয়, সে সরকারের দয়া। কিন্তু প্রকৃত যোদ্ধার মনোবৃত্তি ও সংস্কার যার, সে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। সে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে-করতে জীবনদানের সুযোগ পাওয়াতেই সুখী। তবে বিশেষ এক শ্রেণীর কর্ম্মীদের বিবাহ না করাই ভাল।

প্রফুল্ল—রবীন্দ্রনাথের বলাকায় পড়েছি—'যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি, সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই, তুমি তাই পবিত্র সদাই।' যে-মুহূর্ত্তে পূর্ণ, সে-মুহূর্ত্তে কিছু নাই—সে কী রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব অবস্থার মধ্য-দিয়ে যে সমানভাবে চলে, কোনকিছুতেই ব্যাহত হয় না, যার মধ্যে কোনরকম দ্বন্দ্ব নেই, তার এইরকম হয়। 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'—এই পূর্ণতার অবস্থাই পবিত্রতা—unadulterated stage (নির্ভেজাল অবস্থা)।

প্রফুল্ল—এটা কি নিশ্বিকার অবস্থা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা সবিকার-নিশ্বিকারের পার।

প্রফুল্ল—'যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি, সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই' এ-কথা অর্থনৈতিক জীবনে খাটে কী-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব ক্ষেত্রেই এটা খাটে। অর্থগত ক্ষেত্রে এটার মানে হ'লো এই যে, তোমার অযুত ঐশ্বর্য্য থাকতে পারে, কিন্তু সেটা সকলের জীবনবৃদ্ধির জন্য। তার এক কণাও তোমার প্রবৃত্তির জন্য নয়, তোমার ভ্রান্তস্বার্থের জন্য নয়।

১৬ই মাঘ, বুধবার, ১৩৫২ (ইং ৩০।১।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। শরৎদা (হালদার), শৈলেশদা (ব্যানাজ্জী), উমাদা (বাগচী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি আছেন।

শরৎদা প্রশ্ন করলেন—কত রকমারি বীজমন্ত্র আছে, আমাদের নাম নিয়ে সে সবই কি পূরিত হয়? কত জনের, কত সম্প্রদায়ের, কত রকমারি ধারণা! নামেরও আবার কত রকমারি! প্রত্যেক পন্থী কি এই নামের মধ্যে তাদের সার্থকতা খুঁজে পাবে? এর সঙ্গে তার সম্পর্ক কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, পরিপূরণ করে। লক্ষ ক্লীং জ'পে কিছু হবে না, যদি 'ক্লীং'-এর মূর্ত্তি না পাই এবং তাঁতে অনুরক্ত না হই। তাই গুরুর অত প্রয়োজনীয়তা। সব বৈশিষ্ট্যের essence (মূল তাৎপর্য্য) যা', যার উপর দাঁড়িয়ে যা'-কিছুর উদ্ভব তাই-ই আছে এই নামে। একে বলা যায় সর্ব্ববীজাত্মক নাম। এতে প্রত্যেকেরই কাজ হবে, এর মধ্যে সব-কিছু merge ক'রছে (মিশে যাচ্ছে)। এটা পরিপূরণী এবং পরিপোষণী। কা'রও সঙ্গে conflict (দ্বন্দ্ব) নেই। লোহার লাইন, লোহার ডাণ্ডা, লোহার পাত্র ইত্যাদি নানা আকার হ'তে পারে, কিন্তু লোহাই হ'লো সবার মূলে।

শরৎদা—'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' মানে কী? সত্যিই কি তিনি দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ চান? আর ধর্ম্মস্থাপনাই যদি ক'রে যান তবে এত শীঘ্র বিপর্য্যয় আসে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা তাঁকে মানে না, গ্রহণ করে না, তাঁর সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি ক'রে চলে, জীবনের বিধিকে যারা অবজ্ঞা করে, পারিপার্শ্বিকের জীবন যারা অসম্ভব ক'রে তোলে, তারা অমন ক'রেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। বিনাশের বিধিকে যারা মেনে চলে, তারা বিনাশই পায়। যেমন গীতায় আছে—তারা আগেই ম'রে আছে, তুমি কী

করবে ? আর, ধর্ম্ম তখনই সংস্থাপিত হয় না, সংস্থাপনের বীজ তিনি দিয়ে যান। আমরা যতখানি তা' ভিতরে-বাইরে সংস্থাপন করি, ততখানিই তা' সংস্থাপিত হয়। ভগবান মানুষকে বাদ দিয়ে নন। তিনিই যে যা'-কিছু হয়েছেন। তাই, মানুষ যদি তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা না ক'রে ধর্ম্মকে বিকৃত ক'রে ফেলে—তাঁকে আবার আসতে হয়। মানুষ ভালমন্দ যা'ই করুক, তাঁর করার ত্রুটি নেই। তিনি যা' করেন তার ক্রম এবং ধারা ঠিক আছে।

শরৎদা—আপনি বলেন—বৈশ্যের বিশ্বাসঘাতকতায় এদেশ বিপন্ন হ'লো, বিপ্র-ক্ষত্রিয় কি তা' রোধ করতে পারেননি ? আবার, বুদ্ধদেব দশাবতারের একজন হ'য়ে বর্ণাশ্রম-প্রতিষ্ঠায় যে সাহায্য করেছেন তা' তো মনে হয় না, বরং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবেই তো বর্ণাশ্রম শিথিল হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পেটকে অবসন্ন ক'রে মাথার culture (অনুশীলন) করা যায় না। বৈশ্য betray (বিশ্বাসঘাতকতা) না-করলে লাখ ব্রাহ্মণও betray (বিশ্বাসঘাতকতা) ক'রে কিছু ক'রতে পারতো না। বৈশ্যের উপর দাঁড়িয়ে সমাজ। বৈশ্য গেলে রাজাও থাকে না, ব্রাহ্মণও (বিপ্র) নষ্ট হয়। মাঝে সামগ্রিক-দৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিরও অভাব হয়েছিল। চাণক্য যখন আসলেন, তার ফলে হ'লো চন্দ্রগুপ্ত। আবার এসেছিলেন শঙ্করাচার্য্য, তাঁকে বলে প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ। শঙ্করাচার্য্য হিন্দু-সমাজের কল্যাণ চাইলেও, মায়াবাদী হওয়ায় তিনি জাতির ভিতর বীর্য্য, বাস্তববোধ ও কল্যাণকর্ম্মের প্রবাহ সৃষ্টি ক'রে সমাজ-সংস্থিতির পথ দেখাতে পারেননি। আর, বুদ্ধদেবকেই যে অনেকখানি বিকৃত করা হয়েছে। আমি তো শুনেছি—তিনি কুলাচার ও বর্ণধর্ম্মের পরিপালনের কথাও বলেছেন। ভাল ক'রে খুঁজে দেখবেন। লোককল্যাণের জন্য যিনি এসেছিলেন তিনি তার পরিপন্থী কিছু বলবেন, এ আমার মনে হয় না। কোন্ প্রসঙ্গে তাঁরা কোন্ কথা কন, তা' না বুঝে আমরা অনেক সময় তালগোল পাকিয়ে ফেলি।

ইতিমধ্যে ভবানীদাকে (সাহা) দেখে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে, কী খবর ?

ভবানীদা—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফাঁকমত আসিস্। তোর সঙ্গে private (গোপন) কথা আছে।

শরৎদা—আমরা বরং এখন উঠি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, এখন উঠে কাম নেই। ওম্ ভেঙ্গে যাবে নে। ওকে পরে কবো নে। পাছে ভুলে যাই, তাই ক'য়ে রাখলাম। ও যদি নিজে থেকে আসে, তখন আর ভুলবো না নে।

ভবানীদা—আমি ফাঁকমত আপনার কাছ থেকে শুনে নেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই ভাল।

শরৎদা—সৎসঙ্গের সঙ্গে সৎসঙ্গ-যুবসঙ্ঘের সম্পর্ক কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা হ'লো adjunct to Satsang Organisation (সৎসঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের সহকারী)। ওদের attempt (প্রচেষ্টা)-কে fair play (যথাযথ

সুযোগ) দেওয়া উচিত। তাই-ই politics (রাজনীতি) যা' people (জনসাধারণ)-কে nurture (পোষণ) দেয় to live and grow (বাঁচতে, বাড়তে)। আমাদের ততটুকু politics (রাজনীতি) যতটুকু আমরা individual (ব্যষ্টি)-কে nurture (পোষণ) দিচ্ছি to live and grow to principle (আদর্শমুখী হ'য়ে বাঁচতে, বাড়তে)। Principle (আদর্শ) sacrifice (ত্যাগ) করলে কিছুই থাকে না। সৎসঙ্গ-যুবসংঘে বাইরের অদীক্ষিত সভ্য আছে, কিন্তু এখানকার যারা তাদের চলনা যদি অটুট থাকে, তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে-করতে অন্যরাও বুঝবে, এটা চারিয়ে যাবে সর্বত্র। সবই নির্ভর করে নিষ্ঠা ও কৌশলের উপর। রামদাসের মৈত্রী জমানর কথা স্মরণ আছে তো? আমরা সৎসঙ্গ-যুবসংঘকে আলাদা না ভাবলেই আলাদা হয় না, আমাদের ছেলেপেলেরাই করছে। ওরা যদি আপনাদের ignore (উপেক্ষা) না করে, আপনারা যদি ওদের ignore (উপেক্ষা) না করেন, তাহ'লেই co-ordination (সামঞ্জস্য) হয়। আমাদের কর্ত্তব্য হ'লো ইষ্টানুগ সঙ্গীতির ধাঁজটা বজায় রেখে চলা—sympathy (সহানুভূতি) নিয়ে চলা।

এমনভাবে প্রস্তুত থাকবেন—যাতে যে-কোন মুহূর্ত্তে যে-কোন কাজের দায়িত্ব নিতে পারেন। Sense of responsibility (দায়িত্বজ্ঞান) exalted (উন্নত) রাখা উচিত। যদি কা'রও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তা' make up (পরিপূরণ) করবার দায়িত্ব কিন্তু আপনার। Co-ordination (সামঞ্জস্য) আনার দায়িত্বও কিন্তু প্রত্যেকের—বিশেষ একজনের নয়। একজন করল না ব'লে আপনি চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারেন না।

শরৎদা—আগে যে অনেক আদিবাসীদের সঙ্গে এবং চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে আমাদের সংস্রব ছিল, তার ভিতর রক্ত-সংস্রব তো হয়েছেই, কিন্তু এর মধ্যে কি প্রতিলোম হয়নি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে হয় অনুলোমই বেশী। আপনারা তখন powerful (শক্তি-সমন্বিত) ছিলেন। সমাজে তখন অনুলোম ছাড়া প্রতিলোম-সংস্রবের প্রতি একটা ঘৃণাই ছিল। ক্রমে রাজশক্তি শিথিল হ'য়ে গেল, তা' ছাড়া সামাজিক শিক্ষা ও শাসনও ঢিল প'ড়ে গেল। তাই, প্রতিলোম যে হয়নি এ-কথা বলা চলে না। চীনাদের সঙ্গে রক্ত-সংস্রব হওয়াই সম্ভব, শুনেছি চীনা-মেয়েরা আর্য্য ছেলেদের খুব পছন্দ করে।

শরৎদা—স্বামীজী বলেছেন, রামকৃষ্ণদেব ধূলিমুঠি থেকে হাজার বিবেকানন্দ গ'ড়ে তুলতে পারেন। মহাপুরুষের ইচ্ছা হ'লেই তো তাঁর কাজের লোক জুটতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Many are invited but few are chosen (অনেকেই নিমন্ত্রিত হয়, কিন্তু খুব কম লোকই নির্ব্বাচিত হয়)। তিনি দেখেন, তাঁর গণ না হ'লে পারবে না। ঈশ্বরকোটি না কি বলে—অর্থাৎ অত্যন্ত সুকৃতি না হ'লে এ কাজ করতে পারে না। তাঁর কাজের লোক যে হয়, সে আবার কাজের লোক-সংগ্রহের ভার তাঁর উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে না। নিজের দায়েই সে দৌড়ে, ব্যবস্থা করে।

শরৎদা—একদিকে নিরাশী-নিম্মর্ম হবার কথা, আর একদিকে স্বস্ত্যয়নীর সকাম মন্ত্র—এ দুয়ের সামঞ্জস্য কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-কামনাই থাক, তা' যদি ইষ্টার্থে হয়, তবে সকামও নিষ্কাম হ'য়ে যায়। সত্তাসম্বর্দ্ধনার কামনা যদি জাগে, তাহ'লে মানুষ দেখতে পায়, নিরাশী-নিম্মর্ম হওয়া ছাড়া পথ নেই। তাঁর কামনাকে আমার কামনা ক'রে নিলে তখনই হয় নিষ্কাম। তখন সকলের সুখ, স্বস্তি, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য খাটতে ইচ্ছা করে। সকামের ভিতর-দিয়ে আমরা নিষ্কামে যেয়ে পেঁছি।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একজন ধুনকরের সঙ্গে রকমারি লেপ তৈরীর সম্বন্ধে গল্প করতে লাগলেন।

ধুনকরটি বললো—আমরা অতো রকম জানিও না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জানা ভাল। আগে সব বিষয়ে কত ভাল-ভাল কারিকর ছিল। এখনকার লোকে সে-সব ভুলে যাচ্ছে, তা' কি ভাল? ক্ষ্যামতা তাজা রাখতে হয়।

১৭ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫১ (ইং ৩১।১।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা গোটা-দশেকের সময় মাতৃমন্দিরের বারান্দায় আছেন। ফরিদপুর থেকে কামিনীদা ব'লে একটি নবদীক্ষিত দাদা এসেছেন, তিনি নির্ব্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। কী-ভাবে অগ্রসর হবেন, সেই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ-প্রার্থী। সঙ্গে আছেন বিপিনদা (সেন), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), রামদা (বিশ্বাস) প্রভৃতি। তা' ছাড়া বিশুভাই (মুখাজ্জী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) ও গোপেনদা (রায়)-ও উপস্থিত আছেন।

ঐ প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Mob (জনতা) mobile (চালালে চলতে পারে), কিন্তু motile নয় (নিজে থেকে চলতে পারে না), তাদের conscience (বিবেক) strong (সবল) নয়। তাই initiate (দীক্ষিত) না করলে কাজের solidity (দৃঢ়ভিত্তি) হয় না। Whip (মোড়ল)-দের initiate (দীক্ষিত) ক'রে কতকগুলি cluster (গুচ্ছ) ঠিক ক'রে, pillar (স্তম্ভ) গেঁথে-গেঁথে এগুতে হয়, যেমন মাটি কাটার সময় চিহ্ন রেখে-রেখে যায়। ভোট পাওয়াটাকে বড় ক'রে ভাবলে কিন্তু মানুষ ভিড়বে না। তাদেরই মঙ্গলের কথা বড় ক'রে ভাবতে হবে। এতে মানুষগুলি আপন হবে, আমরাও তাদের আপন হব। Election tactics (নির্ব্বাচনী কৌশল) ব'লে আমি কিছু বুঝি না, আমি বুঝি মঙ্গলের tactics (কৌশল)। সেই জন্য permanent programme-এর (চিরন্তন কর্ম্মপদ্ধতির) সঙ্গে temporary programme-এর (সাময়িক কর্ম্মপদ্ধতির) যোগ চাই। যাতে মঙ্গল হয়, তা' না-করলে মঙ্গল হয় না—তা' যত কায়দাই করা যাক্। আমাদের দেশের সাধারণ লোক নির্ভরযোগ্য নয়, অন্য দেশের কথা জানি না। আমাদের দেশের সাধারণ লোককে একবার ঠিক করতে না করতে আবার উল্টে যায়। সেই জন্য চাই

আদর্শে যুক্ত ক'রে দেওয়া, অনুরক্ত ক'রে তোলা, তা' করতে পারলে আগুন হ'য়ে ওঠে। গ্রামের পর গ্রাম ভাল-ভাল লোকগুলি দীক্ষিত হ'য়ে ওঠে যাতে, তাই করা চাই। দীক্ষা লও বললে কিন্তু মানুষ দীক্ষা লয় না, তার প্রাণের ক্ষুধা জাগিয়ে দেওয়া চাই। দীক্ষা দিয়ে তাদের ঠিকানা এখানে পাঠিয়ে দেবে, লোকগুলিকেও পাঠাবে। রামদাস-স্বামী বলেছেন—'সময় বুঝিয়া সাধনার পথ ধরাইয়া তারে দিবে, বাকী যাহা কাজ আমিই করিব, মোর কাছে পাঠাইবে।' সবাইকেই যে এখানে পাঠাতে হবে তা' নয়, যাদের ভিতর তেজাল মাল-মসলা আছে, তাদেরই পাঠাবে।

বিপিনদা—মুশকিল আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—মুশকিল দূর করলেই আসান। মুশকিলকে আলিঙ্গন ক'রে তাকে intact (অক্ষত) রাখলে আসান হয় না। মুশকিল তো আছেই, তাকে overcome (অতিক্রম) করা লাগবে।

প্রফুল্ল—দীক্ষিত হ'য়ে বুঝে-সুঝেও মানুষ অন্যরকম করে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারণ, complex (প্রবৃত্তি) intervene করে (এসে পড়ে মাঝখানে)। তবে দীক্ষিত হ'লে সাধারণতঃ তার একটা প্রভাব থাকেই।

কামিনীদা ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজনীতি ইত্যাদি যত কথাই বল, আমার মনে হয়, দেশের moral standard (নৈতিক মান) low (নীচু) হয়েছে ব'লেই অতো বড় একটা মন্বন্তর ঘটা সম্ভব হ'লো। দক্ষতা, যোগ্যতা, পারস্পরিকতা, সহানুভূতি যদি থাকে, এক-কথায় জাতির মধ্যে আদর্শমুখী সম্বেগ যদি থাকে, তবে এই রকম দুর্দ্দশা ঘটতে পারে না। অনেক গলদ জমা থাকলে তার ফল এইভাবে দেখা দেয়। আর শুধু ওতেই শেষ নয়। আমরা যদি এখনও সাবধান না হই, গুচ্ছ বেঁধে না দাঁড়াই, তাহ'লে আরো বিপদ আছে। তাই কই, তুমি তো এমনভাবে চেষ্টা করবাই—যাতে elected (নির্ব্বাচিত) হ'তে পার, আবার অন্য যাদের নির্ব্বাচিত হবার সম্ভাবনা আছে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে যে তারা প্রত্যেকে যেন তোমাকে support (সমর্থন) না ক'রে পারে না। তোমাকে মানে তোমাদের mission-কে (আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে)। ধর্ম্ম মানে তাই—যাতে মানুষ বাঁচে, বাড়ে, একটা মানুষও বিধ্বস্ত না হয়, বিপন্ন না হয় বরং প্রত্যেকেই ক্রমোন্নতিপরায়ণ হ'য়ে চলতে পারে—তাই যদি করতে পার তবে বোঝা যাবে, তোমার উন্নতির মূল্য আছে। মানুষগুলিকে যত আমার ব'লে ভাবতে পারবে ততই তাদের উপর দরদ আসবে, দাবীও করতে পারবে তখন। সংশ্লিষ্ট যে যত সে তত সুখদুঃখের ভাগী, নিজেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যত ক'রে নিতে পার ততই ভাল। এই কামিনী আর আগের কামিনীতে তফাৎ আছে ঢের, তাই কামিনীর জন্য বুকের রক্ত ঢেলে খাটতে ইচ্ছা হয়, তার ভাবনায় রাতে ঘুম হয় না। তাই কই, Election dodge-এ (নির্ব্বাচনী চালে) কোন কাম হয় না, Ideal-centric solidarity (আদর্শকেন্দ্রিক সংহতি) যতখানি হয়,

ততখানিই কাম। আমি যা' বলছি তা' ignore (উপেক্ষা) ক'রো না, তাই জেনো আদত কথা—corner pillar (কোণস্তম্ভ)। এই কাম করতে পারলে জেনো, বারো আনা concrete (নিরন্ধ্র) হ'য়ে গেছে, আর চার আনা থাকে tactful management-এর (কৌশলী ব্যবস্থিতির) মধ্যে। তা'ও ignore করার নয়, তা' ঠিক না রাখলেও নিজের গোলমাল হ'তে পারে। চার subject-এ (বিষয়ে) পাশ না করলে পাশ হবে না—বাংলা, ইংরাজী, অংকে ভাল mark পেয়ে সংস্কৃতে ফেল করলে পাশ হবে না।

এরপর ওঁরা বিদায় নিলেন। ওঁরা যাবার একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ও! ওঁদের আরো কয়েকটা কথা বলা দরকার। দ্যাখ্ তো ধারে-কাছে আছে নাকি?

প্রফুল্ল তখন তাঁদের ডেকে আনলেন। কামিনীদা ও অন্য সকলে আসবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বর্ণাশ্রমের against-এ (বিরুদ্ধে) কিছু ব'লো না। বর্ণাশ্রম গেলে everything is gone (সব গেল)। বরং আভিজাত্যের কথা ভাল ক'রে ব'লো। নিজের গলায় ছুরি দিয়ে নিজে বাঁচা যায় না। Instinct (সহজাত-সংস্কার) না মেনে উপায় নেই। বংশগৌরবকে আশ্রয় ক'রে instinct (সহজাত-সংস্কার)-কে excite (উদ্দীপ্ত) ক'রো। তোমার ঘরের মেয়েটা ধোপা বা মেথরের হাতে দিয়ে কি হরিজন হ'তে চাও? বর্ণাশ্রম ভাঙ্গা মানেও তো তাই। বর্ণাশ্রমের main factor (প্রধান দিক্) হ'লো eugenic relationship (যৌন সম্পর্ক) control (নিয়ন্ত্রণ) করা, আর হ'লো division of labour (শ্রম-বিভাগ)। এর উপর দাঁড়িয়ে মানুষের মূল যা'-কিছু ঠিক থাকে।

কামিনীদা—বর্ণাশ্রম কি আজও চালাবার কোন সার্থকতা আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যযুগের কাঁঠালগাছ কি আজকের দিনে ডালিমগাছ হ'য়ে গেছে? যার যা' গড়ন তা' ঠিকই আছে—যদি মাঝখানে গোলমাল ঢুকে না থাকে। রক্তের ধারা, গুণের ধারা, কর্ম্মের ধারা—যা' এতদিন ধ'রে তোমার পূর্ব্বপুরুষ অব্যাহত রেখে এসেছে, তা' কি নষ্ট হ'তে দেওয়া ভাল? এত পুরুষের সাধনাই তো তাহ'লে বিফল হ'য়ে গেল। নিজের উপর ফেলেই বোঝা যায়, বর্ণাশ্রম থাকাই ভাল, কি না-থাকাই ভাল।

কামিনীদা—বর্ণাশ্রম থাকায়ই তো নানা ভাগ হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন কৃত্রিম ভাগ ছিল না আমাদের সমাজে। আমাদের যে ভাগ সে তো universal (সার্ব্বজনীন)—গুণ, কর্ম্ম ও জৈব বিধানের গঠনের উপর দাঁড়িয়ে। তাতে পারশব তো বিপ্রবর্ণের মধ্যে পড়ে। ভাগ তো করেছে scheduled caste (তপশীলী জাতি) নাম দিয়ে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায়। সতুদা (সান্যাল), বীরেনদা (মৈত্র), বিশু ভাই (মুখার্জ্জী) প্রভৃতি আছেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আভিজাত্যবোধ না থাকলে culture (কৃষ্টি)

থাকে না। আভিজাত্যবোধের মধ্যে নিজেকে খাটো করার বুদ্ধি নেই, নিজের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে চেতনা আছে। এতে ভাল বই খারাপ করে না। আজকাল মানুষ qualified (শিক্ষিত) মানেই বোঝে graduate (বি, এ, পাশ) ও service-holder (চাকুরে)। কিন্তু এর সঙ্গে কৃষ্টির কোন সম্পর্ক নেই। কৃষ্টির মূল জিনিস হ'লো শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা। অনেকের কাছে চাতুর্ব্বর্ণের কথা বললেই ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে, তখন তাদের সঙ্গে ও-কথা ছেড়ে দিয়ে বিয়ে-থাওয়া বিষয়ে আলাপ করা লাগে। তখন দেখা যায়, তাদের মধ্যে অনেকের উচ্চ বর্ণের মেয়ে নেওয়ার ইচ্ছা। তারা বুঝতেই পারে না—কেন তারা উচ্চবর্ণের মেয়ে বিয়ে করতে পারবে না, ওই inclination (আনতি)-ই তাদের বুঝতে দেয় না।

এরপর নবাব মিস্ত্রী আসলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—আবার ভাল ক'রে কাজকর্ম্ম শুরু ক'রে দাও তোমার দলবল নিয়ে। টাকার দিকে লক্ষ্য করবা না, আমার কাজ উদ্ধার ক'রে দেওয়া চাই। আমার কথা—যতক্ষণ আমার থাকবে ততক্ষণ দেওয়ার কুণ্ঠা করব না, কিন্তু যখন থাকবে না, তখন আমায় ফেলো না। অবশ্য, আবার যখন সুযোগ পাব তখন দিতে কসুর করব না।

প্রমথদা (দে) আসলেন। তাঁর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সাধারণ বড় যারা তারা great man (মহৎ মানুষ) বা sage (মুনি-ঋষি) নয়, তবে তারা sincere (আন্তরিকতাযুক্ত), তাদের fixity of purpose (উদ্দেশ্যের স্থিরতা) আছে। তবে fixity of principle (আদর্শ বা নীতির স্থিরতা) ছাড়া fixity of purpose (উদ্দেশ্যের স্থিরতা) sterile (বন্ধ্যা)।······এক আদর্শ ও উদ্দেশ্যের স্থিরতা থাকলে লাখ সম্প্রদায়েও ক্ষতি নেই। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই তখন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পূরণ করে, যেমন liver (যকৃত), spleen (প্লীহা), lungs (ফুসফুস) প্রভৃতি আলাদা-আলাদা হ'য়েও প্রত্যেকের লক্ষ্য শরীরকে পুষ্টি দেওয়া, আর শরীরকে পুষ্টি দিতে গেলেই প্রত্যেকটি যন্ত্রকে চেষ্টা করতে হয়—যাতে অন্য সব যন্ত্রও সুস্থ ও সতেজ থাকে। প্রত্যেকের independent activity (স্বাধীন ক্রিয়া) যখন আমাদের প্রত্যেককে nurture (পোষণ) দেয়, তাকে organisation (সংগঠন) বা system (বিধান) বলতে পারি। একটা organ (যন্ত্র) defective (খুঁতো) হ'লে সমস্ত organ (যন্ত্র)-গুলি ব্যাহত হ'য়ে চলে, তখন সবগুলি organ (যন্ত্র) তা' make up (পরিপূরণ) করতে ছোটে, তখন সবগুলি sufferer (কষ্টের ভাগী) হ'য়ে গেছে। আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক টান থাকলে পরস্পরের মধ্যে অমনতর বোধ আসে। দ্যাখেন না, স্পেন্সার কত দূর-দেশের মানুষ, তবু একবেলা যদি সে পেটভ'রে না খায়, তাহ'লে আপনার মনটা কেমন খচখচ করতে থাকে। ও যে খ্রীষ্টান আর আপনি যে হিন্দু—এর জন্য কি আপনাদের মধ্যে আন্তরিকতার কোন অভাব আছে?

প্রমথদা—তা' তো কিছু বোধ করি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অমন হয়। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, সকলকে নিয়ে ব্যাপক-ভাবে এটা হ'তে পারে। আপনারা ভাল ক'রে চারাতে পারলেই হয়।

এবার অনুলোম-প্রতিলোম সম্বন্ধে কথা উঠলো। সতুদা হিটলারের কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে বললেন—হিটলার করেছিল প্রায় ঠিক, কিন্তু অনুলোম, প্রতিলোম দুই-ই বাদ দিয়ে খারাপ করেছে। অনুলোম যারা তাদের সমাজভুক্ত ক'রে নেওয়া উচিত ছিল। শুনেছি, বড়-বড় ইহুদী বৈজ্ঞানিক যারা তারা জার্ম্মান পিতা ও ইহুদী মাতার সন্তান। অনুলোম সন্তানদের জেল্লা বাড়ে। আর, প্রতিলোম যারা তারা বিশ্বাসঘাতক, আর, তারা অনুতপ্ত হ'তে পারে না। যে-আন্দোলনই করা যাক, তার সঙ্গে সুপ্রজননের আন্দোলন যদি ঠিক না থাকে, তবে সে-আন্দোলন টেকে না, যা'ই করুক, করবে তো মানুষ। মানুষের আমদানী ঠিক থাকে না—যদি বিয়ে-থাওয়া ঠিকমত না হয়। শিবাজী অন্য সব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু এই দিকে নজর দিতে পারেননি, আমার মনে হয়, ওতেই গোলমাল হ'য়ে গেল।

মহৎ মানুষদের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Great men (মহৎ মানুষ) যাঁরা, তাঁদের গৌরব হ'লো তাঁদের আদর্শকে নিয়ে, মানুষ তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে লাখ অপমান করুক, তাঁরা সহ্য করতে পারেন, কিন্তু আদর্শের অপমান তাঁরা কখনও সহ্য করেন না। এমনি হয়তো তাঁরা খুব শান্ত, শিষ্ট, কিন্তু ঐ জায়গায় চোট লাগলে তাঁরা আর স্থির থাকতে পারেন না। তাই কয়, 'বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদূনি কুসুমাদপি'।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমথদাকে বললেন—স্পেন্সারকে খাওয়ায়ে মোটা ক'রে দেওয়া চাই। ওর শরীরটা তেমন শক্ত না। এমন ক'রে দেবেন যে স্ফূর্ত্তিতে টাট্টু ঘোড়ার মত লাফাতে থাকে।

স্পেন্সারদা প্রমথদার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—ঠাকুর আমার সম্বন্ধে কী বললেন ?

প্রমথদা বুঝিয়ে বললেন।

প্রমথদার কাছে কথাগুলি শুনে স্পেন্সারদার চোখ দুটো কৃতজ্ঞতায় ছলছল করে উঠলো।

২০শে মাঘ, শনিবার, ১৩৫২ (ইং ৩।২।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ব'সে আছেন। কুবের বিশ্বাসদা, (আগামী নির্ব্বাচনে একজন প্রার্থী), যোগেনদা (হালদার), সন্তোষদা (রায়), স্পেন্সারদা প্রভৃতি উপস্থিত হ'লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে খোঁজ-খবরাদি নিলেন।

ওঁরা প্রণাম ক'রে উপবেশন করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে সকলের মধ্যেই বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব।

কুবেরদা—আপনার উপদেশ চাই—কী-ভাবে কী করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর্য্য-কৃষ্টি এবং সৎসঙ্গের cause (উদ্দেশ্য) অর্থাৎ বাঁচাবাড়া—তার মানে ভর-দুনিয়ার মায় একটা কেন্নোর পর্য্যন্ত বাঁচাবাড়া যেন sacrificed (পরিত্যক্ত) না হয়। আমার এই অনুরোধ যেন স্মরণ থাকে।

কুবেরদা—অনুরোধ নয়, আদেশ বলুন। আমি এসেম্বলীতে গেলে অন্যান্য সৎসঙ্গীদের তো পাব। আর আপনার উপদেশও পাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহবিধুর আবেগের সঙ্গে বললেন—আমার আভিজাত্য ভাল লাগে। আভিজাত্য যদি অস্বীকার করি, সে-গৌরব যদি ছেড়ে দিই, তাতে ভাল হয় না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা মহীয়ান্ ছিলেন, গরীয়ান্ ছিলেন, আমরা তাদের current (স্রোত)—সেটা স্মরণ রাখা দরকার। নিজেকে accept করা (স্বীকার করা) বড়র সন্তান ব'লে, একেই বলে আভিজাত্য। এর সঙ্গে আছে আর-সবাইকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া—কাউকে ছোট ভাবা বা ছোট করা এর সঙ্গে খাপ খায় না। আভিজাত্যের চেতনা মানুষকে astray (বিপথে) যেতে দেয় না। যখন আর-একজনকে ছোট ক'রে নিজেকে বড় ভাবি, তাকে বলে vanity (অন্তঃসারশূন্য অহঙ্কার)।

কুবেরদা—কান্যকুব্জ থেকে ৫ জন ব্রাহ্মণ আনা হয়েছিল, তার আগে কি বাংলায় ব্রাহ্মণ ছিল না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ছিল ব'লে শুনেছি।

কুবেরদা—আমাদের দেশে অনেক সম্প্রদায়ের গোত্র-সম্বন্ধে ভাল জানা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উৎকণ্ঠার সঙ্গে)—এইভাবে চললে, আর-কিছুদিন পরে মোটে জানবে না। গোত্র জানা না থাকলে অনেক সগোত্র-বিয়ে হ'য়ে যায়। সবর্ণে সগোত্র-বিয়ে হ'লে dwarf (খর্ব্বাকৃতি) হয়, mentally, physically deteriorate করে (শরীর-মনের দিক্ দিয়ে অপকর্ষ লাভ করে)—এটা হ'লো scientific fact (বৈজ্ঞানিক তথ্য)। আপনাদের সম্বন্ধে একখানা বই আছে, তাতে আপনাদের (পারশব) সম্প্রদায়ের গোত্রাদি সম্বন্ধে অনেকখানি বের করেছে, আর-একটু খাটলেই ঠিক হয়। খাটা ভাল—লাভজনক। ভদ্রলোকের work (কাজ) humble (সামান্য) হ'লেও good beginning (আরম্ভ শুভ), এখনও খুঁজে বের করুন। এখন কিন্তু পারশবের মধ্যে অনেক-কিছু ঢুকে যাচ্ছে, সাবধান! পারশবের মেয়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্যে বিয়ে করতে পারে না। Eugenic Science (জনন-বিজ্ঞান) মানতে হয় eugenic perfection (নিখুঁত জনন)-এর জন্য, আর, বর্ণধর্ম্মও মানতে হয় সহজাত-সংস্কার ও বৈশিষ্ট্যের ধারা ঠিক রাখার জন্য। বর্ণ হ'লো grouping of the varieties of similar instincts (সমজাতীয় বিচিত্র সহজাত-সংস্কার-অনুপাতিক শ্রেণী-বিন্যাস)। মানুষও animal (জীব), ঘোড়া, গরু, কুকুরও animal (জীব),

ঘোড়া, গরু, কুকুরের বেলায় কত সাবধানতা অবলম্বন করি—ভাল বাচ্চা পাবার জন্য, মানুষের বেলায় তা' ignore (উপেক্ষা) করলে চলবে কেন? একটা pedigreed dog (সুজাত কুকুর) এবং সাধারণ কুকুরে কত তফাৎ। দামেও কত ফারাক্। সতু গল্প করেছিল—একজন তাকে একটা কুকুর দিতে এসেছিল, বলল pedigreed dog (সুজাত কুকুর), ও বোঝে না, pedigreed dog (সুজাত কুকুর) কা'কে বলে, দেখতে সাধারণ, বাইরে কোন জেল্লা নেই। মনিবকে ঠাট্টাচ্ছলে কিছু বলতেই অমনি চেহারা বদলে গেল, মারমুখী হ'য়ে ঘাঁক ক'রে উঠলো, সে-মূর্ত্তি দেখে ওর বুক দুরুদুরু করতে লাগল, কিছুতেই তাকে শান্ত করতে পারে না।

কিছু সময় পরে রাজেন সরকারদা (খুলনার কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী, সৎসঙ্গী) শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নির্ব্বাচন-সম্পর্কে আলোচনা করতে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে বললেন—সকলে তো এম-এল-এ হয়, আমাকে অর্থাৎ সৎসঙ্গকে—তার মানে প্রত্যেকটি মানুষের বাঁচাবাড়ার cause (উদ্দেশ্য)-কে carry (বহন) ক'রে নেবে যে এসেম্বলীতে, তাকে খুঁজি। You will struggle for culture (তুমি কৃষ্টির জন্য সংগ্রাম করবে), গলায় ছুরি দিলেও সৎসঙ্গকে অর্থাৎ ব্যষ্টি ও সমষ্টির বাঁচাবাড়ার platform (মঞ্চ)-কে sacrifice করবে না (বিসর্জ্জন দেবে না)। সৎসঙ্গ দাঁড়িয়েছে প্রত্যেকটি সত্তার স্বার্থ নিয়ে, তাই সৎসঙ্গের বিরুদ্ধে যাওয়া মানে নিজেরই বিরুদ্ধে যাওয়া। আবার, কারো সঙ্গে বিরোধ নেই তোমাদের—হিন্দুমহাসভা, কংগ্রেস বা মুসলীম লীগ—কারও বিরুদ্ধে নও তোমরা, যত সময় তারা being and becoming-এর (বাঁচা-বাড়ার) অনুকূলে। বাঁচাবাড়ার প্রতিকূলে কেউ যদি যায়, আর তা' থেকে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা যদি কর, তাতে কিন্তু বন্ধুর কাজই করা হবে। তাই-ই তোমাদের করণীয়। তোমরা কাউকে মরতে দেবে না, পড়তে দেবে না, এই-ই তোমাদের বাস্তব তপ।

রাজেনদা—আপনার উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই আমার দাঁড়ান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের বর্ণকে জাগিয়ে তোল, অন্য বর্ণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চ'লো। কেউ যদি কৃষ্টিগৌরব-হারা হয়, সে বাঁচে না, এমনই বিধান। ঐ গৌরবকে evergrowing (ক্রমবর্দ্ধমান) ক'রে তোল, নচেৎ বাঁচবে না। অন্যকে মেরে বাঁচবে না, সেটা individual-এর (ব্যষ্টির) পক্ষে যেমন, বর্ণের পক্ষেও তেমন। মনে রেখো, তোমার স্বার্থ নিহিত আছে তোমার পরিবেশে। তাই তাদের যত দেখবে, তোমারটাও তত বজায় থাকবে। একটা মস্ত জিনিস হ'লো বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট হ'তে না দেওয়া, সে নিজেরও না, অপরেরও না। সুখের কথা এই যে, এত অত্যাচার, এত নিপীড়ন সত্ত্বেও খালের রেখা মুছে যায়নি, যা' আছে তার উপর এখনও দাঁড়াতে পারি। রাজনীতি কও, আর যা'ই কও, লোকের কল্যাণ নিয়েই তার কারবার, আর ধর্ম্ম মানে to live and grow for the principle (ইষ্টার্থে বাঁচা এবং বাড়া), তাই যা'ই কর, ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে কিছু হবে না।

রাজেনদা—আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি অবিচলিতভাবে আপনার নির্দ্দেশমত চ'লে দেশের, দশের মঙ্গল করতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও তো তাই-ই চাই।

যোগেনদার সঙ্গে ইষ্টভৃতি-সম্বন্ধে কথা উঠতে বললেন—ইষ্টভৃতি হ'লো material devotion and concentration (বাস্তব ভক্তি এবং একাগ্রতা), সেইজন্য সেটা সকলের আগে।

রাজেনদাকে বললেন—ইষ্টভৃতি করবেই, অমন জিনিস আর হয় না।

রাজেনদা—হ্যাঁ!

খগেনদাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে, কী খবর?

খগেনদা—করতেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হেসে বললেন)—করতেছি করতেছি তো ক'স, 'কাম সারা ক'রে ফেলিছি'—সে কথা তো ক'স না। সেই কথা শোনার লোভেই তো অতবার জিজ্ঞাসা করি।

খগেনদা (সহাস্যে)—তাড়াতাড়িই সে-কথা বলতে পারব, আশা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা।.........আমার যে বুদ্ধিই অন্যরকম। ভাবি, কাজ ধরব তো শেষ করব। মন্তরের মত কাজ হ'য়ে যাবি, সুন্দর হবি, নিখুঁত হবি।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন।

নির্ব্বাচন-সম্পর্কে কী-ভাবে কাজ করতে হবে, সেই-সম্পর্কে বললেন—প্রত্যেক গ্রামে ঘোরা চাই, কোন জায়গা যেন untouched (না-ছোঁয়া) না থাকে। ভোটা-ভুটির কথা না ব'লে প্রথমে ঘরোয়াভাবে সুখদুঃখের কথা কওয়া লাগে, যাজন করা লাগে, প্রধানদের মধ্যে যারা interested (অন্তরাসী) হয়, তাদের initiate করতে হয় (দীক্ষা দিতে হয়)। তারাই হবে তখন initiative (স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহ)-ওয়ালা মানুষ। Brother of same blood (সহোদর) থেকে ইষ্টভ্রাতা আপনার। ধর্ম্মের ভিত্তিতে যে সংহতি আসে, তার তুলনা হয় না। শুধুই কি সংহতি? ধর্ম্মকে ধ'রে সবই আসে, আর ধর্ম্মই তো সব—তাই রাষ্ট্রধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম, পারিবারিক ধর্ম্ম ইত্যাদি কথা আছে। এই ব্যাপক ধর্ম্মকে পালন ও পরিবেষণ করতে হয়। ইষ্টের কথায় মুখে খই ফোটে, নিজের কথা বিশেষ কওয়া যায় না। রাজেন থাকবে যাজন নিয়ে আর রাজেনের জন্য যা' কওয়ার তা' আপনারা ক'বেন। তাতে লোকের আগ্রহ বাড়বে। আর, এটা হওয়া চাই আন্তরিকভাবে, শুধু কার্য্য-সিদ্ধির উপায় হিসাবে এমনতর করলে হবে না। আর, ঢাক পিটিও না, যা' করবে, তা' করবে সোরগোল না ক'রে, সহজভাবে।

রাজেনদা—আপনার দয়াই ভরসা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জগন্নাথের হাত নাই, পা আছে, জগন্নাথ আমাদের ধ'রেই আছেন, কিন্তু সেটা ঠিক পাই, যখন আমরা তাঁকে ধরি।

একটি দাদা কথাপ্রসঙ্গে anti-Muslim (মুসলমান-বিরোধী) কথাটি ব্যবহার করায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—anti-Muslim (মুসলমান-বিরোধী) আমি চাই না, আমি চাই anti-Satanic (শয়তান-বিরোধী)। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, শয়তানপন্থী যে তার বিরুদ্ধেই আমাদের অভিযান। নইলে মুসলমান হিসাবে কারও সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই। রসুলের প্রকৃত অনুগামী যে, সে যে সত্তাসম্বর্দ্ধনারই অনুগামী। তাই সে আমাদের বান্ধব।

রেঙ্গুনের এক দাদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মাঝে-মাঝে এখানে আসতে হয়, আসলে conviction (প্রত্যয়) হয়, মনটা elated (উদ্দীপ্ত) হয়, খটকা কমে, energy (শক্তি) বাড়ে। Impulse (প্রেরণা) নিয়ে তো কথা!

উক্ত দাদা—আমার ভাইরা কেন আমাকে আপন ভাবে না? কেন তারা সন্দেহ করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওভাবে হয় না, নিজে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্য করতে হয়—প্রত্যাশা না রেখে, তখন ঠিক হবে। নিজের গরজে টেনে রাখতে গেলে, তারা ছেড়ে যেতে চাইবে।

কুবেরদা নির্ব্বাচনে দাঁড়ান-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গিয়ে ভাল ক'রে দেখাটেখা লাগে, দাঁড়ালে দাঁড়াবার মত দাঁড়াতে হয়। দাঁড়িয়ে unsuccessful (অকৃতকার্য্য) হওয়া আমার ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারের দিকে চেয়ে বললেন—ওর শরীরটা যেন শুকিয়ে গেছে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—আজকাল খুব-পড়াশুনা ও নামধ্যান করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে intercellular combustion (কৌষিক দহন তাপ) বেড়ে যায়। তখন milk (দুধ), banana (কলা), apple (আপেল), grape (আঙ্গুর), honey (মধু) ইত্যাদি যতটা assimilate (হজম) করা যায়, খাওয়া ভাল।

কেষ্টদা—রবীন্দ্রনাথ কাঁচা মুগ ভিজান, কয়েকখানা লুচি ইত্যাদি খেতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যবের ভাত খেলে ভাল হয়, যবের চিড়াও ভাল। এতে বিশেষ ক'রে লেখাপড়ার ক্লান্তি অপনোদন করে।

২১শে মাঘ, সোমবার, ১৩৫২ (ইং ৪।২।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের বারান্দায় চৌকিতে বসেছেন। চতুর্দ্দিক উজ্জ্বলভাবে আলোকিত। যোগেনদা (হালদার), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), গোপেনদা (রায়), ননীভাই (দাস), পদাভাই (দে), সিঁথির জ্ঞানদা প্রভৃতি দাদারা এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আনন্দ-মধুর সান্নিধ্যে সকলেই পুলকিত। একটা অব্যক্ত আনন্দের ফুট উঠছে সকলের প্রাণে।

যোগেনদা গল্পচ্ছলে বললেন—ঠাকুর! সৎসঙ্গ-সম্বন্ধে বিশিষ্ট লোকেদের ধারণা

গে কত উঁচু, তা' যতই তাদের সাথে মিশছি ততই বুঝতে পারছি। তাঁরা বলেন, 'সৎসঙ্গের কর্ম্মীদের মত এমন নির্ভরযোগ্য কর্ম্মী খুব কম আছে। তারা যেমন নির্লোভ, তেমনি মানুষের মঙ্গলকামী। আচার, ব্যবহার, কথাবার্ত্তা সবই সুন্দর। এদের দেখে বোঝা যায়—ঠাকুর কত বড়, ঠাকুর কত শক্তিমান্।'

শ্রীশ্রীঠাকুর (আত্মপ্রসাদের সঙ্গে)—এই কথা বুঝে রাখবেন, আমি যে আপনাদের গালাগালি দিই, সেই আপনারাই কত বড়—দেশের মানুষের কাছে, at least (অন্ততঃ) তাদের conception-এর (ধারণার) কাছে। তাই বলি—যা' করতে বলি, অন্ততঃ তার বারো আনা করলে কী দাঁড়ায়, চিন্তা ক'রে দেখেন।

শৈলেনদা—বাবাও গুরুজন, ঠাকুরদাও গুরুজন, কিন্তু বাপের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে ব্যবহার আর ঠাকুরদার পৌত্রপৌত্রীর সঙ্গে ব্যবহারের মধ্যে এত পার্থক্য দেখা যায় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাবা অনেক সময় ছেলেকে বাবা ব'লে ডাকেন as a token of affection (স্নেহের চিহ্নস্বরূপ)। ঠাকুরদা যেন ভাই, ঠাকুরদা প্রবীণ হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতাগুলি সরস ও সহজভাবে যদি নাতি-নাতনীদের মধ্যে পরিবেষণ করেন, এবং নাতি-নাতনীরাও যদি সংকোচহীন অনুরাগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে মেশে তবে তাতে ভালই হয়।

বর্দ্ধমানের মধুসূদনদা এবং আরো দুটি ভাইয়ের কর্ম্মী হবার আগ্রহ, তাঁদের লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগভরে বলছেন—সন্ন্যাসী হ'য়ে নামা চাই, জীবন লাগান চাই কাজে। বক্তৃতা করা, আলাপ-আলোচনা করা, সেবা-সাহায্য করা ইত্যাদি সবরকম কাজের aptitude (প্রবণতা) থাকা চাই—ঋত্বিক্রাই হ'লো life and lead of the country (দেশের জীবন ও চালক)। জীবনকে যদি বলি করতে চাও, তবে এই কাজেই বলি কর। আর, বলি মানে বর্দ্ধন-সমৃদ্ধ ক'রে তোলা—সৎ-অনুনয়নী তাৎপর্য্যে। এর চাইতে মহত্তর কাজ আর মিলবে না। এ-কাজ না করলে নিজেদেরও ক্ষতি, দেশেরও ক্ষতি। এ-কাজে সুখ নেই, সোয়াস্তি নেই, আছে আপদ, বিপদ, বিধ্বস্তি, না-খাওয়া, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ঘরে-বাইরে দুরন্ত দুঃখদহন। এখানে মান-অভিমান, দোষদর্শন খাটবে না, sacrifice (ত্যাগ) করা যাকে বলে—পুরোপুরি তাই, একটু ডরালে পরে হবে না, প্রাণ নেচে ওঠা চাই আত্মদানের উম্মাদনায়। "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা, নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।" ইষ্টার্থপূরণী দুঃখ-দুর্দ্দশা, ঝঞ্ঝা—এইগুলি হবে আদরণীয়, বরণীয়। পাবে এই, দেবে অমৃত। বিষপাথর হওয়া লাগে, বিষ চুষে নিয়ে জীবন দিতে হবে। মহাদেবের মত কালকূট জীর্ণ ক'রে অমৃত পরিবেষণে তাপিত ধরণী শীতল করতে হবে। যদি পার, প্রাণ যদি চায়, রাজী যদি থাক, এখনই চলে এস। দুঃখের কথা বললাম, যে চলে, যে পারে, তার আত্মপ্রসাদ যা', তার কাছে দুঃখ কিছু না,—অনির্ব্বচনীয় সুখ-সৌভাগ্যের স্রোতের মধ্যে থাকে সে অন্ততঃ মনোরাজ্যে, 'বোঝে প্রাণ বোঝে যার';

আমি আর কী বলব ?.........এই কাজ কেউ করতে চাইলে আমার মন আনন্দে নেচে ওঠে। তবে normal (সহজ) সন্ন্যাসী চাই, শুধু গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী হ'লে হবে না, আর, খাঁটি সন্ন্যাসী ছাড়া জাতির উদ্ধারও নেই।

মাঝে একবার গিরীশদা (কাব্যতীর্থ) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে দেখে বললেন—দেখেন, সাধারণভাবে কাল কলকাতার দিকে যাত্রার পক্ষে দিন কেমন।

গিরীশদা পঞ্জিকা দেখে বললেন—সকালের দিকে যাওয়া চলতে পারে।

গৌরীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—মিস্ত্রী এসে তোর দরজা ঠিক ক'রে দিয়ে গেছে নাকি ?

গৌরীমা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—এখন আর কোন উদ্বেগ নেই তো ?

গৌরীমা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা ভাল থাকলেই আমি ভাল থাকি। (এরপর আবার ঐ দাদাদের বললেন)—কাজের জন্য দুখানা গাড়ী যোগাড় কর। গাড়ী যেন মজবুত অথচ সুন্দর হয়। বামুনের গরুর মত, খাবে কম, দুধ দেবে ও নাদবে বেশী।

কথা শুনে সকলে হাসলেন।

আবার অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে বললেন—এ শরীর একদিন যাবেই, করতে হয়তো এই কাজ কর। মরজগতে অমৃতের আস্বাদ যদি চাও, ইষ্টকর্ম্মে মেতে ওঠ। 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।' তবে আশা নিয়ে নামলে কাঠুরিয়ার মত হ'তে পারে। কাঠুরিয়া লোভ করতে যেয়ে নিজের কুড়োলখানাও হারাল। আর দেখো! আমাদের কিন্তু অনেক বাড়ী-ঘর করতে হবে। যুদ্ধের জিনিষপত্রের সরবরাহের চাইতে আমাদের সরবরাহ আরো accurate (নিখুঁত) হওয়া চাই। কয়লা, লোহা, কাঠ, যন্ত্রপাতি—যাবতীয় যা'-কিছু মাটির দরে যাতে পাই, তার ব্যবস্থা করতে হয়—মায় transport facility (পরিবহনের সুবিধা)-সহ।

মধুসূদনদা—আমাদের ওখানে একটা আশ্রম করতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশ ভাল। আশ্রম মানে জান তো ? আশ্রম মানে হ'চ্ছে, যেখানে শ্রম ক'রে উৎকর্ষ লাভ করতে হয়। তোমাদের আশ্রমে তার উপযুক্ত নিদর্শন চাই। আর, ওখানে যদি আশ্রমমত কর, কেউ আস্লে পরে দুটো ডালসিদ্ধ ভাত সম্মুখে ধরতে পার, এ ব্যবস্থা করা লাগে। ১২৫ বিঘা জমি ইষ্টোত্তর ক'রে দিতে পারে, এমন ২৫,০০০ লোক চাই, সেই জমি তারা নিজেরা চাষবাস করবে, নিজেরা তার খাজনা দেবে। এই negligible sacrifice-এ (নগণ্য ত্যাগস্বীকারে) দেখো, কী কাণ্ড হয়। বিরাট কাণ্ড ক'রে ফেলে দেওয়া যায়, সারা দেশকে সব দিক্ দিয়ে উন্নত ও আত্মনির্ভরশীল ক'রে তোলা যায়। কারও পদানত হ'য়ে থাকা লাগে না। আবার, উপযুক্ত লোক পেলে অযোগ্য যারা, তাদের active (কর্ম্মঠ) ও profitable

(উপচয়ী) ক'রে তুলবার সুবিধা হয়। আমি যা' করতে বলি, তার অনেকগুলি দিক্ থাকে। করলে সেগুলি ধরা পড়ে, না-করলে বোঝা যায় না। তখন ক্রমাগত অসুবিধার আমদানী হ'তে থাকে। ৩০০ ঋত্বিক্ যদি সংগ্রহ করা যায়, সারা বাংলা ছেয়ে ফেলা যায়। তারা মানুষগুলির পিছনে লেগে থাকতে পারে। লোকগুলি বেঘোরে পড়ে না। আর, এদের যে recruit (সংগ্রহ) করবে, তা' সুখের আশা দিয়ে করতে যেও না, বলবে—'নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।'

যোগেনদা—এখন ভরসা হয়, পারা যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই কাজগুলি করতে পারলে আমার মহাতৃপ্তি হবে। আমার সব সময় মনে হয়—ভারত আবার জেগে উঠুক, জগৎকে বাঁচাক।

২২শে মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ৫।২।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের দক্ষিণদিকের বারান্দায় বসেছেন। শরৎদা (হালদার), প্রমথদা (দে), ভোলানাথদা (সরকার), গোপেনদা (রায়), কিরণদা (মুখাজ্জী), বীরেনদা (মিত্র) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন। জলপাইগুড়ির শ্রীযুত তারাপদ সান্যাল (কল্পনার শ্বশুর) শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করছেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন—পাশ্চাত্য দেশগুলি জ্ঞান-গবেষণার পথে নিত্যই এগিয়ে চলেছে, তাদের মধ্যে একটা জীবনের লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু আমরা যেন জীবন্মৃত, গতানুগতিকতাই ছাড়তে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা চলছে, কিন্তু সামনে কোন স্পষ্ট আদর্শ নেই। তাও চলাটা বজায় আছে ব'লে ভুলত্রুটির ভিতর-দিয়েও এগিয়ে চলেছে। কিন্তু জটিলতারও সৃষ্টি হ'চ্ছে বহু। পেছনে seer (দ্রষ্টা) না থাকায় ওরা এমন একটা জায়গায় যেয়ে হাজির হ'চ্ছে, যেখানে আর তাল সামলাতে পারবে না। সেখানেই প্রয়োজন হবে সর্ব্বতোমুখী আর্য্য ভূয়োদর্শনের। ইষ্ট ও কৃষ্টি-সমন্বিত আমাদের যে চলাটা ছিল, তা' যদি বজায় থাকতো তাহ'লে জগতের তাক লেগে যেত। আবার আমাদের চলার গতি বাড়িয়ে তুলতে হবে—কিন্তু ঐ তালে। তেমন-ভাবে যদি না চলি, আমরা নিজেরাও বাঁচব না, কাউকে কিছু দিতেও পারব না। অন্যের জাঁকজমক দেখে ঘাবড়ে যেয়ে নিজেদের ঐতিহ্য যা' তা' যদি ছেড়ে দিই, তাতে লাভ কিছু হবে না। আমাদের ভাণ্ডারে এমন কিছু ছিল, যার দরুন এত ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতরও টিকে আছি, এবং জাতি-হিসাবে আন্তর ও বাহ্য উভয়বিধ সম্পদেই আমরা সম্পন্ন হ'য়ে চলতে পেরেছিলাম যুগ-যুগ ধ'রে। সাময়িক বিপর্য্যয় সবারই আসে। কিন্তু জানবেন—আপনারা যদি লাগেন—এ জাতির উত্থান অবধারিত। আর, আমরা যেদিন জাগব, সারা জগৎ তা' দিয়ে উপকৃত হবে। কারণ, ভারত জানে, কাউকে ছেড়ে কেউ নয়, সকলের মুক্তি না হ'লে মুক্তি নেই, সকলের উন্নতি না হ'লে তার উন্নতি নেই। সে জগতের চিন্তাধারাতেই এক বিপ্লব নিয়ে আসবে।

কথাগুলি বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো।

মহাত্মাজী-প্রবর্ত্তিত ছুঁৎমার্গ ত্যাগের আন্দোলন-সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছুঁৎমার্গ ত্যাগ করা ভাল, কিন্তু সদাচার ত্যাগ করা ভাল নয়।

এরপর তারাপদবাবু নিজের জীবনের অনেক কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে গল্প ক'রে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর আগ্রহ-সহকারে শুনলেন। পরে বললেন—আপনি মানুষের ভাল চান, ভাল করেন, তাই দেখেন—তার ভিতর-দিয়ে আপনারও ভাল হয়েছে। পরিবেশের ভাল করা ছাড়া নিজের ভাল হওয়ার পথই নেই।

প্যারীদা তামাক সেজে দিলে শ্রীশ্রীঠাকুর তারাপদবাবুর দিকে চেয়ে সবিনয়ে বললেন—তামাক খাই!

তারাপদবাবু বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

২৩শে মাঘ, বুধবার, ১৩৫২ (ইং ৬। ২। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় চৌকিতে উপবিষ্ট। যতীনদাকে (দাস) বলছেন—আপনাদের কাগজ প্রতিষ্ঠালাভ করলে university (বিশ্ববিদ্যালয়) গড়বার সুবিধা হবে। তার সঙ্গে চাই বই লেখা—এক বিরাট সৎসঙ্গ-সাহিত্য সৃষ্টি করা এবং নূতনভাবে সিনেমা চালিয়ে দেওয়া। ৩০০ কর্ম্মী থাকবে এগুলি বজায় রাখার জন্য। প্রকৃত ঈশ্বরকোটী পুরুষ না হ'লে এ-কাজ ঠিকভাবে করতে পারবে না। তেমনতর কর্ম্মী যে, আমি তাকে মহাপুরুষ কই। ৩০৬ জন চাই, pilot (চালক) ৬ জন আর বাকী ৩০০ জন। উপযুক্ত মানুষ যোগাড় করেন, তাহ'লে দেখবেন—সব জঞ্জাল সাফ ক'রে দেওয়া যাবে।

২৫শে মাঘ, শুক্রবার, ১৩৫২ (ইং ৮। ২। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায়। সুরেনদা (বিশ্বাস), তারকদা (ব্যানার্জ্জী), কালিদাসীমা প্রভৃতি আছেন। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি-সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—লেখাপড়া তো আর বিদ্যা নয়, চরিত্র না হ'লে বিদ্যা হয় না। Meaningful active adjustment of habits and behaviour (অভ্যাস ও ব্যবহারের সার্থক-সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ)-ই হ'লো education (শিক্ষা)। ভগবান-লাভও ওই-ই। তথাকথিত অনুভূতি যতই হোক না কেন, আত্মনিয়ন্ত্রণ যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ মানুষের কিছুই হ'লো না। আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্য-দিয়ে মানুষের বোধ ও ব্যক্তিত্ব হ'য়ে ওঠে সঙ্গতিপূর্ণ, তখন দুনিয়াটাও তার কাছে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য নিয়ে ধরা দেয়। এর মূলে আছে কিন্তু আচার্য্যের প্রতি অনুরাগ। নইলে কোন তপস্যাই দানা বাঁধে না।

একটু পরে যতীনদা (দাস) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সবাইকে লক্ষ্য ক'রে বলছেন—যতই যা' করুন, ঋত্বিক্ না হ'লে কিছু হবে না। আর চাই pilotman (চালক)। Pilot (চালক) কথাটি আমার এত ভাল লাগে কেন? আগে যেমন বলতো apostles (ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রেরিত দূত), আমি তেমনি বলি pilot (চালক)। Leader (নেতা) কথার চাইতে আমার কাছে pilot (চালক) কথাই ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কালিদাসীমার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন — কাজলা কী করে রে?

কালিদাসীমা—খেলে-টেলে বেড়াচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খেলে বেড়ায় ভাল, কিন্তু নজর রাখিস্।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যাবেলায় মাতৃমন্দিরের বারান্দায়। বেশ শীত পড়েছে, তাও শুধু একটি চাদর গায়। চৌকিতে ব'সে চারিদিকে হাসি-খুশি ভাবে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন ও কথাবার্ত্তা বলছেন। সুশীলদা (বসু) কাশ্মীর-সম্বন্ধে গল্প ক'রে শোনাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহভরে শুনছেন, মাঝে-মাঝে এক-আধটা প্রশ্ন করছেন। সুশীলদা তার জবাব দিচ্ছেন।

আশুভাই আজ বাজারে গিয়েছিলেন। বললেন—তরিতরকারী বেশ সস্তা।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কোন্ জিনিসের দাম কত?

আশুভাই সব বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পয়সার দাম কমার চাইতে জিনিসের দাম কমা ভাল। দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্য্য হয়, সেই-ই ভাল।

কথা হ'চ্ছে এমন সময় স্পেন্সারদা, হাউজারম্যানদা, মিঃ ম্যাথু প্রভৃতি আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সস্নেহে ডেকে বসালেন।

একটু পরে ভোলানাথদা (সরকার), যোগেনদা (হালদার), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), সনৎদা (ঘোষ), বীরেনদা (বিশ্বাস) প্রভৃতি আসলেন।

ধীরে-ধীরে আসর জমে উঠলো।

ম্যাথু যীশুখ্রীষ্টের জন্ম-সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের যা' ভাবতে ভাল লাগে তা' ভাবুক, কিন্তু আমার মনে হয় যে যীশুর মা মেরী যখন অবিবাহিতা ছিলেন তখন থেকে জোসেফের সঙ্গে ভালবাসা ছিল, তার ফল যীশু। উভয়ে উভয়কে পবিত্রভাবে ভালবাসতেন ভগবদ্বিশ্বাসী প্রাণে, আর পরিস্থিতির দুঃখদৈন্য নিরাকরণ-সম্বন্ধে উভয়ের মিলিত আগ্রহ সেই ভালবাসাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। পিতামাতার এই সাত্ত্বিক ভালবাসা ঘনীভূত হ'য়ে রূপ ধরেছিল যীশুতে। অস্বাভাবিক ধারণার কোন কারণ নেই, তাতে খারাপ হয়।

ম্যাথু—কী রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বাভাবিকভাবে ভাবতে অভ্যস্ত হ'লে আমরা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ খুঁজে পাই এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণও করতে পারি প্রয়োজন-আনুপাতিক। নচেৎ আঁধারের

ভিতর-দিয়ে পথ চলার মত হয়। এতে ভুলের সম্ভাবনা থাকে বেশী। ঋষিরা বাগ্‌দানকেই প্রকৃত বিবাহ বলেন। সেই বাগ্‌দান হবার পর মেরীর গর্ভসঞ্চার হয়েছিল হয়তো। আর ceremonial marriage (আনুষ্ঠানিক বিবাহ) হয়তো পরে হয়েছিল। এতে ন্যায়তঃ-ধর্ম্মতঃ অন্যায় কিছু হয়নি। কিন্তু সামাজিক প্রথার সঙ্গে খাপ না খাওয়ায় পাছে এই নিয়ে কোন কথা ওঠে, কিংবা যীশুর স্বাভাবিক জন্ম দেখালে তাঁর ভগবত্বের কোন হানি হয়, এই ভেবে তাঁকে হয়তো অযোনি-সম্ভব ব'লে দেখান হয়েছে।

ম্যাথু—বাইবেলে কোথাও পাওয়া যায় কি যে বিয়ের পূর্ব্বে জোসেফ ও মেরীর মধ্যে পরিচয় ছিল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আমি জানি না কোথায় আছে, কিন্তু জোসেফ ও মেরীর মধ্যে আগে ভালবাসা না থাকলে জোসেফের যীশুর প্রতি অত টান হ'তো না, jealousy (ঈর্ষা) হ'তো। Immaculate birth (অযোনি-সম্ভব)-এর কথা আমার মনে হয় interpolation (প্রক্ষিপ্ত)। আমাদের দেশেও অনুরূপ ধারণা আছে—যেন ভগবান মাতৃগর্ভে স্বাভাবিক মানুষের মত জন্মালে তিনি ছোট হ'য়ে যান, তাই অযোনি-সম্ভব ইত্যাদি বলে। ও-রকম অজ্ঞতায় তাঁকে অনুসরণ করার পথে বাধা হয়। মানুষ ভাবে পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে জাত মানবসন্তান নন তিনি, তিনি অন্য ধরণের কিছু, তাঁর সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন দিক্ দিয়ে কোনরকম মিল নাই। তাই, মানুষের পক্ষে তাঁকে অনুসরণ করাও সুদূরপরাহত। এমনতর ধারণাই অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতাই শয়তান। তিনি যে মানুষ হ'য়ে মানুষের জন্যই আসেন,—মানুষকে চলার পথ দেখাতে, এই কথাটাই আমরা বুঝি না।

ম্যাথু—ত্রিত্ববাদের মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—God the Father মানে সৃজনকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা ভগবান ; God the son মানে তাঁরই নর-বিগ্রহ যিনি, যেমন যীশুখ্রীষ্ট ; God the Holy Ghost মানে আমাদের জীবাত্মা বা সুরত। আমাদের জীবাত্মা যখন মূর্ত্ত নারায়ণে যুক্ত হয়, তখনই আমরা পরমপিতাকে অনুভব ক'রে ধন্য হই। পরমপিতা, পরমস্রষ্টা ও পরম-পালয়িতার স্বরূপ অবতার-পুরুষের মধ্যেই প্রকট হ'য়ে ওঠে, তাই সত্তার যোগাবেগ নিয়ে তাঁতে অনুরক্ত হ'তে হয়। তিনি অর্থাৎ God the son (অবতারপুরুষ)-ই পথ। তিনি অজান-দিগকে জানায় পেঁছে দেন। যেমন কেষ্টঠাকুর বলেছিলেন অর্জ্জুনকে—তোমারও অতীতে বহু জন্ম হয়েছে, আমারও অতীতে বহু জন্ম হয়েছে। তোমাতে আমাতে পার্থক্য এই—তুমি জান না, আমি জানি। এই জানামানুষ যিনি, তাঁকে ভালবেসে, তাঁকে অনুসরণ ক'রে সেই পরম জ্ঞেয়কে জানতে পারি আমরা।

শৈলেনদা—আমাদের যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ধারণা আছে, সেও তো একরকমের ত্রিত্ববাদ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। ব্রহ্মা যিনি বৃদ্ধি করেন বা সৃষ্টি করেন; বিষ্ণু যিনি বিস্তার করেন; মহেশ্বর যাঁর মধ্যে আধিপত্যের ভাব আছে। আবার বলে সচ্চিদানন্দ; সৎ মানে অস্তিত্ব, চিৎ মানে সাড়াপ্রবণতা, অর্থাৎ responsiveness, আর আনন্দ মানে becoming through over-coming resistance (বাধাকে জয় ক'রে বৃদ্ধি পাওয়া)। সব মানুষগুলি হ'লো সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ। আবার আছে, 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'। এগুলি হ'লো different fashions of expressing Trinity (ত্রিত্ববাদ প্রকাশ করার বিভিন্ন কায়দা)।

ম্যাথু—ভগবান এক না তিন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক ভগবানের তিনটে দিক্। তিনের conception (ধারণা) নানাভাবে আছে। যেমন বলে সত্ত্ব, রজ, তম—তিন গুণ। সত্ত্ব মানে অস্তিত্বের ভাব, রজঃ মানে রঞ্জিত হওয়ার ভাব, তার মধ্যে আছে libido-র active urge (সুরতের সক্রিয় আকূতি)। আর তম মানে ignorance (অজ্ঞতা), complex (প্রবৃত্তি), desire (কামনা)। আমাদের তিনের conception (ধারণা) আসে conception of dimension (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার ধারণা) থেকে। একটা জিনিসকে আমরা তিনভাবে দেখি। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার ধারণা থেকে একটা জিনিসকে তিন দিক থেকে দেখলে আমাদের satisfaction (তৃপ্তি) হয়; আবার ৪, ৫, ৬, কিংবা যত সংখ্যা বা সংখ্যাতীত যাই বল, সবই ভগবানের মধ্যে আছে। যেভাবে যেটাকে দেখলে complete (পুরো) হয়, সেইভাবে সেটাকে দেখতে হবে। আমরা বলি, ভগবানের অনন্ত রূপ। গীতায় আছে, চতুর্ভুজ হ'য়ে দেখা দাও, তার মানে সীমায়িত হ'য়ে দেখা দাও।

২৬শে মাঘ, শনিবার, ১৩৫২ (ইং ৯।২।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায়। স্পেন্সারদা এবং মিঃ ম্যাথু প্রভৃতি আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ওদের কাছে ওদের দেশের আমোদ-উৎসবের গল্প শুনছেন। প্রমথদা দোভাষীর কাজ করছেন।

কথাপ্রসঙ্গে মিঃ ম্যাথু জিজ্ঞাসা করলেন—ক্যাথলিসিজম্ এবং প্রোটেষ্ট্যানটিজম্-এর কোন্‌টা ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো ভাল ক'রে জানি না, কোন্‌টাকে কী কয়? তবে যা' শুনি তাতে ক্যাথলিকদের রকমটাই ভাল, অবশ্য বিকৃতি ঢুকলে সবই খারাপ হ'য়ে যায়। তা' যাতে না ঢোকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা ভাল। অবশ্য, ধর্ম্মযাজকরা বিয়ে করতে পারবে না, এ প্রথায় সব সময় সুফল ফলে না। আবার, ক্যাথলিকদের মধ্যে আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি যে নিষ্ঠা আছে, তা' কিন্তু ভালই। আচার, অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য বাদ দিলে জাতটাকে পুষ্ট ক'রে তোলার পক্ষে অসুবিধা হয়।······মানুষের যার যে-রকম অভাব, সে সেই-রকম সম্বন্ধ বানাতে চায় ভগবানের সঙ্গে। কিন্তু Christ (খ্রীষ্ট)-ই এই সম্বন্ধের প্রতীক হওয়া ভাল, তা' না হ'য়ে যদি আর কেউ প্রতীক হন, তার ভিতর-

দিয়ে corruption (মালিন্য) আসার সম্ভাবনা থাকে। ইষ্টপ্রতীক তিনিই হ'তে পারেন যিনি চালিত হন by the Father, of the Father and for the Father (পিতার দ্বারা, পিতার হ'য়ে এবং পিতার জন্য)।

স্পেন্সারদা—মহাপুরুষের অবর্ত্তমানে যদি অনেকে একসঙ্গে দাবী করে যে তাদের প্রত্যেকের ভিতর-দিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা পরস্পর পরস্পরকে এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে বিগত মহাপুরুষকে যদি fulfil (পরিপূরণ) করে, তাহ'লে গোলমাল নেই and there freedon peeps (এবং সেখানেই স্বাধীনতা উঁকি মারে)। গোল থাকলে বাইরেও গোলমাল সুরু হ'য়ে যায়। প্রকৃত যে, সে দাবী করে না, আদর্শের পরিপূরণের জন্য যা' করণীয় ক'রে চলে, তার প্রকৃতিই তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে।

ম্যাথু—আমেরিকার শিল্পদক্ষতার কারণ কী ব'লে মনে হয় আপনার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমেরিকার ব্যবস্থাটা ভাল—যা' নাকি প্রত্যেকটা মানুষের মনে আশা-ভরসাকে বেশী ক'রে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে, তাই আমেরিকা অতখানি এগিয়েছে, অর্থাৎ a little more improved than others (অন্যের থেকে কিছুটা উন্নত)। অন্য জায়গায় হয়তো government (সরকার) individual-এর (ব্যষ্টির) মধ্যে সেই বোধ জাগাতে পারেনি। তা' যত পারবে, সেখানেও লোকের কর্ম্মশক্তি বেড়ে যাবে। জার্ম্মান যদি স্বস্থ অবস্থায় টিকে থাকতো এবং তার দোষগুলি শুধরে নিতে পারতো, তবে শিল্পের দিক্ দিয়ে অনেকখানি উন্নত হ'তে পারতো। যে-দেশ যতই উন্নত হোক, তার পিছনে যদি living Ideal (জীবন্ত আদর্শ) না থাকে এবং eugenic adjustment (প্রজননগত সুনিয়ন্ত্রণ) ঠিক না থাকে তাহ'লে কিন্তু ধীরে-ধীরে deteriorate (অপকর্ষ লাভ) করে। তোমরা এদিকে হুঁশিয়ার থেকো। মানুষের উন্নতি ছাড়া অবনতি যাতে কিছুতেই ঘটতে না পারে, তাই ক'রো।

ম্যাথু—ভারতকে এখনই যদি ইংরাজেরা স্বাধীনতা দেয়, তাহ'লে কি ভারতের পক্ষে ভাল হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভারতকে এখনই স্বাধীনতা দিলে ভারত তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে কিনা জানি না। কারণ, জনমণ্ডলী এখনও ঐক্যবিধৃত হ'য়ে উঠতে পারেনি এবং ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের জন্য যে-সংযম লাগে, যে-প্রীতি লাগে তা' অনেকেরই নেই। তবু দেওয়া ভাল। কারণ, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা না পেলে অন্য জাতিরও ক্ষতি। ভারতের সত্যই কিছু দেবার আছে জগতকে। ভারতকে স্বাধীনতা-লাভের ব্যাপারে যারাই সাহায্য করবে তাদের প্রতিই ভারতের সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা জাগবে—রুগ্ণ লোকের যেমন হয় পরিচর্য্যাকারীর প্রতি। কারও সাহায্য ব্যতিরেকে যদি স্বাধীন হয়, তাহ'লে যাদের সাহায্য পেল না তাদের প্রতি একটা বিরাগ ভাব থেকে যাবে—যদিও তা' ভাল নয়। নিজের প্রস্তুতির উপর দাঁড়িয়ে স্বাধীন হওয়াই অবশ্য ভাল। কিন্তু প্রত্যেকটি শক্তিমান দেশের এ চিন্তা থাকা ভাল যে তারা যদি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলতর

কোন দেশের প্রতি অবিচারের প্রতিকার না করে, তাহ'লে তার ফলে একদিন তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্যের প্রতি injustice (অন্যায়)-এর প্রতিকার না করলে সে injustice (অন্যায়) একদিন আমাকেও আক্রমণ করবে। আবার, কাউকে যদি দুর্ব্বল থাকতে দিই, আমিও তার কাছ থেকে উপযুক্ত nurture (পোষণ) পাব না। ফলকথা, কারও ক্ষতি হ'লে তা' শেষ পর্য্যন্ত আমাদেরই ক্ষতি, কারও লাভ হ'লে তা' শেষ পর্য্যন্ত আমাদেরই লাভ।.........আজ হয়তো ভারত জগৎকে তেমন কিছু দিতে পারছে না, কিন্তু যখন আমেরিকা হয়নি তখনও কিন্তু সে তার আলোকরশ্মি বর্ষণ করেছে জগতে। পরাধীন অবস্থার মধ্যেও ভারতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মত লোক জন্মগ্রহণ করেন, রবীন্দ্রনাথের মত মনীষীর অভ্যুদয় হয়, এ বড় কম কথা নয়।......... আর্য্যরা যেখানে-যেখানে গেছে সেখানেই তাদের প্রভাব দেখা গেছে। শুনেছি, একই আর্য্যজাতি কতক এদিকে এসেছিল, কতক ইউরোপে গিয়েছিল। টিউটন-এর মানে শুনি তীর্থ। জার্ম্মাণী শব্দের সঙ্গে শর্ম্মাণি শব্দের নাকি মিল আছে, আর্য্য-শর্ম্মারা যেখানে বসবাস করতো সেইস্থানের নাম দিয়েছিল বোধহয় শর্ম্মাণি বা জার্ম্মাণী। আমি জানি না, এসব আমার আন্দাজী কথা। তবে কেষ্টদাদের কাছে অনেক কথা শুনিছি। আর আমার মনে হয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে মূলগত বহু ঐক্য আছে। এরা পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হ'লে জগতের অবস্থা ফিরে যাবে। সেদিক্ দিয়েও ভারতের স্বাধীন হওয়া দরকার।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে ম্যাথুর দিকে চেয়ে সস্নেহে বললেন—এখানে তোমার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হ'চ্ছে না তো ?

ম্যাথু—ভাল খাবার পেয়ে খুব বেশী খাওয়া হ'য়ে যাচ্ছে, এই যা' কষ্ট। (সকলের হাস্য।)

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ তোমার নিজের বাড়ী। সুবিধা হলেও সুবিধা, অসুবিধা হ'লেও সুবিধা। তাই যখনই ফাঁক পাবে তখনই চ'লে আসবে।

ম্যাথু—হ্যাঁ ! আমার নিজের গরজেই আসব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাঝে-মাঝে ফাঁকে এসে বিশ্রাম নিলে তাতে কাজকর্ম্ম ভালভাবে করা যায়।

ম্যাথু—ইংরেজ-জাতির উপনিবেশ স্থাপনে সাফল্যের কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের একটা রকম আছে। ওরা নিষ্ঠাবান ও রক্ষণশীল। অন্যান্য দেশের তুলনায় ওদের নৈতিক বলও একটু বেশী, সেইটেই তাদের উন্নতির মূলে। এই সবের দরুন ওরা কঠোর সংকল্প নিয়ে কষ্ট করতে পারে। ওদের মধ্যে উদারতা একটু কম, আর তার জন্য ক্ষতিগ্রস্তও হয় অনেক। ওরা উপনিবেশ স্থাপনে দক্ষ বটে, কিন্তু শোষণবুদ্ধিসম্পন্ন ব'লে assets of spirit (আত্মিক সম্পদ্) কম হয়। তাই অনুদার স্বার্থ-সংরক্ষণ বুদ্ধির দরুন আমেরিকা হারালো, নচেৎ একজাতি হিসাবে থাকতে পারতো। আমি লেখাপড়া জানি না, অনেক খবরই আমার জানা নেই,

লোকমুখে যা' শুনেছি তা' থেকে আমার এই মনে হয়। আমার হয়তো ভুলও হ'তে পারে। তবে এ-কথা ঠিকই—পোষণহীন শোষণবুদ্ধিতে নিজেদেরই ক্ষতি।

ম্যাথু—নৌশক্তি কি ইংল্যাণ্ডের উন্নতির জন্য দায়ী নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না। যদিও হয়, তবে তা' অন্যতম সাহায্যকারী শক্তিমাত্র।······ আমেরিকা, ইউরোপের ভিতর যদি eugenic adjustment (প্রজননগত সামঞ্জস্য) এবং general division of labour on a scientific basis (বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শ্রমবিভাগ) না হয় on the pivot of principle (আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে), তাহ'লে pre-eminent (প্রখ্যাত) মানুষ জন্মাতে পারবে না, যেমনটি কিনা আগে জন্মাতো, আর সেইটিই ছিল তার মূল strength (শক্তি)। India-র (ভারতের)-ও এই দিক্ দিয়ে reshuffling (পুনর্বিন্যাস) হওয়া দরকার, ভারত আগের থেকে অনেক প'ড়ে গেছে। তাছাড়া, বর্ণাশ্রম যথাবিহিতরকমে প্রতিষ্ঠিত হ'লে unemployment (বেকার সমস্যা) থাকে না।

ম্যাথু—কেমন ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকে যদি তার নিজের কাজের ভিতর-দিয়ে অন্য তিন বর্ণকে service (সেবা) দেয় এবং কেউ যদি অন্যের jurisdiction-এ (সীমারেখায়) encroach (অনধিকার-প্রবেশ) না করে এবং নিজেদের কাজ ত্যাগ না করে, তাহ'লেই হয়। বর্ণোচিত কাজের ভিতর-দিয়ে জীবিকা আহরণ ক'রে অন্য সব রকম culture (অনুশীলন) করতে পারে, তাই জীবনে allround education-এর (সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার) বাধা থাকে না। বিপ্র মুচির কাজ শেখাতে পারে, কিন্তু মুচির কাজ ক'রে পয়সা নিতে পারে না। তাহ'লে বৃত্তি অপহরণ করা হয়। ও থেকে un-employment problem (বেকার সমস্যা) দেখা দেয়।

ম্যাথু—একটা ষ্টীল ফ্যাক্টরী যদি হয় এবং সেখানে যদি বহু লোক নিয়োগ করা হয়, তাহ'লে তো অনেকে সহজাত সংস্কারানুযায়ী কাজ পাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নূতন ধরণের কাজ চালু হ'লে, যাদের ঐ কাজের উপযোগী instinctive possibility (সহজাত সম্ভাব্যতা) আছে, তাদের ঐ instinct (সহজাত-সংস্কার) ঐ কাজের সংস্পর্শে গজিয়ে উঠবে। প্রত্যেকটা বর্ণের মধ্যেই অনন্ত সম্ভাবনা আছে। বৈশ্য যদি ক্ষত্রিয়ের কাজ করে, তবে বৈশ্যের রকমে সেটা করবে, calculating nature (হিসাবী স্বভাব) থেকে যাবে। তবে মহাযন্ত্র প্রবর্ত্তন যত কম হয় এবং পারিবারিক শিল্প যত বেশী হয়, ততই ভাল। মহাযন্ত্রের যেখানে অপরিহার্য্য প্রয়োজন, সেখানে লোক-নিয়োগের বেলায়-ও instinctive affinity (সহজাত-সংস্কারানুযায়ী সঙ্গতি) দেখে করতে হবে।

তবে আপদ্ধর্ম ব'লে একটা কথা আছে। আপদ্ধর্ম হিসাবে বর্ণোচিত কর্ম্মের ব্যত্যয় হ'লে দোষণীয় হয় না। কিন্তু আপৎকাল কেটে গেলেই আবার তা' ঠিক ক'রে নেওয়া দরকার। আমাদের সমাজে প্রত্যেকেরই লক্ষ্য হ'লো স্বধর্ম্ম, অর্থাৎ স্ববৈশিষ্ট্যের

উপর দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণত্ব-লাভ বা ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া। সেইটেই চরম। তাই আছে 'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ', 'বিপ্রো গুরু', বলেনি। বিপ্র যে, তারও goal (উদ্দেশ্য) ব্রাহ্মণত্ব। বৈশ্য তার সাধনার ভিতর-দিয়ে বড় হ'য়ে ক্ষাত্রিয়ত্ব লাভ করে না, লাভ করে ব্রাহ্মণত্ব। আবার, যে-কোন উচ্চবর্ণের কেউ যদি পতিত হয়, সে শূদ্রপদবাচ্য হবে এবং একজন ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে অনুসরণ না করলে তার উদ্ধার নেই।

ম্যাথু—বর্ণ হ'লো কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর মূলে আছে জন্মগত প্রকৃতি, বোধ-বিভূতি ও শরীর-মনের গঠন। কর্ম্মের ঝোঁকও হয় তেমনতর। আবার, তদনুযায়ী কাজ করতে-করতে ঐ গঠন আরও পরিপক্ব হয়। গল্প শোনা যায় যে, আগে বর্ণ-বিভাগ ব'লে কিছু ছিল না। সবাই মিলে সব কাজ করতো, চাষবাস করতো, খেতো-দেতো। তারপর নানা উৎপাত দেখা দিতে লাগলো, শস্য সব-সময় ঠিক মত হয় না, প্রাকৃতিক নানা দুর্য্যোগে ফসলের ক্ষতি হয়। তখন একদল জ্ঞান-গবেষণা শুরু ক'রে দিল—কী ভাবে এর প্রতিকার হয়। তারা দেখতো, শুনতো, ভাবতো ও বুদ্ধি-পরামর্শ দিতো, সবার efficiency (দক্ষতা) যাতে বাড়ে সে চেষ্টাও করতো। বাইরের লোকজন হানা দিয়ে অনেক সময় ফসল, গরু-বাছুর ইত্যাদি চুরি ক'রে নিয়ে যেতো। তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য একদল চেষ্টা করতে লাগলো। একদল চাষবাস ও বিনিময় ইত্যাদি করতো, আর-একদল এই তিন দলের সেবা নিয়ে থাকতো। বংশপরম্পরায় এরা এই রকম কাজ নিয়ে থাকতে লাগলো। এইভাবে নাকি বিভিন্ন বর্ণের উদ্ভব হ'লো on the basis of division of labour (শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে)। এক-এক দল যে এক-এক কর্ম্ম বেছে নিল, তার পিছনে তাদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য ক্রিয়া করেছিল ব'লে মনে হয়। আবার, কর্ম্ম করতে-করতে ঐ বৈশিষ্ট্য ও সংস্কার পুষ্ট হ'তে লাগলো।

একটু আগে শরৎদা (হালদার) এসে প্রণাম ক'রে বসেছেন।

শরৎদা—বৈশ্য যদি বিপ্র বর্ণে উন্নীত হয়, তাহ'লে ব্যাপারটা কী ঘটে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরেন, আপনি ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করলেন, এইভাবে সন্তানসন্ততিক্রমে পর-পর সাত পুরুষ ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করলো, তখন সাত পুরুষের পর ঐ সন্তান-সন্ততিরা বিপ্রবর্ণে উন্নীত হবে। আমি এমনতর শুনেছি। এতে বৈশ্যত্বের বুকে ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠা পাবে। তাই, ঐ বিপ্র class-এর (বংশের) মধ্যেও কিন্তু বৈশ্যত্বের strain (রেশ) থাকবে।

প্রফুল্ল—ধরেন আমি বৈশ্য, আমার পরজন্ম কেমন হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিপ্রও হ'তে পার, যদি তেমনতর চিন্তা ও কর্ম্ম নিয়ে যাও। ঐ ভাবের সঙ্গে অন্তরের মিল না হ'লে কিন্তু হবে না। বৈশ্য ম'রে বিপ্র হ'তে পারে, কিন্তু বিপ্র হ'লেও বৈশ্য tendency (ধাঁজ) থাকে। কারণ, তার বৈশ্যরূপী internal environment (অন্তঃস্থ পরিবেশ)-ই তো হাত বাড়িয়েছিল ঐ দিকে। এ সব

আমার কথা। আমার মনে হয়, পূর্ণ ছেদ নাই কোথাও ; তাই তো জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলের কথা কয়।

শরৎদা—দেহ এবং আত্মার সম্পর্ক কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Spirit evolves into physique (আত্মা দেহে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে)।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের ধারে বহুজন-পরিবৃত হ'য়ে ব'সে আছেন। আনন্দে কথাবার্ত্তা বলছেন।

এমন সময় কুলমণি এসে বললো—বাড়ী যাব, টাকা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর টাকা তো আমি।

এরপর হরিপদদাকে যা' প্রয়োজন দিতে বললেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। শীতকাল, সবাই জামাকাপড় প'রে আটসাট হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘিরে বসেছেন। তাঁর সান্নিধ্যে সকলেরই অন্তর আনন্দোচ্ছল।

হাউজারম্যানদা, স্পেন্সারদা ও ম্যাথুকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বসতে বললেন। ওঁরা একখানি বেঞ্চের উপর বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ ওঁদের একটা গান গাইতে বললেন। ওরা সমবেতভাবে জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন।

গানের শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যখনই জাতীয় সঙ্গীত গাই, তখনই আমাদের সামনে মা-বাবার মুখ, বাড়ীঘরদোরের ছবি ভেসে ওঠে। জাতির সঙ্গে আছে জন। জনের সঙ্গে আছে জন্মান।

শরৎদা—ইষ্টের অবর্ত্তমানে কোথায় ইষ্টভৃতি দিতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টের ঔরসজাত সন্তান যদি ইষ্টবাহী হয়, সেখানে ইষ্টভৃতি দেওয়াই শ্রেয়।

শরৎদা—জীবন্ত আদর্শ তো সব সময় থাকেন না, সে-সম্বন্ধে করণীয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর অনুবর্ত্তী আচরণশীল শ্রেয় কাউকে গ্রহণ করলেও চলতে পারে। তবে তাঁর ঐ মূল আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা চাই। নচেৎ তাঁকে আদর্শানুরাগী বলা যাবে না। যীশুর মধ্যে পার্ষদরা সবাই আছেন, কিন্তু পার্ষদদের মধ্যে যীশুর সবখানি নেই কিন্তু।

শরৎদা—ভৃগুর গণনা দেখে মনে হয়, সবই পূর্ব্বনির্দ্ধারিত, তা' না হ'লে বলে কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' বলা যাবে না কেন ? একজনের হয়তো চৌর্য্যপ্রবৃত্তি আছে, চুরি করে। চুরি করা, দেশের অবস্থা, আইনকানুন, পরিবেশ—সবটার রকম যদি জানা থাকে তবে বলা যায় সেই অবস্থায় কী হবে। প্রবৃত্তির বশীভূত যারা, তাদের সম্বন্ধে তাই বলা যায়—জীবনের গতি কী হবে। কিন্তু ওখানে যারা সবল, তাদের সম্বন্ধে

ঠিক ক'রে কিছু বলা যায় না। তাদের active attachment (সক্রিয় অনুরাগ) ও velocity (গতিবেগ) যেমনতর, run (চলন)-ও তেমনতর।

শরৎদা—ভগবানের plan (পরিকল্পনা) আছে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ'য়ে যাচ্ছে, planning (পরিকল্পনা) আপনাদের। 'যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি, সে মুহূর্তে কিছু তব নাই, তুমি তাই পবিত্র সদাই'। Thy will be done (তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ)। তাঁতে surrender (আত্মসমর্পণ) চাই, নচেৎ satan (শয়তান) ঘিরে ধরে। Surrender-এ (আত্মসমর্পণে) complex (প্রবৃত্তি) vaccum (শূন্য) হ'য়ে গেলে ভিতর তাঁতে ভরে ওঠে। Activity (কর্ম্ম) বেড়ে যায়। তখন সে-কর্ম্ম হয় ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠামুখর। প্রবৃত্তি থাকবে না, সে-কথা নয়, কিন্তু তার ইষ্টার্থী নিয়ন্ত্রণ হওয়া চাই। এই অবস্থায় আসক্তি ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা হয়, সেটা কিন্তু তাঁর জন্য, তখনই মানুষ অনাসক্ত হয়। সুশীলদা আমার জন্য বাড়ী করছে, কিন্তু তার নিজের হয়তো ঘর নেই—গাছতলায় আছে, তবু আমি আরামে থাকব এতেই তার সুখ। এক পশলা বৃষ্টি গা'র উপর দিয়ে গেলেও যেন মনে হবে পুষ্পবৃষ্টি হ'য়ে গেল। কাজটা সত্বর, সহজে, সুন্দরভাবে সম্পন্ন হওয়া-না-হওয়া আবার নির্ভর করে তার টানের উপর।

ভেজাল ঘি খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের অম্বল হয়েছে। সেই সম্পর্কে ভেজাল-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভেজাল দিতে-দিতে খাঁটি জিনিস তৈরী করা ভুলে যায়। নূতন ক'রে বদভ্যাস তৈরী ক'রে পুরোন সদভ্যাস ভুলে যায়। তাই ২৫ বছর আগের মত দুধ, দই, রসগোল্লা, রসকদম, ঘি কিংবা যে-কোন জিনিস আজ আর পাওয়ার জো নেই।

সুশীলদা (বসু)—জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে এত দুর্নীতি ঢুকে গেছে যে তা' রোধ করাও কঠিন ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা এটাকে রোধ করবে তাদের struggle (সংগ্রাম) করাই লাগবে। Resist (নিরোধ) ক'রে দাঁড়াবে যারা, তাদের বলি বীরপুরুষ। এটা শুধু বললে হবে না, ক'রে দেখান চাই।

আজকাল ম্যাট্রিক ক্লাসে বহু বইয়ের আমদানী করা হ'চ্ছে, কিন্তু সে-তুলনায় ছাত্রদের জ্ঞান তেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে না—শরৎদা সেই-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ম্যাট্রিকুলেসন পাশ করতে কয়েকখানা চটি বই দরকার, সেগুলি চাই thoroughly (পুরোপুরি) জানা। তাতেই বরং কাজ ভাল হয়। নিত্যনূতন বই যে বদলায় ও বইয়ের বহর যে বাড়ায়, তার পিছনেও অনেক সময় profiteering motive (লাভ করার বুদ্ধি) থাকে, কতকগুলি বই তো বিক্রী করতে হবে।

প্যারীদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কী খবর ?

প্যারীদা কয়েকজন রোগীর খবর দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খ্যাপাকে তাড়াতাড়ি ঠিক ক'রে দে।

প্যারীদা—চেষ্টা তো করছি, এখন আপনার দয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর উপরই তো সব নির্ভর করে। পারায় সন্দেহ রাখিস্ কেন? তাহ'লে কি পারা যায়?

প্যারীদা তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্নমনে তামাক খেতে-খেতে কথা বলছেন।

গিরীশদা (সেনগুপ্ত) কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সৎ পথে চলতে অনেক বাধা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাধা আছেই। মায়ের uterus (জরায়ু)-ই zygote (জীবকোষ)-কে ছিটকে দিতে চায়। Uterus (জরায়ু)-এর চোখে কুটো পড়ার মত অবস্থা হয়, তাই মায়ের বমি ইত্যাদি হয়। কিন্তু তবু ঐ zygote (জীবকোষ) ছাড়ে না, বরং সেই tussle (সংগ্রাম)-এর মধ্য-দিয়ে যে secretion (নিঃস্রাব) বেরোয়, তাকেই food (খাদ্য) ক'রে নেয়, পরে placenta (ফুল) form ক'রে গেলে (তৈরী হ'য়ে গেলে) তখন uterus (জরায়ু)-ই তাকে অঙ্গীভূত ক'রে নিতে চায়। জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রেও তেমনি। শুক্রকীট যেন হ'লো আত্মা, আর ডিম্বকোষ যেন হ'লো গয়াতীর্থ। ডিম্বকোষের সান্নিধ্যে শুক্রকীটের তর্পণা অর্থাৎ তৃপ্তি যখন হয়, তখনই সে হয় পিণ্ডীকৃত। শুক্রকীটের মধ্যেই থাকে, লিঙ্গশরীর বা চিহ্নশরীর—অর্থাৎ বিশেষ-বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি আঁকান থাকে, দাগান থাকে ক্রোমোসোমরূপী চিহ্ন শরীরের মধ্যে। লিঙ্গ বা চিহ্ন-অনুপাতিক কোষগুলি গঠিত ও সজ্জিত হ'য়ে ওঠে।

একটু সময় চুপচাপ থাকার পর গম্ভীরভাবে বললেন—মানুষ masturbation (হস্তমৈথুন) করে বা অস্থানে intercourse (যৌনসঙ্গম) করে, একটু বোধ থাকলে তা' আর করতে পারে না। ও করা মানে আপনার-আমার মত কোটি-কোটি জীবনকে নষ্ট ক'রে দেওয়া—কী কষ্ট! আমাদের সমস্ত বোধের origin (মূল) যদি sperm (শুক্রকীট) হয়, তবে sperm (শুক্রকীট) হিসাবে যদি ঐভাবে behaved হতেন (ব্যবহার পেতেন), কি-রকম বোধ করতেন, ভেবে দেখুন।

Masturbation (হস্তমৈথুন) ক'রে কেউ কখনো খুশি হয়নি, murder (হত্যা) করার মত guilty (অপরাধী) মনে হয় নিজেকে।

২৮শে মাঘ, সোমবার, ১৩৫২ (ইং ১১।২।১৯৪৬)

বেলা ১০টা আন্দাজ হবে, শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পিছনে একটা হাতওয়ালা বেঞ্চে ঠেস দিয়ে ব'সে আছেন। দাদা ও মায়েদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত আছেন। ম্যাথুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হচ্ছে, শরৎদা (হালদার) দোভাষীর কাজ করছেন।

ম্যাথু—ভাবছিলাম আগামী ৪ মাসের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনে সেবাকার্য্য নিয়ে থেকে এই দেশের জীবনধারার-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা দেশের জীবনধারা জানতে গেলে সেই দেশের মানুষের পরিবার-ভুক্ত হ'য়ে থাকতে হয়, নচেৎ বাইরে থেকে coloured conception (রঙ্গিল বোধ) হয়। কারণ, কেউ যদি দারোগা হ'য়ে মানুষের মধ্যে যায় বা missionary (প্রচারক) হ'য়ে যায়, কিংবা বাইরে থেকে সেবা দেবে ব'লে যায়—তাদের সংস্পর্শে মানুষগুলি বিশেষভাবে সচেতন হ'য়ে তদনুপাতিক ব্যবহার করে, তাদের সহজ-স্বাভাবিক ব্যবহার কতকটা আবৃত ও অবরুদ্ধ হ'য়ে যায়।

আহার-সম্বন্ধে কথা উঠলো। কথাপ্রসঙ্গে ম্যাথু বললেন—আমিষ-আহারই সাধারণ লোকের পছন্দ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে কথা নয়, কথা হ'চ্ছে, কোন্ খাদ্য আমাদের কতখানি সক্ষম ক'রে তোলে।

ম্যাথু—আমেরিকানরা আমিষ-আহার গ্রহণ ক'রে বেশ সক্ষম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ধারণা, নিরামিষ-আহার গ্রহণ ক'রে তারা আরো সক্ষম হ'তে পারতো। সব পছন্দই স্বাচ্ছন্দ্যকে fulfil (পরিপূরণ) করা উচিত। আমার ধারণা, ডিমের মধ্যে মাংসের property (সম্পদ্) অনেকখানি থাকে, কিন্তু ডিম মাংসের মত অতো ক্ষতিকর নয়।

ম্যাথু—দুধও তো আমিষ-আহার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিষ-আহার হ'লেও মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদির থেকে অনেকখানি পার্থক্য আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ম্যাথুর দিকে সস্নেহে চেয়ে মৃদু-মৃদু হাসছেন, সে-হাসির মাধুর্য্য অন্তরকে ক'রে তোলে উতলা-আকুল। ম্যাথুও মুগ্ধ-বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের পানে। দু-তিন মিনিট সবাই চুপচাপ। স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে ম্যাথু জিজ্ঞাসা করলেন—এর পর কলকাতা থেকে আসবার সময় আমি কি সৎসঙ্গের জন্য কিছু আনতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' ভাল লাগে আনতে পার, আর আমার যদি কিছু মনে হয়, পরে বলব, তবে অসুবিধা ক'রে কিছু আনবার দরকার নেই।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় চৌকিতে বসেছেন। শরৎদা (হালদার), প্রমথদা (দে), ভোলানাথদা (সরকার), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), প্রকাশদা (বসু), রাজেনদা (মজুমদার), চুনীদা (রায়চৌধুরী), মহেন্দ্রদা (হালদার), মণিভাই (সেন), উমাদা (বাগচী), গিরীশদা (কাব্যতীর্থ), স্পেন্সারদা এবং মায়েদের মধ্যে অনেকেই আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাচ্ছলে বলছেন—মানুষের যদি আদর্শ ও উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে ঢিলেমি থাকে, তা'হলে কিছু ক'রে উঠতে পারে না। বীরেন বিশ্বাস অসাধারণ মানুষ, কিন্তু কিছু ক'রে উঠতে পারলো না fixity of purpose (উদ্দেশ্যের স্থিরতা) নেই ব'লে। তুমি হয়তো তাকে একটা জরুরী কাজে পাঠালে, মাঝখানে একজন বলল—

'বাবা! আমি কেরোসিন তেল না পেয়ে বড় কষ্টে পড়েছি, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে রাতে কী করব!' তখনই সে হয়তো ছুটলো কেরোসিন তেলের যোগাড়ে। কেরোসিন তেল আনতে যাচ্ছে, তখন হয়তো আর-একজন পথে ধরলো পান আনার জন্য, তার পয়সাও নিল। এইভাবে একটার মধ্যে আর পাঁচটা টেনে এনে সব কাজই পণ্ড করে। পরোপকার-প্রবৃত্তি থাকলেও এই চলনটা হ'লো go-between-এর (দ্বন্দ্বী-বৃত্তির) চলন। এতে মানুষ খামাকা ঠগ মনে করে। মানুষের জন্য অনেক ক'রেও তারা কাউকে আপন করতে পারে না। মানুষের বিপদের সময় এরা তাদের কাছে আছেই, কিন্তু এদের বিপদের সময় মানুষ এদের পাশে নেই।

জালালপুরের কয়েকটি পারশব ভাই সেখানকার স্থানীয় পারিপার্শ্বিকের অত্যাচার-সম্বন্ধে বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে হেসে বললেন—আমি তো কতদিন থেকে আরো লোক-সংগ্রহের কথা বলছি। নিজেরা শক্তিমান না হ'লে মানুষ হেনস্তা করবেই, আর তা' সহ্যও করা লাগবে। তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য আছে বুঝলে বেশী ঘাটাতে সাহস পাবে না। ওরা যা'ই করুক, তোমরা ভাল ব্যবহার নিয়ে চলবা। অসময়ে প্রতিরোধ করতে যাওয়া ভাল নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পাবনার ধীরেনবাবুকে (রায়) বললেন—তপোবনের জন্য ২৪টি ক'রে ছেলে এবং দুজন শিক্ষক থাকার মত কতকগুলি building (দালান) করতে হবে। তপোবনটাকে একটা university (বিশ্ববিদ্যালয়) ক'রে ফেলা লাগবে। বিশ্ব-বিজ্ঞানকে কেন্দ্র ক'রে কলেজ হবে। গ্যাসপ্লাণ্টটা বদ্‌লে up-to-date (আধুনিক) রকমে তৈরী করা লাগবে। আপনি থাকলে সব হবে। একটা responsive-centre (সাড়াশীল-কেন্দ্র) থাকলে, সব সেখানে concentrate করে (কেন্দ্রীভূত হয়), তা' না থাকলে idea (চিন্তা)-গুলি ভেসে-ভেসে বেড়ায়। ঘরগুলি cottage-pattern-এ (কুটিরের নমুনায়) হ'লে ভাল হয়। ২৪ জনের এক-একটা ছোট দালান হ'লে homely (বাড়ীর মত) হয়। দালান না করলে নয়, কারণ এমনি ঘর করলে তার পিছনে লেগে থাকা লাগে, তাই দালান করার কথা বলছি, কিন্তু আমার ইচ্ছা দালান হ'য়েও যাতে homely (ঘরোয়া) রকম বজায় থাকে।

পরে বললেন—ধীরেনদা আমার মতো, হুজুগ উঠলে কোন consideration (বিবেচনা) থাকে না। তবে ভাল কাজে hindered (বাধাপ্রাপ্ত) হ'লে, তখন আমার মনে বড় কষ্ট হয়।

স্পেন্সারদা—লোকে কবচ ধারণ করে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটা জিনিসের থেকে আণবিক বিকিরণ ছুটে বেরোয়। এক-এক রকম বিকিরণের ক্রিয়া এক-এক রকম। তাই, যেখানে যেমনতর প্রয়োজন, সেখানে তেমনতর জিনিস ধারণ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষ সব সময়ই একটা আশ্রয় খোঁজে। মাকে খুব ভালবাসতাম। মা হুজুর মহারাজের কথা খুব বলতেন, তাই হুজুর মহারাজের

উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। কেউ মারলে তাঁর ছবির কাছে যেয়ে প্রার্থনা করতাম। যে মেরেছে তা'র কোন ক্ষতি হো'ক তা' চাইতাম না, কিন্তু আমি যে বেদনা পেয়েছি, সে-কথা তাকে জানাতাম। এমনতরভাবে জানিয়ে মনে একটা শান্তি পেতাম। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতে লাগলাম। একবার পর-পর তিন রাত এক পরমা রূপসীর স্বপ্ন দেখি। জায়গাটা যেন নবদ্বীপ—সেখানে একটা দোতলা ঘর, ঘরের মধ্যে আলো জ্বল-জ্বল করছে। মেয়েটির শরীর থেকে যেন রূপযৌবনের বন্যা ব'য়ে যাচ্ছে। চর্ম্মচক্ষুতে অমন পাগলকরা রূপ আমি কখনও দেখিনি। আমাকে কাবেজে আনবার জন্য কত ছলা-কলা, হাব-ভাব, ভঙ্গিমা বিস্তার করতে লাগল। চোখেমুখে কী লাস্যভরা আত্মনিবেদন! আমাকে যত মোহিত করে, আমি তত বলি—আমি পরমপিতা ছাড়া কিছু চাই না। সে আবার বলে—'আমাকে ভালবাস, আমি সব দেব। পরমপিতাকে দিয়ে কী হবে?' আমি তখন রুখে দাঁড়াই বটে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করি। তা' সত্ত্বেও জোর ক'রে আত্ম-সম্বরণ করি। পর-পর তিন রাত্রি একই স্বপ্ন আমাকে আকুল ক'রে তুললো। শেষের দিন আমার অবস্থা কাহিল, আমি যেন আর নিজেকে সামলাতে পারি না। তবু মনের রোখ আছে—কিছুতেই আত্মসমর্পণ করব না। ভিতরে যেন ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে, আমাকে ভেঙ্গে ফেলতে চাচ্ছে। এমন সময় আমার মায়ের আবির্ভাব হ'লো। মায়ের কপাল থেকে যেন একটা আগুন ঠিকরে বেরুতে লাগলো। মা ধমক দিয়ে বললেন—নাম করতে পার না? তখনই আমি নাম করতে সুরু করলাম। মা'র ঐ মূর্ত্তি দেখে মেয়েটা যেন কর্পূরের মত উবে গেল। ঐরকম একটা আশ্রয় না থাকলে প্রলোভন ও দুঃখ-বিপদের সময় অক্ষত থাকা কঠিন হ'য়ে পড়ে। সদ্‌গুরুর প্রতি অনুরাগ নিয়ে সর্ব্বাবস্থায় নাম করার অভ্যাস করতে হয়। ওতে অনেক রেহাই পাওয়া যায়।

স্পেন্সারদা—শয়তানকে জয় করলে বিরুদ্ধ কিছু থাকবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শয়তানকে পরাভূত করলেও ভালবাসাজনিত উদ্বেগ থেকে যায়—পাছে প্রিয়ের কোন দুঃখ, ব্যথা বা বিপদ আসে। এমনতর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তাও কিন্তু উপভোগ্য। কারণ, প্রিয়ের স্মৃতি জড়িয়ে থাকে তার সঙ্গে।

স্পেন্সারদা—শয়তানের অস্তিত্ব কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৃষ্টি করতে গেলেই opposite pole (বিপরীত মেরু) থাকা লাগে।

স্পেন্সারদা—শয়তান নিঃশেষে পরাভূত হ'লেও আমাদের অস্তিত্ব থাকে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Then life is life, life floating in love. To conquer devil and establish heaven is the aim of life. (তখনকার জীবনই জীবন, সে-জীবন ভালবাসায় ভাসমান। শয়তানকে পরাভূত ক'রে স্বর্গের প্রতিষ্ঠাই জীবনের উদ্দেশ্য।)

স্পেন্সারদা—শয়তান না থাকলেও তো চ'লত !

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই একীভূত হ'য়ে যেত। ভালমন্দের দ্বন্দ্ব থাকতো না। এই দ্বন্দ্ব না থাকলে লীলা হ'তো না। ভালমন্দের দ্বন্দ্বের ভিতর থেকে ভালটা বেছে নিয়ে তাকে আলিঙ্গন ও গ্রহণ ক'রে সত্তার পুষ্টি সংগ্রহ করাই হ'লো লীলা, আনন্দ। তাই শয়তান হ'লো লীলার দূতী। শয়তান যদি আমাদের ভগবৎ-প্রীতি থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত করতে না পারে, তখন আমরা সব জায়গা থেকে সব সার্থকতা নিয়ে উপভোগ করতে পারি পরমপুরুষকে। নইলে আমরা অজ্ঞ, অচেতন ও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ি।

স্পেন্সারদা—লীলার প্রয়োজন কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন আমরা আয়না তৈরী করি নিজেদের মুখ প্রতিফলিত দেখবার জন্য। God created man after His own image (ভগবান নিজ প্রতিকৃতির অনুরূপ ক'রে মানুষ সৃষ্টি করেছেন)।

স্পেন্সারদা—সবটাই কি একটা খেলা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খেলা তার কাছে—যার কাছে দ্বন্দ্ব চুকে গেছে, শয়তানের পর্দ্দা খ'সে গেছে। তার কাছে কেবল আনন্দ, কেবল স্বস্তি, কেবল উপভোগ। উপভোগ বলতে আমরা যা' বুঝি তা' নয়, 'বোঝে প্রাণ বোঝে যার'। এর জন্য মানুষ যে-কোন কষ্ট স্বীকার করতে পারে। শয়তানের পর্দ্দা যার কাছে খ'সে গেছে, সে আবার পাগল হ'য়ে ওঠে—অন্য সবার পর্দ্দা যাতে খ'সে যায়। কেউ অযথা কষ্ট পায়, উপভোগ থেকে বঞ্চিত হয়, তা' তার ভাল লাগে না। শয়তানের কবলে থেকে মন্দকে খেলা বলে প্রশ্রয় দেওয়া কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি ছাড়া আর কিছু নয়।

স্পেন্সারদা—ভগবানের দান তো শয়তানের দানের থেকে বড় !

শ্রীশ্রীঠাকুর—শয়তান দেয় অন্ধকার, অজ্ঞতা, জীবন ও আনন্দের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা, আর ভগবান দেন জীবন, ভালবাসা, জ্ঞান ও আনন্দ।

স্পেন্সারদা—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দলাভ বা সত্যোপলব্ধি কোনটার জন্য মানুষ ভগবানকে ভালবাসে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছু পাওয়ার জন্যই নয়। Love Him to love Him alone (শুধু তাঁকে ভালবাসার জন্যই তাঁকে ভালবাস)। অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা থাকলে শয়তান প্রলুব্ধ করবে। Therefore, surrender is the sacrifice of the self (সুতরাং আত্মসমর্পণ মানে নিজেকে উৎসর্গ করা)।

শরৎদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের যত রকমের প্রবৃত্তি-কামনাই থাক না কেন, সাধারণতঃ তার সঙ্গে কোন-না-কোন রকমে যৌনক্ষুধা জড়িত থাকে।

শরৎদা—এই থেকে জন্ম বলে নাকি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই তো বলে আদিরস।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারদা ও ম্যাথুদার দিকে চেয়ে ললিতমধুর ভঙ্গীতে বলছেন—সেণ্ট জন নাকি যীশুখ্রীষ্টের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো, কিছু বলতো না। সবাই জিজ্ঞাসা করতো—অমন ক'রে কী দেখ? সে বলতো—'I see love, love, love' (আমি দেখি ভালবাসা, ভালবাসা, ভালবাসা)।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেমবিগলিত মুখচ্ছবি দেখে সকলেরই অন্তর উদ্বেলিত হ'য়ে উঠলো। স্পেন্সারদা ও ম্যাথুদা মুগ্ধবিস্ময়ে অপলক-নেত্রে চেয়ে রইলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের পানে।

ভোলানাথদা—সন্তানাদি না হ'লে নাকি ব্রাহ্মীতনু হয় না, রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে কী বলা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি তো ব্রাহ্মীতনু নিয়েই জন্মেছিলেন।

খগেনদাকে (তপাদার) দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সাহেবদের দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এদের ব্যবস্থা সব ঠিক আছে তো?

খগেনদা—আজ্ঞে হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—মশারিগুলি ঠিক ক'রে খাটিয়ে দিও। পাশটাসগুলি গুঁজে দিও।

খগেনদা—আচ্ছা।

হরিপদ-দা তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন। তারপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পা-দুটো বিছানার উপর ছড়িয়ে দিলেন।

ম্যাথুদা—আগামী ২০ বৎসরের মধ্যে কি আর-একটা যুদ্ধ হবার সম্ভাবনা আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বার্থপরতা যদি থাকে, ফাঁকি দেবার বুদ্ধি থাকবে, আর তার দরুন দ্বন্দ্বও থাকবে। ভারত যদি সুনিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে তাকে একটা dark region (অন্ধকার এলাকা) পাড়ি দিতে হবে, তার সঙ্গে সমস্ত জগৎ suffer (কষ্টভোগ) করবে।

ম্যাথুদা—আপনি ভারতের স্বাধীনতার কথা বলছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুনিয়ন্ত্রিত না হ'লে প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না। দলতান্ত্রিকতা ও সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির প্রশ্রয় যেমন চলছে, তাতে বিভেদ ক্রমশঃ বাড়বে। হিন্দু মুসলমানকে ভোট দিতে পারবে না, মুসলমান হিন্দুকে ভোট দিতে পারবে না—এমনতর রকম থাকা ভাল না।

প্রফুল্ল—আপনি যৌথ-নির্ব্বাচন পছন্দ করেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! আমি কই common-electorate (অভিন্ন নির্ব্বাচন কেন্দ্র) হো'ক।

Common-এর ধাতুগত অর্থ দেখতে বললেন। তারপর বললেন—মানুষ যেখানে সমবেতভাবে এক আদর্শকে ও নিজেদের পরস্পরকে সেবা করে, সেখানেই common-electorate (অভিন্ন নির্ব্বাচন-কেন্দ্র) সার্থক হ'য়ে ওঠে। Common-electorate (অভিন্ন নির্ব্বাচন-কেন্দ্র) যদি হয় with all its sweet zeal (হৃদ্য উদ্দীপনাসহ),

তখনই freedom (স্বাধীনতা) আসার পথ খোলে। কারণ, সেখানে পরস্পর পরস্পরের জন্য।

শরৎদা—ধনিকদের শিল্প-সম্পদ্ বিক্রয়ের জন্য চাই উপনিবেশ, তাই নিয়ে বাধে যুদ্ধ। তাই, ধনতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন যদি হয়, তাহ'লেই তো বহু সমস্যার সমাধান হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূলধন টাকা দিয়ে হয় না, মানুষ দিয়ে হয়। বৈশিষ্ট্যবান মানুষই মূলধন। Capital (মূলধন) বলতে আমি বুঝি fulfilling-money (পরিপূরণী ধন)—যা' দিয়ে মানুষ পরিপূরিত হয়। পরিপূরণী মানুষ না থাকলে পরিপূরণী ধন থাকে না। পূরণ-স্বভাবসম্পন্ন মানুষ ও পূরণ-প্রবণ ধন নিয়ে যে মূলধন, সেই মূলধনের সৃষ্টি করতে হয়।

প্রফুল্ল—ধন যেখানে শোষণমুখী হয়, সেখানে করণীয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাকে তো অর্থ বলে না, সে হ'লো অনর্থ। অনর্থের প্রতিকারই বাঞ্ছনীয়। মূলধন-আহরণ বন্ধ করা মানে জীবন, বৃদ্ধি ও সাফল্যকে বিসর্জ্জন দেওয়া। তাহ'লে মানুষ বড় কিছু করেই বা কি-ক'রে ? এগোয়ই বা কি-ক'রে ?

শুনেছি, বাইবেলে আছে—এক বাবা তিন ছেলেকে কিছু-কিছু ক'রে টাকা দিয়েছিলেন। এক ছেলে তা' খরচ ক'রে ফেললো, আর-এক ছেলে তা' মাটির তলে পুঁতে রাখলো, আর-এক ছেলে তা' খাটিয়ে আরো টাকা করলো। পরে বাবা এসে প্রত্যেকের কাছে খোঁজ নিয়ে যথাযথ বিবরণ জানতে পারলেন। এখানে বাবার দেওয়া অর্থের সার্থকতা সাধন করলো কে ? যে বাড়িয়ে তুললো, সেই তো ? এমনতর চরিত্রওয়ালা যারা, তারাই হ'তে পারে capitalist (মূলধনওয়ালা)। তাই, capitalist (মূলধনওয়ালা) হওয়া কিছু খারাপ নয়। তবে ঐ capital (মূলধন) দিয়ে মানুষকে পোষণ দিয়ে লাভবান ক'রে লাভবান হ'তে হবে। অনেকের চলন-চরিত্রই এমন যে, তাদের কিছুতেই লাভবান ক'রে তোলা যায় না।

এরপর অনেকেই গাত্রোত্থান করলেন।

একটা পাখী মুখে ক'রে খড় নিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। তাই দেখে পাখীর বাসা করার কৌশল-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর নানারকম গল্প ক'রে শোনালেন। পরে বললেন—বাঁচার এৎফাকি তাল সবাই খোঁজে।

২৯শে মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ১২। ২। ১৯৪৬)

রাত আটটা আন্দাজ হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পিছনদিকে বকুল গাছের পাশে একখানি বেঞ্চে ব'সে আছেন।

সুশীলদা (বসু), ভোলানাথদা (সরকার), চুনীদা (রায়চৌধুরী), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), হরেনদা (বসু) প্রভৃতি আছেন। ফরিদপুর থেকে নরেশবাবু (বসু)

ব'লে এক ভদ্রলোক এসেছেন। তিনি প্রণাম ক'রে একখানি বেঞ্চিতে বসলেন। ধীরে-ধীরে কথাবার্ত্তা সুরু হ'লো।

নরেশবাবু প্রশ্ন করলেন—আমরা যদি শুধুমাত্র materialistic world (বস্তুতান্ত্রিক জগৎ) নিয়ে থাকি, spiritual world (আত্মিক জগৎ)-এর ধার না ধারি, তাতে ক্ষতি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Spirit (আত্মা) মানে, matter-এর (বস্তুর) পিছনে যা' থেকে matter (বস্তু)-কে materially (বাস্তবভাবে) stay (অবস্থান) করাচ্ছে। বস্তু যেটাকে বলছি, তারও সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর রূপ আছে। যত এগোই, তারও চাইতে finer (সূক্ষ্মতর) রূপ আছে। ব্রহ্মের ইতি নাই। এক সময় অন্নকে ব্রহ্ম বলছে, তারপর দেখছে ওখানে তো শেষ নয়। তারপর প্রাণকে ব্রহ্ম বলছে। প্রাণকে ব্রহ্ম ব'লে পরে আবার বলছে মনই ব্রহ্ম। মনের পর বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলছে। বিজ্ঞানের পর আনন্দকে ব্রহ্ম বলছে। তাই বলে—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ। Science (বিজ্ঞান)-এর মত এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ফলকথা, যার উপর যা'-কিছু দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ignore (উপেক্ষা) করলে সবই হারাব। আমাদের উন্নতির জন্যই জানার পরিধি বাড়াতে হবে। যতটুকু জানি, সেইটুকুকেই সবখানি ধ'রে নিয়ে ব'সে থাকলে আমাদের ক্রমাধিগমনও খতম হ'য়ে যাবে ওখানে।

নরেশবাবু—কমিউনিষ্টরা ভগবান মানতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা যে-বাদ মানে, সেই বাদের উৎস যাঁরা—যথা মার্ক্স্, লেনিন ইত্যাদি—তাঁদেরও মানে। সেই মানা না থাকলে integration (সংহতি) হ'তো না। লেনিনগ্রেডের জন্য যে অতো যুদ্ধ করলো, লেনিনের প্রতি sentiment (ভাবানুকম্পিতা) না থাকলে কিন্তু অমন ক'রে পারতো না। বোঁটা নেই, ফল হইছে, এমন হয় না। ওদের বোঁটা আছেই। আমরা হয়তো অবতার-মহাপুরুষকে যে-চোখে দেখি, ওরা হয়তো মার্ক্স্-লেনিনকে সেই চোখে দেখে, অথচ হয়তো স্বীকার করে না। আমরা ঋষিদের কথাকে আপ্তবাক্য বলে মানি। ভগবান আছেন কি না-আছেন, mathematically (অঙ্কের মত) ক'ষে হয়তো বের করা যায় না, কিন্তু যাঁরা ঝাঁপ দিয়েছেন, করেছেন, অনুভব করেছেন, তাঁদের অনুসরণ ক'রে বোঝা যায়। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।' ভগবানকে জানা মানে ভগবান হ'য়ে ওঠা। ভগবান মানে ষড়ৈশ্বর্য্যবান। ষড়ৈশ্বর্য্যবান কোন পুরুষকে ভালবেসে অনুসরণ করতে-করতে মানুষ নিজেও ষড়ৈশ্বর্য্যবান হ'য়ে ওঠে এবং যে-কারণ বা শক্তির থেকে যা'-কিছুর উদ্ভেদ তা'ও বোধ করে। আমাদের বেঁচে থাকা চাই-ই। বাঁচতে, বাড়তে যা' করতে হয়, অবশ্যকরণীয় যা', তাই-ই ধর্ম্ম। তার মধ্যে বাঁচাবাড়ার বিজ্ঞানী অর্থাৎ ঋষিদের মানা আছে। আমরা কোনটাই ignoro (উপেক্ষা) করি না—যা' পূর্ব্বপরম্পরা অস্বীকার না করে, বাঁচাবাড়ার anti (উল্টো) কিছু না করে। Prophet (প্রেরিত)

বা অবতার কথা আমাদের ভাল না লাগতে পারে, কিন্তু ঐ কথায় যে-বস্তুকে বোঝায়, তা' আমাদের মানতেই হবে। মানুষ আকাশের ভগবানকে মানুক-না-মানুক, বাস্তব ভগবানকে না মেনে উপায় নেই। কারণ, ভগবান মানে ভজমান—যিনি জীবনবৃদ্ধির উপযোগী সর্ব্বতোমুখী সেবা-পরিবেষণে বাস্তবভাবে রত। তাঁকে মানলে তাঁর উৎসকেও মানা আসে। যেমন ক'রে যা' করলে যা' হয়, তেমন ক'রে তা' করলে তা' হয়—এইটেই বেদ।

নরেশবাবু—কতদিনে কী-ভাবে ভারতের স্বাধীনতা হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেরা স্বাধীন না হ'লে কি স্বাধীনতা আসে? স্বাধীনতা দিলেও তো আসে না। Common ideal-এ (এক আদর্শে) integrated (সংহত) হ'য়ে প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকে হ'লে স্বাধীনতা আপনি আসে। আমি independence (অনধীনতা) বুঝি না, freedom বা liberty (স্বাধীনতা) বুঝি। জন্ম মানে dependence (অধীনতা), জন্ম নিতেই মা-বাপ লাগে, independence (অনধীনতা) কোথায়? স্বাধীনতার ভিতর আছে love-service (প্রীতি-প্রসূত সেবা), কান ধ'রে করা নয়, প্রাণ ধ'রে করা। Freedom-এর ধাতুগত অর্থ শুনেছি—প্রিয়ের বাড়ী, আর liberty মানে শুনেছি—বৃদ্ধি, বাঁচাবাড়া। পরস্পর পরস্পরের বাঁচাবাড়ার সহায় যখন হয়—আদর্শ-স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে,—তখনই আসে সত্যিকার স্বাধীনতা। যেমন আমরা দেখতে পাই আমাদের শরীরবিধানে। কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই বেঁচে থাকতে পারে না, যদি পরস্পর পরস্পরের বাঁচা-বাড়ার সহায়ক না হয়। বাঙলা যদি বিহারের জন্য না হয়, প্রত্যেক প্রদেশ যদি প্রত্যেক প্রদেশের জন্য না হয়, প্রত্যেক দল যদি প্রত্যেক দলের জন্য না হয়, প্রত্যেক সম্প্রদায় যদি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য না হয়, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য না হয়, তবে স্বাধীনতা আসে না।

জগন্নাথদা (রায়) এসে দাঁড়াতে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তোর কাজ-কাম কেমন চলতিছে?

জগন্নাথদা—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে successful (কৃতকার্য্য) হওয়া লাগবে, আর চেষ্টা করা লাগবে অন্য কতজনকে successful (কৃতকার্য্য) ক'রে তোলা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে বললেন—দাদার খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা ঠিক আছে তো?

সুশীলদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখবেন যেন কষ্ট না হয়।

নরেশবাবু—সমাজতন্ত্রীরা class-struggle (শ্রেণী-সংগ্রাম)-এর কথা বলে, গান্ধীজি বলেন, class-collaboration (শ্রেণী-সহযোগিতা)-এর কথা। কোন্‌টা ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Class-collaboration on the way of becoming (বৃদ্ধির পথে শ্রেণী-সহযোগ) হবে আমাদের লক্ষ্য। ছোটকে বড় করব, বড়কে ছোট করব না,

বৈশিষ্ট্যের পথে প্রত্যেকের বিহিত বিকাশ যাতে হয় তাই করব। বর্ণ এমন একটা অকাট্য জিনিস, যা' ভাঙ্গতে গেলে নিজেরাই ভাঙ্গা পড়ব।

নরেশবাবু—ভারতের অন্যান্য জাতিরা তো বর্ণাশ্রম ভাল চোখে দেখবে না। তারপর ধনিক-শ্রমিক-সংঘর্ষ তো থাকবেই। ধনিকের অত্যাচার যতদিন থাকবে, ততদিন সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিভিন্ন শ্রেণীর সহযোগিতার কথাটাই ঠিক। সেই সহযোগিতা না-আসা পর্য্যন্ত অসামঞ্জস্য ঘুচবে না। অত্যাচার করে কেন, সেও দেখতে হবে, অত্যাচারিত হয় কেন, সেটাও দেখা চাই। মালিকদের ভিতর শ্রমিককে না-দিয়ে পুষ্ট হ'তে চাওয়ার ভাব দেখা যায়, আবার, শ্রমিকরা অনেক সময় শ্রমকুণ্ঠ অথচ চাহিদাপ্রবল —চাইবে, কিন্তু করবে না, নিজেদের যোগ্যতা বাড়াবে না, কাজ বুঝে নিতে গেলে অযথা চটবে—এ দুটোই অন্যায়। জনসাধারণের মধ্যে এই শিক্ষা ও ভাববোধ খুব ভাল ক'রে চারান দরকার যে, ফাঁকি দিয়ে কেউ বড় হ'তে পারে না। আর, প্রত্যেককে দাঁড়াতে হবে তার বৈশিষ্ট্যের উপর, যোগ্যতার উপর। মেগাস্থিনিস ইত্যাদির বিবরণে আমাদের আগেরকালের কত সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। ভারত সব দিকেরই সামঞ্জস্য একদিন করেছিল বর্ণাশ্রমের ভিতর-দিয়ে। বর্ণাশ্রম হ'লো প্রাকৃতিক বিধান। এর ব্যতিক্রম যেখানে যতখানি, অসামঞ্জস্যও সেখানে ততখানি। বর্ণাশ্রমের মূলে আছে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, এবং তাঁর সঙ্গে প্রতিটি মানুষের যোগ। এই যোগ যদি না থাকে, তাহ'লে কিন্তু মানুষ প্রবৃত্তিপরায়ণতার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

নরেশবাবু—এরপর দেশে কাউকে রাজা ব'লে স্বীকার করা হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাজা রাখলাম না, কিন্তু কাউকে রাজা করাই লাগবে—প্রেসিডেণ্ট বা তজ্জাতীয় কিছু।

নরেশবাবু—অনেকের মত এই যে, সর্ব্বহারাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়াই সমীচীন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রিক্তদের হাতে ক্ষমতা গেলেও efficient (দক্ষ)-দের হাতেই চ'লে যাবে। Exploiter (শোষক) নয়, এমনতর efficient (দক্ষ) চাই। রিক্ত যারা, তারা চরিত্রেও রিক্ত। Efficient (দক্ষ) যদি fulfilling (পরিপূরণী) না হয়, তবে তাকে আবার বদলাবে। সহযোগিতার বদলে সংগ্রামকেই যদি প্রাধান্য দেওয়া হয়, এবং শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজের পরিবর্ত্তে যদি শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করা হয়, তবে তাতে যারা অসুবিধা বোধ করবে, তারা আবার তখনকার সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে অসহযোগিতা ক'রে, সংগ্রাম ক'রে শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজ গঠন করতে চেষ্টা করবে। এ সংগ্রাম লেগেই থাকবে। কিন্তু আমাদের বিধানে দেখুন—বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের কাউকে বাদ দিয়ে কারও চলবার জো নেই, প্রত্যেকে প্রত্যেকের পক্ষে অপরিহার্য্য। আর দেখেন, উপযুক্ত মানুষ তৈরী করা লাগবে, এর জন্য চাই উপযুক্ত জন্মগত সম্পদ্, নইলে শুধু বাইরের চেষ্টায় হবে না। সবগুলি দিক্ ঠিক করা লাগবে, তবে তো হবে!

বিয়ে-থাওয়া যদি ঠিকমত না হয়, ভাল মানুষ যদি না জন্মে, তাহ'লে কিন্তু কিছুই হবে না।

নরেশবাবু—যত ভাল মানুষ হোক, পারিপার্শ্বিকের প্রভাব অস্বীকার করা যায় কী-ভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অস্বীকার করার জো নেই। ফলকথা, Ideal (আদর্শ), self (অহং) এবং environment (পারিপার্শ্বিক)-এর মধ্যে concord (সামঞ্জস্য) যত থাকে, তত জীবনীয় যা'-কিছু গড়ে, discord (অসামঞ্জস্য) যত হয়, তত ভাঙ্গে।

নরেশবাবু—অনেকের ধারণা, সমাজটাকে যদি শ্রেণীহীন করা যায়, তা'হলে বহু দ্বন্দ্ব ক'মে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রেণী তুলে দিলেও ঘুরে-ঘুরে আবার সেখানে আসা লাগে। সব যদি একাকার হয়, কেউ টেকে না। বৈচিত্র্য না থাকলে বিকাশ হয় না। বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী পরস্পরের আদান, প্রদান ও সংঘাত আছে ব'লেই জীবনে, চেতনায় ও বৃদ্ধিতে বিধৃত হ'য়ে থাকার পথ খোলা আছে প্রত্যেকের। নচেৎ জীবনীয় পরিপোষণ, পরিপূরণ ও প্রতিযোগিতামূলক প্রচেষ্টার অভাবে মানুষ নিথর হ'য়ে যাবে। পৃথিবীতে কত রকম ঢেউ আসে-যায়, কিন্তু তাতে মানুষের চিরন্তন প্রকৃতি বদলে যায় না, আর, তার পরিপূরণ মানুষ চায় ব'লে চিরন্তন জিনিসগুলিকে মানুষ বেশীদিন এড়িয়ে চলতে পারে না। রাশিয়া নাকি ধর্ম্মকে নির্ব্বাসন দিয়েছিল, কিন্তু শুনেছি আবার চার্চ্চকে স্বীকার করছে। নারীপুরুষ সমান বলেছিল, এখন নাকি আবার co-education (সহশিক্ষা) তুলে দিচ্ছে, মেয়েদের গৃহকর্ম্মে নিপুণ ক'রে তুলতে চেষ্টা করছে। তাই বলি, গ্লানি নষ্ট করুন, গলদ দূর করুন, সোজা পথ থাকতে খামকা ভুগে লাভ কী ? ঘুরে-ঘুরে আপনার কাছেই তো আসছে ওরা। শম্বুক একসময় হীনত্ববোধের দরুন মানুষকে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী কর্ম্ম থেকে বিচ্যুত ক'রে সমাজে একটা একাকার আনার চেষ্টা করছিল, এর থেকে সমাজে দেখা দিল ভাঙ্গন ও বিশৃঙ্খলা। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, শিশুমৃত্যু ইত্যাদি দেখা দিতে লাগলো। তাই অগত্যা তা' বন্ধ করা লাগলো। অনেক রকমের experiment (পরীক্ষা)-ই তো আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার উপর দিয়ে হ'য়ে গেছে, আবার নতুন ক'রে পরীক্ষার দরকার কী ? গ্লানি দেখে কাঠামোশুদ্ধ যদি বদলে দিই, তাহ'লে যা' হবার তা' আর ফিরে পাব কিনা কে জানে ?

নরেশবাবু—সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব তো আমাদের মিলনের এক প্রধান অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুসলমান-ধর্ম্ম, হিন্দু-ধর্ম্ম আলাদা নয়। প্রেরিতপুরুষদের সবারই এক কথা, তাঁদের প্রত্যেককেই মানা লাগবে, যিনি পূর্ব্ববর্ত্তীকে অস্বীকার করেন, তিনি যত বড়ই হউন না কেন, তাঁকে মানবার কথা নেই। গলদ যেগুলি ঢুকেছে,

সেগুলি ঠিক ক'রে নিলে সব টান-টান হ'য়ে যায়। খুব যাজন চাই। বহু ভুল ধারণা ঢুকে গেছে। সেগুলি সংশোধন ক'রে নিতে হবে। তথাকথিত pact-এ (চুক্তিতে) কাজ হবে না, কারও অন্যায় আব্দারকে স্বীকার ক'রে নেওয়া মানে সকলের ক্ষতি করা। আমাকে বাদ দিয়ে যখন আপনি নন, আপনাকে বাদ দিয়ে যখন আমি নই, সকলের জীবন যেখানে একসূত্রে গ্রথিত, বাসও যেখানে আমাদের একমাটিতে, সেখানে common electorate (সমনির্বাচন কেন্দ্র) হওয়াই তো ভাল। Communal award (সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা) ভাগ-সৃষ্টির অগ্রদূত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আর, গোঁজামিল দিয়ে মিল করতে যেয়ে আমরাই এগুলির আমদানি করেছি।

একটি দাদা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর কিছু ব্যক্তিগত কথা ছিল। আলাপ-আলোচনা দীর্ঘ সময় ধ'রে চলবে বুঝে তিনি কিছু না ব'লে চ'লে যাচ্ছিলেন। প্রয়োজনীয় কথা বলার সুযোগ না পেয়ে মনটা একটু বিষণ্ণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই লক্ষ্য ক'রে সস্নেহে বললেন—ফাঁকমত আবার আসিস্।

চকিতে দাদাটির মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

নরেশবাবু পূর্ব্বপ্রসঙ্গে বললেন—বিদেশী শাসনে আমরা অনেকটা বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! Cultural conquest (কৃষ্টিগত বিজয়)-ই সব চাইতে বড় conquest (বিজয়)। নিজেদের কৃষ্টিতে যতদিন পর্য্যন্ত আমরা সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে না-পারছি তত সময় পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পাব না।

হরিপদদা তামাক সেজে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে খেতে বলছেন—দেখেন, আজকাল জমিদারি তুলে দেওয়ার কথা শুনছি। কিন্তু জমিদারি প্রথাকে ভাল ক'রে organise (সংগঠন) করা ভাল। জমিদারকে power (ক্ষমতা) দিয়ে government supervision (সরকারী তত্ত্বাবধান)-এ রাখা ভাল, যাতে তারা প্রজাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে—যথেচ্ছভাবে বিলাসব্যসনে লিপ্ত না হয়। জমিদার, সরকার এবং প্রজামণ্ডলীর প্রতিনিধি নিয়ে যদি জমিদারি-পরিচালনী পরিষদ গঠিত হয়, তবে অনেকখানি সামঞ্জস্য আসে। শাসনকার্য্যও ভাল চলে, এক-একটা area (এলাকা) ঠিক হ'য়ে থাকে। জমিদারের সঙ্গে পুরুষানুক্রমিক যোগাযোগের ফলে প্রজাবৃন্দের মধ্যে সহজভাবেই একটা সংহতি গজিয়ে ওঠে। আবার, বিভিন্ন জমিদার যাতে পরস্পর পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক হয়, তার ব্যবস্থা করা লাগে। বারভূঁইয়ারা প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকে নয়, এই defect-এ (গলদে) কিছু করতে পারলো না, যেমন আজ আমাদের অবস্থা। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করলে জমিদারদের integrate (সংহত) করতে পারে, co-ordinate (সামঞ্জস্য) করতে পারে। সব চাইতে বেশী চাই ইষ্টপ্রাণ, আচারবান ঋত্বিক, অধ্বর্য্যু ও যাজকের সাহচর্য্য ও যাজন।

নরেশবাবু—জমিদারদের অত্যাচারও তো কম নয় !

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন্দ যেমন আছে, তেমনি ভালও ঢের আছে। গ্লানি যেখানে আছে, তা' দূর করা লাগবে। সমাজে শ্রেষ্ঠ যারা তোমরা আছ, তারা যদি জনসাধারণের উন্নতির জন্য আগ্রহ-সহকারে না খাট, তা'হলে উপায় নেই। তোমরা থাকতে মানুষ তোমাদের সামনে অযথা অত্যাচারিত হবে কেন ? অন্যায়কে প্রতিরোধ করা যে তোমাদেরই কাজ। স্বতঃ-দায়িত্বে যারা মানুষের ভাল করে, অন্যায় নিরোধ করে, সবার মধ্যে ইষ্টকৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করে, তারাই হ'লো বিধিনির্দিষ্ট লোকপ্রতিভূ। Propaganda-য় (প্রচারে) মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে, কলেকৌশলে ভোট আদায় ক'রে elected (নির্ব্বাচিত) হ'লেই তাকে লোকপ্রতিভূ বা লোক-প্রতিনিধি কওয়া যায় না। যা' হো'ক, আমার মনে হয়, বংশানুক্রমিক জমিদারদের উচ্ছেদ করা ভাল নয়। তাদের কতকগুলি সদ্‌গুণ থাকেই। সদ্‌গুণগুলির সদ্ব্যবহার যাতে করা যায় এবং অবগুণগুলি যাতে মাথা চাড়া দিতে না পারে, তেমনতর ব্যবস্থা করা লাগে। হিট্‌লার যেমন সব ইহুদীদের তাড়ালো—অনুলোম, প্রতিলোম—সব, ও কিন্তু ভাল করলো না। অনুলোমদের advantage (সুযোগ) নিলো রাশিয়া, আমেরিকা এবং তাতে তারা লাভবানই হ'লো। তাই, ভালর সম্ভাব্যতা যাদের আছে, তাদের nurture (পোষণ) না দিলে কিন্তু অপরাধী হব। দাশদার (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের) মাথায় ঢুকেছিল অনেকখানি। দাশদা থাকলে কাজ হ'তো। কেষ্ট-ঠাকুরের জীবনটা যদি দেখেন, তাহ'লে বুঝতে পারবেন, রাজনীতি কা'কে বলে। ধর্ম্মসংস্থাপনই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি যা' ক'রে দিয়ে গেলেন, তারপর বুদ্ধ পর্য্যন্ত আর কোন গোলমাল হয়নি। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সবাই তাঁকে পুরুষোত্তমজ্ঞানে পূজা করতেন, কিন্তু তাঁর এত বিয়ের মধ্যে একটাও বামুনের মেয়ে নেই। সমাজ-সংস্থিতির জন্য তিনি বর্ণাশ্রমের বিধান কাঁটায়-কাঁটায় মেনে গেছেন।

প্যারীদা বললেন—অনেক সময় ঠাণ্ডায় ব'সে কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে। এখন সামনের বারান্দায় যেয়ে বসা ভাল। তাতে সবার পক্ষেই সুবিধা হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—তাহ'লে তাই চলো। নরেশবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—আপনিও যাবেন তো ?

নরেশবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ ! এমন সুযোগ কি নিত্য জুটবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—সুযোগ আমারও। আমার হইছে নেশাখোরের মত অবস্থা, আর-একজন নেশাখোর পালি বর্ত্তে যাই।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর এবং অন্য সকলে উঠে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় গিয়ে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলছেন—এ যে কি হ'লো ! Chastity (সতীত্ব) ব'লে কথা নেই। প্রতিলোমের উপর ঝোঁক। প্রতিলোমকে অনেকে বলে মেয়েদের generosity (উদারতা)-র লক্ষণ, কিন্তু ওর মধ্যে generosity (উদারতা)-র জ-ও নেই, আছে জাহান্নমের জয়গান। উন্নতি না হ'য়ে যাতে সমাজের সর্ব্বনাশ হয়, তা' কি কখনও ভাল হ'তে পারে ? উন্নতির পথে না চললে স্থিতিই টেকে না।

স্বাধীনতা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্বাধীনতা এমনভাবে আনা চাই, যাতে প্রত্যেকটা মানুষ সে স্বাধীনতা বোধ করতে পারে। প্রবৃত্তির স্বাধীনতা নয়, বাঁচাবাড়ার স্বাধীনতা। ভাল হওয়ার, ভাল করার পথ এন্তার খোলা রাখতে হবে। মন্দ হওয়ার, মন্দ করার সুযোগ যাতে মানুষ কমই পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই মঙ্গল বিশাল হ'য়ে ধরা দেবে। আপনারা যদি assembly-তে (বিধান সভায়) যান, দেখবেন যাতে মানুষ বাঁচে—মানুষগুলি, সমাজ, জাত যাতে drooping to the demon (শয়তান-ঝোঁকা) না-হয়।

নরেশবাবু—আবার দুর্ভিক্ষ কি হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর (একটু ভাবিত হ'য়ে)—দুর্ভিক্ষ করাতে পারে। আগে থাকতে সাবধান হন যাতে দুর্ভিক্ষ কিছুতেই না হ'তে পারে। শ্যেন-চক্ষুতে তাকিয়ে থাকা উচিত যাতে দুর্ভিক্ষ না ঢুকতে পারে। Irrigation-plan (সেচ-পরিকল্পনা)-টা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার, তবে আমরা নিজেরা না করলে কিছুই হবে না।

কথা বলতে-বলতে একটু থেমে আবার গূঢ়কণ্ঠে বলছেন—এটা আমার গোঁড়ামি কিনা বলতে পারি না। কিন্তু আমার মনে হয়, সারা ভারতের মঙ্গলের জন্য বাংলার position (অবস্থা) খুব strong (শক্তিমান) ক'রে তোলা লাগে। তাই বাংলা থেকে যে-যে জেলাগুলি কেটে নিয়েছিল, বাংলা সেগুলি আবার যাতে ফেরত পায়, তার ব্যবস্থা করা ভাল। যাতে সংহতি বাড়বে, শক্তি বাড়বে, তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। Scheduled caste (তপশীলী জাতি) ব'লে আবার হিন্দুসমাজ থেকে কতকগুলি কেটে আলাদা ক'রে দিয়েছে। অনুলোম-অসবর্ণ বিবাহের প্রচলনের ভিতর-দিয়ে সবাইকে কিন্তু একগাট্টা ক'রে তোলা যায়। উপযুক্ত সবর্ণ ও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের ভিতর-দিয়ে ভাল-ভাল মানুষও যথেষ্ট পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমাদের সেদিকে লক্ষ্য নেই, বিয়ে-থাওয়া যেমন ইচ্ছে তেমন হ'চ্ছে। এতে কিন্তু সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে। আবার, আমরা এমন sterile moralist (বন্ধ্যা নীতিবাদী) যে উপযুক্ত পুরুষের বহুবিবাহ support (সমর্থন) করি না। বৈশিষ্ট্যবান যারা আছে, তারা যদি অন্ততঃ করতে থাকে, কত বিশিষ্ট মানুষের আমদানি হ'তে পারে। আর, অনুলোমক্রমিক বহু বিবাহে সমাজের পরিধিও বেড়ে যেতে থাকে। জীবনীয় আত্মীকরণ-ক্ষমতা যদি জ্যান্ত থাকে, তবে আজ যে অনাত্মীয়, কাল সে আত্মীয় হ'য়ে ওঠে। আর, সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে কেন যে এত মাথা ঘামান, তা' আমি বুঝি না। শুনেছি, বিদায়-হজে রসুল বলেছেন—পিতৃপুরুষকে অস্বীকার করলে সে অভিশপ্ত হবে। সেদিক্ থেকে তো মনে হয়, আমরা হিন্দু হ'য়েও যারা রসুলকে মানি এবং বাস্তবভাবে ধর্ম্মের আচরণ করি, convert (ধর্ম্মান্তরিত)-দের চাইতে তারাই খাঁটি মুসলমান। রসুলকে মাথায় ক'রে নিয়েই আমরা রসুল-বিরোধী রকম যেখানে যা' আছে, তার নিরাকরণ করতে পারি। অধর্ম্মকে বরদাস্ত করাই পাপ—তা' হিন্দুর

ভিতরই হো'ক আর মুসলমানের ভিতরই হো'ক। ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হবে না। ধর্ম্মের উপর দাঁড়িয়েই তার সমাধান হবে। প্রকৃত ধর্ম্ম যে এক বই দুই নয়, ধর্ম্মকে আচরণে গ্রহণ ক'রে তা' demonstrate (প্রদর্শন) করতে হবে। বেদ, উপনিষদ্, গীতা, কোরাণ, বাইবেল ভাল ক'রে ধীইয়ে পড়ুন, তাহ'লে ওগুলির কুব্যাখ্যা ও কদর্থ দূরীভূত করতে পারবেন। ভাল ক'রে লাগলে পরমপিতার দয়ায় অসম্ভব সম্ভব হবে। তাঁর দয়া অফুরন্ত। আমারা যে তাঁকে লক্ষ্য ক'রে চলি না, এইখানেই যে যত গোলমাল।

'আছ অনলে-অনিলে চির-নভোনীলে
ভূধরে সলিলে গহনে,
আছ বিটপী-লতায় জলদের গায়
শশী-তারকায় তপনে।
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া,
ব'সে আঁধারে মরিনু কাঁদিয়া
আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।'

নরেশবাবু—বর্ত্তমান আইনে অল্পবিস্তর ত্রুটি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ত্রুটি থাকলে সংশোধন করা লাগে। আপনারাই করবেন। দেখবেন যাতে বাঁচার পথ খুলে যায়, মরণের পথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। বৈশিষ্ট্যকে বরবাদ ক'রে সব একাকার করতে যাবেন না, বরং বৈশিষ্ট্যের বিকাশ যাতে হয়, তেমন ক'রেই আইন করবেন।

নরেশবাবু—অনুলোম বিবাহ যদি হয়, তাতেও তো রক্তের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Zygote form করে (জীবনকোষ গঠিত হয়) sperm (শুক্রকীট) ও ovum (ডিম্বকোষ) দিয়ে। আমার মনে হয়, blood (রক্ত) হ'লো sperm (শুক্রকীট)-এর, ovum (ডিম্বকোষ) তা' supply (সরবরাহ) করে না। তাই সন্তান পিতৃবর্ণ পেয়ে থাকে। অবশ্য, তার থাক মাতৃবর্ণ-অনুযায়ী হ'য়ে থাকে। বর্ণাশ্রম ও বিবাহ ঠিক থাকলে আর কোন ভাবনা নেই। আগে প্রত্যেকে তার নিজের কাজ করতো, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতো, কেউ কারও বৃত্তি অপহরণ করতো না। বৈশ্যের হাতে টাকা ছিল বটে, কিন্তু সমাজের নিয়ন্তা ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁর নির্দ্দেশে বৈশ্যকে ধর্ম্মার্থে অর্থাৎ পরিবেশের বাঁচাবাড়ার জন্য এবং কৃষ্টিসংরক্ষণার জন্য দান করতে হ'তো। বৈশ্য অর্থগৃধ্নু হ'য়ে কেবল টাকা জমাতে থাকলে, ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশে ক্ষত্রিয় তা' কেড়ে নিয়ে অন্যকে দিতে পারতো। আর, বৈশ্যরাও এই অনুশাসন মাথা পেতে নিত। কিন্তু পরে বৈশ্যরা ব্রাহ্মণদের ignore (উপেক্ষা) করা শুরু করলো। গোল শুরু হ'লো ওখান থেকে। টাকা যাদের হাতে তারা যদি ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ে, কৃষ্টিচ্যুত হ'য়ে পড়ে, অন্য সকলেও তখন

পেটের দায়ে কোনভাবে গোঁজামিল দিয়ে চলতে থাকে। তাই আমি কর্ম্মীদের অর্জ্জনপটুত্বের উপর অতখানি জোর দিই। আর, এই অর্জ্জনপটুত্ব কিন্তু আদর্শকে বিসর্জ্জন দিয়ে নয়। ইষ্টপ্রাণ সেবা ও ভালবাসার ভিতর-দিয়ে মানুষের হৃদয় এতখানি অধিকার করা চাই যে, তারা না-দিয়ে পারবে না—দিয়ে ধন্য মনে করবে নিজেদের। এমনতর হ'লে পেটের দায়ে কখনও তারা ইষ্টকৃষ্টিকে বিসর্জ্জন দেবে না। ফলকথা, প্রত্যেকে যাতে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী অন্তরে-বাইরে বড় হ'য়ে উঠতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের চেষ্টা হবে ছোটকে বড় করা—বড়কে ছোট করা নয়। এটা ignore (উপেক্ষা) করলে কোন movement (আন্দোলন)-ই টিকবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর আত্মহারা হ'য়ে অনর্গল ব'লে চলেছেন।

ধর্ম্ম-সম্পর্কে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধর্ম্ম মানে বাঁচাবাড়া। Religion বা re-ligaring অর্থাৎ সদ্‌গুরুর সঙ্গে দীক্ষাবন্ধনই হ'লো ধর্ম্মের প্রথম কথা। একেই বলে দ্বিজত্বলাভ। বাইবেলেও reborn (পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্ত) ব'লে কথা আছে শুনেছি। জীবন্ত আদর্শকে গ্রহণ করা চাই। আমাদের যত ভাল idea (ধারণা) থাক্, এবং তার অনুসরণ যতই করি না কেন, তা' কিন্তু আমাদের প্রবৃত্তির কবল থেকে রক্ষা করতে পারে না। পারে, একমাত্র তাঁর প্রতি অনুরাগ। নিজের মনগড়া ভালমন্দের ধারণায় আবদ্ধ যতদিন থাকি, ততদিন কিন্তু স্বার্থকামনার কুহক কাটে না। আমার interest (স্বার্থ) আমি না হ'য়ে যখন তিনি হ'য়ে ওঠেন—তাকে বলে নিষ্কাম। এই গোড়াঘর ঠিক ক'রে নিয়ে চলতে থাকলে complex (প্রবৃত্তি)-গুলি meaningfully adjusted ও integrated (সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সংহত) হয়, তখন capacity (ক্ষমতা) জন্মে environment (পরিবেশ)-কে meaningfully adjusted ও integrated (সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সংহত) করবার।

একটু থেমে বললেন—আজকাল আমাদের বুদ্ধিই খারাপ হ'য়ে গেছে। সদাচার মানার কথা যদি বলি, তাহলে মানুষ নাক সিটকাবে। কিন্তু hygienic principles (স্বাস্থ্যনীতি) মেনে চলার কথা যদি বলা যায়, তাহ'লে বলবে—'তা' তো ঠিক, তা' তো ঠিক'। Hygia (হাইজিয়া) মানে goddess of health (স্বাস্থ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী)। সদাচার আবার তিনরকম—শারীরিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক। একটা বাদ দিয়ে আর-একটা সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। আমাদের ঋষিরা ছিলেন সূক্ষ্মদৃষ্টি-সম্পন্ন, তাই সব রকমের সদাচার যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তার বিধান তাঁরা দিয়ে গেছেন। আমাদের স্থূল মস্তিষ্ক, আমরা ভাল ক'রে সব বুঝি না, তাই অনেক কিছু অবান্তর ব'লে বাদ দিই। কিন্তু না দেখেশুনে কোনটাই ignore (উপেক্ষা) করবার নয়। সতীত্বও অমনি আছে—শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক। যে-মেয়েদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে এবং বিয়েও ঠিকমত হয়, তাদের ছেলেপিলে বিশেষভাবে শ্রেয়ানিষ্ঠ হয়। বাপেরও শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক

Chasteness (পবিত্রতা) ঠিক থাকা চাই। এই দিকে জোর না দিয়ে যা'ই করেন, তার কোন স্থায়ী প্রভাব হবে না। মূল জিনিস চরিত্র। আজ চার্চিল এবং সেই সঙ্গে সেইণ্ট পল, সেইণ্ট ম্যাথু, সেইণ্ট আগাষ্টিন ইত্যাদি সাধুপুরুষের এক-এক জনের ভোট নিয়ে দেখুন, কে জেতে। তাঁরা করেছিলেন surrender (আত্মসমর্পণ), তাঁরা আত্মপ্রতিষ্ঠা চাননি।

কেদারদা—জীবন্ত আদর্শ না হ'লে কি হবে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবন্ত আদর্শ না হ'লে কি হয় ? জীবন্ত বাবা আদর করেন, শাসন করেন, সোহাগ করেন, তাঁর কাছ থেকে কত কি কতভাবে পাই। মৃত বাবার ছবি থেকে কি তা' পাই ?

নরেশবাবু—রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া জনসাধারণের মধ্যে এগুলি চারান যায় কী-ভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, যাজক লাগে। গাঁয়-গাঁয় ধর্ম্মবিহার করা লাগে। প্রত্যেকটি individual (ব্যষ্টি)-কে সব দিক দিয়ে গ'ড়ে তোলা লাগে। বাঁচাবাড়ার জন্য যা' যা' কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান দরকার সেগুলি গ'ড়ে তুলতে হয়। পরস্পরের মধ্যে বৈশিষ্ট্যানুগ সেবা, সহানুভূতি, সহযোগিতা বাড়িয়ে দিতে হয়। সব রকম প্রচার-যন্ত্রের মাধ্যমে এগুলি প্রচার করতে হয়। এমনি করতে-করতে চারিয়ে যায় এবং শক্তিও স্বতঃ হ'য়ে ওঠে। আমাদের দেশে বলে, রাষ্ট্রধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম, ইত্যাদি, তার মানে, সবটারই চলন হবে ধর্ম্মের দিকে।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন—Spirit (আত্মা) মানে তাই—যা' দিয়ে বা যা' ধ'রে আমরা বেঁচে থাকতে পারি। আর, যাকে অধিকার ক'রে বা অবলম্বন ক'রে আমার চলনা নিয়ন্ত্রিত হ'চ্ছে বা উন্নত প্রগতিপন্ন চলৎশীলতা অব্যাহত থাকছে, তাই-ই আধ্যাত্মিকতা।

নরেশবাবু—পরাধীনতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হবে, সেইটেই এখন আমাদের বড় কাজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রিটিশের শাসন যদি আমাদের বাঁচাবাড়ার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে, তার বিরুদ্ধে তো দাঁড়াতেই হবে। কিন্তু আমাদের বৃত্তি-প্রবৃত্তি যদি বাঁচাবাড়ার অন্তরায় সৃষ্টি করে, তার বিহিতও তো করতে হবে! যা' যা' বাধা সবই সুবিন্যস্ত করা লাগবে। এইখানেই আসে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা। নিজেরই হোক বা অন্যেরই হোক, খারাপের সমর্থন করতে-করতে মানুষ খারাপ হ'য়ে পড়ে। স্বাধীনতার সম্পর্কে অনেকে কয় যে, বিপর্য্যয় না হ'লে সাম্য-অবস্থা আসবে না। কিন্তু আমি কই, সে কী রকম কাণ্ডারী যে বিপর্য্যয়কে অবশ্যম্ভাবী ধ'রে নেয় ? বুদ্ধি থাকবে—বিপর্য্যয় হ'তেই দেব না, তাহ'লেই মানুষ সব চাইতে কম কষ্ট পায়। আর, সব চাইতে বড় বিপর্য্যয় কিন্তু আদর্শচ্যুতি। তাতে সব চাইতে বেশী লোকসান দিতে হয়। গোঁজামিল দিয়ে, জলদিবাজি ক'রে, আদর্শ ও কৃষ্টির বিনিময়ে আপোষ-রফা

ক'রে কিছু করতে যাবেন না। তাতে যে-স্বাধীনতা আসবে, তা' জীবনের স্বাধীনতা নয়, মরণের স্বাধীনতা।

নরেশবাবু—জনসাধারণের মনোজগতে বিপ্লব কে আনবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতিমধুর কন্ঠে অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে একটু ঝুঁকে হাত নেড়ে বললেন—বিপ্লব ভাল, কিন্তু বিপ্লবটা হওয়া চাই অমৃতবর্ষী। বিষ-বিপ্লব ভাল না। বিদ্রোহ জিনিসটা ভাল না। অবশ্য for becoming (বৃদ্ধির জন্য) যা', তাকে আমরা বিদ্রোহ বলি না। বিপ্লব মানে, ভাসিয়ে দেওয়া। বাঁচাবাড়ার অনুকূল ভাবধারায় সারাদেশকে ভাসিয়ে দিতে হবে। তাই বলি, অমৃত-বিপ্লবের প্রয়োজন আছে। বিপ্লব চাই, দানা বাঁধানর কারিগর চাই, আর বিহার চাই।

কথার ভিতর-দিয়ে যেন অমৃত-উদ্দীপনার স্ফুলিঙ্গ ছুটছে। প্রাণে-প্রাণে শুভ-সম্বেগের দীপশিখা জ্বলে উঠছে। আবেগে মাতোয়ারা হ'য়ে জলদতালে বলছেন—ওরা বলতো—vox populi vox dei (জনসাধারণের বাণী ভগবানের বাণী)। কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে না, কিসে তাদের ভাল হবে। তাদের প্রবৃত্তি-অনুযায়ী ব্যবস্থা হ'লেই তারা মনে করে সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থা হ'লো। তাতে তাদের যে সর্ব্বনাশও হ'য়ে যেতে পারে, তা' আর বোঝে না। একদল চোরকে যদি আইন করতে দেওয়া যায়, তারা চুরির অনুকূলে আইন ঠিক করবে। ওদের বুদ্ধিই অমনতর। তাই, আমার মনে হয়, প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী অজানদের বুদ্ধিবিচারের উপর প্রাধান্য না দিয়ে পূরণ-পুরুষ যাঁরা, তাঁদের বাণীর উপর প্রাধান্য দেওয়া ভাল। আমি তাই বলছি, vox-expletori vox dei (পরিপূরকের বাণীই ভগবানের বাণী)। 'বন্দে পুরু-ষোত্তমম্'—খুব accurate (ঠিক) কথা, এতে জগতের প্রত্যেক পরিপূরণকারীকে বন্দনা করা হয়—কেউ বাদ যান না। এই সব মহান্‌দের বাণী ও নির্দ্দেশমত যদি সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, তাহ'লে আর কোন খাঁকতি থাকে না। ভগবান বলতে আমরা বুঝি—ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য—এই যড়গুণের সমা-বেশ যাঁতে আছে, এমনতর মানুষ। বৈরাগ্য না থেকে ঐশ্বর্য্য থাকলে মানুষ ঐশ্বর্য্যে আবদ্ধ হ'য়ে পড়ে, আবার ঐশ্বর্য্য না থেকে বৈরাগ্য থাকলে সে-বৈরাগ্য হয় নিষ্প্রভ। যড়গুণের সুসমাবেশের ভিতর-দিয়ে মানুষ পূর্ণতা-স্পর্শী হ'য়ে ওঠে। অর্থাৎ, ওতে ক'রে পরিবেশসহ ব্যষ্টির বাঁচাবাড়ার পথ অবাধ হয়। তাই, অমনতর সমাবেশ যাঁদের ভিতর, তাঁদের আমরা যুগে-যুগে ভগবান ব'লে পূজা করি। বলি—ভগবান রামচন্দ্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান বুদ্ধ, ভগবান মনু, ভগবান রামকৃষ্ণ প্রমুখ। শুনেছি, God (ভগবান) হয়েছে good (মঙ্গল) থেকে। শিবও যা', God (ভগবান)-ও তাই। ভগবানের অবতার মানে মঙ্গলের অবতরণ। জাতির উন্নতি যদি চাই তবে মূর্ত্ত মঙ্গল যিনি তাঁর শরণাপন্ন হ'তে হবে।

নরেশবাবু—বস্তুতন্ত্রবাদীরা বলে, জগতে matter and motion (বস্তু ও গতি) ছাড়া আর কিছু নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, এ-কথা বলা ভাল—concentration of energy is matter (শক্তির কেন্দ্রীকরণই বস্তু)। Energy (শক্তি)-র সাথে urge (আকূতি)-এর সম্বন্ধ আছে, adjusted urge is energy (নিয়ন্ত্রিত আকূতিই শক্তি)। Energy (শক্তি) আবার কখনও ঘনীভূত হয়, কখনও বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়ে। Energy (শক্তি)-র বিক্ষেপ যেখানে, সেখানে বস্তুর বাঁচাবাড়া ক্ষুণ্ণ হ'য়ে ওঠে। যা'-কিছু বস্তু সবই জীবন্ত ব'লে মনে হয়। যখন তার মধ্যে শক্তির অল্পতা ঘটে, তখন তা' মৃত্যুর কবলে প'ড়ে যায়। ধর পাহাড়, এটা জড় হ'লেও জীবন্ত। কতকগুলি পাহাড় আছে, সেগুলি বাড়ে, তার মানে—সেগুলি জীবন্ত। আবার, অনেক পাহাড় আছে, সেগুলি বাড়ে না, স্থবিরের মত প'ড়ে থাকে। তাদের বলে dead (মৃত), যেমন বিন্ধ্যাচল শুনেছি dead (মৃত) পাহাড়।

নরেশবাবু—আদিম অবস্থায় সবই কি energy (শক্তি)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই energy (শক্তি), তাই বলে আত্মা—যা' চলে। আধ্যাত্মিক মানুষ বলতে বুঝি সেই মানুষ, যার আদর্শ আছে এবং আদর্শকে পরিপূরণ করবার জন্য active move (সক্রিয় চলন) আছে। আধ্যাত্মিকতা ছাড়া মানুষ উন্নতি লাভ করতে পারে না।

নরেশবাবু—রুশ-জাতির উন্নতি কী-ক'রে হ'চ্ছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মার্কস্, লেনিন, ষ্ট্যালিন ইত্যাদিকে অবলম্বন ক'রে তারা যে-চলনায় চলছে তাও এক-রকমের আধ্যাত্মিকতা। যাঁকে অবলম্বন ক'রে চলব, তিনি যত উন্নত হবেন এবং তাঁর প্রতি নিষ্ঠা যত পাকা হবে, উন্নতিও হবে সেই মাত্রায় ও সেই ধাঁজে। আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধিতে মানুষ বিফল হয়, ইষ্টপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধিতে মানুষ সফল হয়। রামদাসের প্রতি টান থাকার দরুন শিবাজী কতখানি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প'ড়েও successful (কৃতকার্য্য) হ'লো, কিন্তু রাণাপ্রতাপ তার অতোখানি স্বদেশপ্রেম, শৌর্য্য-বীর্য্য নিয়েও successful (কৃতকার্য্য) হ'তে পারলো না, তার কারণ, কাউকে প্রতিষ্ঠা করার বালাই তার ছিল না। অর্জ্জুন এবং কর্ণের জীবনেও আমরা এই দৃষ্টান্তই দেখতে পাই। আধ্যাত্মিকতার মূল হ'লো আদর্শকেন্দ্রিক চলন। আবার, যে-আদর্শকে অনুসরণ করব, তাঁর যদি আদর্শ না থাকে এবং ঐ আদর্শ-অনুসরণের ভিতর-দিয়ে তিনি যদি সুনিয়ন্ত্রিত না হন, তাহ'লে কিন্তু শেষরক্ষা হবে না।

নরেশবাবু—তাহ'লে কি আধ্যাত্মিকতাকে কারণমুখিনতা বলব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই কারণমুখিনতা যদি কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় ক'রে আত্মপ্রকাশ না করে, তবে তা' mathematically (গাণিতিকভাবে) সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু actually (বাস্তবে) হয় না। তাই এর বাস্তব মূর্ত্তি চাই।

নরেশবাবু সরলভাবে বললেন—আপনাকে অনেক বকাচ্ছি, কিন্তু ভাবছি, প্রশ্ন ও সমস্যাগুলির এমন অপূর্ব্ব সমাধান তো আর কোথাও পাব না, তাই জানবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর উৎসাহ দিয়ে বিনয়-সহকারে বললেন—আমার খুব ভাল লাগছে। আপনি কোন সঙ্কোচ করবেন না। আমি তো লেখাপড়া জানি না, পরমপিতা দয়া ক'রে যা' দেখাইছেন, বুঝাইছেন, তার উপর দাঁড়ায়ে দু'চার কথা কই। আপনাদের মত পণ্ডিতলোক, কৃতীলোক ধৈর্য্য ধ'রে শুনলে প্রসাদনন্দিত হই। ভাবি, আপনাদের মাধ্যমে কথাগুলি হয়তো কাজে রূপ পাবে।

নরেশবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের অহংলেশ-শূন্য, সহজ-সরল বিনীত ভাব দেখে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। করজোড়ে বললেন—আমাকে অপরাধী করবেন না।

পরে জিজ্ঞাসা করলেন—আধ্যাত্মিকতা তো abstract (বস্তুনিরপেক্ষ), এটা আবার concrete (বাস্তব) হবে কেমন ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আধ্যাত্মিকতা আমাদের জীবনে যতদিন বাস্তব না হয়, ততদিন তার কোন দাম নেই। আর, এটা বাস্তব ক'রে তুলতে গেলে, তা' বাস্তব হ'য়ে উঠেছে যাঁর জীবনে, সেই জীবন্ত মানুষটির শরণাপন্ন হ'তে হবে। তাঁকে শুধু কল্পনায় ভেবে নিলে হবে না।

'ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতিদুর্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥'

নরেশবাবু—কাউকে না ধ'রেও তো হিটলার কত বড় হয়েছিল!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই meaningful adjustment (সার্থক নিয়ন্ত্রণ) ছিল না। অতো বড় হ'য়েও অহমিকার দরুন নিজের ও জার্ম্মানির সর্ব্বনাশ ডেকে নিয়ে আসলো। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সঙ্গে ষ্ট্যালিনের নীতিগত কোন মিল নেই, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য যে তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে পেরেছে, এই কূটকৌশলটুকু তার পক্ষে সম্ভব হ'তো না, যদি লেনিনের প্রতি তার কিছুটা আনুগত্য না থাকতো। তবে surrender (আত্মসমর্পণ) যথাস্থানে হওয়া চাই এবং complete (পূর্ণ) হওয়া চাই। যে যত বড়ই হোমরাচোমরা হো'ক না কেন, এতে যার যতখানি গলদ থাকে, তার জীবনে খাঁকতিও থাকে ততখানি। বিশেষতঃ নেতৃস্থানীয় যারা, তারা যদি unsurrendered (আত্মসমর্পণবিহীন) হয়, তাদের সর্ব্বনাশের সঙ্গে-সঙ্গে জাতিরও সর্ব্বনাশ হয়।

নরেশবাবু—লোকে সাম্যের কথা বলে, কিন্তু একজনের পক্ষে যা' ভাল, তা' সবার পক্ষেই যে ভাল হবে, তার তো কোন মানে নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার যেমন বৈশিষ্ট্য, যার বাঁচাবাড়া যাতে পুষ্ট হয়, তাকে তেমনি-ভাবে জোগান দিতে হবে। আমার হয়তো রুটি সহ্য হয়, আপনার হয়তো ভাত সহ্য হয়। আপনি যদি আপনার রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী আমার উপর জোর ক'রে ভাত চাপান, তাহ'লে কিন্তু আমার অসুবিধা হবে। তাই, চাই equitable distribution of wealth (সম্পদের সাম্যসঙ্গত পরিবেষণ) and not equal distribution (সমান পরিবেষণ নয়)। মানুষকে nurture (পোষণ) দেবার বেলায়ও প্রত্যেককে

তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী nurture (পোষণ) দিতে হবে। প্রত্যেকের instinct (সহজাত-সংস্কার) যাতে পুষ্ট হ'য়ে ওঠে, তাই করা লাগবে। সবার জন্য একঢালা ব্যবস্থা করলে হবে না। আর, একই রকম কৃচ্ছ্রতা বা একই রকমের প্রাচুর্য্যের মধ্যে যে সবাইকে রাখা দরকার, তা'ও কিন্তু নয়। ব্যক্তি-বিশেষের উন্নতির জন্য তাকে কৃচ্ছ্রতার মধ্যে রাখা ভাল। ব্যক্তি-বিশেষের উন্নতির জন্য তাকে প্রচ্যুর্য্যের মধ্যে রাখা ভাল। তা'ও আবার বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন মাত্রায়। দ্রষ্টাপুরুষ ছাড়া এই বৈশিষ্ট্যানুগ ব্যবস্থার মরকোচ সকলে বোঝে না। তবে বৈশিষ্ট্যানুগ ব্যবস্থা করার অছিলায় আমরা যদি স্বার্থসন্ধিৎসু ও হৃদয়হীন হই, তা' কিন্তু শয়তানি। আবার, অবিহিত রকমে সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে আমরা অনেক সময় মানুষের ক্ষতিও ক'রে থাকি। কিছুটা অভাবের মধ্যে থাকলে effort-এর (চেষ্টার) ভিতর-দিয়ে যার balance (সমতা) হয়তো অনেকখানি ঠিক থাকতো, কৃত্রিমভাবে তার অভাব পূরণ করলে হয়তো দেখা যাবে, সে unbalanced (সাম্যহারা) হ'য়ে পড়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিশের আগ্রহের সঙ্গে বললেন—শোনেন ! আপনারা যত যাই করেন, উন্নতিই যদি কাম্য হয়, তবে ব্যক্তি ও জাতির জীবনে মুখ্য ক'রে রাখতে হয় ইষ্টকে—তাতে সুখ-দুঃখ যা'ই আসুক না কেন। কোন-কিছুর জন্য তাঁকে চাইলে, তাঁকে পাওয়া যাবে না। মানুষ তখন বৃত্তির অধীন হ'য়ে পড়বে, বৃত্তি কান চেপে ধ'রে যা' খুশি করাবে। আপনার beyond-এ (ঊর্দ্ধে) যদি কিছু না থাকে, যাতে আপনি ligared (যুক্ত) হবেন, তাহ'লে প্রবৃত্তিগুলি তাদের মত চলবে। কিন্তু তেমনতর কেউ যদি থাকেন, প্রবৃত্তিগুলি যাকে centre (কেন্দ্র) ক'রে চলবে, তখন তাকে centre (কেন্দ্র) ক'রে individuality (অখণ্ডত্ব) আসবে। এই individuality (অখণ্ডত্ব) যত strong (শক্তিমান) ও জমায়েত হ'য়ে উঠবে, personality (ব্যক্তিত্ব) অর্থাৎ fulfilling capacity (পরিপূরণী ক্ষমতা) ততখানি বেড়ে উঠবে। অন্যকে যে যত fulfil (পরিপূরণ) করবে, সে তত fulfilled (পরিপূরিত) হবে। Spiritual development (আধ্যাত্মিক উন্নতি)-এর সঙ্গে-সঙ্গে আছে এই active fulfilling urge (সক্রিয় পরিপূরণী আকূতি)। ধার্ম্মিক হ'লে সে সেবাপ্রাণ হবেই, আর সেবাপ্রাণ হ'লে তার পিছনে ঐশ্বর্য্য এসে জুটবেই। তাই আমি কই, মানুষ spiritually developed (আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত) হ'লে materially (বস্তুতান্ত্রিকভাবে)-ও developed (উন্নত) হয়। India-র (ভারতের) drawback (খাঁকতি) ফেলে দাও, India will be the crown of the world (ভারত জগতের শীর্ষস্থানীয় হবে)—এক লহমায় ফেলে দিলেই হয়।

নরেশবাবু—অহিংসা-সম্বন্ধে আপনি কী বলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তার প্রতি অহিংস হওয়া মানেই হ'লো সত্তার প্রতিকূল যা' তাকে হিংসা করা। যে স্বাস্থ্য চায়, রোগকে তার হিংসা করতেই হবে, আর স্বাস্থ্যের পুষ্টি যাতে হয় তা' করা লাগবে। অহিংসা কথাটা অনেকটা negative (নেতিমূলক)।

আমাদের চাই প্রেম, সেবা—যাতে মানুষ বাঁচে, বাড়ে, ভাল থাকে, উন্নতিমুখর হয় তাই করা। এই করাগুলির সঙ্গে-সঙ্গেই আছে—এগুলির পরিপন্থী যা', তা' নিরোধ করা, নিরসন করা।

কথা হ'চ্ছে এমন সময় একটি জরুরী টেলিগ্রাম আসলো। একজন তাঁর ব্যক্তিগত বিপদের কথা জানিয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—কালকের ডাকেই ভরসা দিয়ে খুব ভাল ক'রে চিঠি লিখে দিবি—যেন ঘাবড়ে না যায়।

শরৎদা (হালদার) প্রশ্ন করলেন—গীতায় রাগ-দ্বেষ ত্যাগ করার কথা কেন বলা হয়েছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার একমাত্র বুদ্ধি থাকবে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা। কী করণীয় বা করণীয় নয়, তা' আপনি ঠিক করবেন ঐ stand-point (দৃষ্টিকোণ) থেকে। এতে আপনি অনুরাগ বা বিদ্বেষবশতঃ বিশেষ কোন দিকে ঢ'লে পড়বেন না। প্রবৃত্তি আপনাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারবে না। আপনি বরং প্রবৃত্তিগুলিকে ইচ্ছামত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারবেন। কারও উপর আপনার যদি এমনতর টান থাকে, যে-টান আপনার ইষ্টচলনার পথে অন্তরায়, সে-টান আপনাকে টেনে রাখতে পারবে না। আবার, কারও উপর যদি আপনার দ্বেষ থাকে, এবং সে-দ্বেষ যদি এমনতর হয়, যা' আপনার ইষ্টকাজে ব্যাঘাত জন্মায়, তবে সে-দ্বেষ ত্যাগ করতেও আপনার কোন অসুবিধা হবে না। দরকার হ'লে সব দ্রোহবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে আপনি তার সঙ্গে বন্ধুর মত গলাগলি হ'য়ে মিশতে পারবেন। তাই ব'লে এতে যে মানুষ বেকুব হয়—আত্মরক্ষার জন্য যেখানে যতটুকু সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার তা' করতে পারে না—তা' নয় কিন্তু। বরং ভিতরে একটা সমতা থাকে ব'লে সে ঠিক পায়, কোথায় কী করতে হবে, কার সঙ্গে কী-ভাবে চলতে হবে। এই সমতা বা balance না থাকলে মানুষ জীবনে কৃতকার্য্য হ'তে পারে না। নিরাশী, নির্ম্মম হওয়ার কথা আছে, রাগ, দ্বেষ ত্যাগ করার কথা আছে। এর মূলে আছে সর্ব্বতোভাবে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হওয়ার কথা।

শরৎদা—আমি যদি আমার শত্রুকে আমার অনুকূল ক'রে তুলতে না পারি, সেখানে কি-আমার অজ্ঞতাই সূচিত হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক সময় জ্ঞান থেকেও শক্তির অভাব থাকে। জ্ঞান কার্য্যকর হয় না যদি শক্তি না থাকে। এমন কতকগুলি লোক আছে, তাদের যতই ভাল করা যাক না কেন, তারা খারাপ ছাড়া করবে না। এককথায়, তারা হ'লো অকল্যাণ personified (মূর্ত্ত), বিধিবশেই তারা বিকল হ'য়ে যাবে। কারণ, আপনি চান সত্তার সংরক্ষণ, তাই সত্তাবিনাশী যারা, অথচ নিয়ন্ত্রিত হ'তে নারাজ, তারা যাতে অন্যের সর্ব্বনাশ করার সুযোগ না পায়, সে ব্যবস্থা আপনি করবেনই। এখানে আপনার অহিংসাই কিন্তু তাকে হিংসা করলো।

শরৎদা—অনেকে বলেন হিন্দুধর্ম্ম কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রে নয়, এবং এইখানেই তার বৈশিষ্ট্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-কথা ঠিক ব'লে মনে হয় না। ঋষিপরম্পরাকে কেন্দ্র করেই হিন্দুত্বের বিকাশ।

নরেশবাবু—গান্ধীজী বলেন, হিন্দুধর্ম্ম নয়, হিন্দু কৃষ্টি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর্য্যধর্ম্ম কথাটা ঠিক। আর্য্যদের নিয়ম হ'লো পূর্ব্বতন মহাপুরুষদের যেমন মানতে হবে, পরবর্ত্তীদেরও তেমনি মানতে হবে। কাউকে বাদ দিলে চলবে না। কাউকে ছোট, কাউকে বড় করলে হবে না। সবার মধ্যে সঙ্গতির সূত্র খুঁজে বের করতে হবে। ধর্ম্ম আর religion (দ্বিজীকরণ) কিন্তু এক কথা নয়। Religion (দ্বিজীকরণ)-এর মধ্যে আছে আত্মনিবেদন, আত্মোৎসর্গ, গুরুকরণ। এর ভিতর-দিয়ে আসে internal integration (আভ্যন্তরীণ সংহতি)। এই internal integration (আভ্যন্তরীণ সংহতি) যার আসে, সেই পারে environmental integration (পারিবেশিক সংহতি) আনতে। যার নিজের ব্যক্তিত্ব যত ইষ্টায়িত, সে অন্যকেও পারে ততখানি ইষ্টায়িত ক'রে তুলতে। বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে যখন ইষ্টমুখী হয়, তখন তাদের মধ্যে সংহতিও তত সহজ হ'য়ে ওঠে, সবাই মিলে এক পরিবারের মত হয়। জীবন্ত প্রেরিত-পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণের কথা কোন-না-কোন ভাবে সবার মধ্যেই আছে। তিনি আটলাণ্টিকের বুকেই আসুন, হিমালয়ের চূড়ায়ই থাকুন বা আফ্রিকার জঙ্গলেই বাস করুন, সব জায়গা থেকে তাঁর এক কথা। তাই বলে বিজ্ঞান। বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ বিভিন্ন মহাপুরুষদের মধ্যে ভেদ করলে তাদের বলে ম্লেচ্ছ। সব চাঁদই পূর্ণচাঁদ, যখন মানুষ যতটুকু নিতে পারে ততটুকু পায়। তাঁর বিভিন্ন আবির্ভাব সম্বন্ধেও ঐ কথা। তাই আছে—'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ'; 'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ' এই conception (ধারণা) থাকলে লক্ষ-কোটি community (সম্প্রদায়) থাকলেও প্রত্যেকটি community (সম্প্রদায়) প্রত্যেকটি community (সম্প্রদায়)-এর জন্য, প্রত্যেকটা দেশ তখন প্রত্যেকটা দেশের জন্য। প্রকৃত দরদও যেন তখন আপনি আসে। নিত্যপঞ্চমহাযজ্ঞ তাই আপনাদের নিত্যকরণীয়। যজ্ঞ মানে সেবাসম্বর্দ্ধনা। পৃথিবীতে সবার সেবাসম্বর্দ্ধনার জন্য আপনি দায়ী, মায় শিয়াল-কুকুর পর্য্যন্ত আপনার দায়িত্বে ন্যস্ত, কাউকে বঞ্চিত করতে পারবেন না আপনি। সেই আপনারা-আমরা সব ভুলে গেলাম, sentiment (ভাবানুকম্পিতা) চ'লে গেল। বিদেশীরা আমাদের মাথায় মুতে দিয়ে cultural conquest (কৃষ্টিগত বিজয়) ক'রে ছাড়লো। তাই আমরা দুনিয়ার দরবারে দেউলিয়া—কেউ পোছে না। পর-পদানত হ'য়ে প'ড়ে আছি। কিন্তু ওরাই বলেছে—ভারত একদিন সবার পক্ষে এতখানি ছিল যে, তাকে কেউ attack (আক্রমণ) করার কল্পনা পর্য্যন্ত করতে পারতো না। সেই গৌরব এখনও আছে, যদি গ্লানি বিদূরিত করি। তার জন্য চাই তপস্যা। জঙ্গলে যেয়ে জপ করাকে তপস্যা বলে না, তপস্যা বলে যাবতীয় hindrance (বাধা) overcome (অতিক্রম) ক'রে সর্ব্বতোভাবে কৃতী হওয়াকে। তার জন্য কর্ম্মের সঙ্গে জপ-ধ্যান যতটা করা লাগে, তা'ও করতে হবে। তাই বলি—

do, think and then do accordingly (কর, চিন্তা কর এবং তদনুযায়ী কর)। করণীয় ব'লে যতটুকু জানা আছে, এখনই তা' করতে সুরু কর।

কথা বলতে-বলতে শেষের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখেমুখে ও কণ্ঠস্বরে একটা আকুল আবেদন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো। বার-বার সবার অন্তরে ধ্বনিত হ'তে লাগলো—'করণীয় ব'লে যতটুকু জানা আছে, এখনই তা' করতে সুরু কর।' অন্তরে-বাহিরে, আকাশে-বাতাসে, আঁধারঘেরা পদ্মাচরের স্তব্ধ দিগন্তে ঐ কথারই প্রতিধ্বনি যেন নিরন্তর অনুরণিত হ'য়ে চললো।

১লা ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৫২ (ইং ১৩।২।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃ-মন্দিরের সামনের বারান্দায় এসে বসেছেন। বেলা আন্দাজ ন'টা। শীতের দিন। শ্রীশ্রীঠাকুরের চৌকি ও বিছানার উপর একদিক্ থেকে একটু রোদ এসে পড়েছে। পাশে আশ্রম-প্রাঙ্গণে তরকারিওয়ালারা আলু, কপি, বেগুন, সিম, মুলো, আদা, লঙ্কা, পালংশাক, সরষেশাক, কচু, কলা, থোড়, মোচা, লাউ, পান ইত্যাদি নিয়ে বসেছে। কেউ কেউ পাটালি নিয়ে এসেছে। সেখানে কেনাবেচা চলছে। একদল ছেলে ছাতিম গাছটার ওদিকে ডাংগুলি খেলছে। ফিলানথ্রপি অফিস এবং ডিস্‌পেন্সারীতে কাজ-কর্ম্ম সুরু হয়েছে। টিউবওয়েল থেকে জল তোলার একঘেয়ে শব্দ আসছে। সম্মুখের মাঠে কতকগুলি গরু ও ছাগল চরছে। বকুল ও বাবলার ডালে-ডালে কতকগুলি পাখী কিচির-মিচির করছে। ঝিলের মধ্যে একদল জেলে মাছ ধরছে। আকাশে কতকগুলি বকজাতীয় পাখী শ্বেত পক্ষ বিস্তার ক'রে মনের আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে। মন্দিরে পূজার আয়োজন চলছে। নির্ম্মল-উদার আকাশ গভীর প্রশান্তি প্রসারিত ক'রে দিচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে খুব হাসিখুশি ও প্রাণোচ্ছল দেখাচ্ছে। কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), সতীশদা (দাস), ননীদা (দাস), বিনয়দার মা, কালিদাসদার মা, বিজয়দার মা, সুরমা-মা, চারুমা প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে খবরের-কাগজ প'ড়ে শোনান হ'লো। কাগজে ভারতের ইতিহাস-সম্বন্ধে একখানি গবেষণামূলক গ্রন্থের কথা বেরিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—বইখানা আনা। ভারতের কৃষ্টিমূলক যে-ইতিহাস, সে-ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। চারিদিক্ থেকে materials (উপাদান) যোগাড় ক'রে তোমাদেরই তা' লিখতে হবে। বিদেশী-শাসনে আমাদের আর যা' ক্ষতি হ'য়ে থাক বা না থাক, আমরা যে মূলের থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নিষ্ঠা যখন ব্যভিচারী হয়, প্রতিভাও তখন বন্ধ্যা হ'য়ে ওঠে।

প্রফুল্ল—একটা কাজের জন্য কেউ প্রাণপাত শ্রম করলে তাকে একনিষ্ঠ বলতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তবে কার জন্য সেই করা সেটা দেখতে হবে। নিজের খেয়ালে তো মানুষ অনেক কিছু করতে পারে। ইষ্টের খুশির জন্য কে কতখানি নিনড় ও সক্রিয়ভাবে লেগে থাকতে পারে, তা'ই দেখেই বোঝা যায়, নিষ্ঠা কার কতখানি।

ত্যাগ-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ত্যাগটা অভীষ্ট নয়। অভীষ্ট হ'লো ঈশ্বরপ্রাপ্তি। ঈশ্বর-প্রাপ্তি বা ইষ্টানুরাগের পথে যা' ব্যাঘাত জন্মায়, তা' ত্যাগ করতে হবে। ইষ্টানু-রাগকে মুখ্য না ক'রে যারা ত্যাগকেই মুখ্য ক'রে তোলে, তাদের কাছে ত্যাগ একটা রোগের মতই হ'য়ে ওঠে। অমনতর ত্যাগে ত্যাগের অহঙ্কার হয়। প্রকৃত ত্যাগে কখনও ত্যাগের অহঙ্কার হয় না। তার কাছে ত্যাগের কোন খতিয়ান থাকে না। মা-বাপ যে সন্তানের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করে, কিন্তু সেজন্য কখনও কি বড়াই ক'রে বেড়ায়? ওটা যে তাদের সন্তান-প্রীতিরই অঙ্গ। তাই, ত্যাগটাও তাদের কাছে উপভোগের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। কষ্টের বোধ থাকে না তাতে। তাই ত্যাগী যে, সে কখনও বোধ করে না যে সে ত্যাগী। অন্যে যখন তাকে ত্যাগী বলে, সে ভাবে —আমি ত্যাগ করলাম কী? এত যে সুখ পেলাম, বুক ভ'রে উঠলো, তার তুলনায় করলাম যা', তা' তো নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

কথা হ'চ্ছে, এমন সময় ফরিদপুরের নরেশবাবু ও কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমাদের দেশে বলে, গুরুকরণ না হ'লে মানুষের হাতের জল শুদ্ধ হয় না। কথাটা কিন্তু খুব তাৎপর্যপূর্ণ। যে যতই বড় হো'ক, প্রবৃত্তি যদি তার চলনার নিয়ামক হয় তবে সে অপবিত্রতাও অমঙ্গলের আওতার মধ্যেই থাকে। যে যার মধ্যে থাকে, তার মাধ্যমে তাই-ই সঞ্চারিত বা সংক্রামিত হ'য়ে থাকে। যারা লোকমঙ্গলের স্বপ্ন দেখে, তাদের নিজেদের প্রথমে মঙ্গলের অধিকারী হওয়া লাগবে। নইলে মঙ্গল করতে গিয়ে অমঙ্গলই ক'রে বসবে। আর, মঙ্গলের প্রথম ধাপ হ'লো, মূর্ত্ত মঙ্গলময়ের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে তাঁর ইচ্ছা ও পরি-কল্পনাকে প্রাধান্য দিয়ে চলা।

একটু থেমে নরেশবাবুকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—বিধানসভায় ঢুকলে পরে শক্তি করা লাগবে, আর তার জন্য বুক বেঁধে লাগা লাগবে। Farce (তামাসা) ক'রে লাভ নেই। সবার ভাল না হ'লে আপনার ভাল হ'লো না—এই কথাটা ভুলে যাবেন না। পরিবেশের ভাল না ক'রে স্বার্থপরের মত যদি শুধু নিজের ভাল চান, তাহ'লে সে foolish (বেকুবি) চাওয়ার খেসারত দিতে-দিতে প্রাণান্ত হ'য়ে যাবে। তাই বুদ্ধিমানের মত চলুন। ঢোকেনই যদি, সব chaos (বিশৃঙ্খলা) মিসমার ক'রে দেন।

নরেশবাবু—Nomination (মনোনয়ন) পেলে আবার আসবো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না-পেলেও আসবেন।

নরেশবাবু প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

৭ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ১৯। ২। ১৯৪৬)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), সনৎদা (ঘোষ), সুরেনদা (পাল), প্রমথদা (দে), বিরাজদা (ভট্টাচার্য্য), বীরুদা (রায়), ডাঃ গোকুলদা (মণ্ডল), সত্যদা (দত্ত) প্রভৃতি কাছে আছেন।

এর মধ্যে ননীদা, সনৎদা প্রভৃতি কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলতে লাগলো। অন্যান্য কতিপয় কয়েক মিনিট পরেই গাত্রোত্থান করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ননীদাকে বললেন—ভাল দেখে বামুন যোগাড় কর্। সব্যসাচীর মত লেগে যা। নিজেকে তৈরী ক'রে ফেল্—সব দিক্ দিয়ে। সৎসঙ্গের বইগুলি foot-note (পাদটীকা)-সহ তো ভাল ক'রে পড়বিই, তা'-ছাড়া গীতা, বেদান্তদর্শন, সাংখ্যদর্শন, বাইবেল, কোরান ইত্যাদিও ভাল ক'রে পড়া লাগে—তোমার ভাববাদের support (সমর্থন) খুঁজে বের করার জন্য।

ননীদা—গীতার টীকা তো বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূল এবং বাংলা অন্বয় পড়লেই হবে। তবে টীকা পড়তে পার with discrimination (বিচারসহ)—কোন্ ব্যাখ্যা ঠিক বা কোন্ ব্যাখ্যা ঠিক নয় এইটে বুঝবার জন্য। আমি তো কিছু পড়িনি, কিন্তু কোন্‌টা ঠিক বা কোন্‌টা বেঠিক তা' ধরতে পারি ঐ মূলের সঙ্গে সঙ্গতি করতে গিয়ে। গরমিল থাকলেই বেধে যায়। মাপ আছে, সেই মাপমত ওজন করতে গেলেই খাঁকতি বাড়তি ধরা প'ড়ে যায়। তবে পড়াশুনো থাকলে যাজনের পক্ষে সুবিধা হয়। অবশ্য বেশী কিছু লাগে না—ভিতরে যদি fire (আগুন) থাকে, এই fire (আগুন) হ'লো fire of conviction (প্রত্যয়ের আগুন)।

ননীদা—ইষ্টের প্রতি টান বাড়লে তো conviction (প্রত্যয়) হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! টান আছেই। তাঁর জন্য খুব করতে হয়। না ক'রে শুধু বললে বা ভাবলে হয় না। তাঁর জন্য করা, বলা ও ভাবার সঙ্গতি যত বেশী হয়, টানও তত বাড়ে, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে conviction (প্রত্যয়)-ও বাড়ে। টান কতটা আছে, কতটা নেই, তা' নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতে নেই। টান আছে ধ'রে নিয়েই সেইটেকে ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলতে হয়।……যারা কর্ম্মী হবে, তাদের ego (অহং)-টা সব সময় sheltering (আশ্রয়-দানশীল) হওয়া ভাল। মানুষের vanity (অহঙ্কারে) wound (আঘাত) ক'রে তাকে চটিয়ে দিতে নেই। বরং win (জয়) করা দরকার। চটিয়ে দিলে আমারও ক্ষতি, তারও ক্ষতি। Win (জয়) করলে আমারও ভাল, তারও ভাল।

ননীদা—ইষ্টের নিন্দা যদি কেউ করে, তাহ'লে কি সেখানে thrashing (আঘাত) দেওয়ার দরকার নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Thrashing (আঘাত)-ও হবে to win (জয় করবার জন্য)। যে thrashing (আঘাত) মানুষকে বিরোধী ক'রে তোলে, কিন্তু তার অন্তর জয় করতে পারে না, সে thrashing (আঘাত) কিন্তু ব্যর্থ। Thrashing (আঘাত) কখনও ব্যর্থ যেন না হয়। যে-জন্য যা' করা হয়, সেই উদ্দেশ্য ঠিক রাখা চাই। তা' ভুলে গেলে কিন্তু ঠকে গেলে। প্রয়োজন সবতারই আছে, কিন্তু সদ্ব্যবহার থাকলে হ'লো।

ননীদা—দারিদ্র্য-ব্যাধি-সম্বন্ধে আপনি যা' বলেছেন, তা' প'ড়ে মনে হয়, আমিও তা' থেকে মুক্ত নই।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—তাতে কী হয়েছে ? নিজের দোষ ধ'রে যখন ফেলেছ, তখন তা' শোধরাতে বেশী দেরী লাগবে না। গৃহস্থ যদি সজাগ থাকে, তখন চোর সে-ঘরে ঢুকে আর বেশী যুত করতে পারে না। গুণগুলিকে excite (উদ্দীপ্ত) করা, দোষগুলিকে eradicate (নির্মূল) করা,—এক লহমার ব্যাপার। আদতকথা হ'লো, untottering responsive adherence (অটুট সাড়াপ্রবণ অনুরাগ)। আমি যে-কথা বলি, তাতে যদি কেউ হুঁ হুঁ ক'রে যায়, তাতে কিছু হয় না—যদি কিনা work out (কাজে পরিণত) না করে। Pauperism (দারিদ্র্য-ব্যাধি)-ই করতে দেয় না। তোমরা সবাই আমার কথামত যথাসময়ে কাজ করলে চারিদিকের অবস্থা অন্যরকম দাঁড়াত।......Pauperism (দারিদ্র্য-ব্যাধি) হ'ল মূলতঃ চরিত্রের ব্যাপার। একজন অর্থবান লোকেরও pauperism (দারিদ্র্য-ব্যাধি) থাকতে পারে, আবার, একজন অর্থহীন লোকের pauperism (দারিদ্র্য-ব্যাধি) নাও থাকতে পারে। কথায় বলে, 'দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী'। এ দারিদ্র্য হ'লো চারিত্রিক দারিদ্র্য। চারিত্রিক দারিদ্র্য থাকলে কোন গুণ কাজে আসে না। অনেক গুণ নিয়ে তাকে subman (অপমানব)-এর মত চলতে হয়। সৎ ও স্বাধীন অর্জ্জনপটুতা দেখে বোঝা যায়, কার চারিত্রিক সম্পদ্ কতখানি। একজন ভাবায় যতই দৃঢ় হো'ক, করায় যদি ঢিলে হয়, সে কখনও জীবনে উন্নতি করতে পারে না।

হরিদাসদা (সিংহ)—মানুষ করায় ঢিলে হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারণ complex-প্রিয়তা (প্রবৃত্তি-প্রিয়তা)। যেই urge (আবেগ) উঠলো, সেই complex (প্রবৃত্তি) intervene করলো (মধ্যবর্ত্তী হ'লো), ফলে করার সম্বেগটা চাপা প'ড়ে গেল। করা আর হ'লো না। পিসীমা কপি আনতে বললো, তুমিও যাবার উদ্যোগ করছ, এমন সময় কয়েকজন তাস খেলার সাথী জুটে গেল। ভাবলে, একবাজি খেলে তারপর বাজারে যাব। খেলা জ'মে গেল, বাজারে যাওয়া আর হ'লো না। তারপর কোর্টে যেতে হ'লো। ব'লে গেলে—ফেরার পথে বাজার ক'রে আনব। তখন ভুলে গেলে। এই রকম হয়। করণীয় যা', তা' করার পথে কোন অবান্তর বিক্ষেপকে প্রশ্রয় দিতে নেই। কৃতী হ'তে গেলে তাই কিছুটা আত্মনিয়ন্ত্রণ লাগে।

ননীদা—চাকরী-করা-সম্বন্ধে আপনি কী বলেন? আমার কি চাকরী করা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর নাসিকা ও ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে অবজ্ঞাভরে বললেন—দূর শালা! বামুনের ছেলে আবার গোলামী করতে যাবে কেন? গোলামীই তো সর্ব্বনাশ করলো। বলতে পার, চাকরী ক'রে কার কি কল্যাণটা করছ? স্বার্থসঙ্কীর্ণ জীবন নিয়ে স্বচ্ছন্দে চলছ, আর ভাবছ বেশ আছ। সমাজের দিকে আর তাকাচ্ছ না। কিন্তু নিজেদের এবং মানুষের ধন, প্রাণ ও রক্তমর্য্যাদা সবই যে খোয়াতে বসেছ, সে-দিকে কি খেয়াল আছে? Ignorant (অজ্ঞ) হ'য়ে পরিস্থিতি ও পরিবেশের দিকে যতই চোখ বুজে থাক, একলা ভাল থাকতে পারবে না—এ কথা ঠিক জেনো। দেশের কী হাল হ'য়েছে, তা' কি কখনও ভাব?

ননীদা—আর্য্যকৃষ্টি-সম্মত বিবাহ-পদ্ধতি ও শিক্ষা-পদ্ধতি নষ্ট হওয়ার ফলেই তো আমাদের এই দুরবস্থা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী নষ্ট হয়নি সেইটে বল তো? Principle (আদর্শ) যেদিন গেছে সেইদিনই আমাদের সব গেছে। এখানে তোমার সঙ্কল্প জেগে উঠেছে। বাড়ী যেতে-যেতে পথে কত complex (প্রবৃত্তি) ঠেসে ধরবে। বাড়ীঘর, বৌ-ছেলে কত-কিছুর জন্য consideration (বিবেচনা) আসবে। তখন বলবে—let me think (আমাকে চিন্তা করতে দাও)। কিন্তু তেমন হ'লে বোঝামাত্র দিতে লাফ—যা' থাকে কপালে।

হরিদাসদা (সিংহ)—ঠাকুর! অনেকে বলে, দেশের লোকের সাহস অনেক বেড়ে গেছে। আগে মানুষের এত সাহস ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যঙ্গের স্বরে বললেন—বা! বা! বা! কী সাহস? কাপুরুষের যে সাহস, সেই সাহসেরই তো বাড়াবাড়ি দেখা যায়। ধর্ম্ম-কৃষ্টি মানব না, গুরু বা গুরুজনের ধার ধারব না, স্বাধীন মত ও উদারতার নামে যা' খুশি করব, যেমন ইচ্ছা চলব—একে কি আর সাহস বলে? তাহ'লে চোর, লুচ্চা, ডাকাতের কি কম সাহস? যে-সাহস being and becoming (বাঁচাবাড়া)-এর জন্য, বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্যের উদ্বর্দ্ধনের জন্য প্রযুক্ত না হয়, সেটা আবার কি সাহস? সাহস কথাটা গাল হিসেবেও ব্যবহার হয়, আমি সেটা বলছি, সেটা সৎ সাহস যাকে বলে তাই। সৎ সাহস অসতের নিরাকরণ ক'রে সতের প্রতিষ্ঠা করতেই ব্যস্ত। সেই সাহস কি আজ দেশে আছে? তার নমুনা তো দেখতে পাই না। আমাদের যে গৌরবমণ্ডিত রূপ আমার চোখের আগে ভাসে, বাস্তবে তার চেহারা খুঁজে পাই না। আর, প্রাণটার মধ্যে কেমন যেন করতে থাকে! খুব বেশী emotional rush (ভাবের আবেগ) আসলে কথা বলতে পারি না। কথা কত বলতে ইচ্ছে হয়, বলতে পারি না, কেমন যেন বাক্ রোধ হ'য়ে আসে। মাঝে-মাঝে ভাবি—ব'লেই বা কী হবে? কে আমার মনের অবস্থা বুঝে আমার কথামত কাজ ক'রে আমাকে একটু শান্তি দেবে এবং সপরিবেশ

নিজেও শান্তি পাবে ? আমি যা' আগে বলেছি, তা' করলে কিছুতেই আটকাতো না। ......আগে আমার যে-ই decision (সিদ্ধান্ত) হ'তো, সঙ্গে-সঙ্গে শরীরটা এমন হ'য়ে উঠতো যে তা' না ক'রে পারতাম না। কিন্তু আমি যখন থেকে শরীরের দিক্ দিয়ে অপারগ হলাম, তোমরা কিন্তু আমার হ'য়ে করলে না। কথাগুলি নিয়তির লোল-অঙ্কে লালিত হ'চ্ছে। জ্যান্ত মানুষ পেলাম না। জেনে-বুঝেও চরম বিপর্য্যয় বোধহয় এড়াতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখেমুখে ও কণ্ঠস্বরে গভীর বিষাদ ও নৈরাশ্যের ছায়া নেমে এলো। বিমর্ষ হ'য়ে ব'সে রইলেন।

কিছু সময় পরে উদ্দীপ্ত-ভঙ্গীতে বললেন—আমি যে কৃষ্টি-প্রহরীর কথা বলেছি, ঐটে যদি ভাল ক'রে organise (সংগঠন) করা যায়, তাহ'লে এখনও আশা আছে। স্বস্তিবাহিনী গ'ড়ে তুলতে হয়। তাদের কাজই হবে, সব অস্বস্তি ও অশান্তিকে নির্ব্বাপিত ক'রে দেশের-দশের স্বস্তিবিধান করা। স্বস্তিবাহিনীর জন্যও দরকার স্বস্তি-নায়ক। কৃষ্টিপ্রহরীর fund (তহবিল) যদি বেড়ে যায়, তা'-থেকে কলেজ, লাইব্রেরী, খবরের কাগজ, জেলায়-জেলায় ব্যায়ামাগার, defence-guards (রক্ষীদল) ইত্যাদি করা যায়।

৮-ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৫২ (ইং ২০। ২। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ব'সে আছেন। ভোলানাথদা (সরকার), প্রকাশদা (বসু), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), কুমুদদা (বল) প্রভৃতি কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যার যতই যোগ্যতা থাকুক না কেন, যোগ্যতার অহংকার যদি পেয়ে বসে, তাহ'লে কিন্তু ইষ্টকাজ ঠিকমত করতে পারে না। ইষ্টের প্রতি নতি ও আনুগত্য সব সময় অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। ঐটের ব্যত্যয় হ'লেই মানুষ balance (সমতা) হারিয়ে ফেলে। তখন পদে-পদে ভুল করে এবং অকৃতকার্য্যতাকে ডেকে আনে। শুনেছি, অর্জ্জুন রোজ যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে এসে সর্ব্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বন্দনা করতেন। রোজ রোজ জয়লাভ ক'রে তাঁর মনে অহংকারের উদয় হ'লো। একদিন যুদ্ধ থেকে ফিরে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বন্দনা না ক'রে সরাসরি মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—সখা! তোমার মুখ মলিন কেন ? শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন, অর্জ্জুন যে চরণ-বন্দনার কথা ভুলে গেছে, সেটা তার আত্মম্ভরিতার দরুনই। যা' হো'ক, শ্রীকৃষ্ণ বললেন—অনেকদিন দ্বারকায় যাইনি, তাই মন খারাপ লাগছে। এরপর অর্জ্জুনের শক্তি-সামর্থ্য ও বীরত্ব-সম্বন্ধে খুব প্রশংসা করতে লাগলেন এবং অর্জ্জুনও তা' বেশ relish (উপভোগ) করলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এখন যা' আছে, তুমি নিজেই তো পারবে। আমি একটু দ্বারকা থেকে ঘুরে আসি। এই ব'লে শ্রীকৃষ্ণ তো চ'লে-গেলেন, কিন্তু এরপর থেকে সামান্য-সামান্য ব্যাপারে অর্জ্জুনের ভুল হ'তে লাগলো। তিলপ্রমাণ বাধা পাহাড়প্রমাণ হ'য়ে উঠতে লাগলো। যতই চেষ্টা করেন, পরিস্থিতি

আরো জটিল হ'য়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণের কাছে বার-বার দূতমুখে সংবাদ পাঠান, কিন্তু তিনি আর আসেন না। এরপর অর্জ্জুনের আত্ম-বিশ্লেষণ সুরু হ'লো, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে চিঠি লিখে পাঠালেন—প্রভু! তুমিই যা'-কিছু করেছ, তোমার শক্তিতেই সব হয়েছে। আমি কিছু নই। আমার ভুল হয়েছিল, আমার অহংকার এসেছিল, তাতেই এই দুরবস্থায় পড়েছি। আমার ভুল এখন আমি বুঝতে পারছি। তুমি এই অবস্থায় পাশে এসে না দাঁড়ালে সব পণ্ড হবে। শ্রীকৃষ্ণ সেই চিঠি পেয়ে চ'লে আসলেন। তিনি একাধারে দর্পহারী ও আর্ত্তশরণ। আত্মম্ভরিতা বা অহংকারের প্রশ্রয় দেওয়া মানে প্রেষ্ঠের প্রভাবের এলাকার বাইরে চ'লে যাওয়া। তাই তিনি তখন স'রে দাঁড়ান—যাতে আমাদের বোধ গজায়। আবার, যখনই আমরা অনুতপ্ত হই, তখনই তিনি আমাদের টেনে তোলেন। অহংকারের দরুন যে জটিলতা আমরা সৃষ্টি করি, তা' তিনি সহজে সমাধান ক'রে দেন। তিনি স'রে দাঁড়ালে কী অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং কী-ভাবে তার নিরসন করবেন, সবটাই তাঁর ইয়াদে থাকে।

ভোলানাথদার সঙ্গে সৎসঙ্গের কাজ-কর্ম্ম-সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের ঋত্বিকদের দোষ, তারা শ্রেষ্ঠযাজী নয়। যেখানে তারা কেক পায়, সেখানেই তারা যায়। বেশীর ভাগই এইরকম। এতে তাদেরও যোগ্যতা বাড়ে না, movement (আন্দোলন)-ও এগোয় না। আজ পরিস্থিতির প্রয়োজনে কতরকম দায়িত্ব এসে পড়েছে, এতদিনে যা' করা উচিত ছিল, তার অনেক-কিছু করা হয়নি, এখন সব-কিছু তীব্রগতিতে ক'রে ফেলতে হবে। যা'ই করতে যাওয়া যাক্, তার জন্য চাই man (মানুষ) ও money (টাকা)। মুখ্য হ'লো মানুষ। মানুষের ভিতর-দিয়েই সব-কিছু গজায়। তাই, উপযুক্ত লোকের মধ্যে দীক্ষা বাড়াতে হবে। আজ organisation (সংঘ) বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু hand (কর্ম্মী) নেই উপযুক্ত। তাই সবটা confused (বিশৃংখল) ও diluted (ঘোলাটে) হ'য়ে যাচ্ছে। কাজ বিধিবদ্ধভাবে অগ্রসর হ'চ্ছে না। এখন immediately (অবিলম্বে) চাই hands (কর্ম্মী)। যা' করতে বলেছিলাম তা' করলে হরেন ভদ্র আজ খুন হ'তো না। এই সব nasty affair (কদর্য্য ব্যাপার) নিয়ে আপনাদেরও এত বেগ পেতে হ'তো না। আগে hands (কর্ম্মী) যোগাড় করলে, তারা আরো hands (কর্ম্মী) যোগাড় করতো। পুরনোদের মধ্যে more experienced (অধিক অভিজ্ঞ) যারা, তাদের বিহার এবং অন্যান্য প্রদেশে পাঠাতাম এবং এদিকে বাংলার প্রত্যেক জেলায় ১০ জন ক'রে থাকতো। মোটের উপর, সুলতান-সাহেবের চাটাইয়ের মত সারা ভারতে আন্দোলন ব্যাপৃত হ'য়ে পড়তো। এখন আমার শরীরের উপর কোন বিশ্বাস নেই। শরীরটা মনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না। আপনারা ঠিকমত করলে আমি দেখে যেতে পারতাম, জগৎও দেখে নিতো—প্রকৃত—freedom (স্বাধীনতা) কাকে বলে। কেউ তখন নিজেকে অসহায় ভাবতে পারতো না, প্রত্যেকেই দেখতো—সবাই তার পিছনে, সবাই তার আপনার। পরস্পর এমনি চলতো।

স্বাধীনতার পরিপন্থী যা', তা' রোধ করার জন্য কোন bloodshed (রক্তপাত)-এর প্রয়োজন হ'তো না। একটা সুইচ্ টিপলেই অধর্ম্মের কল বিকল হ'য়ে যেতো।

ননীদা—আর্য্যকৃষ্টির বিরোধী যারা, তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গেলে তো মা'র খেতে হবে, অথচ উদ্ঘাটন না-করলেও তো নয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমে মা'র খাওয়ার মত হ'লে চলবে কেন? যা' করণীয় তা' করতে হবে tactfully (সুকৌশলে) ও psychologically (মনোবিজ্ঞানসম্মত পন্থায়)। এণ্টনিওর বক্তৃতার নমুনা জান তো? তা'ছাড়া তোমরা তো কারও অকল্যাণ চাও না। ঠিকমত পরিবেষণ করতে পারলে তোমাদের কথা মানুষ শুনবেই। প্রবৃত্তি মানুষের যতই প্রিয় হো'ক, তাকে যদি অকাট্যভাবে দেখিয়ে দেওয়া যায় যে, ঐ প্রবৃত্তিই তার সত্তাকে গলা-টিপে মারছে, তখন সে সামাল না হ'য়েই পারে না। তবে কতকগুলি মানুষ এমন আছে যে, তাদের চেতনা যেন কিছুতেই জাগে না। তাদের কাছে প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণের কষ্ট যেন মৃত্যুকষ্টের চাইতেও ভয়াবহ। কিন্তু সত্যিই যখন মৃত্যুর মুখোমুখী হয়, তখন টের পায়, জীবনটা হারান কতবড় কষ্টের। তখন হয়তো আর নিস্তারের পথ থাকে না। কোনভাবে নিস্তার পেলেও পরে আবার হয়তো ভুলে যায়। প্রবৃত্তির হাতছানিতে আবার দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছুটে চলে।

৯ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৫২ (ইং ২১।২।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), স্পেন্সারদা, চুনীদা (রায়চৌধুরী), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), আশুভাই (ভট্টাচার্য্য), সনৎদা (ঘোষ) প্রভৃতি আছেন। কেষ্টদা 'Notes on Sire-index' ব'লে একটা বই প'ড়ে শোনাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খুব আগ্রহভরে শুনছেন। এইবার কৌলিন্য-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রকৃত কৌলিন্য যে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, এই কথাটাই অনেকে বোঝে না। কুলীন সব-দেশেই আছে। আমার মনে হয়, আমেরিকাতেও অনেক কুলীন আছে। যা' শুনি তা' থেকে মনে হয়, আমেরিকানরা serious affair (গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার)-কে in a playful spirit (প্রফুল্লচিত্তে) properly face করতে পারে (যথাযথভাবে সম্মুখীন হ'তে পারে)। তাদের আছে sportsman-like attitude (খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব)। তাদের মধ্যে যে কতখানি will (ইচ্ছা), acquisition (অধিগতি) ও determination (সংকল্প) সংহত হয়েছিল তা' এই যুদ্ধের আগে বোঝা যায়নি। কিন্তু অতি গুরুতর ব্যাপারও তাদের কাছে ছেলেপেলেদের কৌতুকাবহ খেলাধুলার আনন্দের মত—ভীষণ এবং দুরূহ ব'লে বোধ নেই তাদের। Strength of nerve (স্নায়বিক শক্তি) ও surplus energy (উদ্বৃত্ত শক্তি) না থাকলে এমনতর পারা যায় না।

১০ই ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৫২ (ইং ২২।২।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের বারান্দায় আছেন। বিজয়দা (রায়), গন্ধ (সরকার), লীলামা, টুলুমা, হেমপ্রভামা, রেণুমা প্রভৃতি কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গন্ধের সঙ্গে চাষবাস-সম্বন্ধে কথা বলছেন—জমি অযথা ফেলে রাখবি না। যেখানে যেটুকু জমি আছে, সেটুকু কাজে লাগাবি। কলা, মুলো, কচু, যা'ই অর্জ্জাস তাতেই সংসারের কিছুটা সাশ্রয় হয়। বেশী লাভের সম্ভাবনা নেই ব'লে, অল্প লাভের সম্ভাবনা যেখানে যা' আছে তা' কখনও নষ্ট করবি না। হাতের মধ্যে যেখানে যে সুযোগ আছে, তার সদ্ব্যবহার করতে থাকলে দেখা যায়, সুযোগ ক্রমশঃই বেড়ে যা'চ্ছে। আর, বেগার খাটা ভাল তবু ব'সে থাকা ভাল না। ব'সে না থেকে গাঁয়ের পাঁচ-বাড়ী যেয়ে হয়তো খোঁজ-খবর নিলি—কে কেমন আছে, কার কী-ভাবে চলছে—বুদ্ধি-পরামর্শ দিলি। এই সব মোড়োলি করলে নগদা-নগদি আয় হয় না বটে, কিন্তু মানুষগুলি কেনা হ'য়ে থাকে। এই যে বিনে-কড়ির বেসাতি, বেকায়দায় পড়লে এর দাম বোঝা যায়।

প্রফুল্ল—আমার একটা কথা মনে হয় এই যে, একজন সাধারণ মানুষ যদি পুরো-পুরি একনিষ্ঠ হয়, তাহ'লে কি সে সমগ্রভাবে আপনার ইচ্ছাগুলি পরিপূরণের ব্যবস্থা করতে পারে? এর মধ্যে যে এমন বহু-কিছু র'য়ে গেছে যার উপর তার কোন হাত নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু sincerity (আন্তরিকতা) থাকলে হবে না, adherence (টান) থাকা চাই,—পারে, ঈশ্বরকোটি পুরুষ হ'লে। সাধারণ মানুষও অনেকখানি পারে। তার acquisition (অধিগতি) দিন-দিন বেড়ে যায়। ভগবানের রাজ্যের ইতি নাই। মানুষ যখনই যে-কাজের সংস্রবে থাকে, সে-সম্বন্ধে responsible (দায়িত্বশীল) হ'লেই মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

প্রফুল্ল—বৃহত্তর আদর্শ পেলে তাঁর জন্য যা' করা যায় তার দরুন আত্মপ্রসাদের চাইতে যা' করা হয়নি তার জন্য ভিতরে একটা যন্ত্রণার বোধ থেকে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতেই তো মানুষ এগোয়। পিছনের ধাক্কা এবং সামনের টান মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলে।

প্রফুল্ল—আপনি কল্পনার (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী) কাছে চিঠি লেখার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছিলেন, এখন কি লিখবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে চশমা ও কাগজ-কলম আন্। (আনার পর লিখলেন)—

মা কল্পনা!

আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে!

তোমার চিঠি পেয়ে বড় সুখী হলেম। তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী তোমাকে খুব ভালবাসেন ও বাড়ীর আর আর সবাই তোমাকে আদর করেন, যত্ন করেন লিখেছ, জেনে

আমার এ দুর্ব্বল বুকটাও আনন্দে উথলে উঠেছে। তুমি অনেকদিন পরে তোমার হারানো মা পেয়েছ—এ-কথা তোমার চিঠিতে দেখে মনে হ'চ্ছে, স্বর্গের করুণা যেন আমাকে সোহাগ ক'রে গেল। পরমপিতার কাছে প্রার্থনা, তাঁরা যেন নিরাময় সুদীর্ঘ-জীবী হ'য়ে আনন্দময়কে তৃপ্তি ও পুষ্টির সহিত উপভোগ করতে থাকেন।

মানুষকে সেবা করতে হ'লেই তার মনের দিকে দৃষ্টি রেখে, উল্লসিত ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে বাহ্যপুষ্টির পরিবেষণ করতে হয়, তাতে মানুষ পায় মনের তুষ্টি ও শরীরের পুষ্টি, আর সেবা সার্থকই হয় সেখানে।

মেয়েদের শ্বশুর-শাশুড়ী ও তদূর্দ্ধতন যাঁরা, তাঁরাই কিন্তু বাস্তব জাগ্রত গৃহ-দেবতা। প্রত্যহ প্রথমেই যদি তাঁদের সেবাসম্বর্দ্ধনার ভিতর-দিয়ে আর যা' যা' করণীয়, সম্ভবমত যথাবিহিতভাবে ক'রে যেতে পার, মনে বল পাবে, শরীরে পুষ্টি পাবে, আর তা' হ'তেই শক্তি তোমাকে সবলা ক'রে উচ্ছল ক'রে ধরবে, হবে তুমি মূর্ত্তি-মতী লক্ষ্মী।

কল্পনা! মা আমার! আমি বহুকাল লিখি না। আর এ শ্লথ শরীর-মন যেন পেরেও ওঠে না, তাই আমি যদি তোমাকে নিজ হাতে চিঠি নাও লিখতে পারি, দুঃখিত হ'য়ো না।

আমার শরীর ভাল নয়। আর সবাই একরকম ভালই আছে। সবাইকে আমার নমস্কার দিও। তোমরা আমার বুকভরা স্নেহসিক্ত আশীর্ব্বাদ জেনো।

তোমারই দীন
জ্যাঠামহাশয়
"আমি"

১১ই ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৫২ (ইং ২৩। ২। ১৯৪৬)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় উপবিষ্ট। স্পেন্সারদা, শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), প্যারীদা (নন্দী), আশুভাই (ভট্টাচার্য্য), দেবুভাই (বাগচী), নিরুদা (রায়) প্রভৃতি কাছে আছেন।

স্পেন্সারদার সঙ্গে জীব-বিবর্ত্তন-সম্বন্ধে আলোচনা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Protoplasm (জীবনের মূলীভূত উপাদান)-এর psycho-physio-chemical evolution (মানস-শারীর ও রাসায়নিক বিবর্ত্তন) থেকেই নানাপ্রকার জীবের আবির্ভাব হয়। টিকে থাকার তাগিদ জীব-মাত্রেরই আছে। যে-পরিবেশে টিকে থাকবার জন্য যেমন দৈহিক ও মানসিক গঠন প্রয়োজন, তেমনতর দৈহিক ও মানসিক গঠন উদ্ভিন্ন ক'রে তোলার প্রয়াস প্রতিটি জীবের ভিতর দেখা যায়। এইভাবে জীবের আকৃতি বদলায়। যারা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না বা পরিবেশকে বাঁচার উপযোগী ক'রে আয়ত্তে আনতে পারে না, তারা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়।

স্পেন্সারদা—জীব-জীবনে যে এই পরিবর্ত্তন ঘটে, তা' কি কোন বাইরের উদ্ধর্বতন ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে, না ভিতরের জীবন-সম্বেগের ফলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা supercause (জগদতীত কারণ) cohesive fusional bliss (সংযোজনী মিলনানন্দ)-এর আকর্ষণে নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে নিয়ত এগিয়ে চলেছে। তাই, বাইরের ও ভিতরের দুই সম্বেগ ও শক্তি একাকার হ'য়ে কাজ করছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জাতির উন্নতি করতে গেলে একযোগে দুইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। একদিকে যেমন চাই acquisitional advancement (অধিগতির দিক্ দিয়ে অগ্রগতি অর্থাৎ বিদ্যা ও গুণার্জ্জনে উৎকর্ষ), অন্যদিকে তেমনই চাই biological enhancement (জীব-বিজ্ঞানগত বৃদ্ধি)। এর জন্য চাই correct matching (নিখুঁত বিবাহ)। বিয়ে ঠিক থাকলে biological basis (জীব-বিজ্ঞানগত ভিত্তি) ঠিক থাকে। তার উপর দাঁড়িয়েই বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী গুণ ও জ্ঞানার্জ্জনের পথ সুগম হয়। ঐটেকে ঘায়েল করলে জাতি আর দাঁড়াতে পারে না।

সতুদা (সান্যাল) রেলওয়ে ধর্ম্মঘট, কলকাতার দোকানদারের ধর্ম্মঘট এবং দেশের নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা-সম্বন্ধে আলোচনা করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমরা যদি organised (সংগঠিত) হ'তে, তাহ'লে ঠেকাতে পারতে। একটা মানুষেরও suffer করা (দুর্ভোগ ভোগা) লাগত না। গভর্ণমেণ্টের যাবতীয় যা'-কিছু বিভাগ অচল বা বিকল হ'য়ে পড়লেও তোমরা প্রয়োজনমত সুশৃঙ্খলভাবে কাজ চালিয়ে দিতে পারতে। মানুষ দেখতে পেত—দরদী সেবা ও শাসন কাকে বলে। আন্তরিক সেবাবুদ্ধি না থাকলে, লোকস্বার্থী না হ'য়ে আত্মস্বার্থী হ'লে শাসনের পরিকল্পনা সেখানে বৃথা।

১৫ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৫২ (ইং ২৭।২।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা এগারটার সময় মাতৃমন্দিরের পিছন-দিকে বকুল-গাছটির পাশে একখানি বেঞ্চিতে ব'সে আছেন। কাছে আছেন পাবনার ক্ষিতীশবাবু (বিশ্বাস), স্পেন্সারদা, পঞ্চাননদা (সরকার), ভবীমা, যুঁইমা, মঙ্গলদার মা প্রভৃতি।

Spiritualism (আধ্যাত্মিকতা) ও materialism (ভৌতিকতা) সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Spirit (আত্মা)-এর মধ্যে আছে spirare—to breathe (শ্বাস নেওয়া), বিশ্বাসের মধ্যেও আছে শ্বাস নেওয়া। যার উপর দাঁড়িয়ে প্রাণন-সম্বেগ এগিয়ে চলে তাকেই বলে আধ্যাত্মিক চলন বা বিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতার মধ্যে আছে অধি—আত্মিকতা, অধিকার বা অবলম্বন ক'রে চলা। যার প্রতিমুহূর্ত্তের শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থাৎ চিন্তা ও কর্ম্মপ্রয়াস পরমপিতার অনুবর্ত্তী হ'য়ে চলে তাকেই

বলে বিশ্বাসী মানুষ বা আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন মানুষ। এমনতর চলনে চলে যারা, জাগতিক উন্নতিও তাদের অবশ্যম্ভাবী। তাই, দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। এক-কথায়, এ-দুটো একই জিনিসের দুটো দিক্। বাস্তব ব্যাপার দুটো নয়। সব মিলিয়ে একটা।

ক্ষিতীশবাবু—আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য। আত্মনিয়ন্ত্রণ না হ'লে ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত থেকে যায়। সব দিক্‌কার সঙ্গতি হয় না। আমাদের বহু বৃত্তি আছে। তার মধ্যে ষড়রিপু প্রধান। এদের আবার বহু division (ভাগ) আছে। এইগুলির হুচাকিতে মানুষ ভুলে যায়। ভাল-মন্দ জ্ঞান থাকে না। Passion (প্রবৃত্তি) check (দমন) করতে পারে না। তাই, আমাদের বাইরে above-এ (ঊর্দ্ধে) এমন একজন superior (গুরুজন) চাই যাঁকে খুশি করার প্রলোভনে বৃত্তির প্রলোভন বা প্ররোচনা এড়িয়ে চলা যায়। সেই মানুষটির আবার শ্রেয়প্রাণতার ভিতর-দিয়ে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হওয়া চাই। এমনতর সক্রিয় শ্রেয়প্রাণ চলনাকে আমি বলি আধ্যাত্মিকতা। নইলে disintegration (ভাঙ্গন) আসে। Individuality (অখণ্ডতা) গজায় না। Passionate crave (প্রবৃত্তি-রঙ্গিল আকাঙ্ক্ষা) বা ambition (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) থেকে মানুষ যত বড়ই হো'ক না কেন, তাতে আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা জাগে না। তাই আকাশ-পাতাল ঢুঁড়েও শান্তি পায় না। আর, যে নিজেই শান্তি পায়নি, সে অন্যকেই বা শান্তি দেবে কী ক'রে? হয়তো অনেক ক্ষমতার অধিকারী হ'য়ে মানুষকে গুঁতিয়ে নিয়ে বেড়ায় ও নিজেও গুঁতো খায়।

১৬ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৫২ (ইং ২৮।২।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। ননীবাবু (চৌধুরী), সুবোধদা (সেন), যোগেনদা (সরকার), দেবেনদা (সরকার), প্রভাসদা (চৌধুরী), রামাদা (জোয়ার্দ্দার), রমাদা (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি কাছে আছেন।

ভারতের স্বাধীনতা-সম্বন্ধে কথা উঠেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ব্রিটিশের এমন conservative (রক্ষণশীল) রকম যে একটা কল্যাণকর নতুনতর decision (সিদ্ধান্ত) ক'রেও তা' সহজে রূপ দিতে চায় না, বিশেষতঃ যদি তার সঙ্গে নিজের স্বার্থত্যাগের প্রশ্ন জড়িত থাকে। ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করবেই, কিন্তু ভারতকে এমন তিক্ত-বিরক্ত ক'রে সেটা করবে যে ভারতের তখন তার প্রতি আর কোন sympathy (সহানুভূতি) থাকবে না। ওরা আমাদের সংহতিহীনতা ও অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিতে ছাড়বে না। আশু সুবিধার লোভে আমরা যদি আপোষরফা করি বা ঐ ফাঁদে পা দিই, তাহ'লে কিন্তু চিরকাল পস্তাতে হবে। ওরা যে-সব কূটচা'ল চালে, তার উপর এককাঠি বাড়া চা'ল চালবার

লোক নেই আমাদের দেশে। যে যতই বুদ্ধিমান হো'ক, সে যদি একান্ত ইষ্টনিষ্ঠ না হয়, আত্মস্বার্থপ্রতিষ্ঠার ধান্ধা যদি তার থাকে, তাহ'লে তার বুদ্ধি ঘোলাটে হ'য়ে ওঠে। গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে ঠিক চা'ল চালতে পারে না, প্রবৃত্তির তলছাটানে ভুল ক'রে বসে। তাই, নেতা হ'তে গেলে গুরুনিষ্ঠা, গুরুভক্তি প্রথম প্রয়োজন। যে মূর্ত্ত সৎ-এ বদ্ধ নয়, সে অসৎ-প্রভাব এড়িয়ে তাকে সতের দিকে টানবে কী ক'রে? তবে এ-কথা ঠিকই—অন্যের ক্ষতি ক'রে নিজের ভাল হয় না। ব্রিটিশ যদি ভারতের ক্ষতির বুদ্ধি নিয়ে চলে, তাতে ব্রিটিশই পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ব্রিটিশ যদি ভারতের বন্ধু হ'য়ে থাকে, তাহ'লে ওদেরই লাভ বেশী। ভারত যদি সংস্থ ও সমৃদ্ধ হয়, তবে ইংরেজ এদেশ ছেড়ে গেলেও তাদের সাধ্যমত দেখতে কসুর করবে না। সে ঐতিহ্য ও উদারতা ভারতের আছে। ভারতের প্রত্যেকটা পরিবারের থেকে ভালবেসে একমুঠো ক'রে ভাত যদি ওদের দেয়, তাহ'লে সেই ভালবাসার দানে ওদের ভেসে যায়। খাঁকতি কিছু থাকে না। ভারতকে পদানত ক'রে রাখলে যা' পায়, তার থেকে বেশী পায়। আরো পায় মানুষগুলির শুভেচ্ছা ও হৃদয়। সেটা কি কম লাভ? ওরা কি তা' বোঝে? না, সেই বুদ্ধি ওদের আছে?

১৮ই ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৫২ (ইং ২। ৩। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের পিছনে দিকে বকুলতলায় একখানি বেঞ্চিতে ব'সে আছেন। আকুদা (অধিকারী) কাছে ব'সে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলছেন। তথা-কথিত শক্তিমান ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যারা ভয় দেখিয়ে মানুষকে দাবিয়ে রাখতে চায়, মানুষের ভাল না ক'রে তাদের পীড়ন করতে চায়, তারা কখনও প্রকৃত শক্তিমান নয়। তাই অন্যকে দুর্ব্বল ক'রে রেখে তাদের উপর নিজেদের শক্তি জাহির করতে চায়। প্রকৃত শক্তিমান যারা, তারা অন্যকে শক্ত-সমর্থ ক'রে তুলবার জন্য নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করে। সামনে কেউ বড় হ'য়ে যাচ্ছে দেখলে যারা ঈর্ষ্যাকাতর হ'য়ে ওঠে, তারা ভিতরে-ভিতরে ছোট ও ইতর। সমকক্ষদের যারা সহ্য করতে পারে না, তারাও অল্পবিস্তর ঈর্ষ্যাকাতর ও দুর্ব্বল, কারণ, তাদের সব সময় ভয়, পাছে বুঝি কেউ তাদের ছাড়িয়ে যায়। এ-সবগুলি আর্য্যলক্ষণ নয়, তা' তারা যতই হোমরা-চোমরা হো'ক। তাদের দিয়ে কোন বড় কাজ হয় না।

আকুদা—আপনি তো সবাইকে নিয়ে উন্নতির পথে উল্কার মত ছুটতে চেয়েছিলেন, তা' তো হ'লো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই ঠিক আছে, শুধু একটা মানুষের মত মানুষ হ'লে হয়। Powder is ready (বারুদ প্রস্তুত)। সে-ই পারবে যে আমার কথা fulfil (পূরণ) করার জন্য যা'-যা' করা লাগে করতে রাজী থাকবে। তা' না ক'রে আমার কথা ignore

(উপেক্ষা) ক'রে যদি নিজের খেয়াল চালায়, সে নিজেও পড়বে, আর দশজনকেও ফেলবে। In toto (পুরোপুরি) comply (পূরণ) করা লাগবে। সেখানে কোন compromise (আপোষ) নয়, কোন bend (বাঁক) নয়। বৃত্তিবাগী, vanity (দম্ভ)-ওয়ালা মানুষ পারবে না। অবশ্য জন্মগত বিশেষ সম্পদ্ না থাকলে হয় না। সুনিষ্ঠ হ'লেও যার আধার যেমন, সে তেমনি পারে। তোরও কি ক্ষমতা কম ছিল ? কিন্তু করলি না তো ! চললি না তো ! তেমনি ক'রে যদি চলতিস্—জলুস কী মানুষ দেখতো, ওকালতি কী তা'ও দেখতো, leader (নেতা) কী, তা'ও মানুষ দেখে নিতো।

কথাগুলি ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাণকাড়া স্নেহবিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আকুদার পানে। সেই অপরিমেয় স্নেহস্পর্শে আকুদারও চোখ ছলছল ক'রে উঠলো।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায়। বেরতীদার (গৃহঠাকুরতা) সঙ্গে কথা হ'চ্ছে। চরকার ব্যাপক প্রচলন-সম্বন্ধে কথা উঠেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চরকার প্রয়োজন আছে, কিন্তু ও-সম্বন্ধে কোন obsession (অভিভূতি) ভাল না। দেখতে হবে কোন্টা আমাদের পক্ষে কতখানি profitable (লাভজনক)। Utility (উপযোগিতা) বুঝে গুরুত্ব দিতে হবে। আমি হ'লে সর্ব্বাগ্রে জোর দিতাম irrigation (সেচ)-এর উপর। তাতে Agriculture (কৃষি) ও health (স্বাস্থ্য) দুই-ই ভাল হ'য়ে উঠতো। চাষা তার কাস্তেকুড়ে লাঙ্গল-গরু নিয়ে মাঠে যেয়ে ডাবাহুঁকোয় টান দিয়ে মনের হরিষে ক'ষে লাগাতো চাষ, আর, মা-লক্ষ্মীর দয়ায় দোয়াড়ে ফসল ফলতো—ধান, কলাই, সরষেয় গোলা ভ'রে যেত। তখন আর চোরাকারবারের প্রয়োজন হ'তো না। মানুষ দুবেলা দুটো পেটভ'রে খেয়ে বাঁচতো। পেট ঠাণ্ডা থাকলে মাথাও ঠাণ্ডা থাকতো। কথায় বলে অন্নবস্ত্র। আগে অন্ন পরে বস্ত্র। পেট ভরা থাকলে ল্যাংটো হ'য়েও আড়ালে-আবডালে একটা দিন কাটাতে পারে। কত টাকা কতদিকে যায়। লেগে বেঁধে করলেই হয়। আর প্রয়োজন ছিল Hydro-electric (জল-বিদ্যুৎ)-এর। তিস্তা-দামোদর-ব্রহ্মপুত্র থেকে এটা করা যেত। Electricity (বিদ্যুৎ) সারা দেশ ছেয়ে ফেলতো। তখন ছোট-ছোট যন্ত্রসাহায্যে ঘরে-ঘরে কুটিরশিল্প ও প্রয়োজনমত বড়-বড় কলকারখানা সহজে চালু করা যেত। অবশ্য, কুটিরশিল্প যত বেশী হয় ততই ভাল। মানুষ যত আত্ম-নির্ভরশীল হয়, ততই মঙ্গল। চাকরী ছাড়া যাদের পথ নেই, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা যতই থাক্, আদতে কিন্তু তারা হতভাগ্য ও কিছুটা অযোগ্য। এমন ক'রে শিক্ষা দেওয়া লাগে, যাতে চাকরী করার প্রয়োজন না হয় বা বেকার না হ'তে হয়। চাকরী যারা করবে, তাদেরও এমনতর যোগ্যতা ও অভ্যাস আয়ত্ত থাকা দরকার, যা'তে তারা চাকরী না ক'রেও স্বাধীনভাবে কিছু ক'রে দাঁড়াতে পারে। এমনতর ক্ষমতা থাকলে চাকরীর খাতিরে বিবেক-বিরুদ্ধ চলনে চলা লাগবে না। নিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্ব ঠিক রেখে চলতে পারবে।

রেবতীদা—বরাবর চাকরী ক'রে এখন তো ভাবতেই পারি না স্বাধীনভাবে কী ক'রে দাঁড়াতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওই তো চাকরীর প্রধান পাপ। মাথাটাকে খাম ক'রে দেয়। Auto-initiative risk and responsibility (আত্ম-প্রবর্ত্তনীয় ঝুঁকি ও দায়িত্ব) ঘাড়ে নেবার মত willingness and boldness (ইচ্ছা ও সাহস) থাকে না। পরের অধীনে চাকর না হ'লে আমার পেট চলবে না, মানুষের মর্য্যাদার পক্ষে এটা বড় হানিকর। অমনতর শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে না। ঐ শিক্ষা ভিতরে-ভিতরে ক্লীবত্বদুষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুর চৌকির উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে শুয়ে ছিলেন। তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্তসমস্তভাবে বললেন—দেখ্‌তো, দেখ্‌তো—ও হঠাৎ ব'সে পড়লো কেন!

আগন্তুক লোকটি নিজেই বলল—পায় একটু লেগেছে। এমন কিছু না। এই ব'লে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো। লোকটি মাতৃমন্দিরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্যারীদাকে (নন্দী) বললেন—ওকে ডিস্‌পেন্সারীতে নিয়ে যা। আলোর মধ্যে ভাল ক'রে দেখ। দরকার হ'লে কোন ওষুধ দিয়ে দিবি। হয়তো লজ্জা পেয়েছে, তাই ব্যথার কথা খুলে বলছে না। তা' না হ'লে যেতে-যেতে হঠাৎ ব'সে পড়ল কেন?

প্যারীদা তখনই গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উৎকণ্ঠিত-চিত্তে ব'সে আছেন। একটু পরে প্যারীদা আসতেই জিজ্ঞাসা করলেন—কী খবর? বেশী লাগেনি তো?

প্যারীদা—খালি পায় যাচ্ছিল। একটা ইটে লেগে একটু ছড়ে গেছে। একটু আইডিন দিয়ে দিয়েছি। ভাবনার কোন কারণ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইটে যখন ছড়ে গেছে তখন ওখানে নিশ্চয়ই কোন ইটের মুখ ছুঁচোল হ'য়ে আছে। এখনই টর্চ্চ ধ'রে দেখে ঠিক ক'রে দে গিয়ে।

প্যারীদা আরো দুই-একজনের সাহায্য নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত কাজ ক'রে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন—এইবার তামুক সেজে নিয়ে আস। তামুক খেতে-খেতে গল্প করি।

প্যারীদা তামাক সেজে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে বলছেন—বুঝলে প্যারী! ডাক্তারী-সম্বন্ধে আমার মত কি জান? রোগী তার কষ্টের কথা না বলতেই ডাক্তার তার হাবভাব দেখে ধ'রে ফেলবে—কী তার কষ্ট। তখন ডাক্তার তার কষ্টের লাঘব তো করবেই। সঙ্গে-সঙ্গে যথাসম্ভব চেষ্টা করবে—সে বা আর কেউ যাতে অমনতর কষ্ট না পায় অর্থাৎ পরিবেশ বা পরিস্থিতির ভিতর যদি ঐ কষ্টের কারণ বর্ত্তমান থাকে, এবং তা' যদি নিরাকরণ করার মত হয়, তাও নিরাকরণ করতে চেষ্টা করবে। ডাক্তারের

কিছুটা যাজনমুখর হওয়া লাগে। অজ্ঞতার দরুন, অশিষ্ট অভ্যাসের দরুন, সদাচারের অভাবের দরুন অনেক রোগ হয়। যাজন ক'রে-ক'রে ওগুলি সারিয়ে দিতে হয়। শুধু prescription (ব্যবস্থাপত্র) করাই ডাক্তারের কাজ নয়। চিকিৎসক হ'তে গেলে রোগ ও রোগীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট যা'-কিছু ব্যাপক ও গভীরভাবে ভেবে দেখতে হয়। তখন পট ক'রে clue (সংকেত) পেয়ে যাবে। শরীরের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ, শরীর-মনের সঙ্গে heredity, family life, environmental condition ও profession বা occupation (বংশগতি, পারিবারিক জীবন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জীবিকা বা কর্ম্ম) জড়ান। তাই দেখ, কতখানি জ্ঞান দরকার, কতখানি দৃষ্টি দরকার। দরদ থাকলে আপনা থেকেই মাথা খেলে। আমার যে কাশীপুরের পথে একজনকে বোয়াল-মাছ নিয়ে যেতে দেখে তার পরবর্ত্তী অবস্থা ও তার ওষুধের চিত্র মনে জেগেছিল, সেটা কিন্তু অলৌকিক কিছু নয়। মানুষের সম্বন্ধে sincere interest (আন্তরিক স্বার্থবোধ) জাগলে, তোমাদেরও অমনি হবে। তোমার প্রীতি-উদ্দীপী প্রাণদ চাউনি দেখেই রোগীর অর্দ্ধেক রোগ সেরে যাবে। প্যারী তখন পিয়ারী হ'য়ে যাবে। প্রণয়িনীর মত প্রিয় হ'য়ে উঠবে সবার কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের রসান্বিত উপমায় উপস্থিত দাদা ও মায়েদের অধরকোণে চাপা হাসির চঞ্চলরেখা ফুটে উঠলো। প্যারীদা সলজ্জ গরবে পুলকিতচিত্তে মুখখানি নীচু ক'রে রইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে একটা জরুরী টেলিগ্রাম-সম্বন্ধে খোঁজ নিতে বললেন।

প্রফুল্ল ফিলানথ্রপী অফিস থেকে খবর নিয়ে এসে জানাল—শুনলাম, টেলিগ্রামটা অফিসে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথা শুনে বললেন—যা, খুঁজে বের ক'রে নিজে গিয়ে দেখ্‌গে। এটা second-hand knowledge (অন্যের মাধ্যমে জানা), first-hand knowledge (নিজে জানা) হ'লো না।

২১শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ৫। ৩। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে মাতৃমন্দিরের পিছনদিকে বকুল গাছটির পাশে একখানি বেঞ্চিতে ব'সে আছেন। এমন সময় বগুড়ার জননেতা শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ রায় ও সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত আসলেন। ওঁরা এসেছেন খবর পেয়ে খেপুদা, বঙ্কিমদা (রায়), প্রমথদা (দে) প্রভৃতি আসলেন।

নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনারা যে যে-বাদীই হউন, জীবনকে বাদ দিয়ে কিন্তু কোন বাদ নেই, জীবনের জন্যই যা'-কিছু। কোন বাদের কোন দাম নেই যদি তা' জীবনকে সব দিক্ দিয়ে সমৃদ্ধ ও উন্নত না করে। সেই সব বাদের থেকে জীবন অনেক বড়, অনেক দামী। এই জীবনের জোয়ার আসে যাতে তাই করেন—ব্যষ্টি ও সমষ্টি,

অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ইত্যাদির সঙ্গতি ক'রে। হুজুগে মেতে গিয়ে মূল খোয়ালে কিন্তু সর্ব্বনাশ। আমাদের দেশের একটা বিশিষ্ট ধারা আছে, সেই ধারাটা ভুললে চলবে না। Eugenics (সুপ্রজনন)-কে ignore (উপেক্ষা) ক'রে যে reform (সংস্কার)-ই করি, তাতে কোন কাজ হবে না। Instinctively (জন্মগত সংস্কারের দিক্ দিয়ে) যে অমানুষ, টাকা দিয়ে তাকে মানুষ করা যাবে না। আবার, good and valorous instinct (ভাল পরাক্রমী সহজাত-সংস্কার)-ওয়ালা একটা মানুষ যদি দরিদ্রও হয়, তাহ'লেও বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে তেড়েফুঁড়ে বেরোবেই। এই হ'লো প্রকৃতির নিয়ম।

যতীনবাবু—কৃষ্টি ও সংস্কৃতি যদি হারাই, তাহ'লে আমাদের আর থাকলো কী? তোমরা যে-কৃষ্টি নিয়ে আছ, এতে আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনও পরোক্ষভাবে অগ্রসর হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম মানে তাই যাতে মানুষ পরিবার, পরিজন ও বৃহত্তর পরিবেশকে নিয়ে বাঁচতে পারে, বাড়তে পারে। আর, কৃষ্টি মানে তারই কর্ষণা। তাই ধর্ম্ম-কৃষ্টি সবারই বাঁচার ভূমি।

খেপুদার সঙ্গে কথা হ'লো—বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্রে polling booth (ভোট-গ্রহণ-কেন্দ্র) হবে।

এই সব কথাবার্ত্তার পর ওঁরা প্রীত হ'য়ে বিদায় নিলেন।

২২শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৫২ (ইং ৬।৩।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। সুশীলদা (বসু), শ্রীশদা (রায়চোধুরী), নিবারণদা (বাগচী), গোপেনদা (রায়), মহিমদা (দে) প্রভৃতি অনেকেই আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ ইংরাজীতে কয়েকটি বাণী দিয়েছেন। প্রফুল্লকে সেইগুলি প'ড়ে শোনাতে বললেন। পড়ার পর সেই সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হ'লো।

একটা বাণীতে আছে—

Unsanctimonious adjustment of sex-urge drives the fortune to meaningless success. (যৌন-সম্বেগের অশুচি নিয়ন্ত্রণ ভাগ্যকে সার্থকতাহীন সাফল্যের দিকে প্রধাবিত করে।)

এই প্রসঙ্গে বললেন—একজন হয়তো ভালবাসায় বিফল হ'য়ে তার ঈপ্সিত মেয়েটির মনে একটা পরিতাপ ও জ্বালা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়ে ভীমকর্ম্মা হ'য়ে খুব কৃতী হ'য়ে দাঁড়ালো। এই যে কৃতিত্ব, এর কোন দাম নেই, কারণ, এটা কাউকে সার্থক করে না। যে কৃতী হ'লো সেও এতে কোন তৃপ্তি বা শান্তি পায় না। ফলকথা, যাতে being (সত্তা) down (নিচু) হয়, loser (ক্ষতিগ্রস্ত) হয়, shattered (বিধ্বস্ত) হয়, belittled (ছোট) হয়—সেই কামকুহেলিই খারাপ। খারাপটাকে indulgence

(প্রশ্রয়) দিলে মন দুৰ্ব্বল হয়, শরীর ভেঙ্গে পড়ে, জীবনে জ্বালা-যন্ত্রণা বেড়ে যায়।

ময়মনসিংহ থেকে একজন বিশিষ্ট লোক এসেছেন আগামী নির্ব্বাচন-উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ নিতে। এসে তিনি একবার দেখা ক'রে গেছেন। আবার এখন এসেছেন। প্রণামান্তে বললেন—আপনার আশীর্ব্বাদ তো রইল আমাদের।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিনীতভাবে বললেন—আশীর্ব্বাদ নয়, পরমপিতার কাছে প্রার্থনা। প্রার্থনা আমার, আপনারা সুখে-শান্তিতে সুস্থদেহে দীর্ঘদিন বেঁচে-বর্ত্তে থাকুন, শুভ-সাফল্য আপনাদের নন্দিত করুক, আপনারা দেশের-দশের মঙ্গলবাহী হ'য়ে উঠুন। তবে কামনা আমার এই যে, society (সমাজ) যেন anti-becoming (বিবর্দ্ধন-বিরোধ)-এর দিকে না যায়, কৃষ্টি যেন মারা না পড়ে। সাধু-সজ্জন ও সৎসঙ্গ যেন আপনাদের support (সমর্থন) পায়। সৎসঙ্গ মানে জীবন-বৃদ্ধিতপা সংস্থা। যা' মানুষকে বাঁচায়-বাড়ায়, তাকে বাদ দিয়ে কিছু হয় না। তাকেই বলে ধর্ম্ম। সৎসঙ্গের দাঁড়াই হ'ল ধর্ম্ম। কর্ম্ম বাদ দিয়ে ধর্ম্ম হয় না। সবাইকে নিয়ে বাঁচতে-বাড়তে গেলে করতে হবে তাই, যাতে বাঁচা যায়, বাড়া যায়। জনসাধারণকে তার জন্য তৈরী করতে গেলে অনেক-কিছু করণীয় আছে। করণীয়গুলি আমাদের সামনে কেঁদে-কেঁদে বেড়াচ্ছে, উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে তারা তুষ্টি পাচ্ছে না, পুষ্টি পাচ্ছে না। অন্ততঃ বাংলা দেশটাকে যদি গ'ড়ে তুলতে পারেন, তাহ'লে একটা বিরাট কাজ হয়। স্বাধীনতার movement (আন্দোলন)-ই বেরিয়েছে বাংলা থেকে। বাংলার crown (রাজমুকুট) যে উন্নত বৈশিষ্ট্য ও উদাত্ত মনুষ্যত্ব, তা' যদি কেউ কেড়ে নেয় তবে সব বালুর চরে শুকিয়ে যাবে। আপনাদের success (সাফল্য) meaningless (নিরর্থক) হ'য়ে যাবে। বাংলা যদি ক্ষুণ্ণ ও খর্ব্ব না হয়, বাংলা যদি তাজা থাকে, তবে মরুভূমিতেও সে প্লাবন নিয়ে আসতে পারবে। বাংলা যদি ঠিক থাকে, তাতে সারা ভারতই উপকৃত হবে। ভারত যদি ঠিক থাকে, তাকে দিয়ে সারা জগৎ উপকৃত হবে। বাংলা হ'লো দুনিয়ার অভ্যুদয়ের চাবিকাঠি। আমার এ কথাকে গোঁড়ামি মনে করবেন না।

নবাগত ভদ্রলোক—আপনার কথা শুনে মনে খুব আশা হয়। সৎসঙ্গের সঙ্গে আমাদের তো কোন পার্থক্য নেই, বরং আপানারা যে গঠনমূলক দিক্ নিয়ে আছেন সেটা কংগ্রেসেরই প্রধান কাজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উন্নতির কল্পনা আছে, আশা আছে, সেই অনুযায়ী ভেবেও সুখ, ক'রেও সুখ। তাই, সেই আদর্শসেবী কল্পনার পরিচালনা ছেড়ে দেব কেন ?……… লোকের পূরণ-পোষণ বাদ দিয়ে তো politics (রাজনীতি) হয় না। লোককে বাঁচান চাই-ই, বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী প্রতিটি ব্যষ্টিকেই পূরণ করা চাই-ই। তাকেই বলে রাষ্ট্রধর্ম্ম—রাজনীতি। মানুষ যত সময় দ্বিজ না হয় অর্থাৎ গুরুগতচিত্ত না হয়, তত সময় অন্যের প্রাণন ও পূরণ-পোষণের প্রকৃত সেবক হ'তে পারে না। কারণ, ততদিন সে প্রবৃত্তির ঠেলায় চলে। কখন যে সে কী করবে তা' সে নিজেই জানে না, নিজেই

বোঝে না। এক-এক সময় সে এক-এক মানুষ। এক-কথায়, তার ব্যষ্টি-ব্যক্তিত্বই ফোটে না, তখনই ঐ ব্যক্তিত্ব ফোটে যখন সমস্ত complex (প্রবৃত্তি)-গুলি ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপরায়ণ হয়। ব্যষ্টিব্যক্তিত্ব হ'লে তারই consummation (চরম পরিণতি) হয় সমষ্টি-ব্যক্তিত্ব। এই হ'লো রাজনীতির চুম্বক কথা।……আধ্যাত্মিকতা মানে অবলম্বন ক'রে চলা। যে যা' বা যাকে অবলম্বন ক'রে চলে, তার আধ্যাত্মিকতা সেই স্তরের। সেইজন্য অবলম্বনটি হওয়া চাই সত্তাসম্বর্দ্ধনার প্রতীক। তাঁকেই বলে ইষ্ট বা আদর্শ। ইষ্টকে মুখ্য ক'রে না-তুললে জনসেবার সামর্থ্য বা অধিকার হয় না। তাই রামকেষ্ট ঠাকুর বলেছেন চাপরাশ পাওয়ার কথা।

সুশীলদা—কংগ্রেসেরও তো একটা আদর্শ আছে। কংগ্রেসকর্ম্মীরা তো সেই আদর্শকে মেনে চলতে চেষ্টা করেন। তাতে কি হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা মানুষ চাই। কংগ্রেস তো একটা মানুষ নয়, কংগ্রেস একটা active field (কর্ম্মভূমি)। ঐ রকম কিছু দিয়ে adjustment (নিয়ন্ত্রণ) mathematically (গাণিতিকভাবে) সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু বাস্তবে হয় না। বিশেষ কতকগুলি চাহিদা ও কল্পনার complex (প্রবৃত্তি)-ই সেখানে ideal (আদর্শ)। তাই একটা rocket-like-run ((হাউইবাজির মত গতি) হ'তে পারে, কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণ, প্রবৃত্তির অভিভূতি হ'তে মুক্তি বা প্রকৃত স্বাধীনতা আসে না। আমরা সব সময়ই চলছি at the cost and exploitation of the being (সত্তার বিনিময়ে এবং তাকে শোষণ ক'রে)। পরাধীন হ'য়েই আছি। নিজেরা স্ব বা সত্তার অধীন নই ব'লে, এক-কথায়, প্রবৃত্তির অধীন ব'লে স্ব বা সত্তার অধীন যিনি অর্থাৎ প্রবৃত্তির অধিপতি যিনি, আমার বাইরে তেমন কাউকে আঁকড়ে ধরা লাগে। তাঁকে ধ'রে চলার পথে অনেক দ্বন্দ্ব আসে, আলো-আঁধার অতিক্রম করতে হয়, ওঠাপড়া চলতে থাকে। টান যদি থাকে, সবটা perforate (ভেদ) ক'রে চরিত্রে সঙ্গতির সূত্র অবিচ্ছিন্ন ও দীর্ঘ হ'য়ে চলে।

স্পেন্সারদা—এখানে কেউ পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে তো complete (পূর্ণ) হয় না। ইচ্ছা ও চলন থাকে, কখনও-কখনও ফস্কে যায়। পরে যত নেশা চেপে যায়, তত পথ পরিষ্কার হয়।

স্পেন্সারদা—কেউ কি হয়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়েছে বই কি?

প্যারীদা—এখানকার কেউ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরকে দেখে কী হবে? নিজেকে দেখলেই হয়। সেইটেই আমাদের সম্পদ্। অবশ্য বেশী খতাতে যেও না। ভাব, বল, কর।

বর্দ্ধমানের একটি দাদা তাঁর মানসিক অবসাদের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Depression (অবসাদ)-কে আমল দিলে আরো ঠেসে ধরে। (হাতে তুড়ি দিয়ে দেখিয়ে) তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে হয়। মনে যদি গেড়েও বসে,

তা'ও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে জোর ক'রে কৃত্রিমভাবে হ'লেও স্ফূর্ত্তিজনক কাজকাম ও চিন্তা নিয়ে মেতে উঠতে হয়। এতে কোন্ সময় মনের হাওয়া বদলে যায়, তার ঠিক নেই।

প্রমথদা (দে)—অনেক সময় স্ফূর্ত্তির সঙ্গে কিছু করবার মত সম্ভাবনা থাকে না। তখন কী করা?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তখন আর কী করা? দাঁতমুখ চেপে ঘাপটি মেরে প'ড়ে থাকতে হয়। বেকায়দা কি চিরকাল থাকে? দুঃখের পর সুখ, রাতের পর দিন আসেই। তবে এৎফাঁক খুঁজতে হয়। একটা শেয়াল একবার জালের মধ্যে প'ড়ে যেয়ে প্রথমে লাফালাফি করতে লাগল। ভাবল, যদি ছিঁড়ে বেরোতে পারে। কসরত ক'রে যখন পারল না, তখন হতাশ হ'য়ে পড়ল। ভাবল, ব্যাধ এসে পড়লে তো মৃত্যু অবধারিত। তখন সে এক ফন্দী আঁটল মাথায়। মরার মত ভান ক'রে প'ড়ে রইল। নড়েও না, চড়েও না। এত সন্তর্পণে নিঃশ্বাস ফেলে যে পেটের ওঠানামা টের পাওয়া যায় না। ব্যাধ তো ভাবল, শেয়ালটা ম'রে প'ড়ে আছে। তাই জাল তুলতে লাগল। এই ফাঁকে শেয়াল আজও দৌড়, কালও দৌড় (বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে কুটিপাটি, হাসতে-হাসতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল)। যা' করবে সাঁই, কারও মনে নাই। মতলব আঁটতে হয়—ঘাপটি মেরে প'ড়ে থেকেও যা' করার তা' করবই। শেয়াল যে শেয়াল, তারও দেখ কত বুদ্ধি! বলা নেই, কওয়া নেই—মার দৌড়। (আবার হাসি)। ফাঁক পেলেই অমনি অবসাদ থেকে আনন্দের রাজ্যে দৌড় মারতে হয়। কাঁহাতক কুঁচকে থাকা যায়? আর শালা! ওতে লাভই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুরের মনমাতানো সান্নিধ্যে সবার যেন এক আনন্দের নেশা লেগে গেছে। আসনসিদ্ধ যোগীর মত এক-একজন মেরুদণ্ড সোজা ক'রে ব'সে আছেন। জাগ্রত চোখে-মুখে গভীর ইষ্টতন্ময়তার অমৃত-আবেশ।

প্রমথদা—মানুষ তো বুঝতে পারে না যে তারা সুনিয়ন্ত্রিত নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক পায়ই। কিন্তু ভুলটাকে ভুল ব'লে বুঝেও স্বীকার করতে চায় না, শোধরাতে চায় না। অনেকে এত স্থূল প্রকৃতির যে বুঝতেই পারে না। যারা সদ্‌গুরুকে ধরেছে, আগ্রহ নিয়ে অল্পবিস্তর অনুশীলন ক'রে চলছে, তারা ভুলটাকে অপেক্ষাকৃত সহজে ধরতে পারে। তবে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন না হ'লে ভুলের প্রতি আসক্তি ও মমতা যায় না। ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠাই হ'লো ভবসমুদ্রের compass (দিক্-নির্ণয়যন্ত্র)। নিজের স্বার্থ ও নিজের প্রতিষ্ঠা কিন্তু নয়। ঐ সম্বেগ ভুলের পরিপোষক। ওকে আশ্রয় ক'রেই প্রবৃত্তিগুলি প্রভুত্ব করার সুযোগ পায়।

প্রমথদা—কী-ভাবে চললে দেশের সেবা ভাল ক'রে করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেশের সেবা মানে তো আদেশকর্ত্তার সেবা। তাতেই তো সত্যিকার দেশের সেবা হয়। শম্বুক তো এক-সময় দেশের সেবা করতে চেয়েছিল। দৃষ্টা-

পুরুষের বৈশিষ্ট্যপালী বিধির ধার না ধেরে সে সবার তথাকথিত সমান অধিকারের বাণী প্রচার করতে লাগল। তার ফলে অনেকে হীনত্ববশতঃ নিজের কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে 'অব্যাপারেষু ব্যাপারম্' করতে লাগল। এতে সমাজে নানা বিশৃংখলা শুরু হ'লো। চাষবাস, শিল্প-বাণিজ্য বিপর্য্যস্ত হ'য়ে গেল। দেশে দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু দেখা দিল। প্রজারা তখন রাজার কাছে সরাসরি যেতে পারত। তারা সবাই রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে দুরবস্থার কথা জানাল। রামচন্দ্র cabinet (মন্ত্রিসভা) নিয়ে বসলেন। পরে তাঁরা তথ্য অনুসন্ধান ক'রে দেখলেন, শম্বুকের অজ্ঞান-প্রসূত হীনত্ব-প্ররোচিত প্রচেষ্টার ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি। সে মুখে ধর্ম্মের কথা বলে, রামচন্দ্রের কথা বলে—কিন্তু আদতে বিরোধী চলনে চলে। লোককল্যাণকে ব্যাহত করার জন্য বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে হুকুম দিলেন তাকে মেরে ফেলতে। রামচন্দ্র তো নারাজ। কিন্তু বশিষ্ঠ নাছোড়বান্দা। অতঃপর রামচন্দ্র বাধ্য হ'লেন তাঁর আদেশ মানতে। বাহ্যতঃ বশিষ্ঠকে মনে হয় অতি বড় কঠোর। আমিও ভাবি, না মেরে পারলে ভাল হ'তো। কিন্তু বশিষ্ঠও কম দয়ালু নন। তিনি ভাবলেন সমগ্র সমাজের স্থায়ী মঙ্গলের কথা। অন্তরে গভীর বেদনা নিয়ে অমঙ্গলের মূলোচ্ছেদ করলেন। বাঁচাবাড়ার ব্যাপারে সবারই সমান অধিকার—তা' কিন্তু বৈশিষ্ট্যকে উল্লঙ্ঘন ক'রে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে বিপর্য্যয় সৃষ্টি ক'রে নয়। বৈজ্ঞানিকেরই কেবল মর্য্যাদা আছে, একজন কৃষকের যে কোন মর্য্যাদা নেই, তা' কিন্তু নয়। বৈজ্ঞানিকেরও কৃষক না হ'লে চলে না, কৃষকেরও বৈজ্ঞানিক না হ'লে চলে না। পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। এই বোধ নষ্ট ক'রে যে কৃষকটির বৈজ্ঞানিক হবার মতো কোন সম্ভাবনা নেই, কিংবা সম্ভাবনা থাকলেও যদি তা' কৃষির মাধ্যমে ছাড়া ফোটবার না হয়, তাকে কৃষিকাজ ছাড়িয়ে বৈজ্ঞানিক ক'রে তুলতে চাইলে সে নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সমাজকেও ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে। সেবার নামে ভগবদ্দত্ত শক্তির এই অপচয় করার অধিকার আমাদের নেই। তাই দ্রষ্টা আদেশকর্ত্তার দরকার, যিনি প্রতিটি ব্যক্তিকে তার বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাব্যতা-অনুযায়ী পরিচালিত করতে পারেন। হীনত্ববোধ জাগিয়ে, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, আক্রোশকে উত্তেজিত ক'রে মানুষকে misled ও fallen (বিভ্রান্ত ও বিভ্রষ্ট) ক'রে কোন লাভ নেই। স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হ'লে মানুষের ইহকাল, পরকাল, নিজের জীবন, পরবর্ত্তী বংশধরদের জীবন, বর্ত্তমান সমাজ ও ভাবী সমাজ সবই ক্ষয়খিন্ন হ'য়ে চলে। তাই তা' পাপ। পাপ মানে যা' পালন থেকে পতিত করে। শ্রীকৃষ্ণের সময়ও ছিলেন দুর্ব্বাসা। তিনিও কম disturbance (গোলমাল) create (সৃষ্টি) করেননি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এমন social reshuffling (সামাজিক পুনর্বিন্যাস) ক'রে দিয়ে গেলেন যে up to Buddha (বুদ্ধ পর্য্যন্ত) সমাজ peacefully (শান্তিপূর্ণভাবে) চলল।

এইবার ময়মনসিংহের ভদ্রলোকটি বিদায় নিলেন।

প্রফুল্ল—সেই আমলের বিশেষ কোন বিবরণ তো পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যদি স্বস্তি ও স্বচ্ছন্দে থাকে, বিশেষ কোন বিভ্রাট যদি না ঘটে, তাহ'লে সেটা সাধারণতঃ একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ব'লে লিপিবদ্ধ হবার কথা নয়। তাছাড়া, অনেক জিনিসের ইতিহাসই আমাদের দেশে স্পষ্ট নয়। একদিকে বিস্ময়কর বড় বড় আবিষ্কার, ঐশ্বর্য্যের আমদানি, নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—অন্যদিকে মানুষের unadjusted life (অনিয়ন্ত্রিত জীবন) ও তার জন্য ক্রমাগত সমস্যার সৃষ্টি ও বিধ্বস্তি—এমনতর গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক যুগের থেকে adjusted progress (নিয়ন্ত্রিত উন্নতি) যে-যুগে মানুষের জীবনকে শান্তি ও তৃপ্তিতে ভ'রে তোলে—উত্তেজনাশূন্য কর্ম্মমুখরতার ভিতর-দিয়ে—তা' ঢের ভাল। প্রবৃত্তির flogging-এ (বেত্রাঘাতে) ভীমকর্ম্মা হ'য়ে নিজেকে ও আর-দশজনকে উৎক্ষিপ্ত ক'রে তোলার চাইতে plain living ও high thinking (সরল জীবন ও উচ্চচিন্তা) অনেক ভাল। শ্রেয়ের প্রতি টানের ভিতর-দিয়ে যে adjusted character ও activity (নিয়ন্ত্রিত চরিত্র ও কর্ম্ম) গজায়—তাই-ই মঙ্গলের দূত। আমরা যদি এখনই adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হই, তবে ২০। ২৫ বছরের মধ্যে এমন কাণ্ড ঘটবে যে জগৎ স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে। তা' না ক'রে আমরা 'বিনশ্যতি'র দিকে চলেছি। আমরা বর্ণাশ্রমকে নিন্দা করি। কিন্তু আমরা জানি না, বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকের অধিগম্য যে ব্রাহ্মণত্ব তা' কত বড় মহান্ আদর্শ। ঐটে হ'লো progression (উন্নতি)-এর climax (চূড়ান্ত)। মানুষের উন্নতির দুটি পথ। একটা বীর্য্যোৎকর্ষ, আর-একটা তপস্যা। দুইদিকে যদি নজর না থাকে কিছুই হবে না। Higher quality (উন্নততর গুণ)-গুলি এতখানি আয়ত্ত করতে হবে যাতে সেগুলি সন্ততির মধ্যে সহজভাবে ঢুকে যায় অর্থাৎ বর্ত্তায়। উচ্চস্তরের চরিত্র ও যোগ্যতা-সম্পন্ন মানুষ breed করার (জন্ম দেবার) capacity (শক্তি) যদি সমাজে না বাড়ে, তাহ'লে অবস্থার পরিবর্ত্তন হবে না। গরু-ঘোড়ার বেলায় আমরা কত করি। মানুষের বেলায় যে কিছু করবার আছে, তা' তো আমাদের মাথায় ঢোকে না। পশুদের প্রজননের বেলায় sire-index (বংশ-পরিচয়) দেখে compatible mating (সুসঙ্গত মিলন) ঘটাই। কিন্তু মানুষের মিলনের বেলায় যা' খুশি তাই করি। তার মানে, আমরা মানুষকে জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও কম মূল্যবান মনে করি, বা তাকে জন্তু-জানোয়ারের থেকেও অধম ক'রে তুলতে গররাজী নই। আমাদের পশু-সুলভ প্রবৃত্তির চাহিদা মিটলেই হ'লো। আর চাই কী? সমাজ বাঁচুক আর মরুক—তাতে আমাদের কী?

অত্যন্ত জোরের সঙ্গে কথাগুলি বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন। এত গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করলেন যে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করা সম্ভব হ'লো না। একে-একে অনেকেই উঠে পড়লেন। সবাই মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করলেন, দেশে বিবাহ-নীতির ব্যত্যয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর কত গভীরভাবে মর্ম্মাহত।

২৩শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৫২ (ইং (৭ । ৩ । ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ব'সে আছেন। নিবারণদা (বাগচী) এসে প্রণাম করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—কাল ঐ ভদ্রলোক তোদের খুব সুখ্যাতি ক'রে গেলেন। লোকের মুখে তোদের প্রশংসা শুনলে আমার একটা আত্মপ্রসাদ হয়। তোদের নিন্দা করি আমি, কিন্তু সমস্ত জগৎ প্রশংসা করে, কারণ, তারা অল্পতেই সন্তুষ্ট, আমি কখনও অল্পতে সন্তুষ্ট নই। আমার আরো-আরোর অন্ত নেই। মানুষ বলে, তোদের মত sincere worker (খাঁটি কর্ম্মী) নেই। কিন্তু আমি বলছি, তোমাদের sincerity (আন্তরিকতা) যতটুকু আছে, ওতে হবে না। আরো sincere (খাঁটি) হওয়া চাই। যা'ই কর, initiation-এর camp-এ (দীক্ষার শিবিরে) weak (দুর্ব্বল) থাকলে হবে না। এইটেই হ'লো fundamental work (মূল কাজ)। ওর উপর দাঁড়িয়ে আর যা'-কিছু। তোমাদের এত কাজ, অথচ তোমরা worker (কর্ম্মী) recruit (সংগ্রহ) কর না। এতে কিন্তু তাল সামলাতে পারবে না।

২৪শে ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৫২ (ইং ৮ । ৩ । ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আশ্রম-প্রাঙ্গণে একখানি বেঞ্চিতে ব'সে আছেন। গ্রামের মুসলমান বাছেরকে লক্ষ্য ক'রে সস্নেহে বললেন—তোদের প্রত্যেকের বাড়ী দালান হ'লে আমার খুব আনন্দ হ'তো। ইট-কাটা, ইট-পোড়ান, পাহারা-দেওয়া—এসব দায়িত্ব তোমাদের, আর কয়লা-ইত্যাদি যোগাড়ের দায়িত্ব এদের। দেখি যদি পরমপিতা সুযোগ দেন।

২৫শে ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৫২ (ইং ৯ । ৩ । ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের বারান্দায়। নরেনদা (পাল), গিরিজাদা (মুখোপাধ্যায়), সনৎদা (ঘোষ), পঙ্কজদা (সান্যাল), টালার মা, সুষমা-মা, সৌদামিনীমা, বিন্দুমা প্রভৃতি কাছে আছেন।

সহকর্ম্মীদের নিয়ে কেমনভাবে চলতে হবে, সেই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর নরেনদাকে বলছেন—যাকে নিয়ে কাজ করবে, তার merit (গুণ) ও defect (দোষ) দুই-ই জানা থাকা ভাল। ভালর দিকে উৎসাহ দিতে হয়, ঐটেই বাড়িয়ে তুলতে হয়। Defect (দোষ) দেখে ঘাবড়ে যেতে নেই বা অসহিষ্ণু হ'তে নেই। কারও প্রতি ভালবাসার টানে মানুষ যদি তার defect (দোষ) নিজে না শোধরায়, তবে শুধু শাসন বা ভৎ'সনায় কারও defect (দোষ) তাড়ান যায় না। চরিত্রটাকে তাই শ্রদ্ধার্হ ক'রে তোলা লাগে। তোমার যদি শ্রদ্ধার্হ চরিত্র থাকে, তবে তোমার প্রতি শ্রদ্ধার ভিতর-দিয়ে, তোমার সাহচর্য্যে যারা থাকে, তাদের পরিবর্ত্তন হ'তে পারে। Co-

worker (সহকর্ম্মী)-এর defect (দোষ)-এর জন্য তুমি suffer (কষ্ট) করতে রাজী থাকবে, কিন্তু মেজাজ খারাপ ক'রে কাজটাকে suffer করতে (ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে) দেবে না—এমনতর সহ্য, ধৈর্য্য, ও সংকল্প চাই। ঐ রকম দেখলে মানুষের দুর্ব্বলতা একদিন কাবু হ'য়ে পড়ে। ভিতরে ভাল জিনিস যদি থাকে, তবে একদিন অনুতাপ আসে। শাসন করতে গেলে সময় বুঝে করা চাই। সর্ব্বদা খিটখিট করলে কাজ হয় না। Be good, do good and do to have good (ভাল হও, ভাল কর এবং ভাল পেতে যা' করতে হয় তা' কর)। ভাল হ'লে এবং ভাল করলে সে সব সময় ভাল পাবে, তা' নয়—পরিস্থিতির মধ্যে ভালমন্দ মিশে থাকে, তার ভিতর থেকে ভালটা খুঁটে নিতে হবে, ভালটা খুঁটে নেওয়ার কায়দা জানা চাই। খনির ভিতর থেকে শুধু সোনা পাবে, তাই নয়, মাটিও পাবে, সোনাটা বেছে নিতে হবে। অহেতুকভাবে মানুষকে ভাল না বাসলে, মানুষের অহেতুক ভালবাসা পাওয়া যায় না। অহেতুক ভালবাসার ভিতর-দিয়েই মানুষ ত্রাণ পায়।

গিরিজাদা—আশা না রেখে করাই তো ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশা না রেখে করা ভাল, কিন্তু যা' পেতে চাও, তদনুযায়ী করা লাগে, যাতে পাওয়াটা অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে। তোমার নিজের কোন আশার বালাই না থাকতে পারে, কিন্তু ইষ্টের আশাটা তো তোমাকে পূরণ করতে হবে। আঘাত পেয়ে পিছিয়ে গেলে হ'টে যেতে হয়। আর, হ'টে যে গেলে, তাতে যা' করলে সেটাও ব্যর্থ হ'লো। আমি কত অনাহূত আঘাত পাচ্ছি—দেখছ না ? তবু কি আমি হাল ছাড়ি ?

সনৎদা—করাটা আমাদের হাতে, কিন্তু পাওয়াটা অনেকখানি পরের হাতে। ঐখানেই মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পর ছাড়া তো উপায় নেই। আপনি তো কিছু নিয়ে জন্মেননি, শুধু কতকগুলি traits (চারিত্রিক লক্ষণ) ছাড়া। আপনার বাঁচার আহরণীক্ষেত্র হ'লো আপনার beyond-এ (বাইরে)। আপনি যেখান থেকে পাচ্ছেন, সেখানটাকে যদি তুষ্ট, পুষ্ট, সুস্থ, শক্তিশালী না করেন, পাওয়া হবে কী-ভাবে ? ভগবান সবার উৎস, তাঁরই সব। তাঁর কাজের প্রয়োজনে দিতে হ'লে যদি খতাতে বসি, পাওয়া বন্ধ হ'য়ে যায়। এই যে বাল্‌বগুলি জ্বলছে, (হাত দিয়ে দেখালেন), এর পিছনে তো একটা উৎস আছে। সেখানকার জোগান না পেলে জ্বলে কী ক'রে ? বিহিত করা বিহিত পাওয়াটাকে ডেকে আনে। করা আর পাওয়া লক্ষ্মী-নারায়ণের মত। যেমন ক'রে যা' করবেন, পাওয়াটাও তেমনিভাবে হবে।

বিধানসভার প্রার্থীদের মধ্যে একজন তার নির্ব্বাচনকেন্দ্রের অবস্থা ও নিজের প্রস্তুতির বিষয় চিঠিতে জানিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ চেয়ে পাঠিয়েছেন।

প্রফুল্ল চিঠির মর্ম্ম সবিস্তারে বলায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে যে-বেগে কাজ করেছে এখন তার দশগুণ বেগ ও বীর্য্য নিয়ে কাজ করুক। একচুল এদিক্-ওদিক্

যেন না হয়। টাকার মানুষের উপর যেন নির্ভর না করে—নিজের দায় ব'লে যারা খাটবে, তেমন কর্ম্মীর কথায় জোর হয়। Ask him to be prepared with all his might and management, with all tricks and tactics (সমগ্র শক্তি ও পরিচালনা সুকৌশলে সংহত ক'রে তাকে প্রস্তুত হ'তে বল), যাতে কিনা success undoubtedly sure (কৃতকার্য্যতা নিঃসংশয়িতভাবে নিশ্চিত) হ'য়ে যায়। কোন এলাকা-সম্বন্ধে লোকের কানকথায় বিশ্বাস না ক'রে যেন ব্যক্তিগতভাবে সেখানকার বাস্তব অবস্থা-সম্বন্ধে mathematical accuracy (গাণিতিক যথার্থতা) নিয়ে সব তথ্য আহরণ করে। মরদের মত লাগুক। ডরান আমি পছন্দ করি না। ওটা বড় insulting (অপমানজনক)।

দেশের নানা ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিদ্বেষ-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এটা ঠিক জেনো, প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা মানুষের interest (স্বার্থ), প্রত্যেকটা community (সম্প্রদায়) প্রত্যেকটা community (সম্প্রদায়)-এর interest (স্বার্থ), প্রত্যেকটা province (প্রদেশ) প্রত্যেকটা province (প্রদেশ)-এর interest (স্বার্থ), একটা hemisphere (গোলার্দ্ধ) আর-এক hemisphere (গোলার্দ্ধ)-এর interest (স্বার্থ)। Interdependence (পারস্পরিক নির্ভরশীলতা) যেই নষ্ট হবে, সেই সব collapse করবে (ধ্বংসে যাবে)। বর্ণটাও natural (প্রাকৃতিক) ব্যাপার। শুধু গাছ দেখলে হয় না। কতরকমের গাছ আছে। আমগাছ, বকুলগাছ, আলাদা। আমগাছ দিয়ে বকুলগাছের কাজ হয় না। বকুলগাছ দিয়ে আমগাছের কাজ হয় না। আমেরও দরকার আছে, বকুলেরও দরকার আছে।

নিভৃতনিবাস-পুনর্নির্ম্মাণের কাজকর্ম্ম ঠিকাদারকে দিয়ে করাতে গিয়ে যে-সব বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হ'য়েছে, সুশীলদা সেই সম্বন্ধে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে বললেন—আর-একজনের হাতের মধ্যে গিয়ে পড়াটা আমি কখনও পছন্দ করি না। জানবেন—যারা responsibility (দায়িত্ব) নিয়ে duly (বিহিত-ভাবে) work (কাজ) করে না, তাদের মাঝেই গোলমাল আছে।

হেমপ্রভামাকে একটা নতুনপদ রান্না করবার পদ্ধতি ব'লে দিয়েছেন। সেই-বিষয়ে রেণুমাকে বললেন—দেখে আয় তো হেমপ্রভা কী করে।

ভোগের সময় হ'য়ে এল ব'লে সবাই উঠে পড়লেন।

২৬শে ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৫২ (ইং ১০।৩।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ব'সে আছেন। অনেকেই কাছে আছেন। টাটানগরের নগেনদার (সেন) সঙ্গে কথা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কর্ম্মী জোগাড় করা বিশেষ দরকার। তা' করতে গেলে প্রধানতঃ তিনটি জিনিসের উপর নজর রাখতে হবে। দেখতে হবে তা'র sincere

adherence (আন্তরিক নিষ্ঠা), common sense (সাধারণ বুদ্ধি) ও adventurous spirit (অভিযানপ্রবণ সাহসী মনোবৃত্তি) আছে কিনা। এইগুলি থাকলে responsive tenor (সাড়াপ্রবণ ধাঁজ) হয়। নতুন-নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন-নতুন মানুষের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে গেলে বুকে বল ও সাহস চাই। সে-সাহসের ভিত হ'লো conviction (প্রত্যয়) ও তা' সবার মধ্যে সঞ্চারিত করবার জন্য প্রবল উম্মাদনা। কেউ যদি মানুষের দুঃখ দূর ক'রে ইষ্টের মুখে হাসি ফোটাতে চায়, এবং সে যদি স্থিরনিশ্চয় হয় যে ইষ্টকে অনুসরণ ক'রে চললে মানুষের দুঃখ ঘুচবেই, তখন কি সে জনে-জনে সবার কাছে ইষ্টের কথা না বলে পারে ? সে বলে—'আমারে কিনিয়া লহ, ভজ গৌরহরি।'

২৮শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ১২। ৩। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের বারান্দায়। নয়ননন্দন নন্দদুলালটির মত আপন আনন্দে বিভোর হ'য়ে ব'সে আছেন। চোখে-মুখে শিশুর পবিত্র হাসিমাখা সারল্য। কোন উদ্বেগ নেই, দুশ্চিন্তা নেই, লিপ্ততা নেই, অহমিকার লেশমাত্র চেতনা নেই। নিটোল, নির্ম্মল, সহজ তন্ময়তাময় আনন্দের ছবি। জগৎ যেন কোন নিরানন্দের তুলি বোলাতে পারেনি বিধাতাপুরুষের আঁকা সেই অনুপম, অনবদ্য তনুছবিখানিতে। দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হয়। ভক্তিবিনম্রচিত্তে পরম সুন্দরকে প্রাণের প্রণতি জানাতে দুর্দ্দমনীয় অভিলাষ হয়। সেই অভিলাষের অনুপ্রেরণায় সবাই এসে প্রণাম করছেন। অনেকে প্রণাম ক'রে চলে যাচ্ছেন। সুশীলদা (বসু), উমাদা (বাগচী), সতুদা (সান্যাল), প্রভাসদা (চৌধুরী), প্রফুল্লদা (চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতি কয়েকজন কাছে বসলেন।

থিয়েটার ও সিনেমা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের আমোদ-প্রমোদের প্রতি একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছেই। ওগুলি এমন ক'রে করা লাগে যাতে মানুষ ওর থেকে জীবনের উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে। মধ্যে-মধ্যে আমোদ-প্রমোদ দরকার। কিন্তু দেশের লোকের nerve (স্নায়ু)-গুলি যদি এমন অসাড় হ'য়ে পড়ে যে নিত্য-নূতন artificial stimulus (কৃত্রিম উত্তেজনা) ছাড়া তার মন চাঙ্গা থাকে না, তাহ'লে সেটা কিন্তু একটা শুভলক্ষণ নয়। প্রত্যেকের ভিতর একটা আনন্দের খনি আছে, সেখান থেকে মণিমুক্তা খুঁড়ে-খুঁড়ে তুলতে হয়। তাতে নিজেরও সুখ, অন্যেরও লাভ।

প্রফুল্ল—মানুষের তো বৈচিত্র্যের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে। একটা সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ থেকে, মনের দিক্ থেকে ছাড়া বাইরের দিকে বৈচিত্র্য-উপভোগের সুযোগ কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর মিষ্টি ক'রে একটু হাসলেন। পরে সস্নেহে বললেন—দূর পাগল ! Creative urge ও creative genius (সৃজনমুখী আকুতি ও প্রতিভা) থাকলে

মানুষ ঠায় ব'সেই কত create (সৃষ্টি) করতে পারে। সে যা' করে তার মধ্যেই বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে,—নিত্যনূতন কায়দায় খোঁজে how to fulfil purpose to the principle more and more (কেমনভাবে আদর্শসেবী উদ্দেশ্যকে আরো-আরো পূরণ করা যায়)। এই ধান্ধাই তাকে গতানুগতিকতা ও একঘেয়েমী থেকে মুক্ত ক'রে দেয়। তার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় ও মন থাকে active ও alert (সক্রিয় ও সজাগ)। তাই, বৈচিত্র্য ও নূতনত্বের বোধ ও উপভোগ তার কখনও কমে না। অনুসন্ধিৎসা তার সাথের সাথী। সে ক্রমাগত চেষ্টা করছে, চিন্তা করছে, এগিয়ে যাচ্ছে। তপস্যা-পরায়ণ যে, তা'র কাছে কি জীবন কখনও পুরনো হয়? নিজের এবং নিজের আশপাশের মধ্যেই সে দেখতে পায় এমন কিছু, যে-দেখার শেষ নেই। একটা সিনেমায় যেয়ে দু'ঘণ্টা সময় কাটানর চাইতে সে বরং তখন আর পাঁচটা মানুষের মধ্যে নূতন-কিছু infuse (সঞ্চারিত) করার মত্ততা উপভোগ করবে। আবার এক-আধ সময় যে সিনেমায় যাবে না, তা'ও নয়। সেখানে গিয়েও আহরণ ক'রে আনবে ইষ্টসেবার উপাদান। দেশ-বিদেশে যে সে যাবে না, তা' নয়—তবে তার ব্রত-উদ্‌যাপনের জন্য যখন যা' প্রয়োজন তখন তাই-ই করবে। সেজন্য যদি কোথাও ব'সে যেতে হয়, তাতেও তার আপত্তি নেই। আর যদি ক্রমাগত ঘুরতে হয়, তাতেও তার ক্লান্তি নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান ও চশমাটি চাইলেন।—এনে দেওয়া হ'লো।

অভিধান থেকে কি যেন একটা শব্দ দেখলেন। পরে হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন।

খুকু গাড়ু থেকে হাতে জল ঢেলে দিলেন। তারপর গামছাখানি শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাত মুছে-ফেলে গামছাখানি দিয়ে দিলেন। গামছাখানি যথাপূর্ব্ব গাড়ুর উপর ভাঁজ ক'রে রেখে দেওয়া হ'লো।

৩০ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৫২ (ইং ১৪।৩।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের পিছনে দিকে বসেছেন। কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), নলিনীদা (মিত্র) ও মেদিনীপুরের হিন্দুমহাসভার প্রার্থী কাছে আছেন।

মেদিনীপুরের ভদ্রলোক নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পারবেন কিনা ভেবে দেখেন। দাঁড়ালে successful (কৃতকার্য্য) হওয়াই চাই। নির্ব্বাচনের ব্যাপারে যা' হো'ক না হো'ক, সত্যিকার কাজ যাতে হয় তাই করেন। সন্ন্যাসী type (ধরণ)-এর worker (কর্ম্মী) recruit (সংগ্রহ) ক'রে সারা দেশময় net-work (জাল) ছড়িয়ে ফেলা চাই। চারাতে হবে মহৎ চরিত্র, তার জন্য তেমনতর চরিত্রবান লোক চাই। সংকীর্ণ স্বার্থ নিয়ে যারা মত্ত, তাদের দিয়ে কিছু হবে না।

মেদিনীপুরের ভদ্রলোক—আপনাদের এখান থেকেই অনেক-কিছু হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই প্লাবনের মধ্যে আত্মরক্ষা করতে পারলে সবই হবে।

মেদিনীপুরের ভদ্রলোক—আপনার আশীর্ব্বাদ চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্ব্বাদ মানে বিধিবাদ, অনুশাসনবাদ। বিধিমাফিক করার ভিতর-দিয়েই আশীর্ব্বাদ সফল হয়। কাল আছে আর ভগবান আছেন, কাল সব সাঙ্গ করার তালে আছে। কালের কারসাজি অতিক্রম করতে গেলে ভগবানের শরণাপন্ন হ'তে হবে। কালের প্রভাবে আজ chastity (সতীত্ব) ব'লে কথা নেই, প্রতিলোম বিয়ে encouraged (উৎসাহিত) হ'চ্ছে, বর্ণধর্ম্ম আমরা মানি না। এ-সব হ'লো সর্ব্বনাশের লক্ষণ। যদি লোকের ভাল করতে চান তবে তাদের প্রবৃত্তিকে উস্‌কিয়ে তুলবেন না, তাদের প্রবৃত্তির কথায় সায় দেবেন না। যাতে তাদের ভাল হয়, তাই বোঝাবেন, তাই ধরাবেন, তাই করাবেন। তা' করতে গিয়ে প্রথমটা যদি persecution (পীড়ন)-ও আসে, তা'ও হাসিমুখে সহ্য করবেন। কিন্তু স্বার্থের খাতিরে গোঁজামিল দিয়ে popularity (জনপ্রিয়তা) seek করতে (খুঁজতে) যাবেন না। ওর মধ্যে কোন vital elation (জীবনীয় উদ্দীপনা) খুঁজে পাবেন না।

মেদিনীপুরের ভদ্রলোক—হিন্দুসমাজ আজ গো ও নারী-রক্ষায় অক্ষম।

শ্রীশ্রীঠাকুর (আবেগের সঙ্গে)—কারণ, integration (সংহতি) ব'লে কিছু নেই, Ideal (আদর্শ) ব'লে কিছু নেই। হিন্দু সমাজে পূর্ব্বতন প্রত্যেকটি অবতার-মহাপুরুষকে মানার কথা আছে। কেষ্টদার কাছে শুনেছি, 'পূর্ব্বেভিঃ প্রথমেভিঃ' কি সব কথা আছে যেন। আমি মুখ্যু মানুষ, আমার আবার সব কথা ভাল ক'রে মনেও থাকে না, উচ্চারণও হয় না। ওসব আপনারা ঠিক ক'রে নেবেন। আমার কথা হ'লো—প্রত্যেক সম্প্রদায়কে যদি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের asset (সম্পদ) ক'রে তুলতে না পারি, তাহ'লে হিন্দুত্বই বহাল রইল না। ধর্ম্মের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্বন্ধ নেই। ধর্ম্মের কারবার বাঁচাবাড়া নিয়ে। ধর্ম্মের রূপ দেখতে পাই যাঁদের মধ্যে, তাঁদের বলি Ideal (আদর্শ)। বিভিন্ন যুগে Ideal (আদর্শ) যাঁরা আসেন, তাঁরা মূলতঃ এক কথাই বলেন রকমারিভাবে। তাই এঁদের মধ্যে বিভেদ করা চলে না। একজনকে মানলে সবাইকে মানতে হয়। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যিনি তাঁকে। বর্ত্তমান যিনি তিনি পূর্ব্বতন প্রত্যেকের জীয়ন্ত বেদী। Theory of evolution (বিবর্ত্তনবাদ) যদি মানি তবে এ জিনিস না মেনে উপায় নেই। গায়ের জোরে যদি বিজ্ঞানকে, বৈজ্ঞানিক বিধিকে অস্বীকার করতে যাই, তাহ'লে কি পার পাব? অজ্ঞতাবশতঃ যদি অমৃত মনে ক'রে পটাসিয়াম সায়নাইড খাই, তাহ'লে কি তা'র ফল এড়াতে পারব? কী পাগলামি?—ধর্ম্ম আমরা মানব না, Ideal (আদর্শ)-কে স্বীকার করব না—তবু বাঁচব, তবু বাড়ব। একি ঝকমারি বুদ্ধি নয়? তাইতো এত ক'রেও ফক্কা। ব্যক্তি বা জাতির জীবনে integration (সংহতি) ব'লে

কিছু নেই। আর, এই integration (সংহতি) না থাকলে ব্যক্তিগত বা জাতি গত উন্নতি ও শক্তি সুদূরপরাহত।

হিন্দুমহাসভার প্রার্থী—হিন্দুসমাজের মধ্যে এখনও আপনাদের মত মহাপুরুষের আবির্ভাব হ'চ্ছে। এতেই মনে হয়, আমাদের খুব আশা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—ভগবান করাটা শোনেন। শুধু কথায় তিনি কর্ণপাত করেন না। God created man after His own image (ভগবান মানুষকে নিজের প্রতিরূপ ক'রে সৃষ্টি করেছেন)। মানুষের চলার পথই হ'লো ভগবান। তাঁকে নিয়েই যা'-কিছুর সার্থকতা। নইলে সব নিরর্থক। শুধু তাই নয়। তাঁকে কৃতিসৌষ্ঠবের ভিতর-দিয়ে অবলম্বন ক'রে চলাই জীবন। আর তাই-ই হ'লো প্রকৃত ভজন যা' লোকসেবার ভিতর-দিয়ে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে। এগুলি ignore (উপেক্ষা) করলে হয় জীবনের অপলাপ। Ignore (উপেক্ষা) ক'রে যা' হবার তা' হ'চ্ছে। অনেক করেছেন. কিন্তু প্রত্যেকের জন্য কি করলেন? ক'জন মানুষ ব্যক্তিগত-ভাবে বোধ করে যে আপনার কাছ থেকে পাওয়ার মত কিছু পেয়েছে—যার উপর দাঁড়িয়ে সে মহৎজীবনের পথে হাত বাড়াতে পারবে? শুধু হৈ চৈ ক'রে কিছু হবে না। মানুষকে কিছু সম্বল দেন। যোগ্য হো'ক তারা। Relief (সাহায্য) দিয়ে-দিয়ে invalid (পঙ্গু) ক'রে দেবেন না। আত্মশক্তির উদ্বোধন যাতে হয়, তাই করেন। অনুপ্রেরণা জাগান—কন, আবার সঙ্গে-সঙ্গে করেন। কওয়া যদি করাকে অনুসরণ না করে, সে-কওয়া ফাঁকা। এই হ'লো আমার নিবেদন। আমি কই, নামলে পরে পারাই চাই। হ'টে আস্‌লে আরো খারাপ হবে। আর, নিজে যদি না-ই দাঁড়ান, যারা দাঁড়াবে তারা যে দলেরই হো'ক, তাদের মাথায় এইটে ভাল ক'রে ঢুকিয়ে দেবেন যে ভগবান, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্য এক-কথায় বাঁচাবাড়ার spine (মেরুদণ্ড) তারা যেন ঠিক রেখে চলে। যে-দলই হো'ক, লোকের সবদিক্‌কার ভাল করলে, আপনি বা আমি কখনও তার বিরোধী হ'তে পারি না। কিন্তু anti-becoming (বিবর্দ্ধন-বিরোধিতা) যেখানে যা' আছে তা' আমাদের রুখতেই হবে। নইলে সত্তার সঙ্গেই শত্রুতা করা হবে।………দাঁড়ায়ে হ'টলে anti-becoming (বিবর্দ্ধন-বিরোধিতা) established (প্রতিষ্ঠিত) হ'তে যাবে। আপনাদের হাতে যদি ৪ খানা কাগজ থাকত, তাহ'লে দেখতেন, কাজ কত এগিয়ে যেত। কাগজের জোর একটা মস্ত জোর।

হিন্দুমহাসভার প্রার্থী—জয় না হ'লেও দাঁড়ান ভাল নয় কি? এই উপলক্ষে আমাদের কথাগুলি তো মানুষের কানে যাবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি, নারীর মর্য্যাদা ইত্যাদি হ'লো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই ভিত্তির উপরই জাতি বাঁচে। কিন্তু এর জন্য দাঁড়িয়েও যদি হ'টে আসতে হয়, তখন লোকচক্ষে ওগুলির গুরুত্ব ক'মে যায়। কথাগুলি শুধু কথাই থেকে যায়। মানুষ বড় জিনিসকে যদি একবার slight (তাচ্ছিল্য) করতে সুরু করে,

এবং তেমন সুযোগ যদি দেওয়া যায়, তাতে খুবই ক্ষতি হয়। প্রস্তুতি নেই, ঝাঁপ দিলাম—হেরে গেলাম, লোকে হাসতে লাগল,—এমন ক'রে শয়তানের জেল্লা বাড়িয়ে দিয়ে লাভ নেই। তার চাইতে কৌশল apply (প্রয়োগ) করতে হয়, যাতে কল্যাণকর যা' তার শক্তি বেড়ে যায়। সতের শক্তি বাড়িয়ে তোলেন, অসতের শক্তিকে বাড়তে দেবেন না। এই-ই পরমপিতার প্রিয় কাজ। আমাদের আলসেমিতে কি তাঁর অভিপ্রায় নিষ্ফল ক'রে দেব? আর-একটা কথা—দাঁড়াতে হ'লে পেছনে এমন লোক চাই, এমন বান্ধব চাই, যারা কিনা মরিয়া হ'য়ে লাগবে।

উক্ত ভদ্রলোক—আপনার আশীর্ব্বাদই ভরসা।

শ্রীশ্রীঠাকুর (স্নেহাপ্লুত উদাত্ত কণ্ঠে)—আশীর্ব্বাদ কি! আমার অগাধ প্রার্থনা—পরমপিতাকে মাথায় করে আপনারা জয় ও জীবনের ধাপে-ধাপে এগিয়ে যান। এ-প্রার্থনা যেন আমার কেঁদে না বেড়ায়। চলন যদি চাওয়াটাকে fulfil (পরিপূরণ) না করে, তবে পার্থনা sterile (বন্ধ্যা) হ'য়ে যায়।

উক্ত ভদ্রলোক—আপনি মহাপুরুষ, আপনার কথা শিরোধার্য্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর (বিনীতভাবে)—আমি মহাপুরুষ-টুরুষ কিছু নই। আপনারও দরদ আছে, আমারও দরদ আছে। নিজেকে দিয়ে সকলেরটা বুঝি। বুঝি, জীবনটা আমাদের সবার কাছে কত প্রিয়, বাঁচাটা আমাদের কত কাম্য। কিন্তু যে-সে ভাবে বাঁচলে সুখ হয় না। বাঁচব আমরা পরমপিতা যেমনভাবে চান, তেমনিভাবে, লীলার মত ক'রে, আনন্দে—অন্যের বাঁচাটাকে নিজের বাঁচার সামিল মনে ক'রে, দিয়ে নিয়ে,—প্রতিপ্রত্যেকের জীবনকে স্ফীত ক'রে, স্ফুরিত ক'রে, সম্বর্দ্ধিত ক'রে।

কিরণদা (মুখোপাধ্যায়)—মানুষ কতটুকুই বা পারে?

কিরণদার মুখ থেকে কথাগুলি বের হ'তে না হ'তে শ্রীশ্রীঠাকুর যেন দোহাই পাড়ার মত বাধা দিয়ে জোর গলায় বললেন—ও-কথা ক'স না, বরং চুপ থাক্, শুধু কর্, ক'রে যা, আর যদি বলিস্, এমন কথা বল্ যে-কথা পরমপিতার সন্তানের মুখে শোভা পায়। জানিস্ তো—তাঁর ইতি নাই!

ভদ্রলোক আজ রাত্রেই চ'লে যাবেন শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে বললেন—চারটে খাওয়ায়ে দেন টক্ ক'রে।

ভদ্রলোক ভরপুর অন্তরে বিদায় নিলেন। যাবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। কারও মুখে কোন কথা নেই। চোখের ভাষায় উভয়ে উভয়ের মনের কথা প'ড়ে নিচ্ছেন।

নলিনীদা (মিত্র) তাঁর নির্ব্বাচন-সংক্রান্ত অবস্থা-সম্পর্কে নেতিবাচক কথা উত্থাপন করাতে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—'নাই' রব, 'হয় নাই' রব থাকলি চলবি না। খোলায় যখন নামিছ, কাজ হাসিল করা চাই। তার জন্য কি কি করা লাগবি, ভা'বে দেখ। আর, কাঁটায়-কাঁটায় তা' ক'রে যাও।

১লা চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৫২ (ইং ১৫। ৩। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। তাঁর চোখে-মুখে প্রসন্ন প্রশান্তি। অন্তরে প্রীতির মন্দাকিনী-ধারা। তাঁর মধুর স্নেহচ্ছায়ায় তাপিত প্রাণ শীতল হয়, শুষ্ক হৃদয় সরস হ'য়ে ওঠে, অন্তরবেদনা অপসৃত হ'য়ে প্রাণে সুখশান্তির দখিনা হাওয়া বইতে থাকে। তাইতো এই সুধা-সরস-সঙ্গলোভে মানুষ তাঁকে ছাড়তে চায় না। যখন যেখানে থাকেন, সেখানেই মানুষের ভীড় জ'মে যায়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বহুজন-পরিবেষ্টিত হ'য়ে ব'সে আছেন।

জগদীশদা (শ্রীবাস্তব) এসে প্রণাম করার পর শ্রীশ্রীঠাকুর স্মিতমুখে স্নেহস্বরে শুধালেন—কী খবর জগদীশ ?

জগদীশদা হেসে বললেন—ভাল।

এরপর ধীরে-ধীরে দেশের পরিস্থিতি-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পাকা leader (নেতা) নেই, তাই মানুষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে দানা বেঁধে উঠতে পারছে না। অন্য দেশের চোখ ধাঁধান জেল্লা দেখে ভুলে যাচ্ছে। সেইদিকেই ঝুঁকে পড়ছে। নিজেদের যে কী সম্পদ্ আছে সেদিকে আর চোখ পড়ছে না। মানুষ যদি স্ববৈশিষ্ট্যে শক্ত হ'য়ে না দাঁড়ায়, তবে powerful (শক্তিমান) যারা, তাদের কাছে submit (নতিস্বীকার) করার বুদ্ধি হয়। আজ পাশ্চাত্যের বড়-বড় দেশগুলির কথা বলতে আমাদের মুখে লালা পড়ে। কিন্তু ওদের কি সবই ভাল ? আর আমাদের কি সবই খারাপ ? কর্ম্মমুখর ধর্ম্মের উপর দাঁড়িয়ে আমরা যে আবার জগতে সর্বদিক্ দিয়ে আদর্শস্থানীয় হ'তে পারি, সে-কথা না ভেবে আবোল-তাবোল ভাবধারার প্লাবনে ভেসে যাওয়া কি ভাল ?

জগদীশদা—প্লাবন তো এসে গেছে, এখন উপায় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাই মানুষ—ইষ্টকাজে সংন্যস্তপ্রাণ সন্ন্যাসীমানুষ—তা' বিয়ে করাই হোক বা অবিবাহিতই হো'ক। আর চাই কাগজ। যাজনে-যাজনে দেশের লোককে সৎসন্দীপনায় পাগল ক'রে তোলা চাই। ধর্ম্ম অনুন্নতকে তার instinct (সহজাত সংস্কার)-এর মধ্য-দিয়ে উন্নত করতে চায়। আর আজকাল বড়কে inferior (ছোট) করা হ'চ্ছে indiscriminate marriage (যথেচ্ছ বিবাহ)-এর মধ্য-দিয়ে to dilute down crystallised superior traits (দানাবাঁধা উন্নত গুণগুলিকে তরল ক'রে দেবার জন্য)। আমাদের পিতৃপুরুষের সম্পদের কথা কেউ ভাবে না। অন্যের fanatic assertion (উৎকট উৎসাহী নিশ্চয়োক্তি)-এর passionate echo (প্রবৃত্তিপরায়ণ প্রতিধ্বনি) তুলে সেইটেকে establish (প্রতিষ্ঠা) করতে চায়। সব দিয়ে our forefathers are being hurled down to demolition (আমাদের পিতৃপুরুষকে বিধ্বংসে নিক্ষেপ করা হ'চেছ।)……মানুষ কী যে চায়, কিসে যে তার ভাল হয়, তা' সে জানে না, বোঝে না। ভাবে, তথাকথিত বড়-বড় মানুষরা যা' করছে, যা' বলছে—তাই-ই ঠিক। তাদের মধ্যে যে প্রবৃত্তির ঘুণ ধ'রে গেছে, তা'

চাওর পায় না। তাই নির্ব্বিবাদে ditto মেরে (সায় দিয়ে) যায়। Daily paper (দৈনিক কাগজ) বের ক'রে, লিখে-লিখে—সৎ-বাধনার যে রেশটুকু এখনও মানুষের অন্তরে ধিকি-ধিকি জ্বলছে, তাতে যদি রোজ ইন্ধন জুগিয়ে যেতে পার, তাতেও দেশের হাওয়া ফিরে যেতে পারে। ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী আপাততঃ এই তিন ভাষায় কাগজ বের করতে হয়। সারা ভারতে সে-কাগজ ছড়িয়ে দিতে হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন-প্রদেশ থেকে কাগজ বের করতে পারলে আরো ভাল হয়।

প্রফুল্ল—আপনি কত-কিছু করতে বলেন, কিন্তু কর্ম্মীরা করতে পারেন তার অতি সামান্যই। তাই সবার মনেই না-পারার দুঃখ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারে না পিছটানের দরুন। গোড়াতেই ভুল। অবশ্য আমি কাজের পথে ভুলের কথা বলছি না। কাজ করতে-করতেই তা' শুধরে যায়। গলদ হ'লো insincerity (কপটতা)। Selfishness ও passion (স্বার্থপরতা ও প্রবৃত্তি)-এর supporter (সমর্থক) হ'য়ে বসি আমরা। নিরাশী, নির্ম্মম না হ'লে, তাদের দিয়ে এ-কাজ হবার নয়। অমনতর make up (গঠন) না থাকলে physical resistance (শারীরিক বাধা), mental resistance (মানসিক বাধা), environmental resistance (পারিবেশিক বাধা) ইত্যাদি যা'-কিছু resistance (বাধা) overcome (অতিক্রম) করার tenor (ধাঁজ) গজায় না। তা' না-থাকলে হয় না। পাগলের মত, মাতালের মত ঝোঁক না থাকলে পারে না।

৪ঠা চৈত্র, সোমবার, ১৩৫২ (ইং ১৮। ৩। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে মাতৃমন্দিরের বারান্দায়। জগদীশদার (শ্রীবাস্তব) সঙ্গে কথা হ'চ্ছে। অর্থনীতি-সম্বন্ধে কথা উঠেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Economics (অর্থনীতি) মানে, law of household management (গৃহস্থালী পরিচালনার নীতি)। প্রয়োজনীয় সবগুলি ব্যাপারকে এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার সহায়ক হ'য়ে সবগুলি মিলে সমবেতভাবে এবং প্রত্যেকটা আলাদাভাবে বাঁচা-বাড়াকে উচ্ছল ও স্বচ্ছল ক'রে তোলে। ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, জাতীয় জীবনে, international affair-এ (আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে)—সব জায়গায় এটার দরকার আছে। এইভাবে যদি arrange (বিন্যাস) না করা যায়, তবে সম্বর্দ্ধন সঙ্গতি-রহিত আর্থিক উপচয় অনর্থেরও কারণ হ'তে পারে। আবার, চাণক্যের মত চরিত্র ও সেবা-সম্পন্ন দরিদ্রজীবনও মহা-ঐশ্বর্য্যশালী ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে।

জগদীশদা—আমরা তো এভাবে ভাবি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ভারতীয় আর্য্য-ভাবধারায় ভাবা ভাল। আমাদের এটাকে I. A. S. S. R. অর্থাৎ Indo-Aryan-Soviet Socialist Republic (আর্য্য-ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক সঙ্ঘ-সমন্বিত প্রজাতন্ত্র) বলা চলতে পারে।

আশুদা (দত্ত)—এক জায়গায় একটা গোলমাল মেটাতে গিয়ে বিবেচনা-সহকারে কথা বলতে না পারায় কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে তাঁকে বললেন—Fixity of purpose to the principle (আদর্শপূরণী উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে দৃঢ়তা) না থাকলে বেফাঁস কথা বেরিয়ে যায়। ঐখানে শক্ত হ'লে সব ঠিক হ'য়ে আসে।

ননীদি (হালদার) বললেন—বাবা! গুরুর লিভারটা ভাল না। কী করি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষেতপাপড়া, ধনে এবং পলতার পাতা-ভিজান জল বহুদিন ধ'রে সকালে খেলে লিভার ভাল হয়। চিরতার জলও ভাল।

৫ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ১৯।৩।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বসেছেন। শান্ত আশ্রম-পরিবেশ। ঝির-ঝির ক'রে হাওয়া দিচ্ছে। গাছে-গাছে কিছু ফুল ফুটেছে। সোনাল-গাছের হলদে ফুলে চমৎকার শোভা হয়েছে। বিশেষ কোন কোলাহল নেই। বাঁশবন থেকে গ্রাম্য পাখীর ডাক ও কারখানা থেকে ইঞ্জিন চালানর শব্দ ভেসে আসছে। থেকে-থেকে নানারঙের নধরকান্তি পায়রাগুলি মাতৃমন্দিরের কার্নিসে মনের সুখে বকবকম্-বকবকম্ ক'রে বেড়াচ্ছে। বীরভদ্র নামক ছাগলটি বীরত্বের সঙ্গে ডিসপেনসারীর সামনে দিয়ে চ'রে বেড়াচ্ছে। আর বালকবৃন্দ ছাতিমগাছের ছায়ায় ডাংগুলি খেলতে-খেলতে মাঝে-মাঝে ভীত-চকিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। ভয়—পাছে যদি বীরভদ্র তাদের উপর তার সবল-সমুচ্চ ও সুপুষ্ট শৃঙ্গের সদ্ব্যবহার করে। ফিলানথ্রপী অফিসে অনেকেই কাজকর্ম্ম করছেন। কেউ কেউ কানে কলম গুঁজে একটু খোসগল্প ক'রে নিচ্ছেন। আবার ডেস্কের উপর ঝুঁকে লেখায় মনোযোগ দিচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কৌতুকভরে চারিদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। এমন সময় সুশীলদা (বসু) ও ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে একজনের সম্বন্ধে একটা বিশেষ ব্যাপার জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সব শুনে বললেন—কারও কাছে একজনের সম্বন্ধে একটা কিছু শুনেই একটা opinion (মত) form (গঠন) করলে তার প্রতি আমাদের good behaviour (সৎ-ব্যবহার) স্বতঃই contracted (সঙ্কুচিত) হ'তে থাকে। সে ভাল করলেও সেই ধারণার বশে আমরা সেটা মন্দ ব'লেই নিই। কিন্তু উভয়পক্ষ শুনে মিলিয়ে নিলে এ বিপদ হয় না। একপক্ষ শুনে অন্যপক্ষ-সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত ধারণা ক'রে নিলে প্রায়ই দেখা যায় যে, অন্যপক্ষের প্রতি অবিচার করা হয়। এই অবিচার কিন্তু হামেশাই আমরা করি। এর ভিতর-দিয়ে disintegration (ভাঙ্গন) আসে। কেউ যদি অবাঞ্ছনীয় কিছু করেও, তবু কেন, কোন্ অবস্থায় প'ড়ে, কী উদ্দেশ্যে সে তা' করলো, তা' জানতে হয়। ভুল ক'রে থাকলে sweetly (মিষ্টিভাবে) ধরিয়ে দিতে হয়।

একজন সুদক্ষ ইংরেজ পুলিশ-কর্ম্মচারী-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—নিজেদের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে ওরা খুব conscious (সচেতন)। কোন ব্যাপারে sincere adherence (আন্তরিক নিষ্ঠা) থাকলে, মানুষ সেই সম্বন্ধে alert, agile, considerate ও tactful (সতর্ক, তৎপর, বিবেচনাশীল ও কৌশলী) হয়।

আশ্রমের কয়েকজন যুবক উষ্ণমনোভাব নিয়ে একজনের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ জানালেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সব কথা মনোযোগ-সহকারে শুনলেন। শুনে একটু হাসলেন। হেসে বললেন—দ্যাখ, মানুষের মধ্যে যে জিনিসটা আমাদের পছন্দ ও চাহিদার সঙ্গে খাপ না খায়, সেইটেকেই আমরা দোষ মনে করি। কিন্তু আমাদের পছন্দ ও চাহিদার মধ্যে কোন গলদ আছে কিনা, অসমীচীনতা আছে কিনা—সেটা ভেবে দেখি না। এই ধরণের বুদ্ধি ভাল নয়। তা' ছাড়া, মানুষের সত্যিকার দোষও আছে। তা' যদি সহানুভূতির সঙ্গে হজম ক'রে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে চেষ্টা না করি, কিছুতেই integration (সংহতি) আসে না। দোষের জন্য মানুষকে যদি বাদ দিতে হয়, তাহ'লে টেকে কে? নির্দ্দোষ মানুষটা কে? আমাদের উদ্দেশ্য তো ভাল হওয়া, ভাল করা ও ভাল পাওয়া—না আর কিছু? রাগ বা আক্রোশের বশে মানুষটাকেই যদি ঘায়েল ক'রে দেই, তাতে আমার লাভটা কী? তাকে শুধরে নিতে পারলে সেই হয়তো একদিন আমার কতবড় সম্পদ্ হ'য়ে উঠতে পারে। মূলকথা, principle-এ responsive untottering adherence ও fixity of purpose (আদর্শে সাড়াশীল অটুট নিষ্ঠা ও উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে স্থিরতা)। তা' ছাড়া বড় কাজ হয় না। ঐখানে ঠিক থাকলে, সব ঠিক ক'রে নেওয়া যায়। সব তো আদর্শানুরূপ হ'য়ে নেই, ক'রে নিতে হবে। সেইটেই তপস্যা। বহুলোকে একজনের guardian (অভিভাবক) হ'লে মুশকিল হ'য়ে পড়ে। আমার ছিল পাড়াশুদ্ধ guardian (অভিভাবক)। সন্ধ্যাবেলায় দেখতাম, কান গরম হ'য়ে আছে। ২৫ জনে অন্ততঃ রোজ কান মলতো। এমন অবস্থায় মানুষ বুঝতে পারে না তার অন্যায়টা কোথায়। মার খেয়ে-খেয়ে যায় আর ব্যথায় বুকখানা ভ'রে ওঠে। তাই বলি, বুঝটা যে unfold (বিকশিত) ক'রে দিতে না পারে, সে শাসন করবার কে? শাসন করতে চাইলেই হ'লো? একি ছেলেখেলা? মানুষ পেটের থেকে প'ড়েই তো শেখে না। ঠ্যাকে, তার পর শেখে। আবার ঠ্যাকে, আবার শেখে। এইভাবে এগোয়। কেউ রাতারাতি বিজ্ঞ হ'তে পারলো না ব'লে অনুযোগ করা চলে না। ধৈর্য্যসহকারে সহ্য ও সাহায্য করতে হয়—প্রত্যেকে যাতে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী তার নিজস্ব রকমে ধীরে-ধীরে বেড়ে উঠতে পারে। কারও ভাল করা স্বার্থপর জলদিবাজির কাজ নয়, ফাপরদালালির কাজ নয়। এমন হ'য়ে ওঠ, যাতে মানুষ তোমাদের ভালবেসে সুখী হয়, পরিশুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। ভাল না বাসতে পারলে নিজেদের অপরাধী মনে করে। মানুষকেও যত পার সমীচীনভাবে

appreciation দিও (গুণগ্রহণ ক'রো)। তাতে সবারই ভাল হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণগলান, তেজোদৃপ্ত কথাগুলি শুনতে-শুনতে যুবকদের ক্ষুব্ধ ও রুষ্টভাব তিরোহিত হ'য়ে গেল, মুখমণ্ডলে প্রসন্ন পরিবেদনার কমনীয় শ্রী ফুটে উঠলো।

এইবার প্রশ্ন হ'লো—আমরা চলব কী-ভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে চাই আদর্শ, তাঁর প্রতি চাই fanatic inclination (একনিষ্ঠ টান), আর সেটা আসে তাঁর জন্য ভাবায়, বলায়, করায়। তাকেই বলে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি। একেবারে সোজা কথা। দু'রকমের উন্নতি আছে। এক হ'লো ambitious (গর্ব্বস্পৃ) উন্নতি—কাউকে দাবানর জন্য বড় হ'য়ে ওঠা। একে প্রকৃত উন্নতি বলে না। কিন্তু মানুষ এই উন্নতিই চায়। আর আছে শ্রেয় কাউকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বড় হওয়া—যেমন মা, বাবা বা গুরুর জন্য। এই উন্নতির দাম আছে। এর মধ্যে আছে মনুষ্যত্ব। আদর্শের জন্য যা' করা যায়, তাই-ই ভাল। হনুমান রামচন্দ্ররূপ মহান্ আদর্শের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য-পূরণের জন্য রাবণের মৃত্যুবান চুরি করেছিল। সেটা পুণ্য কর্ম্মেরই অন্তর্গত। কালাপাহাড় কত বড় দুর্দ্ধর্ষ বীর হয়েছিল। কিন্তু এই বীরত্বের পিছনে ছিল প্রতিশোধ-স্পৃহা। শুনেছি, মুসলমানের মেয়ে বিয়ে করার জন্য হিন্দুরা তাকে সমাজচ্যুত করেছিল। এবং সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যই সে হিন্দু ও হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে অমন ক'রে লেগেছিল। যখন কোন অপমান, কোন নির্য্যাতন, কোন কষ্ট তোমাদিগকে ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও আদর্শের সক্রিয় অনুবর্ত্তন থেকে একচুলও বিচ্যুত করতে পারবে না, তখন তোমরা পথের ফকির হ'য়ে ঘুরলেও জানবে, তোমরা রাজাধিরাজ। তখনই তোমরা প্রকৃত উন্নত। প্রকৃতি তার অঢেল ঐশ্বর্য্য নিয়ে তোমাদিগকে শ্রীমণ্ডিত করতে অদূরেই অপেক্ষা করছে। এই হ'লো বিধির বিধান। এর কোন দিন ব্যত্যয় হয়নি, হয় না, হবে না। তবে ঐ প্রত্যাশায় ঘুরলে কিচ্ছু হবে না। সব মেকী হ'য়ে যাবে। আর-একটা কথা। সব সময় মনে করবে, আমি কোন্ অবস্থায় কেমনতর ব্যবহার পেলে খুশি হই। সেইটে ভেবে অন্যের অবস্থাটা অনুভব ক'রে যেখানে যেমনতর ব্যবহার জীবনীয় ও তৃপ্তিপ্রদ হয়, তাই করবে। ছেলেবেলায় পড়েছিলাম—Do to others as you would be done by (অন্যের কাছ থেকে যেমনতর আচরণ প্রত্যাশা কর, অন্যের প্রতি তেমনতর আচরণ কর)। এটা আমার অন্তরে গেঁথে গেছে। এক সেকেণ্ডের জন্যও ভুলি না। ঐ বুদ্ধিই আমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তোমরাও কথাটা মনে রেখো। দেখো, তাহ'লে সবাই তোমাদের ভালবাসবে।

সবাই এখন আনন্দে ডগমগ। কী যেন মহৎপ্রাপ্তি ঘ'টে গেছে অন্তর-রাজ্যে।

'ও ভেঙ্কু! তোর মা কী করে?'—আদরের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর। ভেঙ্কু খুশিতে উছলে উঠে উত্তর দিল—মা রাঁধছে।

—'কী রান্‌তেছে?'

—'ইঁচড়, মুগের ডাল ও সজনে চচ্চাড়ি।'

—'বা! একেবারে তোফা ব্যবস্থা।'

এইবার ভেলকু আব্দারের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো—গোপালি! তুমি খাবে? মাকে দিতে বলি?

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—না রে পাগলি! আমার তো ক'দিন ধ'রে পেট ভাল না। বড় বৌ যা' হিসেব ক'রে দেয় তাই খাই।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর এখান থেকে উঠে পেছন-দরজা দিয়ে বাড়ীর মধ্যে শ্রীশ্রীবড়মার কাছে গেলেন।

৬ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৫২ (ইং ২০।৩।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায়।

সংহতি কেমন ক'রে আনতে হয় সেই সম্বন্ধে কথা উঠেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ধূর্জ্জটিদাকে (নিয়োগী) বলছেন—Integration (সংহতি)-এর জন্য yield করাও (হার মানাও) লাগে, thrash দেওয়াও (রূঢ় আচরণ করাও) লাগে। কোথায় কেমনভাবে কতটুকু কী করতে হবে—কাজ করতে-করতে ফোটে। দুই-এক সময় বেফাঁস হ'য়ে যেতে পারে। বেফাঁস হ'য়ে গেলেও তখনই ঠিক পাওয়া যায়। আবার শোধরাতে হয়। Sanctity of purpose and fixity of purpose (উদ্দেশ্যের পবিত্রতা ও দৃঢ়তা) দুটো in word and action (কথায় ও কাজে) না থাকলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। সৎসঙ্গীদের মধ্যে কংগ্রেসের লোক, হিন্দুমহাসভার লোক, মুসলিম লীগের লোক ইত্যাদি সব-রকম দল, মত ও পথের লোকই আছে, কিন্তু তারা যদি জীবনীয় আদর্শকে মুখ্য ক'রে না ধরে তাহ'লে তারা নিজেরাই ঠ'কে যাবে। কারও প্রতি সুবিচার করতে পারবে না। যে-কোন কাজ সুষ্ঠু-সঙ্গতিতে করতে গেলে প্রথম দরকার আদর্শপ্রাণতা। যে-কোন দলের মধ্যে সত্তাসম্বর্দ্ধনী আদর্শানুরাগী লোকের সংখ্যা যত বেশী থাকে, সে-দলের উন্নতির সম্ভাবনা তত বেশী থাকে। তারা দলকে ভালর দিকে mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে। কোন দলের মধ্যে vanity-prominent (অহংকার-প্রধান) লোকের সংখ্যা বেশী থাকলে, সে-দলের ভাবিষ্য হয় না। মানুষের ভুল হ'তে পারে, কিন্তু ভুলের প্রতি ভালবাসা থাকাটা খারাপ। Vanity (আত্মম্ভরিতা) থাকলে ভুলের প্রতি ভালবাসা হয়, নিজের দোষটাকেও সমর্থন করতে চায়। কতকগুলি আছে অন্যায়, কতকগুলি আছে অপরাধ। অন্যায়ও ভাল নয়, অপরাধও ভাল নয়। কোনটাকেই প্রশ্রয় দিতে নেই। সব চাইতে ভাবনার কথা হ'লো, অন্যায় ও অপরাধকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শেখা। যে-অন্যায় ও অপরাধ-সম্বন্ধে মানুষ ভিতরে-ভিতরে লজ্জিত, দুর্ব্বলতার জন্য তা' ছাড়তে দেরী হ'লেও, আশা করা যায় যে তা' একদিন সে ছাড়তে পারবে, অবশ্য যদি

ছাড়তে চায়। কিন্তু অন্যায় ও অপরাধকে যে গৌরবের বস্তু ব'লে মনে করে, তাকে শোধরান কঠিন কথা।

ধূর্জ্জটিদা—অন্যায় ও অপরাধকে কি কেউ কখনও গৌরবের বস্তু ব'লে মনে করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন হয়! একজন অন্যায়কারী হয়তো খুব জেল্লাওয়ালা মানুষ, তার প্রতি ভালবাসা পড়লো, out of attachment for him (তার প্রতি অনুরাগের দরুন) তার bad traits (অবগুণ)-গুলি copy (অনুকরণ) করতে লাগলো, appreciate (তারিফ) করতে লাগলো। অজায়গায় প্রাণের টান ও শ্রদ্ধা গিয়ে পড়লে, এমনতর বিকৃত রুচির সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেই ভালবাসাটাই যদি ভাল লোকের উপর পড়ে, তখন রকম বদলে যায়। সৎ, সুনিষ্ঠ, সংহতি-মুখর, শ্রদ্ধার্হ চরিত্রসম্পন্ন লোক তোমাদের ভিতর যত বাড়বে, ততই পরিবেশ সৎ-সন্দীপনায় সংহত হ'য়ে উঠতে থাকবে—অন্ততঃ ভাল সংস্কার যাদের আছে তারা। আগ্রহদীপ্ত আদর্শানুরাগ নিয়ে প্রত্যেকের প্রতি interested (স্বার্থান্বিত) হ'য়ে service ও activity (সেবা ও কর্ম্ম) চালান চাই with due appreciation to all (সবার প্রতি সমীচীন গুণগ্রহণ-মুখরতা নিয়ে)।

৭ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৫২ (ইং ২১।৩।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের পিছনদিকে বকুলতলায় একখানি হাতল-ওয়ালা বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে উত্তরাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। এখন তেমন গরমও নয়, তেমন ঠাণ্ডাও নয়। আশ্রমের দাদা ও মায়েদের মধ্যে এখনও অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব'সে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—Adherence (নিষ্ঠা) থাকলে interest (অন্তরাস) থাকে, interest (অন্তরাস)-এর সঙ্গে থাকে appreciation (গুণগ্রহণ-মুখরতা), appreciation (গুণগ্রহণ-মুখরতা)-এর সঙ্গে-সঙ্গে আসে contented service and support (প্রসন্ন সেবা ও সমর্থন)। Adherence (নিষ্ঠা)-এর সহগামী এগুলি। আমি সংক্ষেপে বললাম। ফেনিয়ে বললে আরো কত বলা যায়। মোটপর Ideal-এ (আদর্শে) active adherence (সক্রিয় নিষ্ঠা) যদি কা'রও জাগে, তার জন্য ভাবনা নাই। সে আশপাশের সবাইকে নিয়ে বাড়তে-বাড়তেই চলবে।

জগদীশদা (শ্রীবাস্তব)—আপনি সেদিন pauper-reformatory school (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্তদের জন্য সংশোধনী বিদ্যালয়)-এর কথা বলছিলেন, সেটা কেমন হ'লে ভাল হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাষের জমি, কারখানা, বাঁশের কাজ, বেতের কাজ, তাঁতের কাজ, কাঠের কাজ ইত্যাদি নানারকম হাতের কাজ থাকবে সেখানে। ছাত্রদের এমনভাবে

অভ্যস্ত করতে হবে যাতে তাদের বলা, বোঝা ও করার ভিতর co-ordination (সঙ্গতি) আসে। তত্ত্ব যেমন জানবে, বুঝবে, হাতে-কলমেও তেমনি করবে। এটা ব্যবহারিক বিষয়েও যেমন নৈতিক বিষয়েও তেমনি। আচরণের উপর জোর থাকলে সব জিনিস কায়েম হয়, নইলে জীবনটা চিনির বস্তা-বওয়া গাধার মত হ'য়ে যায়। কাজের দায়িত্ব দিয়ে পরীক্ষা করতে হয়—কে কত কম সময়ে, কত কম খরচে, কত সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে, পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি নিয়ে কাজ হাসিল করতে পারে। Qualified teacher (শিক্ষিত শিক্ষক) চাই, যার সান্নিধ্যে থেকে ছাত্ররা সদ্‌গুণ ও সদভ্যাসগুলি আয়ত্ত ক'রে ফেলতে পারে। অনেকে হয়তো কাজ জানে, কিন্তু industry (শিল্প) গড়তে পারে না। গড়তে গেলে যা' যা' প্রয়োজন তা' সংগ্রহ, সমাবেশ ও সংগঠন করতে পারে না। এক-কথায়, অর্জ্জী নয়। মানুষ বা জিনিস কিছুই আহরণ করতে পারে না। তাদের দিয়ে হবে না।

জগদীশদা—শিক্ষকদের training (শিক্ষা)-সম্বন্ধে কী করতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেছে-বেছে লোক নিতে হবে, যাদের habits, behaviour (অভ্যাস, ব্যবহার) অনেকখানি adjusted (নিয়ন্ত্রিত)। ব্যক্তিত্বের অমনতর ধাঁজ না থাকলে হয় না। Honestly (সদ্ভাবে) অর্জ্জী হ'য়ে ওঠে যাতে তাই করতে হবে। সেইটেই প্রধান training (শিক্ষা)।

জগদীশদা—যজ্ঞসূত্র তিনটে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, ঐ তিনটে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণের প্রতীক। কোন গুণই ফেলবার নয়। দ্বিজত্বলাভ মানে পুনর্জ্জন্ম। আচার্য্য হ'লেন জ্ঞানদ পিতা। শিষ্য হ'লো তাঁর son by culture (কৃষ্টি-সন্ততি)। তাঁর nurture-এ (পোষণে) জ্ঞানের উন্মেষ হয়। ব্রহ্মচারীরা আগে লোকের বাড়ীতে-বাড়ীতে যেত, তাদের সেবা দিত, তাদের কাছ থেকে গুরুর জন্য আহরণ করত, খড়ি ফাড়ত, কৃষি করতো। এইভাবে তারা জীবনের বাস্তব দায়িত্বগুলি উদ্‌যাপন করার মত শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে উঠতো। সঙ্গে-সঙ্গে চলতো পড়া, লেখা, বলা, শোনা, গবেষণা ইত্যাদি। এর ভিতর-দিয়ে চরিত্র গঠিত হ'তো। গুরুভক্তি ছাড়া, হাতে-কলমে কাজ ছাড়া, শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় চরিত্র গড়ে না, যোগ্যতাও বাড়ে না। তাতে বিদ্যার অহমিকা হয়, complex (প্রবৃত্তি)-ই rule (শাসন) করে, ego (অহং) sheltering (অন্যকে আশ্রয়দানসম্পন্ন) হয় না। তাই তারা মানুষ নিয়ে চলতে পারে না। গুরুভক্তি থাকলে, তৎপূরণী-কর্ম্মানুরাগ থাকলে মানুষ মানুষের কদর বোঝে। সে কাউকে পর ক'রে দেয় না। সে দেখে, সবাইকেই তার প্রয়োজন। গুরুর মুখ চেয়ে, তৎপূরণী বিরাট দায়িত্বের কথা স্মরণ ক'রে সে সবাইকে স'য়ে-ব'য়ে সুনিয়ন্ত্রিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করে। আজকাল দ্বিজবংশোদ্ভূত অনেকে পৈতের ধার ধারে না, এটা ভাল নয়। পৈতে হ'লো যজ্ঞসূত্র—badge of becoming (বিবর্দ্ধন-চিহ্ন)। ওটা আমাদের মহান ঐতিহ্যের স্মারক। সত্ত্ব,

রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণ co-ordinate (সমন্বিত) ক'রে, adjust (নিয়ন্ত্রিত) ক'রে ত্রিগুণাতীত হওয়া অর্থাৎ তিনগুণের উপর আধিপত্য লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। বাঁচা-বাড়ার জন্য প্রত্যেকটাকেই ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু কোনটাতেই আবদ্ধ হ'য়ে থাকা চলবে না। আবদ্ধ থাকতে হবে ইষ্টে এবং তাঁর সেবায় সব লাগাতে হবে। সত্ত্বগুণ বলতে আমি বুঝি, divine enthusiasm বা ইষ্টোৎসাহ। ষ্টার্ট দেওয়া মোটর যেন গুম-গুম করছে, ভিতরে অফুরন্ত চলার শক্তি। সত্ত্বগুণী মানুষ যদি ব'সেও থাকে, তার ভিতর-দিয়ে উৎসাহ বিকিরণ করে। রজঃ মানে activating urge (কর্ম্মানুরঞ্জনা)। তমঃ মানে ignorance (অজ্ঞতা)।

জগদীশদা বললেন—সেরপুরে আমরা কতকগুলি কাজ সুরু করব ব'লে ভেবেছি, যেমন—সুতা কাটা, তাঁত বোনা, হাতে কাগজ ও কার্ডবোর্ড তৈরী, সমবায় সমিতির পরিকল্পনা-অনুযায়ী ব্যবসা, মৌমাছি পুষে মধু তৈরী, তেলের ঘানি চালান, ধান, ডাল ও গম ভাঙ্গা চাক্কী চালান, চামড়ার কাজ ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাথে-সাথে agriculture (কৃষি) করা লাগে এমনভাবে যাতে প্রত্যেক মাসে একটা ক'রে ফসল ওঠে। শাক-সবজী, বেগুন, পটোল, ফলমূল ইত্যাদি তৈরী করবে। এমনভাবে manage (পরিচালনা) করবে যাতে প্রত্যেক মাসে একটা ক'রে নামে। খাদ্যের অভাব যেন না হয়। কৃষির উপর দাঁড়িয়ে শিল্প করবে। যেমন পাট থেকে চট করা যায়। আম থেকে আমের জ্যাম্, জেলি ইত্যাদি করা যায়। কৃষি প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহস্থালীর অঙ্গ-হিসাবে থাকবে। মেয়েরা ও শিশুরাও কৃষির পিছনে খাটবে। তাতে স্বাস্থ্যও ভাল হবে, যোগ্যতাও বাড়বে। সবটার সাথে যেন মাটি থাকে, agriculture (কৃষি) না থাকলে, agriculture (কৃষি) না করলে শিল্পের ভিত্তি শক্ত হবে না, শিল্পী-মাথা হবে না। শিল্পের উপাদানের জন্য পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হবে। তা'ছাড়া, উপাদানগুলি সামনে থাকলে ও মগজে উদ্ভাবনী বুদ্ধি থাকলে, উপাদানগুলিকে আশ্রয় ক'রে মাথাটাও খেলে ভাল। শূন্যের উপর দাঁড়িয়ে কিছু সৃষ্টি করা কঠিন ব্যাপার।

মানুষের বাঁচা-বাড়ার জন্য যা' যা' লাগে তার সব-কিছুর পূরণের জন্য যদি তোমরা উঠে-প'ড়ে লাগ, তাহ'লে একই সঙ্গে politics ও economics (রাজনীতি ও অর্থনীতি) fulfilled (পরিপূরিত) হবে। প্রত্যেক পরিবার, প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক province (প্রদেশ), প্রত্যেক country (দেশ) এমনভাবে manage (পরিচালনা) করতে হবে, যাতে বেশীর ভাগ মানুষ সৎ ও স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করতে পারে। গোলামি জিনিসটাই বিশ্রী। চাই proper character ও personality (উপযুক্ত চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব)-ওয়ালা trained man (শিক্ষিত লোক)। সে আবার করতে-করতে বেশী expert (পটু) হবে। এগুলি না জানলেও করার প্রাণ নিয়ে নামলে করতে-করতে knack (কৌশল) এসে যাবে। এর effect (ফল) by progression (নিয়মিত বৃদ্ধির হারে) বেড়ে যাবে। ঋত্বিক্‌দের কাজই হ'লো

মানুষের সর্ব্ববিধ যোগ্যতা বাড়ান, যাতে কোন লোক অন্যের গলগ্রহ না হয় বরং অক্ষম, দুর্ব্বল যারা তাদের পালন-পোষণ করতে পারে।

তোমাদের কিছু লোকের exclusively (শুধু) এই কাজ নিয়ে থেকে বাড়ী-বাড়ী গিয়ে ক'রে, করিয়ে আত্মবিশ্বাস ও সৎ উপার্জ্জনের স্ফূর্ত্তি ধরিয়ে দিতে হবে।

চরকা custom (প্রথা)-হিসাবে রাখতে হবে। শুধু চরকায় হবে না। প্রত্যেক বাড়ীতে cottage industry (কুটির-শিল্প)-র implements (যন্ত্রপাতি) রাখতে হবে ও guide (পরিচালনা) করতে হবে। বাড়ীর মেয়েদের এবং ছেলে-পেলেদেরও এ-সব কাজে অভ্যস্ত ক'রে তুলতে হবে। প্রত্যেকটা বাড়ীকে ক'রে তুলতে হবে এক-একটা শিক্ষাশ্রম। এক-একটা home (গৃহ) হবে এক-একটা home-state (গৃহরাষ্ট্র)। Every home will be a miniature university and a miniature state (প্রত্যেকটা বাড়ী হবে ক্ষুদ্রাকারে একটা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্র)। Home (বাড়ী)-ই হবে unit (একক)। Home (বাড়ী)-গুলি দেখে বোঝা যাবে রাষ্ট্র কেমন।

জগদীশদা—এইসব কাজ করতে গেলে অনেক অর্থ প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অর্থের জন্য ঠেকে না। করা যদি থাকে, তবে সঙ্গে থাকে লক্ষ্মী। লক্ষ্মী কথার মানে, আলোচনা, দর্শন, জ্ঞান, চিহ্নী-করণ ইত্যাদি। এগুলি না থাকলে লক্ষ্মী পাওয়া যায় না। আবার, training (শিক্ষা) এমনতর হওয়া চাই যে, যে যেখানেই থাক, যে-অবস্থার ভিতরই পড়ুক, সেখান থেকেই earn (উপার্জ্জন) করতে পারবে honestly (সদ্ভাবে)। প্রত্যেকের সব faculty (শক্তি) ঐ-ভাবে active ও ready (সক্রিয় ও প্রস্তুত) ক'রে তোলা চাই। Worker (কর্ম্মী) যা' আছে, তাই নিয়ে চলতে হবে। করতে-করতে এর মধ্য থেকে সত্যিকার ঋত্বিক্ বেরুবে। ঋত্বিকের knowledge (জ্ঞান), behaviour (ব্যবহার), চলনা এমন হওয়া চাই, যাকে দেখে মানুষ টগবগ টগবগ ক'রে উঠবে।

মৌমাছিপালন-সম্বন্ধে আবার কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—ও-জিনিসটা খুব ভাল। আর গোপালনও একান্ত দরকার। প্রত্যেকে যদি রোজ খাওয়ার পাতে দুধ ও খেয়ে উঠে মধু খায়—চেহারা বদলে যায়। মধু খাওয়ার কথা বেদেও পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য ও চরিত্রের উপর বিশেষ-বিশেষ খাদ্যের বিশেষ-বিশেষ প্রভাব হয়।

১০ই চৈত্র, রবিবার, ১৩৫২ (ইং ২৪।৩।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে খেপুদার বারান্দায়। শরৎদা (হালদার) নির্ব্বাচন-উপলক্ষ্যে শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সরকার ও শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাহায্য করবার জন্য খুলনায় গিয়েছিলেন। তিনি সেখানকার কাজ সেরে আশ্রমে ফিরেছেন।

শরৎদা ও নগেনভাই (দে) প্রণাম ক'রে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহ-সহকারে বললেন—ওখানকার খবর কী, কন দেখি।

শরৎদা—ভালই। আমরা এমন ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বলেছি যে, মানুষ আমাদের নিরপেক্ষ ও জনসাধারণের কল্যাণকামী ব'লেই বুঝেছে। আমরা যে দলতান্ত্রিকতার ঊর্দ্ধে সে-কথা সবাই স্বীকার করেছে। তাই অন্য সবার বক্তৃতা থেকে আমাদের বক্তৃতার উপর লোকে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের প্রকৃত ভাল চাইলে কথাই বেরোয় unadultered sincerity (অকৃত্রিম আন্তরিকতা) নিয়ে। সে-কথায় মানুষ সাড়া না দিয়ে পারে না। প্রবৃত্তিরোচক কথা মানুষের যতই প্রিয় হো'ক, সত্তাপোষক কথা যদি প্রীতিকরভাবে বলা যায়, তার কাছে লাগে না।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে আপনাদের কথা ভাল ক'রে বুঝতে পেরেছে তো? বোঝার সাক্ষী কিন্তু করা। সেদিক-দিয়ে কেমন বোঝেন?

শরৎদা—কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে ভাল ক'রে বিস্তারিত কথাবার্ত্তা ব'লে সব কথা বোঝাতে পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ actual field of work-এই (বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রেই) convinced (প্রত্যয়দীপ্ত) হয় বেশী। অর্জ্জুনের কাছে গীতা উক্ত হয়েছিল এবং অর্জ্জুন convinced (প্রত্যয়দীপ্ত) হয়েছিল কুরুক্ষেত্রে, যুদ্ধক্ষেত্রে। ওখানেই সুযোগ বেশী মেলে।

পরে বললেন—Extensive work (ব্যাপক কাজ) হয়েছে, অথচ আপনারা মুষ্টিমেয় worker (কর্ম্মী)। কোন্‌টা করবেন, কোন্‌টা না-করবেন, কোথায় যাবেন, কোথায় না-যাবেন—diluted হ'য়ে (গুলিয়ে) যেতে হয়। এখানেই উপযুক্ত চারজন মানুষের সব সময় থাকা প্রয়োজন। আবার, নতুন কর্ম্মী যারা, তারা যদি আপনাদের সঙ্গে মোটেই না থাকে, যে-যে, যার-যার মতো বাইরে গিয়ে কাজকর্ম্ম করতে থাকে, উপযুক্ত কারও অধীনে শাসিত, সংযত ও নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহ'লে deteriorate ক'রে যাবে (অপকৃষ্ট হ'য়ে যাবে)।......আজ পাকিস্তানের কথা হ'চ্ছে। মুসলমানরা হিন্দুদের এখান থেকে তাড়াতে ব্যস্ত। কিন্তু হিন্দুদের উন্নত সঙ্গ, সাহচর্য্য, সাহায্য ও দৃষ্টান্ত যদি না পায়, তবে শেষ পর্য্যন্ত মুসলমানরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে বেশী। সেটা প্রথমটা না বুঝলেও পরে বুঝবে।

১৩ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৫২ (ইং ২৭।৩।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের সময় হ'য়ে আসলো। এখন কাজল ভাইয়ের ঘরের বারান্দায় ব'সে তেল মাখছেন। সুশীলদা (বসু), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), শৈলেনদা

(ভট্টাচার্য্য), প্যারীদা (নন্দী), শৈলেনদার মা, শৈলমা, সুশীলাদি, অমিয়মা, অনামীদার মা প্রভৃতি কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—কর্ম্মী ও সৎসঙ্গীদের মধ্যে দুই দল আছে। একদলের slave-mentality (দাস-মনোবৃত্তি) আর একদলের surrender-mentality (আত্মসমর্পণের মনোবৃত্তি)। Slave-mentality (দাস-মনোবৃত্তি) আসে তখন, যখন প্রত্যাশার টানে বা পাওয়ার লোভে ইষ্টকে ধ'রে চলে। আর, তাঁকে পরিপূরণ ক'রে আত্মপ্রসাদলাভের আগ্রহ যখন প্রবল হয়, তখন হয় surrender-mentality (আত্মসমর্পণের মনোবৃত্তি)। এতে complex (প্রবৃত্তি)-গুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, মানুষ enthusiastic ও wise (উৎসাহ-সমন্বিত ও প্রজ্ঞাবান) হয়। Surrender-mentality (আত্মসমর্পণের মনোবৃত্তি) হ'লে মানুষ ধর্ম্মজীবনের মজা কিছুটা বোঝে। Slave-mentality (দাস-মনোবৃত্তি) হ'লে আপসোস ও অভিমানই সম্বল হয়। সব সময় ভাবে—এত ডাকলাম, এত করলাম, হ'লো কী? অবশ্য তার ঐ মনোবৃত্তি যতদিন থাকবে, ততদিন কিছু হওয়াও কঠিন। নিরহংকার, আর্ত্ত যে তার পথ আছে। কিন্তু করার অহংকার ও সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যাশা যাকে অশান্ত ও অস্থির ক'রে তোলে, তার অনেক দেরী।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের পিছনদিকে বকুলতলায় ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে বেঞ্চিতে ব'সে আছেন।

নোয়াখালির অতুলদা (সাহা) বিষন্ন বদনে নিজের অশান্তির কথা নিবেদন ক'রে কাতরভাবে প্রশ্ন করলেন—দয়াল! মনে শান্তি পাব কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর সহানুভূতির সঙ্গে বললেন—শান্তি আছে পরমপিতাকে প্রত্যাশা-রহিত হ'য়ে ভালবাসায়। ভগবানে বা ইষ্টে যতখানি যুক্ত হই, ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন যতখানি হই—বাস্তব কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে,—ততখানি শান্তির পথ খুলে যায়। গীতায় আছে—

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।

ইষ্টের সঙ্গে সক্রিয় যোগটা যখন কিছুতেই ভাঙ্গে না, তখন লাখ ঝঞ্ঝার মধ্যেও শান্তি অটুট থাকে। নিজের কোন কামনা-পূরণের জন্য ইষ্টকে ধরতে নেই। ইষ্টের চাহিদা-পূরণের জন্য নিজেকে লাগাতে হয়।

অতুলদা—সংসারের কাজের মধ্যে তা' পারা যায় কী-ভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুটো পথ আছে। একটা হ'চ্ছে প্রবৃত্তির কাছে being (সত্তা)-কে sacrifice (বলি) করা। আর একরকম হ'চেছ সত্তাকে ইষ্টের কাছে surrender (সমর্পণ) ক'রে তাঁরই তৃপ্তির জন্য চলা। এটা কঠিন কিছু নয়। মা-বাপ, ছেলেপেলের জন্য যেমন করি, তেমনিভাবে তাঁর জন্য ভাবা, বলা, করা সুরু ক'রে দিতে হয়।

প্রশ্ন—ভগবানের উপর টান হ'তে চায় না, কিন্তু টাকার উপর তো সহজে টান আসে। এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটাও অভ্যাসের ফল। টাকা তো এত মিষ্টি-কিছু নয়। টাকা খাওয়া যায় না। কিন্তু টাকা দিয়ে আমাদের প্রিয় প্রবৃত্তিগুলির ক্ষুধা পূরণ হয় ব'লে টাকা আমাদের প্রিয় হ'য়ে ওঠে। টাকামাত্রই খারাপ নয়, যে-টাকা সত্তার সেবায় লাগে, সে-টাকাই সার্থক। টাকার প্রতি যে অত্যধিক আসক্তি, সেটা প্রবৃত্তিমুখী পরিবেশের থেকেও অনেকখানি সংক্রামিত হয়। সত্যি কথা বলতে কি, টাকার জন্য টাকা চায় খুব কম লোকই। যে টাকা-টাকা ক'রে বেড়ায়, সে হয়তো ছেলের জন্য দেদার টাকা খরচ করছে। এই যে খরচ করে, সে-কি ছেলে টাকা দেবে ব'লে? তা' নয় কিন্তু। ভালবাসে ব'লেই করে। তার জন্য টাকা খরচ ক'রেই আনন্দ। তাই, ভালবাসাই মূল। আর, ভালবাসাই জীবনের মূলধন। স্বার্থকামনাশূন্য হ'য়ে সক্রিয়ভাবে ভগবানকে ভালবাসলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই আসে।

প্রশ্ন—অবতার, সদ্‌গুরু বা মহাপুরুষ মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবতার মানে সদ্‌গুরু, one who comes from above the region of complexes and conveys the laws of being and becoming (যিনি প্রবৃত্তিপরায়ণতার ঊর্দ্ধস্থ যে-লোক সেই লোক থেকে আসেন এবং বাঁচা-বাড়ার বিধি জানান)। মহাপুরুষ মানে মহাপরিপূরণকারী।

প্রফুল্ল—জীবন মানেই তো অবিশ্রান্ত সংগ্রাম, তার মধ্যে শান্তি কী ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শান্তি মানে নিথর অবস্থা নয়, বরং এমনতর আদর্শমুখী কর্ম্মসম্বেগ, যা' কিছুতেই কাবু হয় না। ঐ একমুখী আদর্শপ্রাণতার ফলে প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আসে, আর তাতেই প্রচণ্ড কর্ম্মের মধ্যেও বিক্ষোভের বদলে স্থৈর্য্য ও শান্তভাব দেখা দেয়। সে ইষ্টার্থে আরো, আরো, আরো করতে চায়। তাকে দাবিয়ে রাখা যায় না। হনুমানের মত হ'য়ে পড়ে। সে বলে—'আমি কি ডরাই কভু লম্পট রাবণে?' ছোটবেলায় শুনেছিলাম—'জান নাকি, তাতার বালক মাতৃ-অঙ্ক হ'তে ছুটে যায় সিংহশিশু সনে করিবারে মল্লরণ?' ওতেই তার স্ফূর্ত্তি। বাধাকে জয় ক'রেই তার আনন্দ।

প্রফুল্ল—সংগ্রাম এড়িয়ে চলতে ইচ্ছা হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—টান কম কিনা, তাই মনে হয় আলসে হ'য়ে প'ড়ে থাকি। আর, ইষ্টটানে মাতাল হ'লে যত কাজই আসুক না কেন, মনে হয়—আরো আসুক, আরো আসুক। শক্ত কাজের দায়িত্ব পড়লে আরো উৎসাহ বেড়ে যায়। সমুদ্রে স্নান করা যাদের অভ্যাস আছে, তাদের ঢেউ দেখলে স্ফূর্ত্তি হয়,—হাসে,—আনন্দ করে; কিন্তু আমাদের হয়তো সে-অবস্থায় ভয়ই করে। সত্যিকার ভক্ত বিপদ্‌-আপদের মধ্যে আনন্দোদ্বেল হ'য়ে ওঠে। সে জানে, ঐটেই তার ভক্তি, বিশ্বাস ও শক্তিকে পুষ্ট করার সুবর্ণ-সুযোগ।

প্রফুল্ল—কা'রও প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি দেখলে কি তবে বুঝব যে তার আদর্শানুরাগ আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা complex (প্রবৃত্তি)-এর দরুনও হ'তে পারে, Ideal-এ (আদর্শে) adherence (অনুরাগ)-এর দরুনও হ'তে পারে। দুটো রকম আলাদা। শিবাজীর রাজ্যলিপ্সাই বল আর যা'-কিছুই বল, তা' রামদাসকে খুশি করবার জন্য —নিজের বাহাদুরির জন্য নয়, আর রাণাপ্রতাপের যা'-কিছু তথাকথিত self-prestige (আত্মমর্য্যাদা)-এর জন্য।

প্রফুল্ল—মহাপুরুষরা by induction (প্রেরণাবিষ্ট ক'রে) মানুষের ভিতর স্থায়ী পরিবর্ত্তন আনতে পারেন না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Induction (প্রেরণার আবেশ) টেকে না। Adherence-এ (অনুরাগে) আপনা থেকেই ফুটে ওঠে। Induction (আবেশ-সঞ্চারণা) অপরের, adherence (অনুরাগ) নিজের। Adherence-এ (অনুরাগে) মানুষ magnetised (চৌম্বকশক্তিসম্পন্ন) হয়। Adherence (অনুরাগ)-এর ভিতর-দিয়ে যা' হয়, তা' সত্তার সঙ্গে গেঁথে যায়। সেই হওয়াটায় তাঁরা সুখী হন। তোমার ছেলেকে induce (আবিষ্ট) করিয়ে কিছু করান এবং out of love (ভালবাসা থেকে) তার করা—এ দুটোর পার্থক্য বোঝ তো ? ও-ও সেইরকম। পরিবর্ত্তনের মূলে আছে প্রণয়। প্রণয়-পীরিত ধ'রে-বেঁধে হয় না। হ'লেও তার মধ্যে কোন সুখ থাকে না, উপভোগ থাকে না।

প্রফুল্ল—মানুষকে দিয়ে বাইরে থেকে কায়দা-কৌশল ক'রে কা'রও জন্য বার-বার করিয়ে-করিয়ে ঐ তার প্রতি তার অন্তরের টান গজান যায় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যায়, যদি তার একটু আগ্রহ থাকে। ন্যূনতম আগ্রহ নেই, অথচ বাধ্য করিয়ে করাচ্ছ, এতে বরং উল্টো হ'তে পারে। তা' ছাড়া ব্যাটারী বার-বার charged (শক্তিভৃত) হ'লেও কি generator (শক্তি-উৎপাদক) হ'তে পারে ? মানুষ যখন জলুসমুগ্ধ হয়, তখন induced (আবিষ্ট) হয়, যখন সে জীবনমুগ্ধ হয়, তখন adhered (অনুরক্ত) হয়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। এখন অনেকেই চ'লে গেছেন। মাতৃমন্দিরের দোতলায় আশ্রমের মেয়েরা সমবেতভাবে স্তবস্তোত্র পাঠ ও আরতি ইত্যাদি করছে। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বেজে চলেছে। মিলিত মধুর তান চতুর্দ্দিকে এক মোহন মূর্চ্ছনা তুলেছে। উদাসী পদ্মাচরের বুকেও তা' যেন এক পুলক-প্রবাহ সঞ্চারিত ক'রে দিচ্ছে। ভক্তি-সরস সুরের অনুরণনে সবার অন্তরে জেগে উঠছে এক গভীর অন্তর্ম্মুখী ভাব। ঘরে-ঘরে অনেকেই এখন নামধ্যানে মস্‌গুল। কোন-কোন বাড়ীতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একসঙ্গে বিনতি-প্রার্থনা ইত্যাদি করছেন। আশ্রম-তপোভূমি—দিনের অতন্দ্র কর্ম্মতপস্যার পর সন্ধ্যার অন্ধকারে এখন সবাই একাগ্র আত্মানুশীলনে মগ্ন। শ্রীশ্রীঠাকুরও সমাহিতচিত্তে কী যেন ভাবছেন।

কিছু সময় চুপচাপ কাটলো। তারপর অতুলদা প্রশ্ন করলেন—ঠাকুর! Bribe (ঘুষ) দেওয়া সম্বন্ধে আপনি কী বলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Bribe (ঘুষ) দেওয়া মানে নিজে weak (দুর্ব্বল) হ'য়ে অন্যের weakness (দুর্ব্বলতা)-কে indulgence (প্রশ্রয়) দেওয়া। Bribe (ঘুষ) দেওয়ার থেকে reward (পুরস্কার) দেওয়া ভাল। Bribe (ঘুষ) মানে কেউ জানবে না, পুরস্কার মানে সবাই জানবে। আমাদের মনের level (স্তর)-ই এত নীচে নেমে গেছে, tension (প্রসারণা) এতই কম যে bribe (ঘুষ) দিয়ে ছাড়া অন্যরকমে মানুষকে favourable (অনুকূল) ক'রে তোলবার কল্পনা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। আত্মবিশ্বাস, মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও নিয়ন্ত্রণ-পারগতার অভাব হ'লেই মানুষ ঐ কাম করে। আজকাল দিন এমন হয়েছে যে বিচারবিভাগে পর্য্যন্ত dishonesty (অসাধুতা) ঢুকে গেছে শুনতে পাই।

খুলনা থেকে সৎসঙ্গীভাই রাজেনদা (সরকার) তাঁর এবং শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধান সভার নির্ব্বাচনে সাফল্যলাভের সংবাদ জানিয়ে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ক'রে টেলিগ্রাম করেছেন।

প্রফুল্ল এই কথা জানাতেই শ্রীশ্রীঠাকুর তন্মুহূর্ত্তে বললেন—টেলিগ্রাম ক'রে দে—

Let Lord exalt you both with bliss
To serve Him through politics.

প্রফুল্ল (হাসতে-হাসতে)—সুন্দর কবিতা হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর (তাচ্ছিল্যের সুরে)—আঃ! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন! তোরা তো সবই ঐ রকম দেখিস্। ইংরেজী conjugation (ধাতুরূপ) জানি না, তা' আবার কবিতা কব!

প্রফুল্ল—সব জানেন তাই নির্বিবাদে বলতে পারেন—কিছু জানি না। আমাদের মত অল্পবিদ্যা হ'লে ও-কথা আর বলতে পারতেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(কৃত্রিম রাগত ভঙ্গিতে)—থাক্! থাক্! পণ্ডিতি করিস্ না। এখন যা! তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামটা লিখে দেগা!

২৩শে চৈত্র, শনিবার, ১৩৫২ (ইং ৬।৪।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। তাঁর সুনন্দন কান্তি আলোর আভায় আরো মনোহর হ'য়ে উঠেছে। প্রেমমুখখানি শান্তিসুখ-সুধারসে আলিপ্ত ও অভিষিক্ত। দেখলে তাপিতপ্রাণ শীতল হয়। কতজন এসেছেন অন্তরের জ্বালা জুড়াবার আশায়। এসে চুপটি ক'রে ব'সে আছেন। মুখে কোন কথা নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ উল্লাসের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে ব'লে উঠলেন—কিরে সতু! আইছিস্?

সতুদা (সান্যাল)—হ্যাঁ ঠাকুর! এরা ক'জন পাবনা কলেজে পড়ে। এদেরও সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (খুশি হ'য়ে)—তা' ভাল।

ওরা সবাই দূর থেকে প্রণাম ক'রে ব'সে পড়লেন।

ধীরে-ধীরে নানা বিষয়ে কথা উঠলো।

অধীর (গাঙ্গুলি)—যোগ্য না হ'য়ে লোকের মান্য পেতে চাওয়া কি ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে নিজে মানতে জানে না, সে মানাতে জানে না। সে-চেষ্টা যদি সে করে, সে pulverised (গুঁড়ো) হ'য়ে যাবে। 'শিরদার তো সরদার'। যে তার মাথা একজায়গায় বিকিয়েছে, তার কাছেই মানুষ integrated (সংহত) হয়। ভালমন্দের দায়িত্ব নিয়ে লোককে পরিচালনা করা কি সোজা কথা ? দৃষ্টি স্বচ্ছ ও সুদূরপ্রসারী না হ'লে পদে-পদে গোলমাল বাধিয়ে ফেলে। ব্যাপার কোথায় গিয়ে গড়ায়, সেটা না-বুঝে কথা বলতে যাওয়াই বেকুবী। সূক্ষ্ম-বুদ্ধি যদি না থাকে বিনা দোষে, বিনা অপরাধে অপরাধের কারণ হ'য়ে যায়।

পাবনার একটি ছাত্র জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, ওর মানে বিদ্যমানতা ও বৃদ্ধিপ্রাণতা অর্থাৎ বাঁচা-বাড়া বজায় থাকে যাতে তাই-ই সত্য এবং চলতি-চলনে চলাটা নিন্দনীয় ও অপকর্ষী। Complex-এর run (প্রবৃত্তিচলন) যদি predominate (প্রাধান্য-লাভ) করে, তাহ'লে অপকর্ষ আসে। এবং যে-চলনা সত্তাকে দীন ও হীন ক'রে তোলে, তাই-ই মিথ্যা। ব্রহ্ম এসেছে বৃন্হ্-ধাতু থেকে। তার মানে বৃদ্ধি পাওয়া। সত্য এসেছে অস্-ধাতু থেকে, তার মানে বিদ্যমানতা, স্থিতি, গতি, উৎপত্তি ইত্যাদি। জগতের মধ্যে আছে গম্, তার মানে গমন, চলন। মিথ্যার মধ্যে আছে মিথ্। মিথ্ মানে বধ করা। বধ্-ধাতু মানে নিন্দা, বন্ধন। বন্ধন বলতে আমি বুঝি প্রবৃত্তিদ্বারা আবিষ্ট হওয়া। নিন্দার মধ্যে আছে অপকর্ষের ভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর পঞ্চাননদার (সরকার) দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ঠিক আছে তো ? ধাতুর মানে আমি তো কিছু জানি না। আপনাদের কাছে শুনে-শুনে কই। ভুলচুক হ'লে ঠিক ক'রে দেবেন।

পঞ্চাননদা—সব ঠিক আছে। ধাতুর মানে তো যে-কোন জায়গায় পাওয়া যায়। কিন্তু তার উপর দাঁড়িয়ে যে ব্যাখ্যাটা আপনি দেন, সেইটেই তো এক নতুন সৃষ্টি। আর, প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটার এত অপূর্ব সঙ্গীতি যে ভাবলে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিকার, নিরুপাধিক ব'লে এত যে বক্তৃতা ক'রে তাঁকে প্রণাম জানাই, তার মানে তাঁকে কিছুই বুঝি না। বৈষ্ণব শাস্ত্রে নাকি আছে, ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিঃ। মূর্তকে বাদ দিয়ে অমূর্তের উপাসনা হয় না। যাঁকে দিয়ে আমার integrating (সংহতি সন্দীপী) চলন বজায় থাকে, অস্তিত্ব সপরিবেশ বৃহৎ বৃদ্ধির দিকে চলে, তিনিই আমার সত্যোপাসনার কেন্দ্রকীলক।

এরপর ছেলেদের দিকে চেয়ে প্রীতিমধুর কণ্ঠে বললেন—তোমাদের একটা ছোট্ট

তুক বলি। যার-যার বাপ-মাকে ভালোবেসো, ভক্তি ক'রো, মেনে চলতে শিখো, খুশি করতে চেষ্টা ক'রো। তাহ'লে দেখবে, জীবনের মধ্যে একটা integration (সংহতি) আসতে থাকবে। ঐ integration (সংহতিই)-ই enriched (সমৃদ্ধ) হয় ইষ্টকে ধ'রে। মিশ্রীর মধ্যে সুতো দেখনি? ঐ সুতো না থাকলে কিন্তু দানা বাঁধে না। অনেক শিখছ, অনেক জানছ, অনেক করছ কিন্তু তার মধ্য-দিয়ে যদি জীবনের সঙ্গে জড়ান একটা সুতো হাটিয়ে না নাও, তাহ'লে বিচ্ছিন্ন কলরোলে বিভ্রান্ত হ'য়ে যাবে, সংহত-শক্তির অধিকারী হ'তে পারবে না।

সবাই খুব খুশি হ'য়ে প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—আবার এসো।

২৪শে চৈত্র, রবিবার, ১৩৫২ (ইং ৭।৪।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী), অনিলদা (সরকার), উপেনদা (বসু), গিরীশদা (কাব্যতীর্থ) প্রভৃতি তপোবনের শিক্ষকবৃন্দ এবং আরো অনেকে কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শিক্ষকদের লক্ষ্য ক'রে বললেন—নভেলের মত ক'রে ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রী ইত্যাদির text-book (পাঠ্যপুস্তক) লিখে ফেলো। ধূলোবালি নিয়েই হয়তো আরম্ভ করলে। বই সহজ করবে। অল্পের মধ্যে করবে। Convincing (প্রত্যয়-সন্দীপী) করবে।······নিজেদের পরস্পরকে শোনান লাগে। ভাল ছাত্র থেকে আরম্ভ ক'রে অঘা-ছাত্রকে পর্য্যন্ত শোনান লাগে। তার মাথায় যদি ধরে, তবে বুঝবে ঠিক হয়েছে। শেখানটা চলবে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে। কোন কৃত্রিম আড়ষ্টতা সৃষ্টি ক'রে নয়। বাগানে যেয়ে ছেলেদের সঙ্গে কৃষিকাজ করছ আর তার সঙ্গেই হয়তো গল্পচ্ছলে পড়িয়ে যাচ্ছ। কৃষিকে অবলম্বন ক'রে ইতিহাস, ভূগোল, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রী, বোটানি, অর্থনীতি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট কত-কি সম্বন্ধে হয়তো গল্পের অবতারণা করছ—ওদের মাথায় ধরে এমনতর রকমে। এমনি যদি করতে পার, দেখতে পাবে জ্ঞানপিপাসা ছাত্রদের জীবনে কেমন নেশার মত পেয়ে বসবে। শিক্ষকদের হওয়া লাগে ত্রিকালদর্শীর মত। এক-একটা ছাত্রকে ধাত বুঝে পোষণ দিয়ে চরম বিকাশের কোঠায় পৌঁছে দিতে হবে। বিদ্যামন্দির যেমন ঠিক করতে হবে, পরিবেশ ও প্রতিটি পরিবারকেও তেমনি শিক্ষার উপযোগী ক'রে তুলতে হবে। গল্পে, কথায়, কাজে, বাড়ীতে, মাঠে, খেলায়, ধূলায়, হাসিতে, গানে, বাপ-মার সংস্রবে, পারিপার্শ্বিকের কাছে সবভাবে তাদের শিক্ষার স্পর্শ দিতে হবে।······তোমরা সারা আশ্রমময় ভক্তি ও কর্ম্মমুখর জ্ঞানানুশীলনের হোমানল জ্বালিয়ে তোল।

নলিনীদার (দত্ত) কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর ২০ টন লোহা চাইলেন। নলিনীদা রাজী হলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খুশিমনে আনন্দের সঙ্গে কচ্ছেন তো?

নলিনীদা—হ্যাঁ!

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমথদাকে (দে) ডাকিয়ে বললেন—নলিনীদা ২০ টন লোহা এখানে এনে পেঁাছে দেবে—লিখে রাখেন।

—যান নলিনীদা ! প্রমথদার কাছে আপনার নাম-ঠিকানা লেখায়ে দেন গে !

নলিনীদা প্রমথদার সঙ্গে চ'লে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শিক্ষকদের লক্ষ্য ক'রে গভীর আগ্রহ-সহকারে পরপর অনেকগুলি কথা ব'লে গেলেন—৫00 ছাত্রের জন্য ২৫ খানা cottage (কুটির) করতে হয়। Library (গ্রন্থাগার), laboratory (বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার), বর্ষাকালে জল ঠেকানর কায়দাসহ open air lecture-gallery (খোলা জায়গায় বক্তৃতা-মণ্ড), smithy (কামারশালা), carpentry (ছুতোর-খানা), masonry (রাজমিস্ত্রীর কাজ), wicker-works (বেত ও বাঁশের কাজ), weaving (তাঁত), shorthand type-writing (অনুলেখন ও টাইপ করা), agriculture (কৃষি), marketing (কেনাবেচা) ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখতে হয়। নিজের জীবনকে efficiently (দক্ষ-ভাবে) চালাতে গেলে যত রকম জানা লাগে সব শিক্ষা দিতে হয়। বাগানে কপি ক'রে সেই কপি হয়তো শিক্ষক ও ছাত্র মাথায় ক'রে হাটে নিয়ে বিক্রী ক'রে আসলো। কেমন ক'রে খদ্দেরের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়, খুশি ক'রে জিনিস গছিয়ে দিতে হয়, হিসাবপত্র রাখতে হয়—খেলাচ্ছলে সব হয়তো শিখে গেল। এইভাবে যদি তৈরী হয়, তাদের কখনও বেকার থাকা লাগে না। করাতে গেলে তোমাদের আগে হওয়া লাগবে। হওয়ার উপর জোর দেও এই মুহূর্ত্ত থেকে। Do to be and be to have (হওয়ার জন্য কর, পাওয়ার জন্য হও)। বই লিখবে with scientific and psychological adjustment (বৈজ্ঞানিক ও মনোবৈজ্ঞানিক বিন্যাস-সহ)। লক্ষ্য রাখতে হবে কেমন ক'রে লিখলে ছাত্রেরা ভাল ক'রে বোঝে, বেশী ক'রে বোঝে। শিক্ষাটা খুব স্ফূর্ত্তিকর ক'রে তোলা চাই। কোন স্ফূর্ত্তি বাদ যাবে না। ওদের উপযোগী ক'রে থিয়েটার-সিনেমা, গান-বাজনা গ'ড়ে তুলতে হবে। এমন ক'রে পড়াবে যে ক্লাসে ব'সেই যেন ছাত্রদের সব তৈরী হ'য়ে যায়। বাড়ীতে বেশী পড়া না লাগে। ভাল ক'রে তৈরী না হ'লেও বুঝতে যেন কিছু বাকী না থাকে। যাদের প্রাইভেট টুইসনের দুর্লোভ আছে, তারা তোমাদের discard (ত্যাগ) করতে পারে, তাতে দুর্ব্বল হ'য়ো না, ভীত হ'য়ো না। No compromise at all (আদৌ কোন আপোষরফা নয়), অর্থাৎ sure but sweet (অব্যর্থ কিন্তু মিষ্টি) হওয়া লাগে। নিজেরা যদি diary (রোজনামচা) maintain (রক্ষা) কর—কি করছ, কি হ'চেছ, কি শুনছ, সব যদি record (লিপিবদ্ধ) ক'রে রাখ, অসাধারণ মূল্যবান্ জিনিস হয়। কোন্ ছেলেকে কোন্ situation-এ (পরিস্থিতিতে) কিভাবে deal (পরিচালনা) ক'রে successful (কৃতকার্য্য) হ'লে, সে-সব বিশদভাবে লিখে রাখা ভাল। ছেলেদের নিয়ে কখনও কখনও সারারাত্রি যদি কাবার করা লাগে—স্ফূর্ত্তিজনক কাজকর্ম্ম, পড়াশুনা, গবেষণা, অনুশীলন ও আমোদ-উৎসবে—তা'ও ভাল। এমন

হবে—নিদ নাহি আঁখি পাতে। শিক্ষার মধ্যে wine of life (জীবন-মত্ততা) আনা লাগে। Physical culture (স্বাস্থ্যচর্চ্চা)-এর দিকে জোর দিয়ে ভাল হয়েছে। ছেলেমেয়েদের শরীর যেন বিভিন্নপ্রকার কর্ম্মকৌশল-অভ্যস্ত, তরতরে ও পটু হয়।

মাঝে-মাঝে আগে থাকতে লোককে নোটিশ দিয়ে চুরি ক'রে undetected (অধৃত) থাকার education (শিক্ষা) দেওয়া মন্দ নয়। ওতে shrewdness (চাতুর্য্য) বাড়ে। অবশ্য, না বুঝে-শুনে apply (প্রয়োগ) করতে যেও না। আগে আমাদের ছিল নষ্টচন্দ্রা। ওভাবে যদি ছেলেরা trained up (শিক্ষিত) হয়, তারা আবার easily (সহজে) চোর detect করতে (ধরতে) পারে, মানুষও alert (সজাগ) হয়। গৃহস্থ হুঁশিয়ার থাকা সত্ত্বেও যে successfully (কৃতকার্য্যতার সঙ্গে) চুরি করতে পারে, তাকে reward (পুরস্কার) দেওয়া উচিত। অবশ্য এখন ওসব করতে যেও না, তাতে কাম খারাপ হবে। আগে গোছায়ে ঠিক ক'রে নাও।

এরপর বড়দা এসে নিভৃতে বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বেড়াতে বেরিয়েছেন। সঙ্গে কেষ্টদা, সুশীলদা প্রভৃতি আছেন। দারোগাদার দোকানের কাছাকাছি এসে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসাদকে (চক্রবর্ত্তী) বললেন—তুই কী যেন ক'বি কইছিলি !

প্রসাদ—আমি ভাল ব্যবহার করা সত্ত্বেও কেউ যদি আমাকে পাত্তা না দেয়, সেখানে আমার করণীয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে তোমাকে স্বীকার করে না, তাকেও তুমি তোমার পরম সম্পদ্ ব'লে মনে-মনে স্বীকার ক'রে নিয়ে সহ্যধৈর্য্যপূর্ণ প্রাণকাড়া সেবা ও ব্যবহারে তোমার প্রতি অনুকূল ক'রে তোল। তার হৃদয় জয় কর। একটা কথা সব সময় মনে রাখবে—প্রত্যেকে তার মত। তোমার মত হবে না। আর, তা' করতেও চেয়ো না। কিন্তু প্রত্যেককে তোমার আদর্শে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলতে হবে যাতে সে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ঐ আদর্শের সেবায় সার্থক হ'তে পারে। এইটেই হ'লো মিলনের পথ।

হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ কেষ্টদার দিকে চেয়ে বললেন—দেখেন কেষ্টদা ! আমার মনে হয়, বিশেষ ক'রে মেয়েদের education (প্রকৃত শিক্ষা) বাদ দিয়ে তথাকথিত literation (পুঁথিগত বিদ্যা) হওয়া আদৌ ভাল নয়। সেবা-যত্ন, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গৃহস্থালী কাজকর্ম্ম বাদ দিয়ে অমনতর লেখাপড়া শেখায় common-sense (সাধারণ-জ্ঞান), inquisitiveness (অনুসন্ধিৎসা) ইত্যাদি নষ্ট হ'য়ে যায়। মেয়েগুলি অনেক সময় ambitious (উচ্চাকাঙ্ক্ষী) ও luxury-prominent (বিলাসিতা-প্রধান) হ'য়ে ওঠে। একটা শান্তির সংসার গ'ড়ে তুলতে গেলে যে সহ্য, ধৈর্য্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সন্তোষ লাগে, literation (লেখাপড়া জানা)-এর অহংকারে তা' অনেকখানি হারিয়ে ফেলে। সবারই যে এমন হয়, তা' নয়, কিন্তু অনেকেরই এমন হবার সম্ভাবনা থাকে। সুধা, রেণু—এরা যে graduate (স্নাতক), তা' এদের দেখে বোঝার জো নেই। সাধনাকেও তো দেখেছেন।

কেষ্টদা—তার তো তুলনাই হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘরোয়াভাবে education (শিক্ষা) ও literation (লেখাপড়া) একসঙ্গে হওয়ায় এদের literation (লেখাপড়া)-টার বদহজম হয়নি। জীবনের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে।……পুরুষ pressure of environment-এ (পরিস্থিতির চাপে) অনেকখানি educated (শিক্ষিত) হয়, তাকে বাইরের জগতে অনেক দায়িত্ব নিয়ে চলতে হয়, কুশলকৌশলী ব্যবহারে অনেক বিরুদ্ধ অবস্থাকে আয়ত্তে এনে আয়-উপার্জ্জন ক'রে নিজের ও পরিবার-পরিজনের সংস্থিতিকে কায়েম করতে হয়, তাই খানিকটা educated (শিক্ষিত) হ'তেই হয়।

কেষ্টদা—আজকাল অনেক মেয়েরাও তো ঐ রকম করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়েদের স্থান প্রধানতঃ অন্তঃপুরে। মেয়েরা যদি নিবিষ্ট-নিষ্ঠায় সংসারের কাজ করতে না পারে, ঝি-চাকর, বামুন দিয়ে সব কাজ করায় ও নানা কাজ-কারবারে বাইরের জগতেই বেশীর ভাগ সময় থাকে, তবে বাড়ীগুলি সব সরাইখানার মত হ'য়ে যাবে। স্বামী ও ছেলেমেয়েগুলি শুকিয়ে উঠবে ধীরে-ধীরে। ছেলেমেয়েগুলির বেয়াড়া হ'য়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। মেয়েরা বেশী বাহিরমুখী হ'লে স্বামীর সঙ্গেও সামঞ্জস্য হওয়া কঠিন।

আশ্রমের একটা ছাগল হারিয়ে গেছে তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের মন খারাপ—যাকে দেখছেন তাকেই ডেকে-ডেকে ছাগলটা খোঁজ করার কথা বলছেন।

কেমিক্যালের মাঠে এসে বসেছেন। কেমন যেন বিমনা হ'য়ে আছেন, বেশী কথাবার্ত্তা বলছেন না। সরোজিনীমা তামাক সেজে দিচ্ছেন। বার-বার তামাক খাচ্ছেন এবং যেই কাছে আসছে তাকেই ছাগলের কথা বলছেন।

২৬শে চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ৯।৪।১৯৪৬)

আজকাল বেশ গরম প'ড়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সকালের দিকে মাতৃমন্দিরের পিছন-দিকে বকুলতলায় একখানি বেঞ্চিতে বসেছেন। শরৎদা (হালদার), প্রমথদা (দে), বঙ্কিমদা (রায়), শশধরদা (সরকার), হরিদাসদা (ভদ্র), প্রভৃতি কাছে আছেন।

গরম পড়েছে ব'লে বঙ্কিমদা কলকাতা থেকে বিজলীপাখা আনাবার প্রস্তাব করলেন।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকগুলি ব্যক্তিগত কথা বললেন—না রে! ওতে সুখ হবে না। ওর চাইতে তালপাতার পাখায় আরাম বেশী। অবান্তর প্রয়োজন বাড়িয়ে তার বাধ্য হ'য়ে পড়লে মানুষ দিন-দিন পরাধীন হ'য়ে পড়ে। পায়ের অসুখের সময় ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে ঘুম পাড়াত, সেই যে বদভ্যাস হ'য়ে গেল, তখন থেকে না ঝাঁকালে আর ঘুম আসে না। আগে আমি কা'রও সেবা নেবার কথা ভাবতেই পারতাম না। অনেকে মনঃক্ষুণ্ণ হ'তো। তাই বাধ্য হ'য়ে এটা-ওটা করতে দিতাম। কামের মধ্যে কাম হইছে, মানুষকে খুশি করতে যেয়ে, তাদের সেবা নিয়ে-নিয়ে আমি খোঁড়া হ'য়ে

পড়িছি। আগে কত ঘোরাফেরা করিছি। চরকির মত ঘুরতাম। অনেকে এসে তাদের প্রয়োজনমত আমাকে পেত না। পরে বাধ্য হ'য়ে ব'সে গেলাম। ব'সে থাকতে-থাকতে এখন জবুথবু হ'য়ে পড়িছি। শরীর আর বয় না। অভ্যাস বড় জবর জিনিস।……অন্যের প্রয়োজনকে আমি সব সময় নিজের প্রয়োজনের থেকে বড় ক'রে দেখতে অভ্যস্ত। এই করতে যেয়ে অন্যের জন্য time (সময়), energy (শক্তি), attention (মনোযোগ) অকাতরে দিয়েছি, কিন্তু সময় ক'রে নিজের ছাওয়াল-পাওয়ালদের দিকে তেমন নজর দিতে পারিনি। এমন যদি কাউকে পেতাম যে আমি না বলতেই আমার হ'য়ে আমার দায়িত্বগুলি যথাসম্ভব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে একটু free (মুক্ত) ক'রে রাখে, তাহ'লে কাজের পক্ষে আরো সুবিধা হ'তো। এমন ক'রে exhausted (ক্লান্ত) হ'য়ে পড়তাম না।

এরপর অন্য প্রসঙ্গ উঠলো।

শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি তো বলেন, বর্ণাশ্রম সার্ব্বজনীন ব্যাপার, কিন্তু সর্ব্বত্র এর প্রয়োগ সম্ভব হবে কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বংশগত সহজাত গুণগুলি লক্ষ্য ক'রে সেই গুণ-অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করতে হয়। অন্ততঃ সাত পুরুষের খবর নিতে হয়। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও বংশগত জীবিকার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কত মুসলমান-পরিবার আছে যারা হয়তো পুরুষ-পরম্পরায় কাপড় বোনে, কোন-কোন পরিবার হয়তো বংশগতভাবে ভুষোমালের ব্যবসা করে বা চাষবাস করে বা গাড়োয়ানের কাজ করে। কোন-কোন পরিবার হয়তো বাপ, বড়-বাপের সময় থেকে মৌলানা, মৌলভির কাজ করে। এদের বিয়ে-থাওয়াও আবার সমপর্য্যায়ের ঘরের সঙ্গে হয়, যাদের সঙ্গে জীবিকা ও আচার-আচরণের মিল আছে। এটা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য সব জায়গায় যে কিছু-কিছু পাওয়া যাবে না, তা' নয়। এমনতর adjustment (বিন্যাস) করা লাগে যাতে সমাজের সমস্ত রকমের necessity (প্রয়োজন)-কে fulfil (পূরণ) করা যায় through the different groups (বিভিন্ন গুচ্ছের ভিতর-দিয়ে)। আশ্রম হ'লো scientific and practical adjustment towards becoming (বিবর্দ্ধনমুখী বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব বিন্যাস)। এতে বংশ-পরম্পরায় একই culture (অনুশীলন) continue করে (চলে), তাই efficiency and experience (দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা) piled (সঞ্চিত) হ'তে হ'তে চলে। হাতড়াতে-হাতড়াতে সময় নষ্ট হয় না, unemployment (বেকার)-এর বালাই থাকে না। আবার মনে হয়, বর্ণাশ্রমের structure (কাঠামো) universally apt and applicable (সার্ব্বজনীনভাবে উপযুক্ত ও প্রয়োগযোগ্য)। এখন এর fundamentals (মূল জিনিসগুলি) বুঝে নিয়ে ক্ষেত্র-অনুযায়ী psychologically (মনোবৈজ্ঞানিকভাবে) proceed করতে (অগ্রসর হ'তে) হবে। কোন শাস্ত্র বা বিজ্ঞান বা সমাজব্যবস্থা কখনও মানুষের প্রকৃতিগত কর্ম্মকে অস্বীকার করতে পারে না। তাই

বর্ণাশ্রমের পক্ষে জনমত গঠন করা কঠিন কিছু নয়। অবশ্য এই জিনিসটা যেখানে যেমন ক'রে বললে মানুষের মাথায় ধরে, সেখানে তেমন ক'রে বলতে হবে। এটা হিন্দু-সমাজের বিধান ব'লে আমি সব সমাজে চালু করতে বলি না, কিন্তু কল্যাণকর বিজ্ঞান-সম্মত বিধান ব'লে যেখানে যেমনভাবে adopt (অবলম্বন) করা সম্ভব তাই করতে বলি। পিতৃপুরুষের সাধনার ধারার সঙ্গে সন্তানের যদি কোন যোগ না থাকে, এক-এক generation (পুরুষ) যদি খুশিমত এক-এক কাজ করে ও এক-এক ভাবে চলে, তাহ'লে efficiency (দক্ষতা) keen ও compiled (তীব্র ও সংকলিত) হ'য়ে উঠতে পারে না। সেটা কি মনুষ্য-সমাজের পক্ষে ভাল ? শুধু অন্ন-বস্ত্রের সমস্যাই তো মানুষের সমস্যা নয়। মানুষের যোগ্যতা ও চরিত্রকে ক্রমাধিগমনে ঈশ্বর-স্পর্শী ক'রে তুলতে হবে। সেদিক্ দিয়ে শক্তি ও সাধনার লক্ষ্যভ্রষ্ট অপচয় কখনও সমর্থন করা যায় না।

মেদিনীপুরের যজ্ঞেশ্বরদা (সামন্ত) বাড়ী যাবার অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চোখ তুলে চাইলেন তার দিকে। করুণভাবে বললেন—আজ না গেলে হয় না ?

যজ্ঞেশ্বরদা—আপনি যেমন বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার হাসি-হাসি মুখে বললেন—আমি তো কই, যে-ক'দিন পারিস্ থেকে যা। খামাকা 'বাড়ী যাব, বাড়ী যাব' ক'রে গোল করিস্ না।

যজ্ঞেশ্বরদা হাসতে-হাসতে বললেন—আচ্ছা !

শরৎদা—আপনি বলেন, বিপ্রের পূরণ ধাত ? তা'র পরিচয়টা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে স্বতঃই অন্যের স্বার্থে স্বার্থান্বিত হয়, মানুষকে সেবা দেয়, তার অভাব ও অপূর্ণতা পূরণ করতে চেষ্টা করে। মানুষ কিসে সুখ পায়, আনন্দ পায়—এই তার ধান্ধা। ভুলের দরুন অপকর্ম্মের ভিতর গিয়ে পড়লেও ঐ ধাঁজ তার থাকে। অমনতর দেখলে বুঝবেন, সঙ্গদোষে খারাপ হ'য়ে থাকলেও তার রক্ত ঠিক আছে।·········আমার মনে হয়, আমাদের দেশের কায়স্থরাই ক্ষত্রিয় পদবাচ্য। গোড়ায় যে পাঁচজন এসেছিল, তাদের পূর্ব্বপুরুষ-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। কুলীন কায়স্থরা বেশ generous ও tactful (উদার ও সুকৌশলী)। Executive work-এ (শাসনকার্য্য পরিচালনায়) তাদের অল্পবিস্তর efficiency (দক্ষতা) দেখা যায়।·········বৈশ্যদের economical efficiency (অর্থনৈতিক দক্ষতা) চমৎকার। আচার-নিয়ম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, হিসেব-নিকেশ tip-top (নিখুঁত)।

শরৎদা—বর্ত্তমানের হিন্দু-সমাজকে দেখে মানুষ বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে নিষ্প্রশ্ন হ'তে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উদাত্ত কণ্ঠে)—সব প্রশ্নকে নিরসন ক'রে, দ্বন্দ্বকে সমাধান ক'রে মানুষের অন্তরে-অন্তরে সাড়া জাগাতে হবে। বার-বার মানুষের কাছে সনাতন সত্যের কথা drum করা লাগবে (ঢাক পিটিয়ে বলতে হবে)। সনাতন সত্য বলতে static

(স্থিতিশীল) কিছু নয়, তা' evolve করতে-করতে (বিবর্ত্তিত হ'তে-হ'তে) চলেছে অস্তিত্বকে প্রগতিপন্ন ক'রে। আমরা অতীতে ফিরে যেতে চাই না, কিন্তু অতীতের সত্তাপোষণী ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতকে সম্বর্দ্ধনমুখর ক'রে তুলতে চাই। সত্যের কারবার অস্তিত্ব ও সত্তাকে নিয়ে। এই অস্তিত্ব ও সত্তাকে পুষ্ট করতে যা' যা' করা লাগে, তাই করাই ধর্ম্ম বা সত্য-সাধনা। কঠোর শ্রমে উৎকর্ষকে অধিগত করতে হবে—এবং তা' জীবনীয় প্রত্যেকটি ব্যাপারে। আশ্রম কথার মানেও তাই। আশ্রম তাই স্বতঃই শিক্ষাকেন্দ্র। ....জাতির উন্নতির জন্য তপস্যা ও বীর্য্যোৎকর্ষ দুইরকম ব্যবস্থাই করতে হবে। বর্ণাশ্রমের মধ্যে এই দুই রকমেরই বিধান আছে। বর্ণাশ্রমী সমাজ তাই বিধিমাফিক বিয়ের উপর অতোখানি জোর দেয়। কোন দেশের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে যদি আঁচ করতে চান, তাহ'লে প্রথমেই দেখবেন—তাদের বিবাহ-বিধান কেমন। মানুষকে দোহাই দিয়ে বলবেন, বুঝিয়ে বলবেন, কঠোর শাসনে বলবেন—যাতে কিছুতেই প্রতিলোম বিয়ের মধ্যে না যায়। অনেক জায়গায় শুনি, বৈদ্য-কায়স্থের মধ্যে বিয়ে জলভাতের মত চলে। এদের মধ্যে বিয়ে কিন্তু চলে না। বৈদ্য মূলতঃ কায়স্থের থেকে বাপের দিক্ দিয়ে বড় কিন্তু মায়ের দিক দিয়ে ছোট, কায়স্থ বৈদ্যের থেকে মায়ের দিক্ দিয়ে বড় কিন্তু বাপের দিক্ দিয়ে ছোট। তাই বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে কোন সম্পর্ক করা মানেই কোন না কোনভাবে প্রতিলোমকে প্রশ্রয় দেওয়া। বর্ণাশ্রমে অনুলোম বিয়ের কোন বাধা নেই। অনুলোমে inter-interestedness ও eugenic uphold (পারস্পরিক স্বার্থ-সম্বদ্ধতা ও সুপ্রজননী ধৃতি) enhanced (বর্দ্ধিত) হ'য়ে চলে। Sanctity of marriage (বিবাহের পবিত্রতা)-এর ভিতর-দিয়ে জাতকদের মধ্যে sanctity of purpose (উদ্দেশ্যের পবিত্রতা) গজিয়ে ওঠে।

কোন একটি দাদার এককালীন উদ্দীপ্ত চলন-সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সম্পর্কে বললেন—Normal (স্বাভাবিক) চলা এবং induction-এ (আবেশে) চলা ঢের ফারাক। Induction-এ (আবেশে) চলা দেখে কিছু বোঝা যায় না। অবশ্য শরীরের দরুন মানুষ অনেক সময় নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ে। অবশ্য কা'রও জন্মগত প্রকৃতি যদি ভাল হয়, শরীর খারাপ হ'লেও তা' বদলায় না।

শরৎদা—ক্ষত্রিয়ের তো রাজা হবার কথা। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তো বহু বংশ আছে, কোন্ বংশ-থেকে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাজা-হিসাবে থাকুক বা না থাকুক, এমন-কি democracy (গণতন্ত্র)-ও যদি হয়, তাহ'লেও সেখানে উপযুক্ত ক্ষত্রিয়ের defender and upholder of faith and culture (ধর্ম্ম ও কৃষ্টির রক্ষক ও ধারক)-হিসাবে থাকা দরকার। তারা executive officer (শাসন-পরিচালক) হ'তে পারে।

শরৎদা—বর্ণোচিত কর্ম্ম ছাড়া অন্য কর্ম্মে যদি কা'রও বিশেষ দক্ষতা থাকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজন বামুন হয়তো ভাল জুতা তৈরী করতে পারে কিন্তু তাই ব'লে

সে জীবিকা-হিসাবে মুচির কাজ করতে যাবে না। মুচিরা হয়তো তার কাছ থেকে ভাল ক'রে জুতো তৈরী করা শিখবে। আচার্য্য-হিসাবে তাদের কাছ থেকে সে হয়তো অযাচিতভাবে প্রাপ্ত দক্ষিণা নিতে পারে, কিন্তু জুতোর ব্যবসা সে করতে পারে না। ……বিপ্র যুদ্ধ করতে পারে আপদ্ধর্ম্ম-হিসাবে। কিন্তু সেইটে তার স্বাভাবিক কর্ম্ম নয়। একজন তার বর্ণোচিত কর্ম্ম ছাড়া অন্য কর্ম্ম করলেও তার মধ্যে তার instinctive tinge (সহজাত-সংস্কারের রং)-টা থাকে।

অমিয়মা আমের গুটি ও পটোল নিয়ে এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যা, বড়-বৌয়ের কাছে দিয়ে আয় গিয়ে।

অমিয়মা যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—ছেলেবেলায় নুন দিয়ে কাঁচা আম কত খাইছি। এখন টকের কথা মনে হ'লে দাঁত শির্-শির্ ক'রে ওঠে। একই মানুষ একই জীবনে কত রকমারি অবস্থায় পড়ে। এর কোনটাই স্থায়ী নয়, কিন্তু কোনটাই অস্বীকার করবার উপায় নেই। মানুষ নিজের নানা অবস্থার দিকে ভাল ক'রে চাইলে অন্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন না হ'য়ে পারে না। আপনার ছেলে হয়তো আমের গুটির লোভে গাছে-গাছে চ'ড়ে বেড়াচ্ছে। আপনার এখনকার মন নিয়ে যদি তাকে বিচার করেন, তাহ'লে তার আগ্রহ-আবেগ কিছুই বুঝতে পারবেন না। ঐ অবস্থায় শাসন করতে গেলে ভুল ক'রে বসবেন। অন্যের অবস্থায় নিজেকে ফেলে দেখতে না পারার দরুন আমরা যে তাদের উপর কত অবিচার করি, তার কি ঠিক আছে?

যতীনদা (দাস) হাসতে-হাসতে বললেন—ঠাকুর! আপনি হয়তো চোখমুখ দেখে সব ঠিক পান। কয়েকটা ব্যাপারে খোকার উপরে আমার খুব রাগ হ'য়ে আছে। ভাবছিলাম—একদিন ধ'রে ধোলাই দিয়ে দেব। আপনার কথা শুনে সে-ভুলটা কেটে গেল। এখন মনে যে-বুঝটা হয়েছে, তাতে রাগটা প'ড়ে গেছে। দাবড়ি দিয়ে ছেড়ে দেব। মারধর করব না।

সরল, সুন্দর, নীরব, নির্ম্মল হাসিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখখানি বিকশিত শতদলের মত লাবণ্যমধুর হ'য়ে উঠলো।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বৈশ্যের মেয়ে বিপ্র, ক্ষত্রিয় সবার ঘরে যেতে পারে। বৈশ্যের মেয়েরা সুগৃহিণী হয়। অল্পের মধ্যে গুছিয়ে সংসার করতে পারে। ওদের হিসেবের কায়দা অসাধারণ। শ্রোত্রিয়ের মেয়েরাও কতকটা ঐ-রকম। ওরাও কুলীন ও বংশজ সব-ঘরেই যেতে পারে।……অনেক বিপ্র-পরিবারের মধ্যে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ইত্যাদির trait (গুণ) prominent (প্রধান) দেখা যায়। আমার মনে হয়, তার কারণ হ'লো ওরা হয়তো পুরুষানুক্রমে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়ার ফলে ঐসব বর্ণ-থেকে বিপ্রবর্ণে উন্নীত হয়েছে।

যতীনদা—মেয়েদের কোন্ বয়সে বিয়ে হওয়া ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উন্নত প্রকৃতির ছেলে মিললে গৌরীদানেও আমার কোন আপত্তি নেই। এমনি মনে হয়, ১৫।১৬ বছরের মধ্যে বিয়ে দেওয়া ভাল।

একজন জানতে চেয়েছে—সে চাকরী করবে কি না। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সম্পর্কে হরেনদাকে (বসু) বললেন—অগত্যা করতে পারে। চাকরী আমার পছন্দ হয় না। ওতে brain (মস্তিষ্ক)-এর all-round unfurling (সর্ব্বতোমুখী বিকাশ) hindered (ব্যাহত) হয়, শেষে দেখে—চাকরী ছাড়া পথ নেই। চাকরী চ'লে যাওয়াকে জীবন বের হ'য়ে যাওয়ার সামিল মনে করে। স্বাধীনভাবে কিছু করার অভ্যাস থাকলে, অমন ক'রে আত্মবিশ্বাস হারায় না। গ'ড় খেলেও আবার ঠেলে ওঠে।

রাশিয়ায় সর্ব্ববিধ কর্ম্ম রাষ্ট্রের অধীন—সেই সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে বললেন—তার মানে, রাষ্ট্রের অধীনে সবাই চাকরে। এর ফলে জনসাধারণ প্রতিকূলতা ও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হ'য়ে ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও ঝুঁকি নিয়ে স্বাধীন কর্ম্মের মাধ্যমে সদ্ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের দক্ষতা হারিয়ে ফেলবে। যদি কালের গতিকে কোনদিন তেমনতর প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখন লোকগুলি বুঝবে, তাদের অন্য সবরকম শিক্ষা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা কী হারান হারিয়েছে।

২৮শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৫২ (ইং ১১।৪।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় তক্তপোষে উপবিষ্ট। কাছে আছেন সেবকদের মধ্যে দুই-একজন এবং ফরিদপুরের মণিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)।

মণিদা দেশের জটিল ও সংকটজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতি-সম্বন্ধে নানা কথা বলছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চুপচাপ শুনছেন। এইবার বিষণ্ণ চোখে মণিদার দিকে তাকালেন। মণিদাও কথা বন্ধ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে চেয়ে আছেন। তিনি কী বলেন শুনবেন।

—এমন কোন personality (ব্যক্তিত্ব) নেই যে circumstances (পরিস্থিতি) handle (পরিচালনা) করতে পারে।

ব'লেই শ্রীশ্রীঠাকুর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তাঁর মানসিক উদ্বেগ লক্ষ্য ক'রে মণিদা প্রসঙ্গ বন্ধ করলেন।

প্রফুল্ল—মনে হয়, কালের একটা স্রোত আছে। যতই শুভবুদ্ধি থাক, এবং যত বড় ব্যক্তিত্বই হো'ক, একক কেউ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাদের integrating capacity (দানা বাঁধাবার ক্ষমতা) নেই, তাদেরই ঐ রকম হয়। ভালর জন্য সত্যিকার opposition (বাধা) যারা দেয়, তারা আগে থাকতেই ভেবে নেয়, কি-কি reaction (প্রতিক্রিয়া) হ'তে পারে, এবং তা' কিভাবে counteract (প্রতিরোধ) করতে হবে, আর সেইভাবে প্রস্তুতও হয় অর্থাৎ পরিবেশকে ঠিক ক'রে নেয়। এতটুকু farsight (দূরদৃষ্টি) তাদের থাকে।

Obsession (অভিভূতি) থাকলে মাথা খেলে না, চালে ভুল হ'য়ে যায়। উদ্দেশ্যে অমোঘ হ'য়ে নটের মত চলতে হয়—কূট কৌশল নিয়ে।

পাবনার কণ্ট্র্যাকটর ধীরেনবাবু (রায়) এলেন। আশ্রমের কলেজের (মনোমোহিনী ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ সায়েন্স অ্যাণ্ড টেক্‌নলজি) বাড়ী কেমনভাবে তৈরী হবে, সেই সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোল-বালিশটা হাঁটুর উপর রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন—Technical and general section (কারিগরী ও সাধারণ বিভাগ) পাশাপাশি রাখা ভাল। সব সময় সবগুলিই যেন চোখের উপর থাকে। পাশাপাশি সবগুলি থাকলে এটা ওটাকে influence (প্রভাবিত) করে, ওটা এটাকে influence (প্রভাবিত) করে। শিক্ষাটা একপেশে হওয়া ভাল না। যার-যার ঝোঁক ও বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে অবশ্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়গুলোও শিখবে। চোখ-কান খোলা থাকবে। সব দিকে নজর থাকবে। তাহ'লে পণ্ডিতমূর্খ হবে না। যে-কোন পরিস্থিতির ভিতর পড়ুক, ঘাবড়াবে কম। মাথা খাটিয়ে উতরে যেতে চেষ্টা করবে। Interest ও knowledge (অনুরাগ ও জ্ঞান)-এর range (ব্যাপ্তি) যার যত বেশী, আনন্দ ও চারচোখো কর্ম্মদক্ষতার অবকাশও তার জীবনে তত বিশাল।

ছেলেবেলা থেকে বাড়ীতেই ছেলেপেলেদের all-round training (সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা) দিতে হয়। গোড়ার গাঁথুনিটা অর্থাৎ চাল-চলন, অভ্যাস-ব্যবহার, বোধ, শ্রদ্ধা, সেবা, সমাধানী চেষ্টা, ভাবা-অনুযায়ী করা, বলা, অনুসন্ধিৎসা ইত্যাদি যদি বাড়ীতে ৫।৭ বছরের মধ্যে ঠিক ক'রে দেওয়া যায়, তখন লেখাপড়া, কাজকর্ম্ম টকাটক্ শিখে যায়। পরে সময় ও শক্তির অপব্যয় হয় না।

ভূপেশদা (দত্ত) গাড়ীর তেলের টাকার জন্য যথাস্থানে ব'লেও উপযুক্ত সাড়া না পেয়ে ক্ষুব্ধ হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে সব কথা বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অভিযোগ শুনে হেসে ফেললেন। সেই হাসি দেখে ভূপেশদারও মুখে মেঘ অনেকখানি উড়ে গেল। অজান্তে ফিক্ ক'রে হাসি বেরিয়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বললেন—ঠাণ্ডা ক'রে বুঝান লাগে, জবাবদিহি চাওয়ার মত ক'রে বুঝালে বোঝে না। ওদের বাস্তব অসুবিধা আছে কিনা, সেটাও ভাবা লাগে। শুধু নিজের দিক্‌টা ভাববি না, অপরের দিক্‌টাও ভাববি। মানুষকে খুশি ক'রে কাজ হাসিল ক'রে নিবি। কায়েতের বাচ্চা, কত কায়দা বুঝিস্, আর এইটুকু বুঝিস্ না ?

এরপর ভূপেশদা প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

ফরিদপুরের রমণীদা (দাস) পারিবারিক ব্যাপারে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ একটা নির্দ্দেশলাভের জন্য আশ্রমে এসেছিলেন। সে-কাজ হ'য়ে গেছে। তাই আজই যেতে চান।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—দরকার থাকলে যাবি। কিন্তু কন্‌ফারেন্সে আসিস্। অতো লোকসমাগম হয়। কন্‌ফারেন্স অনেকখানি ঠেলে তোলে।

রমণীদা জিজ্ঞাসা করলেন—চাষবাস কি রাখব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাষ না-থাকা ভাল না। চাষই লক্ষ্মী। পেটের দানা জোগায় তো ঐ চাষ।

অরবিন্দদা (চক্রবর্ত্তী) একসময় নেতাজী রচিত আজাদহিন্দ ফৌজের সৈনিক ছিলেন—বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে প্রসঙ্গ তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিপ্লব চাই, বিদ্রোহ চাই না। Internal civil war (দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ) তো চাই-ই না, এমন-কি ব্রিটিশের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ চাই না। আমরা তাদের বলতে চাই—মানুষ-হিসাবে তোমরা যা' চাও, আমরাও তাই চাই। তোমাদের অমানুষিকতা যা' আছে তা' তোমাদের, আমাদের এবং অন্য সবার পক্ষে ক্ষতিকর, তাই তা' আমরা resist (প্রতিরোধ) করব। মানবীয় যতটুকু আছে, সেটুকু মেনে নেব। এতে সবার ভাল। কারউ মরণ চাই না আমরা। সবারই জীবন চাই। এই হ'লো আমাদের অমৃত-বিপ্লব। অমরণ-অভিযান রুখতে গেলে প্রকৃতিই তাকে খতম ক'রে দেয়। বিপ্লব তার জন্য দায়ী নয়। ঝড় মেতে চলে, তার উদ্দেশ্য নয় ঘর ফেলা, ঘর যদি ঝড়ের গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে, তার বেগ সামলাতে পারে না, প'ড়ে যায় ; বান ডাকে, তার পথে যে দাঁড়ায়, সে ডুবে যায়। এ হ'লো প্রাকৃতিক বিধান।·········অমৃত-বিপ্লব হ'লো জীবনমুখী একটা প্রচণ্ড চলন, সেই চলনার পথ রোধ ক'রে যা' দাঁড়ায়, তা' বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু ঐ চলনার মধ্যে কা'রও বিধ্বস্তি-কামনা নেই।

এরপর আজাদহিন্দ ফৌজের গঠন ও কার্য্যক্রম-সম্বন্ধে অরবিন্দদা গল্পচ্ছলে নানা কথা বললেন।

২৯শে চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৫২ (ইং ১২।৪।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ব'সে আছেন। মণিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), অরুণ (জোয়ার্দ্দার), ঊষামা, নলিনীমা, শৈলেনদার মা, সুনীলের (চট্টোপাধ্যায়) মা, লক্ষ্মীমা, মনুর মা, রঞ্জনের মা, শিশুমা, সুরবালামা, নিশাবতীমা, ঈশানীমা প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আছেন।

গ্রামে চড়কপুজো হবে। তারই বাজনা বাজছে। ঢাকের বাজনার দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর কান পেতে আছেন। হঠাৎ বললেন—আজকাল আনন্দের ব্যাপার সামনে উপস্থিত হ'লেই, তার সঙ্গে-সঙ্গে বিষাদের ছায়া নামে মনে। চারিদিকের যেমন অবস্থা, তাতে মানুষ আর কতদিন এইভাবে আমোদ-স্ফূর্ত্তি করতে পারবে তা' বলা যায় না। নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়ার কথা যে আছে, এতদিনে বোধহয় তা' পুরোমাত্রায় ফলতে চলল। সবাই আপন স্বার্থ নিয়ে আছে, কিন্তু আজকের স্বার্থ দেখতে যেয়ে যে কালকের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিচ্ছে, নিজের দুঃখ এড়াবার দায়ে যে সন্তান-সন্ততির দুঃখ কায়েম করছে, তা' আর বোঝে না।

মণিদা—করণীয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাইরে থেকে বাংলাদেশে লোক এনে বসিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যাগত সামঞ্জস্য বিধানের কথা কতদিন থেকে কতজনকে বললাম, কেউ কান দিল না। নিজে করতে চেষ্টা করলাম। তা'ও উদ্দেশ্য না বুঝে সমাজের লোক শত্রু হ'য়ে দাঁড়াল। করতে দিল না। এটা করতে পারলে সবারই ভাল হ'তো। মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হো'ক তা'ও আমি চাই না। হিন্দু ক্ষতিগ্রস্ত হো'ক তা'ও আমি চাই না। আমার ইচ্ছা এমনতর একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করা, যেখানে অন্যায়, অত্যাচার মাথা তোলা দিতে না পারে, পরস্পর পরস্পরের বাঁচাবাড়ার সহায়ক হয়।.........আপনারা বোঝেন সব, কিন্তু কোমর বেঁধে লাগেন না। এই যা' দোষ।

প্রফুল্ল—খাদ্য-সমস্যার সমাধান কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য প্রস্তুত থাকতে চেষ্টা করলে অভাব থাকে না। সেই attitude (মনোভাব) চারিয়ে দিতে হয়। মানুষ মানুষের প্রতি interested (স্বার্থান্বিত) হ'লে দুঃখ-কষ্ট থাকে না। Solvent, insolvent (সচ্ছল, অসচ্ছল) প্রত্যেকেই যদি পারিপার্শ্বিক-সম্বন্ধে interested (স্বার্থান্বিত) হয়, তাহ'লেই প্রত্যেকের efficiency ও output (দক্ষতা ও উৎপাদন) বাড়ে। সমাধান হ'লো অপকর্ম্ম ও বদভ্যাসগুলি নাশ করা। মাথা ও শরীরের আলসেমি থাকলে, সেবা-বুদ্ধি না থাকলে অভাবকে আর খুঁজে বেড়াতে হয় না। সে আপনিই এসে ভক্তকে দর্শন দেয়। তাই বলি, যার যতটুকু জমি আছে, মাথা খাটিয়ে তা' utilise (সদ্ব্যবহার) করুক, শাক-সবজী, ফল-মূল বাড়াক। আগে থাকতে এগিয়ে থাকুক, প্রস্তুত থাকুক, যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফলাতে পারে।

বীরেনদার (বিশ্বাস) সঙ্গে Honesty is the best policy (সাধুতাই সর্ব্বোত্তম কৌশল) কথার তাৎপর্য্য-সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সাধুতাই সুকৌশল। সাধুতা মানে নিষ্পন্নতা, আর নিষ্পন্নতার মাঝেই আছে সুকৌশল। যে-ক্ষেত্রে যেমন ক'রে যা' করতে হয়, সে-ক্ষেত্রে তেমন ক'রে তা' করতে হবে। একঢালা কোন formula (সূত্র) নেই। অবস্থা-অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। এইখানেই মাথা খাটানর প্রয়োজন। এই কৌশলী চলন যেখানে যত কম, সাধুত্ব সেখানে ততখানি খোঁড়া। এই যেমন একটা দিক্ আছে, এর আরো একটা দিক্ আছে। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সদ্ভাবে চলে যে, তার যোগ্যতাও বাড়ে এবং পরিবেশও তার প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থাসম্পন্ন হয়। এর ভিতর-দিয়ে কৃতকার্য্যতালাভ তার পক্ষে সহজ হ'য়ে ওঠে। সুতরাং পন্থা-হিসাবে সৎপথে চলা সব চাইতে ভাল পন্থা, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কী ? সৎত্ব যার খাঁটি, সোনা হয় তার মাটি।

প্রফুল্ল—বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যা' করতে আরম্ভ করেছি, ঠিকমত ক'রে তুলতে পারলে সব

ঠিক হ'য়ে যায়। দেশের লোকের মধ্যে যদি ইষ্টপ্রাণতা, পারস্পরিকতা ও সংহতি গ'ড়ে তোলা যায়, তাহ'লেই তাদের দুঃখ ঘোচান যায়।

প্রফুল্ল—পাকিস্তান যদি হয়, হিন্দুরা কী করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-নীতিবিধি মেনে হিন্দুদের চলা উচিত, তা' যদি চলে এবং সঙ্গে-সঙ্গে যাজনে সবার মধ্যে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে—পরিপূরণী আর্য্য-দাঁড়াকে অক্ষুণ্ণ রেখে, পূর্ব্বতন প্রত্যেকটি মহাপুরুষকে স্বীকার ক'রে নিয়ে পূরয়মাণ বর্ত্তমান যিনি তাঁতে কেন্দ্রীভূত হ'য়ে, তাহ'লে পাকিস্তান বা যে-স্থানই হো'ক সবস্থানই সুস্থান হ'য়ে দাঁড়ায়।

এমন সময় স্পেন্সারদা আসলেন। স্পেন্সারদা এসে একটা বেঞ্চিতে বসার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর দিকে চেয়ে সুর ক'রে বলতে লাগলেন—

'শির দেনেছে গুরু মিলে তো ওভি সস্তা জান।'

একটু পরে আবার বললেন—

'শির উতারে ভুঁই ধরে উপর রাখে পাও
দাস কবীরা কহে এইসাঁ হোও তো আও।'

স্পেন্সারদা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রফুল্লর দিকে চাইলেন। তিনি ইংরেজী তর্জ্জমা বলার পর স্পেন্সারদা গম্ভীরভাবে ভাবতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্বপ্রসঙ্গে ব'লে চললেন—মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যিকার ইসলামের প্রতিষ্ঠা যাতে হয়, সেজন্য আমাদের ঢের করবার আছে। কোরাণ, হাদিসের কদর্থ ক'রে লোককে যেভাবে বিভ্রান্ত করা হ'চ্ছে, কোন ধর্ম্মপ্রাণ লোকেরই তা' বরদাস্ত করা উচিত নয়। সুনিষ্ঠ, ধর্ম্মাচরণ-পরায়ণ, শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন, বিজ্ঞ মুসলমান-ভাইদের সংগ্রহ ক'রে এই কাজে লাগাতে হয়। তাদের উপর প্রথমটা হয়তো অত্যাচার, অবিচার হবে। কিন্তু ধীরে-ধীরে লোকে বুঝবে—কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা। ধর্ম্মের সঙ্গে অসৎ-নিরোধ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আর এই অসৎ-নিরোধ করতে গিয়েই আসে opposition (বাধা) ও persecution (নির্য্যাতন)। তা' overcome (অতিক্রম) করার মত কৌশল ও শক্তি আয়ত্ত করতে না পারলে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হবে না। কিন্তু ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ব্যষ্টি ও সমষ্টির মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য। তুমি মানুষকে টাকা দাও, পয়সা দাও, খেতে দাও, পরতে দাও, নারী দাও, মাটি দাও, শিক্ষা দাও, সভ্যতা দাও, কোন দেওয়াই দেওয়া হ'লো না, যতক্ষণ না তুমি তার মধ্যে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা ক'রে তার ability (যোগ্যতা) ও self-control (সংযম) unlock (বিকশিত) করছ। Heaven (দিব্যধাম)-কে কে কত ভালবাসে, তার পরখ হ'লো মানুষের ভিতর heaven (দিব্যধাম)-কে সে কতখানি impart (সঞ্চারিত) করতে পারে। সেইজন্য গীতায় আছে—'যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্‌'।

ধর্ম্মান্তরিতকরণ-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে বললেন—ধর্ম্ম চিরদিনই এক। আর তা' আচরণের বস্তু।

ধর্ম্মের কখনও ভেদ হয় না। ধর্ম্ম কখনও পিতৃপুরুষ বা মানুষের অতীত সত্তা-সম্বর্দ্ধনী কৃষ্টিকে অস্বীকার করতে শেখায় না। তা' যদি করে তবে তা' ধর্ম্ম নয়। তাতে মানুষের মন্দ ছাড়া ভাল হয় না। এককথায় conversion is no verse of religion (ধর্ম্মান্তরিতকরণ ধর্ম্মের কোন কথা নয়)।

স্পেন্সারদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে হেসে ফেললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন—এ-কথা ঠিক নয়? বাইবেল কী বলে?

স্পেন্সারদা—ঠিক আছে। বাইবেলেও এর সমর্থন আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বের ক'রে দেখাও তো!

স্পেন্সারদা—ঠিক আপনার কথা না হ'লেও ঐ ধরণের সুর আছে। খুঁজে বের করতে একটু দেরী হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর জোর দিয়ে বললেন—এখনই বের ক'রে ফেল। যখনকারটা তখন ক'রে ফেলা ভাল।

স্পেন্সারদা ঘরে ঢুকে বাইবেলটা দেখতে লাগলেন। পরে বাইরে এসে পড়ে শোনালেন—

Woe to you, you impious scribes and pharisees! you traverse sea and land to make a single proselyte and when you succeed you make him a son of Gehina, twice as bad as yourselves. St. Mathew, 23; 15. (হায়! অধার্ম্মিক ইহুদি ধর্ম্মব্যাখ্যাতাগণ! তোমরা একজনকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাবার জন্য জল-স্থল পরিভ্রমণ কর, কিন্তু যখন তাতে কৃতকার্য্য হও, তোমরা তাকে একটি নরক-নন্দন ক'রে তোল, যে কিনা তোমাদের চাইতে দ্বিগুণ খারাপ হ'য়ে ওঠে।)

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুঝে নাও! এমন কথাই বরাবর চলে আসছে। আর, আমরা এর বিরুদ্ধ আচরণ করছি।……কিন্তু পরিপূরণী দীক্ষা জিনিসটা আলাদা, তাতে গুরু ত্যাগ হয় না, বংশ ত্যাগ হয় না, কৃষ্টি ত্যাগ হয় না, বরং প্রত্যেকটাই স্ফুরণদীপনা লাভ করে। আমার কথা এই যে, পূর্ব্বতন একজনকে না মানলেও মহা ক্ষতি। বর্ত্তমান পুরুষপুরুষ-সম্বন্ধে বলেছে—'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ'। পূর্ব্বতন প্রত্যেকটি মহাপুরুষ তাঁর মধ্যে alive (জীয়ন্ত)। তাঁর কাছে conversion (ধর্ম্মান্তকরণ) নেই, আছে adherence (নিষ্ঠা)। Convert (ধর্ম্মান্তর) করা মানে betrayal (বিশ্বাসঘাতকতা) শেখান। ওটা ধর্ম্মরাজ্যের কথা নয়। আমার কাছে কোন খ্রীষ্টান আসলে তাকে বলি—Be more deeply christian (আরো গভীরভাবে খ্রীষ্টান হও), কোন মুসলমান আসলে তাকে বলি—Be more deeply muslim (আরো গভীরভাবে মুসলমান হও)। আমাদের শাস্ত্র বলে—যে বেদ অর্থাৎ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দলিল মানে না, গুরু মানে না, তাকে কখনও গুরু ব'লে গ্রহণ করবে না, কারণ সে complex (প্রবৃত্তি)-এর দাস হবেই।

এরপর স্পেন্সারদা পরিপূরণী দীক্ষার সমর্থনে বাইবেল থেকে প'ড়ে শোনালেন—

Every scribe, who has become a disciple of the realm of heaven is like a house-holder, who produces what is new and what is old from his stores. St. Mathew 14 ; 51.

(স্বর্গীয় জীবনবাদে দীক্ষিত প্রতিটি ইহুদি ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি সেই গৃহীর সমতুল্য যে কিনা তার ভাণ্ডার থেকে প্রাচীন ও নবীন যা'-কিছু বের ক'রে দিতে পারে।)

শ্রীশ্রীঠাকুর চোখটা উঁচুর দিকে তুলে খুশিভরা মুখখানা দীর্ঘতর ক'রে মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে টেনে বললেন—খু—ব ভাল ক—থা।

স্পেন্সারদা বাইবেলের একটা কথার তাৎপর্য্য জানতে চাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই-প্রসঙ্গে বললেন—একজন কোন মহাপুরুষের বিষয় হয়তো ভাল ক'রে জানে না, যতটুকু জানতে পায় তাতে বুঝতে পারে না এবং না বোঝার দরুন honest criticism (অকপট সমালোচনা) করে, কিন্তু তার হয়তো ভগবানে বিশ্বাস আছে এবং ভগবৎ-কথা শুনতে ভালবাসে কিংবা সত্য জিজ্ঞাসা আছে, সত্য জানতে চায়, এমনতর জিজ্ঞাসু লোক এমতাবস্থায় উক্ত মহাপুরুষের বিরূপ সমালোচনা করলেও তাতে তার ক্ষমার অযোগ্য পাপ হবে না। অর্থাৎ সে যে তাঁকে কোনদিন বুঝতে বা ধরতে পারবে না, তা' নয়। একদিন হয়তো সে-ই তাঁর মহাভক্ত হ'য়ে দাঁড়াবে।

স্পেন্সারদা শয়তানের প্রলোভন-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অভয়হস্ত উত্তোলন ক'রে বললেন—কুছ পরোয়া নেই। শয়তান যখন entice (প্রলুব্ধ) করে মানুষকে, mercy (ভগবৎকৃপা)-ও তখন near about-এ (কাছে) থেকে guard (রক্ষা) করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে খেপুদার বারান্দায় এসে বসেছেন। হরেরামদা (চক্রবর্ত্তী), প্যারীদা (নন্দী) ও শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) কাছে আছেন। হরেরামদা জগতের আধুনিক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি-সম্বন্ধে টুকিটাকি খবর বলছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহ-সহকারে শুনছেন ও মাঝে-মাঝে এক-আধটা প্রশ্ন করছেন। কথাচ্ছলে বললেন—বিজ্ঞানের চর্চ্চা খুব ভাল। ওতে জীবনের অন্তরায়গুলি অনেকখানি কাবেজে আসে, কিন্তু living Ideal (জীবন্ত আদর্শ) যদি individual ও collective life (ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবন)-এর controlling agent (নিয়ামক) না হন, তাহ'লে প্রবৃত্তি-অভিভূতি-রূপ সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় মানুষের কাবেজে আসে না, তাই progress proceeds towards demolition (উন্নতি ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়।)

হরেরামদা—ইউরোপ, আমেরিকার চলনটা কিভাবে characterise (বিশেষিত) করা যেতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের practical-purpose-centric (বাস্তব-উদ্দেশ্য-কেন্দ্রিক) বলা যেতে পারে। Purpose-এ (উদ্দেশ্যে) অনেকটা obsessed (অভিভূত) হ'য়ে থাকে। তার সার্থকতা কিসে ও কোথায় তা' বড় একটা ভাবে না। তাই সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শহীনতার শূন্যতায় মাঝে-মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে। ওরা সতত-প্রচেষ্টা-পরায়ণ, তাই ভুল-ত্রুটির ভিতর-দিয়েও এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে নেই-নেই ক'রেও সংস্কার হিসাবে জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মের ধুয়োটা আছে। অবশ্য তা' অনেকখানি বিকৃত হ'য়ে পড়েছে। Concrete Principle (মূর্ত্ত-আদর্শ) না থাকায় fixity of purpose (উদ্দেশ্যের স্থিরতা)-ও ব্যাহত হয়েছে। আর-একটা দোষ—আমরা co-ordinated (সংহত) নই। আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে আমরা যদি co-ordinated (সংহত) হই, আমাদের সঙ্গে কা'রও পারার জো নেই।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার বেড়াতে বেরুলেন।

বেড়িয়ে এসে সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী), অনিলদা (সরকার), যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী) প্রভৃতি কাছে আছেন।

সফল গবেষণা কিভাবে করা যায়, সেই সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে-কোন বিষয়েই আমরা যাই, তাতেই আমরা হারিয়ে যাই, যদি খুঁটো ধ'রে না চলি। মানুষের Ideal (আদর্শ)-এর জন্য research (গবেষণা) হ'লে একটা গবেষণার পথে অগণিত জিনিস বের ক'রে ফেলতে পারে, কারণ, সে বিষয়ের ভিতরে থেকেও তার ঊর্দ্ধ্বে থাকে, তাই সব-কিছু নজরে পড়ে, অন্যথায় বহু-কিছু নজর এড়িয়ে যায়। আমরা যার ভিতর ঢুকি, যদি খুঁটো ধ'রে না ঢুকি, তাতে benumbed (বিবশ) হ'য়ে পড়ি—তলিয়ে যাই, কিন্তু খুঁটো ধ'রে ঢুকলে তা' হয় না এবং সেখানে যা-কিছু আছে, সে-সব খুঁটে-খুঁটে আহরণ করতে পারি। সব ব্যাপারেই এমনতর। তাই জীবনে কোন-কিছু কাজ সুরু করার আগে প্রথম কাজ হ'লো বিহিতভাবে গুরুকরণ। তখন শিক্ষা, বিবাহ, ঘর-সংসার, ব্যবসা-বাণিজ্য, গবেষণা, রাজনীতি সবই ঠিকভাবে করা যায়। পাঁকের মধ্যে গেড়ে যাওয়া লাগে না।

যোগেশদা—আমরা সবাই দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তেমন কৃতকার্য্য হ'তে পারছি না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু নামকা ওয়াস্তে দীক্ষা নিলেই হবে না, গুরুতে অনুরক্ত হ'য়ে তাঁর পথে চলতে হবে। চলার পথে we may occasionally fail (আমরা কখনও-কখনও অকৃতকার্য্য হ'তে পারি), তা' সত্ত্বেও আমরা চলেছি, আমাদের failure (অকৃতকার্য্যতা) আমাদের deceive (প্রতারণা) করতে পারছে না, failure-এর (অকৃতকার্য্যতার) মধ্যে আমরা হারিয়ে যাচ্ছি না—এইটুকু যা' আমাদের কাছে আশার জোনাকী আলো। প্রকৃতপ্রস্তাবে, failure (অকৃতকার্য্যতা) ব'লে কোন অনিবার্য্য ব্যাপার নেই, failure (অকৃতকার্য্যতা) মানে বিধিমাফিক না করা, বিধিমাফিক যে করে, তার failure (অকৃতকার্য্যতা) নেই।

প্রফুল্ল—পারিপার্শ্বিকের সহযোগিতা যদি না পাওয়া যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যদি কায়মনোবাক্যে নিরন্তর ক'রে চল—অন্তরের আগ্রহ-উন্মাদনা নিয়ে,—তোমার সেই করাটাই সহযোগিতা সৃষ্টি করবে।

কালিদাসীমা তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে মুখ থেকে নলটা সরিয়ে হঠাৎ বললেন—আমি সংসার-পীড়নে কাঁদি, লোকের কাছে প্রেমিক হই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে প্রত্যেকেই নিজ-নিজ অন্তররাজ্যের কথা ভাবছেন।

ভেল্কু একপাশে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল—গোপালি! তুমি যে বললে, একজন আপ্রাণভাবে করলে অন্যেও তার সাথী হয়, কিন্তু তুমি তো এত কর, আমরা তোমার সাথে থেকেও তো তোমার ইচ্ছা পূরণের কথা তত ভাবি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাব বই কি ? না ভাবলে এ প্রশ্ন তোমার মনে জাগত না। সবাই তো আর সবটা পারে না। যে যেমন পারে, সে তেমনি করে। আবার করার মূল কথা হ'লো টান। তবে এ-কথা ঠিকই—একজন যদি কোমর বেঁধে লাগে, তার সঙ্গে-সঙ্গে আরো দশজন দাঁড়িয়ে যায়। এই হ'লো প্রকৃতির বিধান। আমি ২২ মিনিটে ৩ মাইল পথ হেঁটে গিয়েছিলাম। আমি শুধু একা হাঁটিনি, আমার সঙ্গে ৩০।৪০ জন হেঁটে গিয়েছিল। পারে না, তবু হাঁপাতে-হাঁপাতে আমার সঙ্গে ছুটেছে।

বিজয়দা (রায়)—প্রবৃত্তির ঝোঁক সামলানই তো সব চাইতে কঠিন কাজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঠোঁটটা একটু উল্টিয়ে ব্যাপারটা সহজ ক'রে দিয়ে মাথা ও হাত নেড়ে বললেন—কঠিন কিছু না। পারতে চাইলেই পারা যায়। আসল কথা হ'লো—প্রত্যাহার করতে শেখা।

মনের রোখটি যাই থাকুক না
একটুখানি এড়িয়ে গা,
কওয়া-করায় চলবি যেমন
ঝোঁক হবে তোর তদনুগা।

যেদিকে খেয়াল, সেদিকে একটুখানি ঢিল দাও, আর যেমনতর হ'তে চাও, তেমনতর কওয়া, করা চালিয়ে যাও, দেখতে-দেখতে নতুন ঝোঁক ও অভ্যাস সই হ'য়ে যাবে। ক'রে দেখ, হয় কিনা! এর মধ্যে কোন philosophising (দার্শনিকতা) নেই। করতে সুরু করলে হাতে-হাতে ফল টের পাবে।

এরপর খেপুদা নিভৃত-আলাপের জন্য আসায় সভা ভঙ্গ হ'লো।

৪ঠা বৈশাখ, বুধবার, ১৩৫৩ (ইং ১৭।৪।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর মাতৃমন্দিরের পিছনদিকে বকুলতলায় একখানি বেঞ্চিতে ব'সে আছেন। প্রমথদা (দে), অরবিন্দদা (চক্রবর্ত্তী), প্রসাদ (চক্রবর্ত্তী), সুশীল (চট্টোপাধ্যায়), কানুভাই (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র), বীরেনদা (মিত্র), রমেশদা

(চক্রবর্ত্তী), শৈলেনদা (বিশ্বাস), ননীদা (দে), জিতেনদা (রায়), গুরুদাস ভাই (বন্দ্যোপাধ্যায়), নরেশ (দাস), টালার মা, সুধামার মা, গৌরীমা, প্রফুল্লমা, শিশুমা, মিনুমা, টুলুমা, সেবাদি প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন। নানা-বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে।

প্রসাদ—Matter (বস্তু) ও spirit (আত্মা)-এর সম্পর্ক কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Spirit (আত্মা) মানে তাই, যার উপর matter (বস্তু) দাঁড়িয়ে থাকে, যা' অস্তিত্ব দেয়। তাই, একটা বাদ দিয়ে আর-একটা নয়। একই জিনিস—তাকে এক অবস্থায় বলি spirit (আত্মা), আর-এক অবস্থায় বলি matter (বস্তু)। মাঝখানে কোন gap (ছেদ) নেই।

প্রসাদ—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আসে কেমন ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—surrender—এক-কথায় অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা না হ'লে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আসবে না। কারণ, complex (প্রবৃত্তি) তোমাকে টুকরো-টুকরো ক'রে ফেলবে। কখনও তুমি কামের অধীন, কখনও তুমি ক্রোধের অধীন, কখনও তুমি দম্ভের অধীন, কখনও তুমি ঘৃণার অধীন। যখন যে তোমার অধিপতি, তার নিয়মনায় তখন তুমি তেমনতর। অন্যে পরে কা কথা। তুমি নিজেই ঠিক পাবে না—কখন তুমি কেমন হ'য়ে দাঁড়াবে। এর চাইতে পরাধীন অবস্থা আর কি হ'তে পারে ? তাই surrender (আত্ম-সমর্পণ) লাগে। তখন ইষ্টের অধীনতায় সত্তার স্বাধীনতা গজায়, প্রকৃত ব্যক্তিত্ব গজায়। ইষ্টকে ধ'রে ব্যক্তির complex (প্রবৃত্তি)-গুলি যেমন integrated (সংহত) হয়, people (জনগণ)-ও তেমনি integrated (সংহত) হয়—প্রত্যেকেই প্রত্যেককে fulfil (পরিপূরণ) ক'রে।

আজ ভেব্কুর বিয়ে। কোথায় কী হ'চ্ছে না হ'চ্ছে সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বার-বার খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলে বললেন—আপনি ওখানে মোতায়েন থাকবেন, যেন কোন দিকে কোন ত্রুটি না থাকে। বরযাত্রীদের উপরে লক্ষ্য রাখবেন। প্রত্যেকে যেন খুশি হ'য়ে যায়। অবশ্য বড় খোকা সব ব্যবস্থা করেছে। কোন বিষয়ে দরকার হ'লে তার সঙ্গে পরামর্শ করবেন। গোঁসাইকে বলবেন—কুশণ্ডিকা-টিকা যেন আজই সেরে ফেলে।

কেষ্টদা চ'লে গেলেন।

খানিকটা পরে পানুদা এসে বললেন—এইবার কুশণ্ডিকায় বসবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—আমার মনে হয়, আজকাল ওর মধ্যে অনেক কিছু বাজে মাল ঢুকে গেছে। মানুষের vanity (অহংকার) আছে কিনা, তাই ঋষিদের মূল জিনিসের উপর কারুকার্য্য করতে ছাড়েনি। এইভাবে আদত জিনিসটাই diluted (তরল) হ'য়ে গেছে।

পাবনা থেকে সতুদা (সান্যাল) এলেন। তিনি প্রণাম ক'রে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজ ভেব্কুর বিয়ে। খেয়েদেয়ে যাস্।

সতুদা—আচ্ছা!

সূর্য্যালোক ও চন্দ্রালোকের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর পাশ ফিরে ব'সে বললেন—সূর্য্যের আলো যতই প্রখর হো'ক, ঐ আলো ও তেজ যদি না থাকত তবে vital elation (জীবনীয় উদ্দীপনা) থাকত না, তাই সূর্য্যকে বলে সবিতা, প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যই জীবনের স্রষ্টা। চন্দ্রের আলো সূর্য্যের কাছ থেকে ধার করা, তাই soothing (স্নিগ্ধ) লাগে। প্রখরতা ও স্নিগ্ধতা এই দুটো জিনিস পাশাপাশি থাকায় balance (সমতা) থাকে। জীবনীয় উপাদান-গুলির কোনটার বেশী বাড়াবাড়ি বা একান্ত অভাব ভাল নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—প্রিয় কথার ইংরেজী কী?

বীরেনদা—Dear.

শ্রীশ্রীঠাকুর—Dear-এর আর কোন মানে হয় না?

বীরেনদা—আর-এক মানে হয় মহার্ঘ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে ঠিক আছে।

বীরেনদা—কি ঠিক আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি এই বুঝি—আমার প্রিয় যে, সে আমার কাছে সর্ব্বদা অত্যন্ত মূল্যবান অর্থাৎ দামী, এক-কথায় আক্রা। তার দাম আমার কাছে কখনও কমে না। তাকে কখনও সস্তা বা হেলাফেলার জিনিস মনে হয় না। কাউকে সস্তা মনে করা মানে তাকে প্রিয় মনে না করা। প্রিয় যদি বাহ্যতঃ অপ্রিয় আচরণও করে, সত্যিকার প্রীতি থাকলে তাকে ভুল বোঝার প্রবৃত্তি হয় না। বরং তাতে তার উপর রোখ বেড়ে যায়। তাকে প্রীত করার প্রচেষ্টা বেড়ে যায়। শ্রদ্ধা-প্রীতির ধরণই এমনতর। মা আমাকে মাঝে-মাঝে মারতেন। কিন্তু মার খেয়ে তাঁর উপর আমার fascination (মুগ্ধতা) বেড়েছে ছাড়া কমেনি। আমি মাকে ভালবাসতাম, তাই তাঁর দাম এত বেশী ছিল আমার কাছে। মাকে না হ'লে আমার চলত না। যাকে হ'লেও চলে, না-হ'লেও চলে, সে আমার খাঁটি-খাঁটি প্রিয় নয়। প্রিয় যে তাকে না হ'লেই আমার চলে না। এই অনিবার্য্য প্রয়োজন-বোধেই বস্তু বা ব্যক্তির দাম বাড়িয়ে দেয় আমাদের কাছে।

অরবিন্দদা—আপনি আদর্শপ্রাণতার কথা বলেন, কিন্তু আদর্শপ্রাণতার ধার ধারে না, এমনতর লোকদের তো দেখা যায়, তারা বেশ সুখী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যদি বল, তাহ'লে পাগলরাই তো সব চাইতে সুখী। কারণ, তারা হিতাহিতের ধার ধারে না।.........ব্যাপারটা এই, complex (প্রবৃত্তি)-এর obsession (অভিভূতি) যদি থাকে, complex (প্রবৃত্তি) nurtured (পুষ্ট) হ'লে আমরা মনে করি, being (সত্তা)-ই nurtured (পুষ্ট) হ'লো। এই ভ্রান্ত বোধের সৃষ্টি complex (প্রবৃত্তি)-এরই কারসাজি। কিন্তু আদতে being (সত্তা)-টা যদি শুকিয়ে চলে, ঐ মত্ততা কতদিন আমাদের ভুলিয়ে রাখতে পারে? তখন সে হাহাকার ক'রে উঠি।

সতুদা—আদর্শপ্রাণ লোকেদের অনেকেই কেমন যেন নিষ্প্রভ, সে-তুলনায় প্রবৃত্তি-পরায়ণ লোকেদের দাপট ও জেল্লা অনেক বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃষ্ণা প্রতিপদের চাঁদ দেখতে জ্বলজ্বলে, কিন্তু আমাদের চোখে ধরা পড়ে না যে তা' ক্ষয়মুখী। শুক্লপক্ষের চাঁদ কিন্তু কিছুই না, তবু তা' বর্দ্ধনমুখী। নদীর স্রোতের মুখে গা ঢেলে দেয় যে, তাকে দেখে মনে হয়, কেমন বাহাদুর সাঁতারু—স্ফূর্ত্তিতে তরতর ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে। স্রোতের উল্টো চলে যে, তাকেই বরং মনে হয়, এগোতে পাচ্ছে না—ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। অবশ্য আদর্শপ্রাণতার নামে আলসেমি ক'রে যারা দিন কাটায়, তাদের কিছুই হয় না। Actively (সক্রিয়ভাবে) আদর্শ-প্রাণ যারা, যারা চেষ্টার ত্রুটি করে না, সব conflict (দ্বন্দ্ব) সত্ত্বেও, তারা উন্নতি করবেই।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর খেতে গেলেন।

৭ই বৈশাখ, শনিবার, ১৩৫৩ (ইং ২০।৪।১৯৪৬)

৩২তম ঋত্বিক্-অধিবেশন সুরু হয়েছে। সব জায়গা থেকে কর্ম্মীরা এসেছেন। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খেপুদার ঘরে ঋত্বিক্‌দের নিয়ে বসেছেন। খেপুদা ও কেষ্টদা করণীয়-সম্বন্ধে কথা তুললেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে ব'লে চললেন—

যে-কোন ব্যক্তিই হো'ক আর সে যে-কোন সংস্থাভুক্তই হো'ক, আমরা তাকে তার স্থানত্যাগ করতে বলি না, আমরা চাই, প্রত্যেককে towards being and becoming (জীবন-বৃদ্ধির দিকে) fulfil (পরিপূরণ) করতে। সবার যদি এখন এক সুর না হয়, তাহ'লে বিভেদকামীরা তার সুযোগ নিতে ছাড়বে না।………সমষ্টির কল্যাণের কথা ভাবে না—এমনতর selfish consideration (স্বার্থপর চিন্তা) যেখানে যতখানি, self (সত্তা) সেখানে ততখানি deprived (বঞ্চিত)। নেতাদের মধ্যে shortsightedness (অদূরদর্শিতা), vanity (অহঙ্কার) ইত্যাদি যদি প্রবল হয়, তাহ'লে পদে-পদে ভুল ক'রে বসবে। সত্তাসম্বর্দ্ধনী দাঁড়ায় উন্নীত করতে হবে প্রত্যেককে। আলোর আবির্ভাবে অন্ধকার যেমন আলোকিত হ'য়ে ওঠে, তোমাদের উপস্থিতিতে সর্ব্বত্র সবার মধ্যে তেমন হওয়া চাই। অবশ্য কোথাও পেঁচা থাকলে, তারা আলোকে এড়িয়েই চলবে, কিন্তু আলোকে তারা অন্ধকার করতে পারবে না। Foresight (ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি) নিয়ে তোমরা এগিয়ে চলবে আরো, আরো, আরো। Forestalled adjustment of affairs (ভবিষ্যৎকে এঁচে নিয়ে যা'-কিছুর বিহিত বিন্যাস) ঠিক রেখে, প্রয়োজনের আগে প্রস্তুতি নিয়ে চলবে। এক লহমা সময়ও আর নষ্ট ক'রো না। পারিবারিক স্বার্থ দেখতে যেয়ে পরিবার, দেশ, সমাজ, জাতি ও জগৎকে খতম ক'রো না। মনে রেখো—সবাইকে divine principle-এ (ভাগবত আদর্শে) lead (পরিচালনা) ক'রে নিয়ে যাওয়াই তোমাদের কাজ। তোমরা

প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী nurture (পোষণ) দেবে, সবার জন্য common platform (অভিন্ন মঞ্চ) create (সৃষ্টি) করবে। গুরুর উপর টান যদি হয়, তবে গুরুভাইদের উপর টান না হ'য়ে পারে না। এইটেই হ'লো সংহতির শ্বাসনাড়ী।

খেপুদা—আমাদের মধ্যে যদি বিভিন্ন group (গুচ্ছ) গজিয়ে ওঠে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Temperamental affinity (প্রাকৃতিক সঙ্গতি)-অনুযায়ী অনেক group (গুচ্ছ) হ'তে পারে। কিন্তু আদর্শে fanatic inclination (অকাট্য আনতি) থাকলে সবাই meet করবে (মিলিত হবে)।

খেপুদা—দেশে তো আজ কত party (দল), এদের ভিতর আবার কত পার্থক্য !

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-একটা party (দল) বা ism (বাদ) যেন এক-একটা organ (অঙ্গ), এইগুলিকে নষ্ট না ক'রে, আদর্শপ্রাণতার সঞ্চারণায় সমন্বিত ক'রে সবগুলিকে মিলিয়ে একটা organism (সজীব দেহ) গ'ড়ে তোলাই তোমাদের কাজ। তোমাদের এটাকে বলা যায় Indo-Aryan Soviet Socialist Republic (আর্য্যভারতীয় সমাজতান্ত্রিক সংঘ-সমন্বিত প্রজাতন্ত্র)। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ও সদাচার হ'লো common factor (অভিন্ন উপাদান), প্রত্যেক organisation (সংস্থা)-এর তাদের principle (আদর্শ)-অনুযায়ী এটা আছে। তাদের unit (একক) হয়তো আলাদা। শুনতে গেলে কান দিয়েই শুনতে হবে, দেখতে গেলে চোখ দিয়েই দেখতে হবে, খেতে গেলে মুখ দিয়েই খেতে হবে—মানুষ, জীব, জন্তু সবার বেলায় এটা সাধারণ নিয়ম। যজন মানে আদর্শ-অনুযায়ী চিন্তা ও অভ্যাসকে গঠিত করা ; যাজন মানে পারিপার্শ্বিকের ভিতর ইষ্টের সঞ্চারণা ; ইষ্টভৃতি মানে ইষ্ট বা আদর্শের বাস্তব পালন, পোষণ ও প্রবর্দ্ধন। যজন হ'লো psychical devotion (মানস তপস্যা), যাজন হ'লো psycho-physical devotion (মানস দৈহিক তপস্যা), ইষ্টভৃতি হ'লো physical devotion along with will (ইচ্ছা-সমন্বিত শারীর তপস্যা)। দৈনন্দিন প্রাতঃকালীন ঐ love-offer (প্রীতি-অবদান)-ই হ'লো first push of duty (কর্ত্তব্যের প্রথম প্রেরণা)। তোমার being (সত্তা) যেন ইষ্টে বাস্তবভাবে concentrated (একাগ্র) হ'য়ে, রথী হ'য়ে নামলো তোমার প্রতিদিনকার জীবন-রথ চালনা করতে। মানুষের ঠাকুর থাকলে তার সব থাকবে, জীবন থাকলে শরীর থাকবে। ইষ্টস্বার্থ বজায় রাখবার দায়িত্ব, নিজেকে বাঁচাবার দায়িত্বের মত অকাট্য। অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখার precondition (প্রাক্‌সর্ত্ত)-ই হ'লো ঐ।

আমরা ইষ্টভৃতি করি to maintain our principle—the Ideal—the Beloved (আদর্শকে, ইষ্টকে, প্রেষ্ঠকে পালন করতে)। Centre (কেন্দ্র)-কে strong (শক্ত), intact (অক্ষুণ্ণ) ও exalted (উন্নত) ক'রে রাখতে হবে।

সবাইকে দিয়ে centre (কেন্দ্র)। সবাই centre (কেন্দ্র)-কে দেখবে, centre (কেন্দ্র) সবাইকে দেখবে। গীতায় কী যেন আছে ?—পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ।

কেষ্টদা বললেন—

'দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।' ৩।১১

(এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবতাগণকে সম্বর্দ্ধনা কর, এবং দেবতাগণও তোমাদের সম্বর্দ্ধনা করুন। এমনতর পারস্পরিক সম্বর্দ্ধনা দ্বারা তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করবে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Centre (কেন্দ্র) দেবে nurture (পোষণ)। খ্রীষ্টানরা বলে mercy (দয়া), bliss (আনন্দ)। Centre (কেন্দ্র)-এর duty (কর্ত্তব্য) হ'লো সবাইকে vitalise (সঞ্জীবিত) করা—প্রত্যেকটা individual (ব্যষ্টি)-কে বিশিষ্ট-ভাবে। তার জন্য তোমাদের তপস্যাপরায়ণ হ'তে হবে—ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপরায়ণ হ'য়ে passion (প্রবৃত্তি)-এর সওয়া হাত উপরে থাকা লাগবে, নইলে nurture (পোষণ) দেবার বাহানা করতে পারে, সেই বাহানায় জল ঘোলা করতে পার, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কাউকে কোন nurture (পোষণ) দেবার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পারবে না।

সুবোধদা (সেন)—আমাদের মধ্যে discipline (শৃঙ্খলা)-এর অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি চাই normal discipline through discipleship (শিষ্যত্বের মধ্য-দিয়ে স্বাভাবিক শৃঙ্খলা)। কতকগুলি বাহ্যিক আইন-কানুন ক'রে মানুষের চরিত্রকে exalt (উন্নীত) করা যায় না, আর চারিত্রিক exaltation (উন্নয়ন) না হ'লে infusion (সঞ্চারণা)-ও হয় না। আমাদের প্রধান কাজ হ'লো to impart vital power and elatement to all (সবাইকে জীবনীয় শক্তি ও উদ্দীপনা দান করা)। Normal adherence (সহজ নিষ্ঠা) না থাকলে তা' কিছুতেই সম্ভব হবে না। তোমরা প্রধানরা যতখানি ঠিক হবে, তোমাদের দেখে অন্যরাও ততখানি ঠিক হবে। যতগুলি individual (ব্যক্তি) responsible (দায়িত্বশীল) হ'য়ে উঠবে, সঙ্গে-সঙ্গে তাদের environment (পরিবেশ)-এর কিছু-কিছু লোকও respond করবে (সাড়া দেবে)। যা' হবার তা' এমনি ক'রেই হবে।

প্রফুল্ল—সৎসঙ্গীদের অর্থনৈতিক অবস্থা যা'তে উন্নত হয়, সেজন্য আমাদের কি কিছু করণীয় নেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো অবশ্যকরণীয়। সব দিক্ দিয়ে nurture (পোষণ) দেবার মত training (শিক্ষা) তোমাদের থাকা লাগে।

প্রফুল্ল—মানুষকে economically (অর্থনৈতিকভাবে) profitable (উপচয়ী) ক'রে তুলবার মত training (শিক্ষা) তো আমাদের নেই !

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতখানি training (শিক্ষা) নেই, ততখানি inferior (ছোট)

হ'য়ে আছ। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সব কাজ এমন ক'রে শিখে রাখতে হয়, যাতে অন্যকে শেখান যায়। প্রত্যেকের instinctive possibility (সংস্কারগত সম্ভাব্যতা) ও সঙ্গতি-সুবিধা অনুধাবন ক'রে এমনভাবে guide (পরিচালনা) করতে হয়, যাতে সে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। পরস্পর পরস্পরকে তুলে ধরবার জন্য যাতে ফিঙ্গে হ'য়ে লাগে তার ব্যবস্থা করতে হয়। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে।' দুঃখদারিদ্র্য নিকেশ করবার জন্য বদ্ধপরিকর হ'তে হবে এবং অন্যকেও তেমনতর ক'রে তুলতে হবে। Will ও urge (ইচ্ছা ও আকূতি) গজিয়ে তোল with a view to serve the Ideal (ইষ্টসেবার জন্য)।······কলকব্জার কাজ, কৃষি, ব্যবসা সব জানতে হবে, বুঝতে হবে হাতে-কলমে। পাঁচ কাঠা জমি যার আছে, সে যাতে মাসে অন্ততঃ ৫০।৬০্ টাকা আয় করতে পারে, তা' ক'রে তুলতে হবে।······ এখানে সন্ন্যাসীধরণের কতকগুলি করিৎকর্ম্মা লোকের দরকার, যারা লোকের সুখ-সুবিধার জন্য নিঃস্বার্থভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলবে। তোমাদের কত ক'রে তো বলি—মাথায় ঢোকে কই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর কিরণদাকে (মুখোপাধ্যায়) বললেন—তুই আমার সঙ্গে ফাঁকে দেখা করিস্। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

কিরণদা বললেন—আজ্ঞে করব।

বঙ্কিমদা তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে দক্ষিণ-দিকের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। আশ্রম-প্রাঙ্গণে বিরাট জনতা উৎসুক হ'য়ে অপেক্ষা করছে—কখন শ্রীশ্রীঠাকুর বেরুবেন। তাদের দিকে লক্ষ্য পড়তেই বললেন—সৎসঙ্গীদের আপ্রাণতা যেমন দেখি, তাতে খুব আশা হয়। এমন সব সোনার চাঁদ মানুষ পরমপিতা তোমাদের জুটায়ে দিছেন, এদের যদি ঠিকমত organise (সংগঠন) করতে পার, কী যে কাণ্ড হয় তা' কওয়া যায় না।······যাজনমুখর মানুষগুলি germ-cell (বীজকোষ)-এর মত। তারা generator (উৎপাদক)-এর কাজ করে। ইষ্টহীন পরিবেশের মধ্যে ইষ্টমুখী নূতন জীবন গজিয়ে তোলে। এরাই হ'লো জাতির উন্নতির জনক। তাই প্রত্যেকটি সৎসঙ্গী যাতে যাজনে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে, তা' তোমাদের করাই চাই। দীক্ষার পরে একটা মানুষকে যখন যাজনশীল ক'রে তুলতে পারলে, তখন বুঝলে কিছু করা হ'লো। যাজন যে করবে, তার যজন ও ইষ্টভৃতি করাই চাই।

তোমাদের idea (ভাবধারা) নিয়ে literature (সাহিত্য) যত হয় ও তা' যত ছড়িয়ে পড়ে, ততই ভাল। মানুষের মাথা সাফ না হ'লে কাজ হবে না। প্রেস আজ বাইরের কাজ করতে বাধ্য হ'চ্ছে, তোমরা যদি লিখতে সুরু করতে, নিজেদের কাজ ক'রে পারতো না। সর্ব্বত্রই মানুষের অভাব। কেমিক্যাল ওয়ার্ক্স্-এ একজন responsible (দায়িত্বশীল) মানুষ (পয়সার মানুষ নয়) ও তিনজন কেমিষ্ট দরকার।

অনিলদা (সরকার)—আপনি যা'-কিছু চান, সব তো আমাদের জন্য, নিজের জন্য তো কিছু চান না আমাদের কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার যা' দরকার, তা' তো তোমরাই দিচ্ছ আমাকে—দরদে—ভালবাসায়, আমি তা'র কী বলব? আমার করণীয় ও চাহিদা তোমাদের নিয়ে। সে-সম্বন্ধে আমার যা' করার আছে, সেইটেই আমার মাথায় থাকে, আর তাই-ই আমি বলতে পারি। তোমাদের ভাল হ'লে আমার ভাল হ'তে বাকী থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে হঠাৎ বললেন—লিখবি না কি?

তারপরেই বললেন—

জীবনপাত্র ভ'রেই যদি
জয়ামৃত করবি পান,
এখনি কর্ ও বীর, তোকে
গুরুর পদে অর্ঘ্যদান।

লেখাটা পরে পড়া হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ঠিক আছে তো?

সবাই সশ্রদ্ধ ও বিনীতভাবে বললেন—বেশ ভাল হয়েছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে পড়লেন।

কেষ্টদা সঙ্গে-সঙ্গে ছাতা ধ'রে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় গিয়ে বসলেন। অনেকে এসে ব্যক্তিগত নানা সমস্যা ও প্রশ্নের মীমাংসা নিতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের বেলা হ'য়ে গেলে সবাই উঠে পড়লেন। হরিপদদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে তেল মাখাবার সময়, তিনি হাই তুলে বললেন—বেশীর ভাগ মানুষ মাথা খাটাতে চায় না। অল্পতেই ঘাবড়ে যায়। তাই এত বিব্রত হ'য়ে পড়ে। নিজেকে নিয়ে বিব্রত থাকে ব'লে obsession (অভিভূতি)-এর মধ্যে প'ড়ে যায়। ইষ্টধান্ধা বা পরিবেশের ভাল করার ধান্ধা যদি নিজের ধান্ধার থেকে প্রবল না হয়, তাহ'লে কিন্তু ঐ obsession (অভিভূতি) কাটে না।

৯ই বৈশাখ, সোমবার, ১৩৫৩ (ইং ২২।৪।১৯৪৬)

আজ ঋত্বিক্-অধিবেশনের শেষ দিন। এখন রাত সাড়ে ন'টা। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পিছনদিকে বাইরে বসেছেন। তাঁর চারিদিক্ ঘিরে সারা আশ্রম-প্রাঙ্গণে অজস্র লোক। রকমারি প্রসঙ্গ চলছে। ফাঁকে-ফাঁকে অনেকেই প্রণাম ক'রে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কাউকে কাউকে সস্নেহে বলছেন—ফাঁক পেলেই চ'লে আসিস্। কাউকে কোন-কিছু সংগ্রহ করতে বলছেন। একটি দাদা যাবার অনুমতি চাইলে আব্দারের সুরে বললেন—রোস্! একদিনে তোরা সবাই চ'লে গেলে আমি কাকে নিয়ে থাকব?

দাদাটি খুশি মনে নিরস্ত হলেন।

নিবারণদা (বাগচী) এসে বসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন—কী খবর?

নিবারণদা (সহাস্যে)—মিটিং হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইবার ভাল ক'রে লাগ। অবস্থা খুব ভাল। এখন পৃথিবীব্যাপী ঢেউ তোল। কাগজ দু'খানির দিকে এবার খুব জোর দেওয়া লাগে।

অরবিন্দদা (চক্রবর্ত্তী) বাইরে বেরোবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাইরে যাওয়ার আগে ভাল ক'রে শুনে যাওয়া লাগে, নচেৎ খানা-খন্দে প'ড়ে যেতে হয়। তোমার পথ অত্যন্ত ক্ষুরধার ; কী করতে হবে, কেমনভাবে চলতে হবে, তোমার principle (আদর্শ) কী—ভালভাবে জানা দরকার।

তপোবনের উন্নতি-সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তপোবনের প্রথম কাজ হ'লো শিক্ষক তৈরী করা। Determined continuous effort (সংকল্পবদ্ধ ক্রমাগত চেষ্টা)-ই মানুষকে হইয়ে তোলে।

২০শে বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৫৩ (ইং ৩।৫। ১৯৪৬)

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের পাশে চৌকিতে দক্ষিণমুখী হ'য়ে ব'সে আছেন। পদ্মার দিগন্তবিস্তৃত চরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। রাত্রের পদ্মাচর যেন এক রহস্যের আবরণে ঢাকা। স্বতঃই সে মনটাকে উদাসী ক'রে তোলে, আকুল ক'রে তোলে। তারাভরা মৌন আকাশ হঠাৎ যেন মুখর হ'য়ে ওঠে। এই নিরালা নিস্তব্ধতায় দরদী, মরমী শ্রোতার কাছে সে তার গোপন-বাণী ব্যক্ত করতে চায়। ঠাকুর যেন চতুর্দ্দিকের এই প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে তন্ময় হ'য়ে আছেন। আশেপাশে যে কত লোক সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। বেশ কিছু সময় পরে পাশ ফিরে ব'সে বললেন—স্পেন্স! কেমন আছ ?

—ভাল।

আবার চুপচাপ।

একটু পরে প্রসঙ্গক্রমে সেণ্ট পল ও স্বামী বিবেকানন্দের ইষ্ট-কর্ম্মোন্মাদনা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

স্পেন্সারদা বললেন—তাঁদের উপর ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ ছিল।

স্পেন্সারদার মুখ দিয়ে কথাটা বেরুতে না বেরুতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Adherence that thrives one into earnest responsive fulfilling mission for the Ideal is special favour (যে-নিষ্ঠা মানুষকে আগ্রহদীপ্ত ইষ্টার্থপূরণী কর্ম্মসাধনায় নন্দিত ক'রে তোলে, তাই-ই বিশেষ অনুগ্রহ)। এ ছাড়া special favour (বিশেষ অনুগ্রহ) ব'লে কিছু নেই। আলো বা উত্তাপের কাছে এসে যে যেমন গরম হয়, সেটা তার speciality (বৈশিষ্ট্য)। আলো বা উত্তাপের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। সে একইভাবে তাপ বিকিরণ করে। যে যেমন পারে সে তেমন নেয়। Mercy (ভগবদনুগ্রহ)-ও তেমনি ever blissful to all (সবার প্রতি সদানন্দ)। যার যেমন ক্ষমতা, সে তেমনি আহরণ করে।

কাল থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বার-বার জানাচ্ছেন—আমার ইচ্ছা ছিল, যদি এমন big plot of land (বড় একলপ্ত জমি) পেতাম—যা' বিহারের ভিতর কিন্তু বাংলার border-line (সীমানারেখা) touch (স্পর্শ) ক'রে আছে, কিংবা বাংলা ও বিহারের ভিতরে ওতপ্রোতভাবে contiguous (সংলগ্ন)-ভাবে আছে, অথচ স্বাস্থ্যপ্রদ, দৃশ্য ভাল এবং যাতায়াতের সুবিধা যথেষ্ট !—কৈ তা' হ'চ্ছে কৈ—তা' যদি নাই হয়, যা' পাওয়া যায়, তারই ভিতরই তা' ক'রে নেওয়া যায় কিনা দেখতে হবে।

আজ আবার ঐ-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

Anglo-Saxon race (এ্যাঙ্গলো-স্যাক্‌সন জাতি)-সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়—Anglo-Saxon-race এবং দেবজাতি nearly allied (প্রায় এক-জাতীয়) কথা। Angles (এ্যাঙ্গেল্‌স) ও angels (এন্‌জেল্‌স) কথা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

২১শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৫৩ (ইং ৪। ৫। ১৯৪৬)

এখন বেলা আন্দাজ ন'টা। বাইরে রোদ খাঁ-খাঁ করছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় তক্তপোষের উপর ব'সে আছেন। কাছে সুরেনদা (মোদক), ত্রৈলোক্যদা (হালদার), মণিভাই (কর) প্রভৃতি আছেন। চন্দ্রনাথদা (বৈদ্য) এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহসিক্ত শাসনের সুরে বললেন—রোদে একেবারে ঘেমে গেছেন, চোখ-মুখের দিকে চাওয়া যাচ্ছে না। একটা ছাতা নিয়ে চলা-ফেরা করতে পারেন না ?

চন্দ্রনাথদা—আমার তেমন কোন অসুবিধা বোধ হ'চ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লেও সাবধানে চলা ভাল।

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেশের লোকের সুখ-দুঃখকে যখন আমরা নিজেদের সুখ-দুঃখের সামিল ক'রে নিয়ে চলি, অমনতর বোধ ও আচরণ যখন আমাদের ভিতর ফুটে ওঠে, তখনই সেইটেকে বলা যায় awakening of national spirit (জাতীয়তা-বোধের জাগরণ)। এ না করলে চিত্তের প্রসার হয় না, চিত্তের প্রসার না হ'লে personality (ব্যক্তিত্ব) হয় না। এবং personality (ব্যক্তিত্ব) না হ'লে যা' হয়, তা' তো হয়ই। তবে সব-কিছুরই একটা কেন্দ্র চাই। আদর্শ হলেন সেই কেন্দ্র। একে ধ'রে যদি বহুতে যাই, তাহ'লে স্থিতিটা ঠিক থাকে। নইলে বহুর ভিতর প'ড়ে, বিস্তার না হ'য়ে বিলোপেরই সম্ভাবনা থাকে। ঐ-অবস্থায় মানুষ গুলিয়ে যায়। Service (সেবা) দিতে যেয়ে সবার দ্বারা utilised (ব্যবহৃত) ও exhausted (অবসন্ন) হয়। বাহাবার লোভে খুব ক'রে বেড়ায়। কিন্তু কা'রও কিছু হয় না। পরে আপসোস্ ক'রে বেড়ায়—লোকের জন্য এত করলাম, কেউ আমাকে আজ চায় না, দেখে না, খতায় না, বলি—তুই কা'র জন্যে করলিটা কী ? বৃত্তির ঘোরে মানুষের

বৃত্তিতে তেল মালিস ক'রেই তো বেড়ালি। মানুষের প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, বুকখানা ভ'রে ওঠে—এমন কি কিছু করেছিস্, কা'রও জন্য ? তা' যদি করতিস্, তাহ'লে দুচারজনে অকৃতজ্ঞ হ'লেও, সবাই মিলে এমনি হ'য়ে দাঁড়াত না।

চন্দ্রনাথদা—কোন ব্যাপার-সম্বন্ধে তদন্ত করতে গেলে, কিভাবে করা উচিত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যাপার, বিষয় বা ঘটনা যেমন ক'রে ঘটেছে, সেই অবস্থা ও পরিস্থিতি-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি বিষয় ভাল ক'রে জানতে ও বুঝতে হবে। তারপর বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে কার্য্যকারণ ও উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে opinion (মত) form (গঠন) করতে হবে। Preconceived notion (পূর্ব্বগঠিত ধারণা) নিয়ে fact (ঘটনা)-কে explain (ব্যাখ্যা) করার বুদ্ধি থাকলে প্রায়ই ভুল হয়। Unbiased mind (পক্ষপাতশূন্য মন) না হ'লে সত্যনির্দ্ধারণ কঠিন হ'য়ে পড়ে। যে attitude (মনোভাব) নিয়ে মানুষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে, অমনতর attitude (মনোভাব) না থাকলে, ঘটনার মর্ম্মোদ্ঘাটন হয় না। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে যেয়ে পড়ে।

২৩শে বৈশাখ, সোমবার, ১৩৫৩ (ইং ৬। ৫। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ব'সে আছেন। জগদীশদা (শ্রীবাস্তব), যোগেনদা (হালদার) প্রভৃতি কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের থেকেই বললেন—৫ জন লোকের মত লোক হ'লে হয়।

জগদীশদা—৫ জন কেন, আর্য্যকৃষ্টির প্রতিষ্ঠার জন্য বহু লোকই জুটবে। কিন্তু যদি organised (সংগঠিত)-ভাবে work (কাজ) না হয়, তবে যত কর্ম্মীই আসুক না কেন, কাজ হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ-দুটো প্রত্যয়ের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। জোরের সঙ্গে বললেন—৫ জন organised (সংগঠিত) হ'লে তারা ৫০ কোটি লোককে organise (সংগঠন) করতে পারে।

ঊষামা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—আজকাল গান-টান করিস্ না ?

ঊষামা—তেমন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কেন ? ভাল জিনিসের চর্চ্চা ছাড়তে নেই। পরমপিতা যাকে যে শক্তি দিয়েছেন, অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে তা' আরো বাড়িয়ে তুলতে হয়। সব বিদ্যারই দাম আছে, সবই পরমপিতার কাজে লেগে যায়।……… শুনেছি বীণাও বেশ ভাল গান করে।

ঊষামা—হ্যাঁ ! ওর গলা খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর (খুশি হ'য়ে)—তাই নাকি ? আনন্দ পেতে ও আনন্দ দিতে গানের মত জিনিস খুব কম আছে। তোরা খুব ভাল ক'রে শিখে রাখিস্, তখন তোদের

কাছ থেকে আরো কতজন শিখতে পারবে। এক-একজনকে ধ'রে এক-একটা জিনিস চারায়। এক সময় তারা (বাগচী) ছিল, আজকাল মণি আছে। এদের দৌলতে আশ্রমে থিয়েটার, গান-বাজনাটা চালু আছে। সাধনা থাকতে মেয়েদের নিয়ে পুজো-পাঠ সুরু করেছিল, সে চ'লে গেছে, কিন্তু এখনও সেই ধারাটা চলছে।

ভারতের পরাধীনতা সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Spiritual integration (আধ্যাত্মিক সংহতি) না থাকলে কেউ কা'রও জন্য বোধ করে না। ভালবাসাটা দুর্বল ও নিস্তেজ হ'য়ে যায়। ভালবাসার খাঁকতি হ'লে পরাক্রমেরও খাঁকতি হয়। Martial spirit (সাহসিকতা) ও military power (সামরিক শক্তি) নষ্ট হ'তে থাকে। সেই অবস্থায় পরাক্রমশালী যারা তাদের কাছে পদানত হ'য়ে থাকা ছাড়া আর পথ থাকে না। দেশে শক্তি জাগাতে গেলে আগে ভক্তি জাগাতে হবে। প্যানপেনে দুর্বলতাকে ভক্তি বলে না। ভক্তের রাজা হনুমান, তার আর-এক নাম মহাবীর। ভক্তির সঙ্গে বীরত্ব অচ্ছেদ্য। ভক্ত যে, সে প্রভুর গায়ে একটা কাঁটার আঁচড়ও লাগতে দিতে চায় না। ইষ্টরক্ষণী ঐ আকূতিই তাকে সজাগ শক্তি-সমন্বিত ও প্রস্তুতি-পরায়ণ ক'রে রাখে। দেশকে তৈরী করতে গেলে তাই Ideal (আদর্শ)-এর প্রতি সবার attachment (অনুরাগ) জাগাতে হবে। Ideal (আদর্শ)-ই হ'লো unifying bond (ঐক্যয়নী সংযোগ)। আদর্শস্থানীয় একাধিক ব্যক্তি যদি থাকেন, তাঁদের মধ্যে সঙ্গতিশীল প্রীতির সম্পর্ক থাকা চাই, পরস্পর পরস্পরকে support (সমর্থন) করা চাই। আদর্শ-অনুগতি নেই এমনতর মানুষ আদর্শ হ'তে পারে না, তারা কখনও দেশকে সুসংহত ক'রে তুলতে পারে না। তাদের প্রভাবে লোকের চলন-চরিত্র ঠিক হয় না, ব্যত্যয়ী হ'য়ে ওঠে। কিন্তু পারস্পরিকতা-সম্পন্ন আদর্শ-সম্বন্ধতা থাকলে যত রকমারিই থাক, তার ভিতর-দিয়ে একটা একমুখী সুর বেজে ওঠে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের আপন হ'য়ে ওঠে—করায়, বলায়, ভাবায়। ঐ চলনার তোড়ে শক্তি ও স্বাধীনতা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত বাধাবিঘ্নের পাষাণচাপকে উড়িয়ে দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসে।

শেষের কথাগুলি বলতে-বলতে তাঁর চোখমুখ প্রদীপ্ত ও জ্যোতিষ্মান হ'য়ে উঠলো। প্রত্যেকের মনে একটা প্রচণ্ড ও গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হ'লো। এরপর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চুপচাপ আছেন। কিছুসময় পরে জিজ্ঞাসা করলেন—কেষ্টদা! আপনি আজকাল আরবী পড়েন না?

কেষ্টদা—মাঝে-মাঝে দেখি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ক'রে শেখেন। Translation (অনুবাদ)-এর সাহায্য ছাড়া যাতে original (মূল) কোরাণ পড়ে বুঝতে পারেন, এতখানি দখল থাকা লাগে। তাতে অপব্যাখ্যাগুলি তাড়াতে পারবেন।

কেষ্টদা—অতখানি শেখা খুব কঠিন ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কঠিন কিছু না, লেগে থাকলেই হবে।

এরপর হঠাৎ বললেন—তোরা সর্ তো! কেষ্টদার সঙ্গে একটু কথা কই।

সবাই তখন চ'লে গেলেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পিছনে বকুলতলায় ব'সে আছেন। তখন আশ্রমের একদল ছেলে পরস্পর মারামারি ক'রে এসে তাঁর কাছে অভিযোগ জানিয়ে বিচার চাইলো। তিনি এ-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রতিপ্রত্যেককে ডাকিয়ে এনে সব কথা শুনলেন। পরে অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত উভয়পক্ষকে ডেকে বললেন—আমি জানি, তোমরা সাময়িক কোন ভুল করলেও, ভুলকে নিজেদের বন্ধু মনে করার মত বেকুব তোমরা নও। এক-কথায়, ভুল তোমাদের প্রিয় নয়, চাহিদার জিনিস নয়। খেলার সাথীদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বই তোমাদের কাম্য। সেই বন্ধুত্ব যখন বিপন্ন হয়, সকলেই তোমরা অশান্তি বোধ কর। বন্ধুত্বের প্রতিষ্ঠাই তোমরা চাও। তার জন্য তোমাদের মধ্যে দোষী যে, সে অকপটে দোষ স্বীকার করতে পারে এবং ক্ষুব্ধ যে, সেও সহজভাবে ক্ষমা করতে পারে। তোমরা নিজেরা ভাল, এবং ভালই চাও। তোমাদের বিচার আমার করা লাগবে না। তোমরাই তোমাদের বিচার করতে পারবে। তোমরা বরং ফাঁকে যাও। ইচ্ছা করলে তোমরা কী সিদ্ধান্ত করলে, আমাকে জানিয়ে যেতে পার।

ছেলেরা দলবদ্ধ হ'য়ে নিভৃত-নিবাসের পূর্বদিকে বাঁধের পাশে নিরালা জায়গাটায় চ'লে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর উৎসুক হ'য়ে ব'সে আছেন ওদের জন্য। কিছুক্ষণ বাদে ওরা দল বেঁধে হাসতে-হাসতে এসে হাজির।

—কী খবর? সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

সবাই একবাক্যে বলল—আমাদের মিটমাট হ'য়ে গেছে।

এই ব'লে পরস্পর কোলাকুলি ক'রতে লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই দৃশ্য দেখে মহাখুশি। পরে সবাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলো।

উভয়দল একজনকে দেখিয়ে বলল—ঠাকুর! এই-ই মারামারির মূল কারণ। এ দুই দলের কাছে পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যাকথা ব'লে সবাইকে উত্তেজিত করেছে। এর উদ্দেশ্যই ছিল যাতে আমাদের মধ্যে বেধে যায়। যা'হোক, ওকেও আমরা ক্ষমা করেছি। তবে ও যদি ভবিষ্যতে কারও বিরুদ্ধে কিছু বলে, তা' আমরা কখনও বিশ্বাস করব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা মোকাবিলায় মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করলে ওর কারসাজি সফল হ'তো না। এমনতর অবস্থায় মোকাবিলায় না মেলান পর্য্যন্ত ভাববে ব্যাপারটা সম্বন্ধে তদন্ত না করা পর্য্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করার অধিকার তোমাদের নেই। তবে প্রয়োজন-মত সাবধান হ'তে পার, যাতে কেউ ক্ষতি না করতে পারে। তদন্ত করার বুদ্ধি না থাকলে এইভাবে বেকুব ব'নে যাবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর গম্ভীরভাবে সেই ছেলেটিকে বললেন—এমনতর অভ্যাস থাকলে পরকাল ঝরঝরে হ'য়ে যাবে। তুই সবার সামনে নাকে খত দিয়ে বল্—এমন কাজ আর কখনও করবি না। যা' ছাড়াতে পারিস্ না, তা' কখনও বাধাতে যাবি না।

ছেলেটি নাকে খত দিয়ে তাই-ই বলল।

সে ওঠার পর বললেন—তুই বামুনের ছেলে, তোর কাজ হ'লো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল ঘটান, তা' না ক'রে তুই কিনা শেষটা এমনতর ইতর কাজ ক'রে বেড়াচ্ছিস? বুদ্ধি যদি থাকে, সে-বুদ্ধি সৎকাজে লাগা, যাতে মানুষের উপকার হয়। বাপ-দাদার মুখ উজ্জ্বল হয়।

ছেলেটি অনুতপ্ত হ'য়ে বলল—ঠাকুর! আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি, আর আমি এমন করব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাবধান! মনে থাকে যেন!

২৪শে বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৫৩ (ইং ৭। ৫। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মাতৃমন্দিরের নীচের তলার বড় ঘরটায় বিশ্রাম নেবার উদ্যোগ করছেন। হরিপদদা তাঁর মাথাটা আঁচড়ে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সুপুরি খেতে-খেতে কথা বলছেন। আশ্রমের মায়েদের মধ্যে অনেকে আছেন, আর আছেন নিবারণদা (বাগচী)। শ্রীশ্রীঠাকুর নিবারণদার দিকে চেয়ে বললেন—আমাদেরটাকে বলা যায় Arya Universal Soviet Socialist Republic (আর্য্য বিশ্বজনীন সমাজ-পরিষদ-সমবায়ী গণতন্ত্র)। আমাদের কথা class-war (শ্রেণী-সংগ্রাম) নয়, clash-war (দ্বন্দ্ব-বিরোধী সংগ্রাম)। মানুষের সত্তা সম্বর্দ্ধনার বিরোধী হ'য়ে দাঁড়াবে যা', তার বিরুদ্ধে সত্তার যে চিরন্তন সংঘর্ষী সমর—এই সংস্থাই তার ধারক ও বাহক। সত্তা ও সম্বর্দ্ধনার উপাসক কোন মানুষ বা সম্প্রদায়ের সাথে ইহা নিত্য অবিরোধী ও স্বভাব-মৈত্রীনিবদ্ধ। এর জগৎজোড়া platform (মঞ্চ)। প্রত্যেকের অস্তি ও অভ্যুত্থানই এর লক্ষ্য। কোন অস্তিত্বের সুস্থ ও সমীচীন চাহিদার সঙ্গে এর বিরোধ নেই। এটা সবারই পরিপূরক—বৈশিষ্ট্যকে ভেঙ্গেচুরে নয়, তাকে আরো উদ্বর্দ্ধিত ক'রে। আমি লেখাপড়া জানি না, তাই ভাল ক'রে ক'বের পারি না। তোরা যদি মানুষের সামনে ভাল ক'রে তুলে ধরবার পারতিস্, তাহ'লে দেখতিস্ কেউ আর তোদের পর থাকত না।

কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ দুটি নিদ্রালু হ'য়ে এল। তাই দেখে আস্তে-আস্তে সবাই উঠে পড়লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে মাতৃমন্দিরের পিছনদিকে বকুলতলায় বেঞ্চিতে উপবিষ্ট। প্রমথদা (দে), বঙ্কিমদা (রায়), নিবারণদা (বাগচী), প্যারীদা (নন্দী), জগদীশদা (শ্রীবাস্তব), রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), গুলা (বন্দ্যোপাধ্যায়), রমণদা (সাহা), আছাবদা প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিবারণদাকে ভৎ'সনার সুরে বললেন—অমন ময়লা কাপড় প'রে আছিস্ কেন? আবার বগলে চুল হইছে একঝাপি! ভাল ক'রে কামিয়ে ফেলবি। আর যেন অমন না দেখি। তোরা হ'লি ঋত্বিক্ মানুষ। তোদের দেখে মানুষ শিখবে। অমন বাউণ্ডুলের মত হ'লি কি চলে? যেখানে যাবি, মানুষ দেখবে যেন একটা দেবতার আবির্ভাব হ'লো। তাদের বুকখানা আশা ও উল্লাসে ভ'রে উঠবে।

নিবারণদা লজ্জিতভাবে বললেন--খেয়াল ছিল না, যাহোক কাল থেকে এমন আর দেখবেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে হবে না, সবাই যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে—সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

জগদীশদা—আমাদের দেশে আগে taxation (করধার্য্যকরণ) কী রকম ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইতিহাসে কী কয়, তা' তো আমি ভাল ক'রে জানি না। তবে মনে হয়, তখন willing offer (ইচ্ছুক দান) এত বেশী ছিল যে রাজার তরফ থেকে কর আদায়ের জন্য বেশী কড়াকড়ি আইন করা লাগত না। দিল্ এমন হ'য়ে থাকত যে না দিয়ে পারত না। প্রত্যেকের বুদ্ধি ছিল—আমার করণীয়ে যেন কোন খাঁকতি না থাকে। ব্যক্তিগত স্বার্থকে সামাজিক কল্যাণের উপর স্থান দিলে লোকের কাছে সে ঘৃণ্য হ'য়ে উঠত। রাজা, প্রজা—সবার পক্ষেই এ-কথা প্রযোজ্য ছিল। তাই স্বতঃ-প্রবৃত্ত হ'য়ে প্রত্যেকে তার কর্ত্তব্যগুলি পালন ক'রে চলত। শিক্ষারই সুর ছিল ঐ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালন। এইটেই হ'লো sign of enlightenment (জ্ঞানদীপ্তি নিদর্শন), আর এর উল্টোটা হ'লো sign of exploitation (শোষণবুদ্ধি), আগে খুব beautiful administration (সুন্দর শাসনব্যবস্থা) ছিল, কথায় বলে রাম-রাজত্ব। আগে রাজা-প্রজার সঙ্গে বাপছেলের মত সম্পর্ক ছিল। এর মধ্যে কে কাকে ফাঁকি দেবে? পরস্পরের স্বার্থ জড়িত। লোকে জানত, রাজস্ব রাজাকে অবশ্য দেয়, আর রাজা জানত, রাজস্বের সদ্ব্যবহারে রাজ্যের লোকের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসাধন তাঁর অবশ্য করণীয়। কার রাজত্বকালে প্রজাবৃন্দের অভ্যুদয় কতখানি হ'লো, সেই-ই ছিল রাজা-হিসাবে তাঁর কৃতিত্বের মানদণ্ড। আবার, উপযুক্তভাবে বিপদ-আপদের সম্মুখীন হবার প্রস্তুতি-হিসাবে রাজকোষে সব সময়ই প্রভুত অর্থ সঞ্চিত থাকত। রাজা ছিল তার অছি। অমাত্য ও পারিষদ-বর্গের অনুমোদন ছাড়া ঐ অর্থ নিজ খেয়ালখুশীমত ব্যয় করার অধিকার তাঁর ছিল না।

জগদীশদা—মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ছিল, তা' না থাকলে liberty (স্বাধীনতা) থাকে না। রাজা যেমন inherit (উত্তরাধিকারলাভ) করত, প্রজাও তেমনি inherit (উত্তরাধিকারলাভ) করত। In their own sphere they were equal to the king in an equitable manner (তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তারা রাজতুল্য ছিল বৈশিষ্ট্যসম্মত সাম্য-সিদ্ধ পন্থায়)। রাজার গৌরব আছে—সে মালিক, আর প্রজার গৌরব নেই—সে

সর্ব্বহারা—এমনতর একপেশে বিধান আমাদের ছিল না। মানুষ সর্ব্বহারা হ'তে যাবে কোন্ দুঃখে? সে পরমপিতার সন্তান না? বংশানুক্রমে তার বাপ, পিতামহ তাদের যোগ্যতা দিয়ে পরিবেশের সেবা যতটুকু ক'রে গেছে, তাদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হবার সঙ্গে-সঙ্গে কি তা' মুছে গেছে? সন্তানের যদি পিতৃধনে অধিকার না থাকে, তার মানে মানুষের স্বোপার্জ্জিত অর্থে তার কোন অধিকার নেই। সন্তান তো পিতারই রূপান্তর।

প্রফুল্ল—উত্তরাধিকার-সূত্রে মানুষ বিপুল সম্পদের অধিকারী হ'য়ে তার অসদ্ব্যবহারও যথেষ্ট ক'রে থাকে। ঐ অধিকার যদি না থাকে, তাহ'লে মানুষ পিতৃপুরুষের উপার্জ্জিত অর্থের গরমে নিজেও অতো খারাপ হবার সুযোগ পায় না বা ধনমদমত্ততায় পরিবেশের উপরও অত্যাচার-অবিচার করতে পারে না। কিছু না থাকলে নিজের বরং যোগ্যতা অর্জ্জন করার বুদ্ধি হয়, তাতে তার পক্ষেও ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার যদি নিজের ব'লে কিছু না থাকে, তাহ'লে তার অসদ্ব্যবহারও যেমন করতে পার না, সদ্ব্যবহারও তেমন করতে পার না। ফলকথা, দয়া, দাক্ষিণ্য, দানধ্যান, শ্রদ্ধার্ঘ্য-অর্পণ ইত্যাদি সদ্‌গুণগুলি বিকাশেরও পথ থাকে না। শুধু 'I' (আমি) থাকলে হয় না, mine (আমার)-ও থাকা চাই। তবেই তা' I (আমি)-কে বিকশিত ক'রে তুলতে সাহায্য করে। মানুষ তার অধিকারের অপব্যবহার যাতে না করে, তেমনতর শিক্ষা, দীক্ষা ও পারিবেশিক প্রভাব সৃষ্টি করা লাগে। সন্তান হ'লো পিতারই ক্রমাগতি। শুভদ কুল-কৃষ্টির ক্রমাগতি অক্ষুণ্ণ রাখাই তার কাজ। সেইজন্যই সে পিতৃপুরুষের সম্পদের অধিকারী হয়। উত্তরাধিকারের উদ্দেশ্য ঐ সম্পদের সাহায্যে ঐ কৃষ্টিকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলা। তাই আইনে আছে—যদি কৃষ্টি ত্যাগ করে, paternal way (পিতৃধারা) forsake (ত্যাগ) করে, তবে সে father's property (পিতার সম্পত্তি) inherit (উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ) করতে পারবে না। উত্তরাধিকার একটা বাজে ব্যাপার নয়। পিতৃপুরুষের থেকে কতকগুলি শুভ ধরণ যেমন মানুষ পায়, পিতার সম্পত্তির শুভ বিনিয়োগে সে আবার বাস্তব জীবনে ঐগুলিকে পুষ্ট ক'রে তুলবার সুযোগ পায়। Fundamental object (মূল উদ্দেশ্য) হ'লো material advantage (বস্তুতান্ত্রিক সুযোগ)-কে সত্তাপোষণী কুল-কৃষ্টির পরিপোষক ক'রে তোলা। সাময়িক কিছু ব্যত্যয় ঘটলেও মূল জিনিসকে নষ্ট করা ভাল না। বিধি-বিধান এমন ক'রে করা লাগে, যাতে মন্দের পথ সংকীর্ণ হ'তে থাকে এবং ভালর পথ অনন্ত বিস্তারে বিস্তীর্ণ হ'য়ে চলে। অবাঞ্ছিত ঘটনা যদি কিছু ঘটেও, তাও যেন আমাদের চলার পথকে আরও ভাল ক'রে চিনিয়ে দেয়। আমরা বঞ্চিত বা ব্যাহত হব না কোনমতেই।

জগদীশদা—জমিদারী-প্রথা কি থাকা ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা reshuffle (পুনর্বিন্যাস) ক'রে রাখা ভাল। ওদের দিয়ে লোকের জন্য অনেক ভাল কাজ করিয়ে নেওয়া যায়।

জগদীশদা—সরকার নিজেই যদি লোকের ভাল করার দায়িত্ব গ্রহণ করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপরে যদি একটা দূষমন থাকে, সে সব নষ্ট ক'রে দেবে। কিন্তু উপর আর নীচের মধ্যে সংযোগ ও সঙ্গতিরক্ষক হিসাবে যদি কোন hereditary class (বংশানুক্রমিক শ্রেণী) থাকে, তবে balance (সমতা) থাকে। জমিদার ও প্রজার মধ্যে বংশপরম্পরায় আদানপ্রদানের ভিতর-দিয়ে যে দরদের সম্পর্কটা গজিয়ে ওঠে, বদলির চাকুরিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে সে-সম্পর্কটা গ'ড়ে ওঠা সম্ভব না। অবশ্য জমিদাররা যাতে অন্যায়-অবিচার করতে না পারে, তেমনতর check (বাধা) রাখাই ভাল। যা'হোক, এরা যদি মাঝখানে থাকে, তাহ'লে shock-absorber (আঘাত-অপনোদক)-এর মত কাজ করতে পারে। Buffer state (দুই বৃহৎ রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র নিরপেক্ষ রাজ্য)-এর মত কাজ করতে পারে। আমার আর-একটা কথা মনে হয়। সরকারের মাথা-মাথা লোকগুলি যদি অটুট আদর্শপ্রাণ ও সেবাস্বার্থী না হ'য়ে হীন স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন ও exploiting (শোষণমুখী) হয়, তবে সেইটেই সর্ব্বত্র চারিয়ে যায়। কাউকে control (নিয়ন্ত্রণ) করার ক্ষমতা তাদের থাকে না। সে অবস্থায় capitalist (ধনিক)-ও labour (শ্রমিক)-এর উপর সুবিচার করে না এবং labour (শ্রমিক) ও capitalist (ধনিক)-এর দিকে চায় না। অথচ এ-অবস্থার প্রতিকার করা ঐ চাঁইদের সাধ্যে কুলায় না। স্বার্থের খাতিরে প্রয়োজনমত তারা প্রত্যেককে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়।

জগদীশদা—ব্যক্তিগত মালিকানা থাকার ফলে তো আজ এই অবস্থা যে, কেউ অতিরিক্ত ঐশ্বর্য্যের ফলে বিলাসব্যসনে গা ঢেলে দিয়ে অমানুষের মত জীবনযাপন করছে, আর কেউ রিক্ততার ফলে জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন পর্য্যন্ত পূরণ করতে পারছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছু-কিছু ব্যত্যয় যদি ঘটে গিয়ে থাকে, তবে সবটা reshuffle (পুনর্বিন্যাস) ক'রে প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা-অনুযায়ী কিছু-কিছু সম্পত্তির মালিকানা দিতে হবে। চরিত্র ও যোগ্যতা থাকলে সেইটে তারা আরো বাড়াতে পারবে, তা' না থাকলে যেটুকু আছে—তা'ও রক্ষা করতে পারবে না। এই হ'লো প্রকৃতির বিধান। শোষণ ক'রে যারা দাঁড়াতে চায়, তাদের উন্নতি টেকে না। পরিবেশকে দুর্ব্বল ক'রে যারা সবল হ'তে চায়, তাদের সবলতা তলাশূন্য হ'য়ে ধ্বসে পড়ে। নদীর পাড় ভাঙ্গে কেমন ক'রে দেখনি ? তার মানে, আগে থাকতে তলা ক্ষয়ে যায়। এক সময় ঝপাং ক'রে প'ড়ে যায়।

বেলা শেষ হ'য়ে এসেছে। পশ্চিমদিগন্তে সূর্য্য আবীর ঢেলে দিয়েছে। তারই আভা এসে পড়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে। সাঁঝের হাওয়ায় আশ্রমের তরুলতাগুলি আনন্দে দোল খাচ্ছে। আর দূরান্তরের সেই বিবাগী হাওয়া যেন প্রতিটি অন্তরে-অন্তরে বেদনাঘন ব্যাকুলতাকে উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলছে। পাওয়ার মধ্যে যে না-পাওয়ার বেদনা, তাই-ই যেন সবাইকে ব্যথাতুর ক'রে তুলছে।

জগদীশদা জিজ্ঞাসা করলেন—সব যদি রাষ্ট্রের সম্পত্তি হয়, ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকে, তা'তে ক্ষতি কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, সবাই তখন রাষ্ট্রের দাস। কা'রও নিজের কিছু ক'রে খাবার উপায় নেই। তোমার-আমার সবার সব-কিছু রাষ্ট্রের কর্ত্তাদের মর্জ্জি'র উপর নির্ভর করবে। কা'কেও আর টু-ফু করতে হবে না। সভ্যতার বিরোধী ব'লে যে দাস-প্রথাকে তোমরা উঠিয়ে দিলে, প্রকারান্তরে তারই তো পুনঃ-প্রবর্ত্তন করা হবে এতে। প্রত্যেকেই যেন এক-একটা বলদ, রাষ্ট্রের ঘানিতে ঘুরবে, আর রাষ্ট্রের দেওয়া জাবনা খাবে। তারপর একদিন ম'রে যাবে। এই কথাটাই তাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া হবে যে, সে বিশ্বাসযোগ্য পাত্র নয়, তার সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত পাকা যে, ক্ষমতা পেলেই সে তার অপব্যবহার করবে, তাই তাকে কোন ক্ষমতা, মালিকানা বা অধিকার দেওয়া হয় না। অথচ উপরের কয়েকটি লোক নামে না হ'লেও কার্য্যকালে সব ক্ষমতার অধিকারী হ'য়ে থাকবে। তাদের হাতে যে লোকের অশেষ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, হ'তে পারে সে-কথাটা ভাব না কেন ? প্রতিটি মানুষকে মাত্রামত স্বাধীনতা দিয়ে ভুলত্রুটির ভিতর-দিয়ে মনুষ্যত্বের সাধনা করবার অধিকার তোমরা দিতে চাও না, অথচ রাষ্ট্র-পরিচালনার খাতিরে গুটিকয়েক মানুষকে কার্য্যতঃ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিতে তোমাদের আপত্তি নেই। এ কেমন-ধারা ব্যবস্থা তোমাদের ? আমার ছোট মাথা, আমি রাজনীতি, অর্থনীতির কচকচি ভাল ক'রে বুঝি না। তবে আমি মানুষ, সেই হিসাবে বুঝি মানুষের কী স্বাভাবিক চাহিদা। তাই আমার সাদা চোখে যে জিনিসগুলি ঠেকে, খোলাখুলি তোমাদের কাছে কই। তোমাদের দোষ দিই না, তোমাদের উদ্দেশ্য হয়তো ভাল, কিন্তু আমি এইটুকু বুঝি—ধর্ম্ম, কৃষ্টি, বিহিত প্রজনন, শিক্ষা ও শাসনতন্ত্রের সাহায্য নিয়ে মানুষের চরিত্রকে যদি উন্নত ক'রে তোলা না যায়, তাহ'লে কিছুতেই কিছু হবে না।

নিবারণদা—আগে কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালিত হ'তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চার বর্ণে'র প্রধান ও তদানীন্তন বশিষ্ঠ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ—এই নিয়ে cabinet (মন্ত্রিসভা) formed (গঠিত) হতো। Demonstrated ability (প্রদর্শিত যোগ্যতা) দেখে প্রধানদের নির্ব্বাচন করা হতো। বশিষ্ঠের আদেশ ছাড়া, cabinet (মন্ত্রীসভা)-এর decision (সিদ্ধান্ত) ছাড়া রাজা military (সামরিক বিভাগ) নিয়ে যা'-তা' করতে পারত না। রাজা হ'লো executive head (শাসন-বিভাগের প্রধান)। বশিষ্ঠ ও তজ্জাতীয় লোকেরা কখনও জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য রাজকোষের অর্থ গ্রহণ করতেন না, রাজার বাধ্যবাধকতায় যেতেন না। তাই তাঁরা মাথা উঁচু ক'রে বিবেকের সঙ্গে ইষ্ট, কৃষ্টি ও জনসাধারণের সেবা ক'রতে পারতেন। কাউকে পরোয়া করতেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগের সঙ্গে ব'লে চললেন—আমাদের গৌরবের কথা আমরা ভুলে গেছি। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প-কলা, বাণিজ্য, জাগতিক বৈভব—কোন দিক্ দিয়েই

আমাদের দেশ খাটো ছিল না। কুতুবমিনারের নিকট যে লোহা আছে, অমনতর লোহা নাকি আজও আবিষ্কার হয়নি। স্থাপত্য-শিল্পে এমনতর বজ্রলেপ ব্যবহার হ'তো যার তুলনা মেলে না। কালের দৌরাত্ম্যকে অতিক্রম ক'রে তা' যুগ-যুগ ধ'রে টিকে আছে। ক'টা খবর আর আমরা রাখি? আমাদের গৌরবের নিদর্শন দেখবার জন্য হয়তো British museum (ব্রিটিশ যাদুঘর)-এ বা জারমানিতে ছুটতে হবে। কত ভাল-ভাল manuscript (পাণ্ডুলিপি) ওরা নিয়ে রেখে দিয়েছে। আমরা তার কদর বুঝিনি। কিন্তু ওরা utilise (সদ্ব্যবহার) করছে। তা' থেকে জীবনীয় উন্নতির মালমশলা সংগ্রহ করছে। আমরা নিজেরা আলোর দিকে চোখ বুজে অন্ধকারে ব'সে আছি। দেশের এই দুরবস্থার জন্য অন্য কেউ দায়ী নয়। দায়ী আমরা নিজেরা। জয়চাঁদ-পৃথিবরাজের বিবাদের সুযোগ নিয়ে মহম্মদ ঘোরী বিচ্ছিন্নভাবে উভয়কেই পরাজিত করল। জগৎশেঠ ইত্যাদি অর্থলোভে, রাজ্যলোভে ক্লাইভকে ডেকে আনল। এইগুলিই তো আমাদের পতনের ইতিহাস। নিজেরাই তো সুযোগ দিয়েছি অপরকে আমাদের ক্ষতি করতে। তা' না হ'লে বাইরের কেউ কি আমাদের কিছু করতে পারতো? Vanity (অন্তঃসারশূন্য অহমিকা)-র মত বান্ধব থাকাতে দুঃখের কি কোনদিন অভাব হয়? দেশজোড়া সুখ ও সমৃদ্ধি যে জেগে উঠবে, তার জন্য উপযুক্ত অবস্থার তো সৃষ্টি করা লাগবে। তার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হ'লো চরিত্র। একসময় ভারতবাসীর দেবোপম চরিত্র ছিল। তাই বলতো, ভারতে ৩৬ কোটি দেবতা। মানুষগুলি ছিল দেবতুল্য। দক্ষতা ও বিজ্ঞতা কোন দিক্ দিয়ে খাঁকতি ছিল না। ভারত এক সময় সারা জগৎকে কাপড় পরাতো। আমাদের কৃষ্টি আমাদের শিখিয়েছে অন্তর ও বাইরের সর্ব্বপ্রকার দৈন্য পরিহার ক'রে চলতে। তাইতো কৃষ্টি আজ এই ব'লে কাঁদে—'যে-আমি তোদের জন্য এত করলাম, সেই-আমাকে তোরা sacrifice (ত্যাগ) করলি?'। আমাদের পিতৃপুরুষের গৌরব-গাথায় আজ আমাদের মন নাচে না। পাশ্চাত্যের কথা গাল হাঁ ক'রে শুনি। কত মেয়ে আছে যাদের প্রতিলোম বিয়ে না করলে উদারতা অক্ষুণ্ণ থাকে না। প্রতিলোম চলতে-চলতে হিন্দু-সমাজের বাইরেও মেয়েরা চ'লে যাচ্ছে। খবর যা' শুনি তাতে প্রাণে জল থাকে না।

জগদীশদা—ইষ্ট, কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্যভিত্তিক শ্রেণী-বিন্যস্ত সমাজ ও ব্যক্তিগত অধিকার ইত্যাদি লোপ ক'রে আজকাল তথাকথিত সাম্যের প্রচার খুব চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জমিদারদের organise (সংগঠিত) কর, active (সক্রিয়) কর। জমিদাররা প্রজাদের সুবিধা ও nurture (পোষণ) দিক, যাতে তারা satisfied (সন্তুষ্ট) ও exalted (উন্নত) থাকে। প্রত্যেককে এমন সুনিয়ন্ত্রিত, উচ্ছল ও উন্নতিমুখর ক'রে তোলা দরকার, যাতে আজে-বাজে ধুয়ো পাত্তা না পায়। মানুষ কল্যাণই চায়, বাস্তব কল্যাণের অধিকারী যদি ক'রে দিতে পার, অকল্যাণের দিকে কেন যাবে তারা? শুধু মুখের কথায় হবে না। হাতে-কলমে প্রত্যেককে সুখী ও সম্বর্দ্ধন-মুখর ক'রে তোলা চাই। তাকেই বলে ধর্ম্ম। জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে যেমন কাজ

করবে, capitalist (ধনিক) ও labour (শ্রমিক)-দের মধ্যেও তেমনি কাজ চাই। Labour (শ্রমিক)-দের serve (সেবা) ক'রে তাদের satisfied (সন্তুষ্ট) ও exalted ক'রে তোল। Capitalist (ধনিক)-রা যেন তাদের ফাঁকি না দেয় এবং তারাও যেন capitalist (ধনিক)-দের ফাঁকি না দেয়। অন্যের ভাল না করলে যে নিজের ভাল হ'তে পারে না, যাজনে-যাজনে এই সত্যটা সবার প্রাণে-প্রাণে গেঁথে দাও। কেউ এর উল্টো চলতে যেন না পারে। আইন কিছু করুক বা না করুক, সমাজের আর পাঁচজন যেন তাকে ঠেসে ধরে। করনেকা মামলোৎ হ্যায়। ব'সে থেকো না। লেগে যাও। জমিদার, প্রজা, ধনিক, শ্রমিক সবার মধ্যে ঢুকে পড়, সবার মধ্যে কাজ কর, প্রত্যেকের interest (স্বার্থ) হ'য়ে ওঠ। তখন তোমরাই পারবে বিহিত সামঞ্জস্যবিধান করতে। তোমাদের চেষ্টায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী অপর সবার বাঁচা-বাড়ার সহায়ক হ'য়ে উঠবে। ভগবান গণ্ডগোল করার প্রয়োজন সৃষ্টি করেননি, সে-প্রয়োজন সৃষ্টি করেছে আমাদের প্রবৃত্তি। ঐ প্রবৃত্তির মোড় ফেরান লাগবে। তবেই বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত সামঞ্জস্যের উদ্ভব হবে, আর গোঁজামিল দিয়ে যদি সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করতে যাওয়া যায়, তা'তে কাজ হবে না। হিন্দু যদি তার সনাতন কৃষ্টি বিসর্জ্জন দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে মিল করতে চায়, তাতে কারও লাভ হবে না। প্রত্যেকে যদি খাঁটি ধার্ম্মিক হবার চেষ্টা করে, তা'হলেই মিল হবে। কেউ যদি নিষ্ঠাহারা হ'য়ে অন্যের শয়তানির শিকার হয়, তাতে কিন্তু ধর্ম্মকেই পদদলিত করা হয়।

কাজ করতে গেলে দেশ, কাল, পাত্র—এই তিনটে factor (উপাদান)-এর উপর নজর দিতে হবে। We should run on this concordance (আমাদের এই সঙ্গতির উপর চলা উচিত)। অবস্থানুপাতিক ব্যবস্থা করতে হবে। সাম্য মানে আমি বুঝি—equity (বৈশিষ্ট্যানুপাতিক ব্যবস্থা)।

প্রফুল্ল—জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ হ'লে কি দেশের লোকের পক্ষে সুবিধা হবে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Suffer (কষ্টভোগ) করতে হবে। সব জমিদারই খারাপ নয়। এবং জমিদারী থেকেও জমিদাররা যাতে খারাপ না করতে পারে তেমনতর ব্যবস্থা করা অসম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের পিছনে দরদী তত্ত্বাবধায়ক কেউ থাকলে ভাল বই মন্দ হয় না। মানুষের পিছনে খবরদারী করার লোক না থাকলে তারা বেকায়দায় প'ড়ে যায়। জমিদারদেরই হ'লো ঐ কাজ। তাই জমিদারী উচ্ছেদ করার থেকে সংস্কার করা ভাল। কিন্তু আমি যা' বলি সে-সব করার মানুষ কোথায় ? আমি তো চীৎকার করছি—মানুষ! মানুষ! 'দে রামা! আমায় একটা মানুষ দে'। কিন্তু কোথায় সেই Ritwik-angels (দেব-ঋত্বিক্‌গণ)—যারা আমায় মানুষ জুটিয়ে দেবে ? তোমরা জান বা না-জান, এ কথা ঠিকই—তোমাদের ideology (ভাববাদ), maxim (নীতি), philosophy (দর্শন), scientific role (বৈজ্ঞানিক ভূমিকা) এতখানি আছে যে তোমরা প্রত্যেককে support (সমর্থন) ক'রে, exalt (উন্নীত) ক'রে

তুলতে পার, fulfil (পূরণ) ক'রে পরমাত্মীয় ক'রে তুলতে পার। আর্য্যতন্ত্রের এতখানি assimilative power (আত্মীকরণ-ক্ষমতা) যে, সে প্রত্যেককেই আপনার ক'রে নিতে পারে with right meaningful adjustment of everything (প্রত্যেক যা'-কিছুর বিহিত সার্থকনিয়ন্ত্রণ সহকারে)।

এরপর সভা ভঙ্গ হ'লো।

২৫শে বৈশাখ, বুধবার, ১৩৫৩ (ইং ৮।৫।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। প্রমথদা (দে), নিবারণদা (বাগচী), জগদীশদা (শ্রীবাস্তব), উমাদা (বাগচী), রাজেনদা (মজুমদার), গোপেনদা (রায়), রাধারমণদা (জোয়ার্দ্দার), পণ্ডিত (ভট্টাচার্য্য), দাশুদা (রায়), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), শৈলেশদা (বিশ্বাস), কানু (মিত্র), মোহন (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি অনেকেই কাছে উপবিষ্ট আছেন। কেউ-কেউ এসে প্রণাম ক'রে চ'লে যাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকেই প্রসঙ্গ তুললেন—আমাদের society-তে (সমাজে) অকর্ম্মা বা দুষ্কর্ম্মা মানুষ যারা তাদের প্রথমে assimilate (আত্মীকরণ) করতে চেষ্টা করে। তা' না পারলে harmless (নিরুপদ্রব) ক'রে রাখতে চেষ্টা করে। তাও যদি না পারে, তখন expel (বিতাড়ন) করতে চেষ্টা করে। যদি expel (বিতাড়ন) করতে না পারে, তাহ'লে society (সমাজ) extinct (নিশ্চিহ্ন) হ'য়ে যায়। উভয়েরই মরণ হয়। আলোকলতার পুষ্টি হয়—যে-গাছকে জড়িয়ে ধ'রে থাকে তার উপর দাঁড়িয়ে। কোন-কোন সময় এমন দেখা যায় যে, সে ঐ গাছের জীবনের বিনিময়ে বাঁচতে চায়। ঐ চেষ্টা কিন্তু উভয়ের পক্ষে সর্ব্বনাশা।

অনেক সময় একটা ভাল রাষ্ট্রের মধ্যে কতকগুলি খারাপ লোক থাকে। রাষ্ট্র সেখানে খারাপ লোকদের সংশোধক হ'তে চেষ্টা করে। কোথাও-কোথাও খারাপ রাষ্ট্রের মধ্যে কতকগুলি ভাল individual (ব্যক্তি) থাকে, তারা মুষ্টিমেয় হ'লেও তাদের প্রভাব রাষ্ট্রের উপর কিছু-না-কিছু গিয়ে পড়ে, অবশ্য ঐ ভাল লোকগুলি যদি ব্যক্তিত্বশালী, করিৎকর্ম্মা ও যাজনমুখর হয়। These are the loyal attempts of nature for the good of people (এগুলি হ'লো লোক-কল্যাণার্থে প্রকৃতির নিষ্ঠানন্দিত প্রচেষ্টা)। কিন্তু যুগপৎ দুটোই খারাপ হ'লে nature utters their annihilation (প্রকৃতি তাদের মরণ ঘোষণা করে)।

Topmost (সর্ব্বোপরি) জিনিস হ'লো যেখানে Ideal (আদর্শ) নাই to fulfil the call of existence (অস্তিত্বের চাহিদাকে পূরণ করতে), কিংবা কোন Ideal (আদর্শ) থাকলেও তা' যেখানে existence (অস্তিত্ব)-কে nurture (পোষণ) দিচ্ছে না, সেখানে সবগুলি ব্যর্থ and it invites annihilation (এবং এটা বিনাশকেই আমন্ত্রণ করে)। তাহ'লে আমরা বাঁচতে চাই haphazardly

(এলোমেলোভাবে) নয়,—to fulfil the principle (আদর্শকে পূরণ করতে)। এমনতর ক'রে চলাটাই হ'লো way to eternal growth (চিরন্তন বিবর্দ্ধনের পথ)। আসল জিনিস হ'লো ধর্ম্ম—বাঁচা-বাড়া। বাড়ার পথে চলাটাই liberty (স্বাধীনতা)। Liberty (স্বাধীনতা)-র মধ্যে আছে শুনেছি leodan—to grow অর্থাৎ বৃদ্ধি পাওয়া। মানুষের বাড়ার পথ যদি সাফ না হয়, তবে তাকে liberty (স্বাধীনতা) বলে না। Liberty (স্বাধীনতা) পেতে হ'লেই চাই freedom (স্বাধীনতা)। Freedom (স্বাধীনতা) কথার তাৎপর্য্য হ'লো প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি interested (স্বার্থান্বিত) হ'য়ে ওঠা for one common interest (সম-অন্তরাসের জন্য)। ওর ধাতুগত অর্থ হ'লো to dwell in the house of God lovingly (ভগবৎনিলয়ে প্রীতির সঙ্গে বাস করা)। তাহ'লে সামর্থ্য থাকতেও যারা খাটে না, করে না বা যাদের করা এতখানি হয় না, যাতে খাওয়াটা ঐ করার natural outcome (স্বাভাবিক ফল) হয়, সেই শ্রেণীর পরোক্ষ শোষকদের সমাজ কতদিন বরদাস্ত করতে পারে ? মানুষ বাঁচার চলনায় স্বাধীন, কিন্তু মরণ-চলনায় তাকে অবাধে চলবার স্বাধীনতা দেওয়া যে সমাজের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই স্বাধীনতা দিলে সবারই মরণের পথ প্রশস্ত হ'তে থাকবে। এইখানেই লাগে আইন, শৃঙ্খলা, শাসন। কোন একটা state (রাষ্ট্র) এমন হ'তে পারে না যে subject (প্রজা)-গুলি idle (অলস) বা deviating (বিপথগামী) হ'য়ে চলবে, এবং state (রাষ্ট্র) তার প্রতিকার না ক'রে, তাদের নির্ব্বিবাদে maintain (প্রতিপালন) ক'রে যাবে।

জগদীশদা আজ আবার পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার-সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতক্ষণ পর্য্যন্ত inheritance and exuberance of paternal traits (পৈতৃক গুণাবলীর উত্তরাধিকার ও প্রাচুর্য্য) থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত inheritance of paternal property (পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার) maintain (রক্ষা) ও enhance (বৃদ্ধি) করা সম্ভব। নইলে সম্পত্তি বাঁধা পড়ে, বাকি-খাজনায় নালিশ হয়, প্রজারা মান্য করে না—এইসব হয়। Inherit (উত্তরাধিকার লাভ) করবার normal (স্বাভাবিক) ঝোঁক আছে মানুষের। আমার good activity (ভাল কাজ)-গুলি maintain (রক্ষা) করবে, বাড়াবে আমার ছেলে। আমার অর্জ্জিত সম্পত্তি হ'লো result of my traits and activity (আমার গুণপনা ও কর্ম্মের ফল)। ছেলেটা আমার traits (গুণ) যেমন পাবে, তেমনি result of my traits and activity (আমার গুণাবলী ও কর্ম্মের ফল)-ও তার পাওয়া উচিত, যাতে ঐগুলির উপর দাঁড়িয়ে সে আরও এগিয়ে যেতে পারে। এগিয়ে যাওয়া মানেই হ'লো সপরিবেশ বাঁচা-বাড়ার পথে এগিয়ে যাওয়া। কেউ যদি শোষক বা অত্যাচারী হ'য়ে ওঠে, সেটা এগিয়ে যাওয়া নয়, সেটা পেছিয়ে যাওয়া। তখন রোখাই লাগে। প্রকৃতিও তখন তাকে নিরস্ত করতে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। সে খোয়ায় নানাভাবে। Normal law (স্বাভাবিক আইন) আছে, regulation

(নিয়মন) আছে, কেমনভাবে inheritance (উত্তরাধিকার)-টা real (প্রকৃত) হবে বা হবে না। উদ্দেশ্য হ'লো পুরুষানুক্রমে বৈশিষ্ট্য ও শক্তির বিকাশ and that to serve the environment for the Ideal (এবং তা' আদর্শার্থে পরিবেশকে সেবা করবার জন্য)। আমার materialised activity (রূপায়িত কর্ম্ম)-এর উপর আমার ছেলে দাঁড়াবে এটা natural law (স্বাভাবিক আইন)।

বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থামলেন। আশ্রম-প্রাঙ্গণে কয়েকটা গরু চ'রে বেড়াচ্ছে, স্নেহল দৃষ্টিতে সে-দিকে চেয়ে আছেন। চাউনির ভিতর-দিয়ে যেন একটা জীয়ন্ত করুণা ও প্রীতির প্রবাহ ক্ষরিত হ'য়ে বাস্তবভাবে গরুগুলিকে সোহাগ-সিঞ্চিত ক'রে তুলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলতে সুরু করলেন—To live and grow (বাঁচা এবং বাড়া)—এর মধ্যেই enjoyment (উপভোগ)। Grow করার (বৃদ্ধি পাওয়ার) একটা নেশা আছে। Allurement (প্রলোভন) হ'লো to enjoy (উপভোগ করা)। Enjoy (উপভোগ) করতে গেলেই জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে একজন থাকা চাই যাঁকে খুশি করতে গিয়ে, যাঁর চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে আমার বৃদ্ধি ও তৃপ্তি অঢেল হ'য়ে ওঠে। তাঁকেই বলে Superior Beloved (প্রেষ্ঠ)। গুরু বা গুরুজনের প্রতি ভক্তির কথা তাই আমাদের শাস্ত্রে অত ক'রে বলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে চললেন—একটা state-এ (রাষ্ট্রে) ৩০ কোটি লোকের মধ্যে ২০ কোটি লোক যদি কাজ না ক'রে খেতে চায়, state (রাষ্ট্র) করবে কী ? State (রাষ্ট্র) তাদের বাঁচার উপযোগী state-এ (অবস্থায়) আনতে চেষ্টা করবে by supplying opportunities for profitable activity (লাভজনক কর্ম্মের সুযোগ সরবরাহ ক'রে)। Suppose, they refuse to work (ধর, তারা কাজ করতে অস্বীকার করল)। তখন হয়তো কোন charity (দান) দিল তাদের বাঁচাবার জন্য, কিন্তু না-করার philosophy (দর্শন) ঝেড়ে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবার অধিকার দিল না। তাতেও রাজী না হ'লে, অর্থাৎ ঐ জীবন-বিরোধী philosophy (দর্শন) চারাতে চাইলে রাষ্ট্রের তখন কঠোর হওয়া ছাড়া উপায় কি বল ? তখনও যদি venom (বিষ) ছড়ায়, রাষ্ট্রের কল্যাণকামী নীতির বিরুদ্ধে যায়, স্বয়ং বিধাতাপুরুষও তাদের রক্ষা করতে পারেন না। রাষ্ট্রের কাজ হ'লো প্রত্যেকটি মানুষ যাতে যোগ্য হ'য়ে ওঠে তেমনতর শিক্ষা ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। এই শিক্ষা ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ ক'রে উপকৃত হবার মত biological asset (জৈব-সম্পদ্) যদি মানুষগুলির না থাকে তবে শুধু এইগুলিতেই কাজ হয় না। তাই রাষ্ট্রের উচিত, বিধি-বিগর্হিত বিবাহকে নিষিদ্ধ করা। বিয়ে যেমন-যেমন ক'রে হওয়া উচিত তা' যদি না হয়, তবে সন্তান-সন্ততির biological asset (জৈব সম্পদ্) ক্ষয়প্রাপ্ত হ'তে হ'তে চলে। এই জায়গায় গলদ রেখে রাষ্ট্র অন্য যতরকম সুব্যবস্থাই করুক না কেন, দেশকে কখনও দীর্ঘদিনের জন্য উন্নতিমুখর চলনে চালিত করতে পারে না। গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে কী

হবে? পৃথিবীর যে-কোন রাষ্ট্র-সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য দিতে গিয়ে রাষ্ট্র কখনও জীবন-পরিপন্থী বিবাহনীতিকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। তা' যদি দেয়, তবে আজই হো'ক, কালই হো'ক, সে-রাষ্ট্র একদিন বিপন্ন হ'তে বাধ্য। রাষ্ট্রনীতিবিদ্ যারা, তাদের যদি প্রজনন-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকে, এবং জ্ঞান না-থাকার দরুণ তারা যদি এ-সম্বন্ধে যা'-তা' হ'তে দেয় বা করতে দেয়, তার ফল একদিন ফলবেই। তাই আমার মনে হয়, এই ব্যাপারে অজ্ঞতা তাদের অযোগ্যতারই পরিচয় দেয়। রাষ্ট্র-নায়কদের তাই পূর্ণ-জ্ঞানী ঋষিদের প্রতি allegiance (আনুগত্য) ও submission (নতি) বজায় রেখে চলা একান্ত প্রয়োজন। নইলে পদে-পদে ভুল হ'তে পারে।

Personal property (ব্যক্তিগত সম্পত্তি) না-থাকা ভাল না। এগুলি থাকবে as so many units of the state (রাষ্ট্রের কতকগুলি এককের মত)। মানুষের নিজের বলতে যদি কিছু না থাকে—যার উপর দাঁড়িয়ে আদানে-প্রদানে, সেবা-পরিবেষণে সে বাঁচার পথে অবাধভাবে এগিয়ে যেতে পারে—গোলামিকে যথাসম্ভব পরিহার ক'রে,—তাহ'লে তার independence (স্বাধীনতা) থাকে না, traits and faculties (গুণ এবং শক্তিগুলি) proper display (বিহিত অনুশীলনের সুযোগ) পায় না। জমিদারীও রাখা ভাল। জমিদারের কাজ হবে তার অধীনস্থ প্রত্যেকটি প্রজাকে শাসন, তোষণ ও পোষণে সমৃদ্ধ ক'রে তোলা। জমিদারী পরিচালনার ব্যাপারে জমিদারের সঙ্গে প্রজাদের প্রতিনিধি থাকা ভাল। রাষ্ট্র সেই জায়গায় হস্তক্ষেপ করবে—যেখানে প্রজাদের কল্যাণ-বিরোধী কিছু করা হয়। নইলে তাদের মত ক'রে তাদের হাতে যতখানি ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দেওয়া যায় তাই ভাল। জমিদারীর আয়ের একটা প্রধান অংশ প্রজাদের উন্নতির জন্য ব্যয় করার বিধান থাকা ভাল। আর একটা reserve fund (সংরক্ষিত তহবিল) রাখা দরকার, যাতে বিশেষ সংকট এড়ান যায়। জমিদার নিজের বিলাস-ব্যসনের জন্য সে-টাকায় হাত দিতে পারবে না। তা' ব্যয়িত হবে সপরিবেশ উন্নতির আগমনী ও সংকটত্রাণী কাজে। এগুলিও যেন state within state (রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র)। Top to toe (আগা-পাছতলা) প্রত্যেকে যদি তার মত ক'রে independent (স্বাধীন), I mean inter-dependent (অর্থাৎ পরস্পর নির্ভরশীল) না হয়, রাষ্ট্রের গুটিকয়েক কর্ণধারের মর্জ্জির উপর যদি সবার বাঁচন-মরণ নির্ভর করে, তাকে স্বাধীনতা কয় না। Common ideal (সম আদর্শ)-কে নিয়ে সবাই এমনভাবে inter-dependent (পরস্পর নির্ভরশীল) ও inter-fulfilling (পরস্পর পরিপূরণশীল) হবে যে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভালর জন্য ভাবতে ও করতে বাধ্য হবে—এমনতর adjustment (বিন্যাস)-কেই বলে স্বাধীনতা। এটাকে যা' কও, তা' কও, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ব্যাপারটা যা' ঘটান লাগবে, তা' এই।

গম্ভীরভাবে কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর চকিতে নিবারণদার দিকে চেয়ে সহাস্য-

বদনে বললেন—কি কও বাগচী মশায়! কথাগুলি factful (তথ্যপূর্ণ) কিনা! কথাগুলি rational (যুক্তিসম্মত) কিনা!

নিবারণদা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন—এমন হ'লে কা'রও কোন দুঃখ থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—State (রাষ্ট্র) যা' করছে না, জনসংঘ আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে তা' যদি করতে চেষ্টা করে, তবে বিপর্য্যয়কে এড়িয়ে চলা যায়। আর দায়িত্বপূর্ণ বাস্তব কর্ম্ম ও সেবার ভিতর-দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার সামর্থ্যও অর্জ্জন করা যায়। এই করার ভিতর-দিয়ে এমন অবস্থা এসে যাবে যে ভারতের রাষ্ট্র-পরিচালনার ব্যাপারে ইংরেজদের যে কোন প্রয়োজন নেই, স্বতঃই সপ্রমাণ হবে। তখন তারা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। কিন্তু সব চাইতে বেশী প্রয়োজন নিজেদের তৈরী হওয়া।

রাষ্ট্রের আদর্শ-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—State-এ (রাষ্ট্রে) প্রতিটি ব্যষ্টির stand (দাঁড়া), stay (স্থিতি) ও status (মর্য্যাদা) না থাকলে individual property (ব্যক্তিগত সম্পত্তি), individual independence (ব্যক্তিগত স্বাধীনতা), inheritance (উত্তরাধিকার) ইত্যাদি না থাকলে, তার সব-দিক্‌কার fulfilment (পরিপূরণ) এর ব্যবস্থা না থাকলে সে তো ব্যবসাদারী কোম্পানীর মত হ'য়ে যায়। 'ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর'? 'খাট, খাও'। আর সম্বন্ধ কী? সব যেন machine (যন্ত্র), আর মানুষগুলি যেন machine-man (যন্ত্র-মানুষ)। মাথার উপরে থেকে ছড়িদারি করতে চায় যারা, তাদের তাতে সুবিধা হ'তে পারে। কিন্তু তোমার-আমার মত গোবেচারী সাধারণ মানুষদের তাতে কোন সুবিধা নেই। কর্ত্তাদের পেঁদানি খেতে-খেতে আমাদের দিন যাবে। সোয়াস্তি পাব না, সুখ পাব না। প্রাণের কথা মুখ ফুটে বলতে পারব না। বুক শুকিয়ে যেতে থাকলেও কর্ত্তাদের সামনে মুখে হাসি টেনে কৃত্রিম সৌজন্যে বলতে হবে—'বেশ আছি, ভাল আছি। এমন ব্যবস্থা আর হয় না।'

আমার কথা হ'লো—প্রত্যেকটি individual (ব্যষ্টি)-এর independence বা liberty (স্বাধীনতা) ছাড়া, state (রাষ্ট্র)-এর independence বা liberty (স্বাধীনতা)-এর কোন মানে হয় না। উন্নতির পথ খোলা রাখতে হবে। অবনতির পথে বজ্রকপাট এঁটে দিতে হবে। আইন-কানুন সত্ত্বেও ব্যক্তি-স্বাধীনতার কিছু-কিছু অপব্যবহার যে না হবে তা' নয়। তবু ব্যক্তি-স্বাধীনতা যতটা অক্ষুণ্ন রাখা যায়, তা' রাখা ভাল। জন্ম, পরিবেশ ও শিক্ষাকে এমনভাবে সাজিয়ে তুলতে হয়, যাতে শুভ-বুদ্ধিরই প্রাবল্য হয়। গোড়ায় যেখানে বাঁধন দেওয়া দরকার, সেখানে যদি বাঁধন না দেওয়া যায়, তবে সারা গায় বিষ ছড়িয়ে যেতে দিয়ে পরে বাঁধনের পর বাঁধন দিলে কি কোন কাজ হয়? দীক্ষা, শিক্ষা ও বিবাহ—সমাজের এই প্রধান তিনটে বাঁধন ঠিক রাখ, তখন দেখবে, রাষ্ট্র হেলে-দুলে আনন্দে নাচতে-নাচতে উদ্বর্দ্ধনের দিকে এগিয়ে চলছে। আমাদের কথা অর্থাৎ আর্য্য বেদ-বিজ্ঞানের কথা বাদ দিয়ে মানুষ যেখানেই

যত নাচুক-কুঁদুক, মানুষের বাঁচা-বাড়ার স্বার্থ তাতে কতখানি এগোবে, তা' আমি ঠিক বুঝতে পারি না। অনেক ঠেকে, অনেক ঠ'কে শেষকালে ঐ দুয়ারে আসা লাগবে। মানুষের becoming (বিবর্দ্ধন) জিনিসটা শুধু বাইরের ঐশ্বর্য্যের উপর নির্ভরশীল নয়। অন্তরের ঐশ্বর্য্যও একটা বড় কথা। ভিতর ও বাইরের এই becoming (বিবর্দ্ধন)-এর কোন ইতি নেই। তাই বলে eternal becoming (চিরন্তন বিবর্দ্ধন)-এর কথা। ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জনই সবার লক্ষ্য। ব্রাহ্মণ হ'লো সেই, যে প্রতিটি সত্তাকে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত মনে ক'রে সবারই উন্নতি ও আনন্দের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। আর্য্য-বর্ণাশ্রম প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী আদর্শ সেবার মাধ্যমে এই ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অন্তরৈশ্বর্য্যবিহীন বাহ্যিক ঐশ্বর্য্যকে সে যেমন মূল্য দেয় না, আবার বাহ্যিক ঐশ্বর্য্যবিহীন অন্তরৈশ্বর্য্যকেও সে সম্পূর্ণ ব'লে মনে করে না। ভিতর-বাইরের co-ordination (সঙ্গতি) না হ'লে বুঝতে হবে, motor expression (কর্ম্মপ্রবোধী অভিব্যক্তি)-এর খাঁকতি আছে।

জগদীশদা—জাগতিক জীবনে বা সামাজিক পরিবেশে, মানুষের মর্য্যাদা বা স্থান নির্ভর করে কিসের উপর?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন করা, তেমনি পাওয়া
তেমনতরই অবস্থান,
কর, পার, স্বর্গেতে যাও
না হয় যাবে দোজকস্থান।

যার কর্ম্মসাফল্য সপরিবেশ বাঁচা-বাড়ার যোগান যেমন দেয়, সে তেমনতর মেকদারের মানুষ। যাকে দিয়ে মানুষের কোন প্রয়োজন পূরণ হয় না, সমাজ তাকে খাতির করতে যাবে কেন? ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবার জো নেই। হয় এগোতে হবে, না হয় পেছোতে হবে। খেয়ালের খোরপোশ জোগানটা এগোন না। এগোতে হবে পরম-পিতার দিকে, পূরক-পুরুষের দিকে, অমৃতের দিকে—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

নিবারণদা—রাশিয়াতে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের নার্শারী স্কুলে খেলা-ধূলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এমনতর শিশু-শিক্ষার ব্যবস্থা-সম্বন্ধে আপনার কী মত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের মধ্যে প্রত্যেকটা বাড়ীই ছিল যেন একটা institution (প্রতিষ্ঠান)। বাপ, মা, ভাই, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যদি মানুষ হয়, তারা

তাদের experience (অভিজ্ঞতা)-গুলি lovingly (ভালবাসার সঙ্গে) ছাড়ে, ছেলেপেলেরাও সেগুলি lovingly (ভালবাসার সঙ্গে) নেয়, তাতে education (শিক্ষা)-টা sound (নিখুঁত) হয়। আবার গৃহ মানে যে-স্থান আমাদের গ্রহণ ক'রে রাখে—তা' সব দিক্ দিয়ে বাঁচা-বাড়ার প্রীতি-আহ্বানে।

প্রত্যেকটা বাড়ীতে থাকবে ঠাকুরঘর, যাঁতা, ঢেঁকি, তাঁত, কারখানা, ল্যাবরেটরী, লাইব্রেরী, কুটির-শিল্পাগার, তরিতরকারীর বাগান, ফুলের বাগান, ফলের বাগান, রোগীর জন্য segregation room (স্বতন্ত্র ঘর) ইত্যাদি। এই সবগুলি নিয়ে একটা complete unit (পূর্ণ একক)। জীবনের বিভিন্ন চাহিদা-পূরণী নানাবিধ চিন্তা ও চেষ্টার অনুশীলন যদি ছেলেবেলা থেকে চোখের সামনে হ'তে দেখে এবং তাতে যদি সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, ঐ পরিবেশে ছেলেপেলেরা বেমালুম অনেক জিনিস আয়ত্ত ক'রে ফেলে। রকমারি profitable (লাভজনক) কাজগুলি প্রথমে খেলাচ্ছলে করতে সুরু করে, করতে-করতে interest (অনুরাগ) গজিয়ে যায়। তাদের শিক্ষাটা পোষাকী-শিক্ষা হয় না। হয় অত্যন্ত কার্য্যকরী। অথচ শিখছে বা শেখান হচ্ছে এমনতর বোধ থাকে না। সবটা যেন একটা অনুসন্ধিৎসু স্ফূর্ত্তির খেলা। আগে state (রাষ্ট্র) দেখত, যাতে পরিবার ও পারিবারিক পরিবেশ শিক্ষার হোতা ও উদ্গাতা হ'য়ে ওঠে। মেয়েদের training (শিক্ষা) হ'ত মায়েদের কাছে—কাজ-কর্ম্মের মধ্য-দিয়ে ঘরোয়াভাবে, ছেলেদের শিক্ষার জন্য গুরুগৃহে পাঠান হ'ত। সেখানেও কাজ-কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে শিক্ষা হ'ত। বাড়ীতে তারই প্রস্তুতি চলত। ১২ বৎসর গুরুগৃহে থেকে training (শিক্ষা) নিত। গুরু শিখিয়ে দিতেন কোথায় কিভাবে চলতে হবে, temper (রূপান্তরিত) ক'রে দিতেন। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে প্রধান জিনিস ছিল আচার্য্যের অনুজ্ঞাবাহী হ'য়ে বৃদ্ধির আচরণ শেখা—অভ্যাস-ব্যবহারের নিয়মনার ভিতর-দিয়ে। সম্যক্ প্রকারে পরিশ্রম ক'রে যেখানে সত্যকে অর্থাৎ সত্তা-সম্বর্দ্ধনী নীতি-বিধিকে অধিগত করা হয়, তাকেই বলে আশ্রম। গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষা-সমাপনান্তে সমাবর্ত্তন হ'ত। তারপর যুবকরা গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশ করত। শুধু লেখাপড়ায় দক্ষ হ'লেই সমাবর্ত্তন লাভ করতে পারত না। সংযত চরিত্র ও কর্ম্মনৈপুণ্য আছে কিনা তাও দেখা হ'ত। নইলে তারা সংসারী হ'য়ে করবে কি? সংসারাশ্রমে প্রবেশ ক'রে পরিবারের লোক, আত্মীয়-স্বজন ও পরিবেশকে দেখা লাগত। তখনও দায়িত্বের পরিধি ব্যাপক নয়। তারপর বানপ্রস্থ আশ্রম। তখন বৃহত্তর পরিবেশের সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হ'ত। সর্ব্বশেষে আসত সন্ন্যাস, তার মানে life for the principle, of the principle, by the principle (আদর্শের জন্য, আদর্শের হ'য়ে, আদর্শ-নিয়ন্ত্রিত জীবন)। এইভাবেই মানুষ সিদ্ধার্থ অর্থাৎ man of achieved end হ'য়ে দাঁড়ায়। এমন ৫ জন সন্ন্যাসী থাকলে দুনিয়া ওলট-পালট ক'রে দিতে পারে। এখন লাখো-লাখো সন্ন্যাসী রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কিছু করতে পারে না।……সন্ন্যাসী হলেন

হনুমানজী, রামচন্দ্র, গুরু নানক, গুরু কবীর, গুরু গোবিন্দ, অশোক, রামদাস, চন্দ্রগুপ্ত, বুদ্ধদেব, শিবাজী প্রভৃতি। একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন প্যালেষ্টাইনে, তাঁর একজন প্রিয় শিষ্যই তাঁকে ধরিয়ে দিয়ে crucify (ক্রুশবিদ্ধ) করার ব্যবস্থা ক'রে দিল। মৃত্যুর মুহূর্ত্তেও তিনি পরমপিতার চরণে প্রাণহন্তাদের জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে গেলেন। তাই আজও মানুষ তাঁর জন্য কাঁদে। আর একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন আরবের মরুভূমির মধ্যে। ধু-ধু করে মরুভূমি, তার বুকে তিনি যেন oasis of life (জীবনের মরুদ্যান), emblem of mercy (করুণার প্রতীক)। লোকে তাঁকে কত যন্ত্রণা দিল, দাঁত ভেঙ্গে দিল, তবু তিনি মানুষের ভাল করতে ছাড়লেন না। আর একজন ছিলেন রাজপুত্র, নিজের সুখের অভাব ছিল না, কিন্তু দুনিয়ার দুঃখে তিনি কাঁদলেন। বাপে বিয়ে দিলেন, ঘরে সুন্দরী স্ত্রী, ফুটফুটে একটা ছেলেও হ'লো, কিন্তু কোন মোহই তাঁকে আটকে রাখতে পারল না। ঘর ছেড়ে বেরোলেন, তপস্যা করলেন, স্বীয় অনুভূতিলব্ধ সত্যের কথা মানুষের দ্বারে-দ্বারে ঘোষণা করলেন। শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে মানুষকে বুকে ধ'রে কত নাচলেন, গাইলেন, কাঁদলেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পুজারী বামুন, লেখা জানেন না, পড়া জানেন না, মায়ের নাম করতে-করতে ভাব-সমাধি হয়। এদিকে কলকাতার অবস্থা এমন যে মদ ও অন্যান্য অখাদ্য না-খাওয়া যেন অসভ্যতার লক্ষণ। সেই বাজারে ঠাকুর পানের খুঁতি বগলে ক'রে কলকাতার মাথা-মাথা লোকদের বাড়ীতে-বাড়ীতে ঘুরছেন। ভগবানের গুণগান করছেন, ভক্তি-বিশ্বাসের কথা বলছেন। তাঁর শিক্ষায় বিবেকানন্দের অভ্যুত্থান হ'লো। ভারতের প্রজ্ঞাবাণী জগদ্বাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে কান পেতে শুনলো। যুগে-যুগে এইরকমই তো চলছে। ভগবান কি কম দয়ালু ? আবার মজা এই—সবারই এক কথা, সব শেয়ালের এক ডাক। মরুভূমির মহামানব, প্যালেষ্টাইনের নির্য্যাতিত ফকির, কপিলাবস্তুর সর্ব্বত্যাগী রাজপুত্র, নবদ্বীপের প্রেমের গোরা—যে-বেশেই তিনি যেখানে আসুন, তাঁর একই কারবার, একই কথা—মানুষ কেমন ক'রে ভগবানকে ভালবাসবে এবং ভগবানেরই জন্য তাঁর জীব-জগৎকে ভালবাসবে! নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গিমায় সেই চিরন্তন এক কথা। তাই বলে বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানই হ'লো divine fulfilment of all isms (সমস্ত বাদের ভাগবত পরিপূরণ)! বড়া রোশনি কী বাত্ !—Message of hope! (আশার বাণী), message of charity (উদারতার বাণী)!

শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে ডগমগ হ'য়ে প্রেম-বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন সবার পানে। একটা দুর্নিবার আকর্ষণে তিনি যেন ঈশ্বর-বিমুখ জগৎ-সংসারকে ঈশ্বরের দিকে টেনে নিতে চাইছেন।

আবার সহাস্যবদনে স্নেহ-মধুর কণ্ঠে বলছেন—আমার থেকে ভাল ক'রে মানুষকে কওয়া চাই, পরিবেষণ করা চাই। আরো, আরো, আরো ভাল ক'রে। আমি তো মুখ্যু মানুষ। তোমরা কইলে আরো ভাল ক'রে কইতে পারবে। এমন ক'রে কবা

যে 'কানের ভিতর-দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মনপ্রাণ।'

উপস্থিত সবার তখন নেশাখোরের মত অবস্থা। ঠাকুরকে ছেড়ে আর নড়তে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু এদিকে স্নানের বেলা হ'য়ে গেল। তাই অগত্যা সবাইকে উঠতে হ'লো। সবারই চোখে-মুখে অন্তর্ম্মুখী তন্ময়তা ও ঊর্ধ্বলোকের আনন্দের আবেশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। জগদীশদা (শ্রীবাস্তব), নিবারণদা (বাগচী), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), গোপেনদা (রায়), হরেনদা (বসু), মহিমদা (দে), তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি আছেন।

প্রাচীন আর্য্য-ভারতের সমাজব্যবস্থা-সম্বন্ধে কথা উঠেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বর্ণাশ্রমের উপর খুব জোর দেওয়া হ'তো। এতে unemployment (বেকারত্ব) জিনিসটা আসতে পারে না, eugenic field (প্রজনন ক্ষেত্র) better (আরো ভাল) হয় এবং তার ফলে higher breed (উন্নততর জাতক)-এর অভাব হয় না। বর্ণাশ্রমের প্রধান ক'টা factor (দিক্) আছে—যেমন (১) economical equity (অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যভিত্তিক সমতা), (২) efficient and tactful labour (দক্ষ এবং সুকৌশলী শ্রমিক), (৩) good breed (উত্তম জন্ম বা জনন)। অনুলোমক্রমিক বিয়ের উপর জোর ছিল, তার মানে মেয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার মত বংশমর্য্যাদা ও গুণপনা ছেলের থাকা লাগত। রাজা ছিল defender of varnasram (বর্ণাশ্রমের রক্ষক)। Social (সামাজিক), occupational (জীবিকাগত), economic (অর্থনৈতিক) ও eugenic (সুপ্রজননগত) factor (দিক)-গুলি বর্ণাশ্রমে একসঙ্গে combine (যুক্ত) ও harmonise (সুসঙ্গত) ক'রে division (বিভাগ)-গুলিকে naturalise (প্রকৃতি-সঙ্গত) করতে চেষ্টা করা হয়েছে। প্রত্যেকের activity (কর্ম্ম) তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। প্রত্যেকের প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক অবদানের ভিতর-দিয়ে স্বস্থতা ও সমতা বজায় থাকতো। Liver (যকৃত) যা' করে না, lungs (ফুসফুস) তা' করে, heart (হৃৎপিণ্ড) যা' করে না, kidney (মূত্রাশয়) তা' করে, intestine (অন্ত্র) যা' করে না, brain (মস্তিষ্ক) তা' করে। কাউকে বাদ দিয়ে কা'রও চলার জো নেই। প্রত্যেকেরই বিশিষ্ট function (ক্রিয়া) আছে। কাউকে বাদ দিলে দেহ-বিধান অচল। সমাজবিধানে প্রত্যেকটি বর্ণের অবদানও এমনতর। প্রত্যেকের activity (কর্ম্ম) প্রত্যেককে fulfil (পরিপূরণ) করছে। যার বৈশিষ্ট্যে যা' নেই, তাকে দিয়ে যদি তাই করাবার চেষ্টা করা হয়, তবে একই সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের উপর অশোভন অত্যাচার করা হয়। সবাই কষ্ট পায়। তা' কি ভাল? জাত-কৃষাণ যে, এই দিকে জন্মগত ঝোঁক ও সংস্কার নিয়ে যে জন্মেছে, তাকে ভাল কৃষাণ না ক'রে তুলে যদি ইংরেজী বা সংস্কৃতের professor (অধ্যাপক) ক'রে তুলতে চাও, তাতে কি সে সুখী হবে, না কৃতী হবে? এইভাবে বৈশিষ্ট্যকে বরবাদ ক'রে, মানুষকে স্থানভ্রষ্ট

ক'রে, অস্থানে ফেলে যদি টানা-হ্যাঁচড়া কর, সেটা তো একটা পাগলামি ও নিষ্ঠুরতা, যাতে ব্যক্তি ও সমাজ দিন-দিন বিধ্বস্তির পথে ছুটে চলবে।

প্রফুল্ল—বর্ণাশ্রমে অর্থনৈতিক সমতা কোথায়? বৈশ্যই তো টাকার মালিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অর্থনৈতিক সমতা মানে একথা নয় যে সবারই সম-পরিমাণ অর্থ হবে। যোগ্যতার যখন তারতম্য আছে, তখন অর্থেরও তারতম্য হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৈশ্যের হাতে। তাই তাদের তো টাকা কিছু বেশী হবেই। কিন্তু সে-টাকায় একটা মোটা অংশ যাতে ইষ্ট, কৃষ্টি, দেশ ও সমাজের সেবায় লাগে, ব্রাহ্মণ তার ব্যবস্থা করতেন। ঐ সব না মানলে সমাজ তাকে পতিত ব'লে ঘোষণা করত। যা' ইচ্ছে তাই করবার জো ছিল না। আর সমতা এই দিক্ দিয়ে যে প্রত্যেকেরই তার বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা-অনুযায়ী বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল। নিতান্ত অলস না হ'লে কা'রও বেকার বা দৈন্যগ্রস্ত হ'য়ে থাকা লাগত না। জীবিকা-আহরণ-সম্বন্ধে কা'রও কোন অনিশ্চয়তা ছিল না। বর্ণাশ্রম defunct (নিষ্ক্রিয়) হ'য়ে যাওয়াতেই বেশীর ভাগ লোক আজ পেটের ভাত-সম্বন্ধে এত ভীত ও সন্ত্রস্ত।

জগদীশদা—সব মানুষই তো সমান?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমান নয়। এটা unnatural (অস্বাভাবিক) জিনিস। ও-ভাবে চিন্তা করলে ভ্রান্তি আসবে। Conception (ধারণা)-টাই ভুল। বাতুল বয়ান। দুটো মানুষের চেহারা, একই গাছের দুটো পাতার চেহারা অবিকল এক নয়। Variety (বৈচিত্র্য)-ওয়ালা similarity (সাদৃশ্য) আছে। প্রত্যেককে nurture (পোষণ) দিতে হবে তার মত ক'রে। বাঁচা-বাড়ার সুযোগ থেকে কাউকে বঞ্চিত করা চলবে না, কিন্তু তা' দিতে হবে প্রত্যেককে তার বিশিষ্ট রকমে। মানুষের ভিতর বাঁচা-বাড়ার অপলাপী যে-সব প্রবণতা আছে, সেগুলিকে শাসনে সংযত করা লাগবে। রাবণ বা দুর্য্যোধন তো কম গুণী ছিল না, কিন্তু তারা অধর্ম্মাচারী অর্থাৎ সত্তাসম্বর্দ্ধনার পরিপন্থী ছিল ব'লে স্বয়ং রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান লেগেছিল। তাই মানুষকে শুধু সুযোগ দিলেই চলবে না। দেখতে হবে, সেই সুযোগ দেওয়ার ফল কোথায় গিয়ে গড়াবে। তাই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ধর্ম্মের অঙ্গ। এই বৈশিষ্ট্য-সমীক্ষণী দৃষ্টি যদি না থাকে, তবে সমাজের সেবা করতে যাওয়া বৃথা। অসৎ-প্রকৃতিসম্পন্ন একজনকে সেবা দিয়ে হয়তো শক্তিমান ক'রে দিলাম। আর সেই সেবাই হয়তো আমার ও আর-দশজনের কাল হ'য়ে দাঁড়াল। তাই সূক্ষ্ম দৃষ্টি চাই। তবে শুভদ বৈশিষ্ট্যগুলিকে রক্ষা করাই চাই। আমগাছের থেকে বকুল ফল পাব না। আমের মধ্যে আবার কত variety (বৈচিত্র্য)। ন্যাংড়া, ফজলি, বোম্বাই, গোলাপ-খাস, হিমসাগর, কিষণভোগ আরো কত কী? প্রত্যেকটার চেহারা, স্বাদ, গন্ধ, গুণ আলাদা। একটাকে দিয়ে আর-একটার অভাব সম্যক্ মিটবে না। জগৎজোড়া বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যগুলিকে টিকিয়ে রাখবার পদ্ধতিও আবার বিচিত্র। তাই equality (সাম্য) কথা ঠিক নয়, equity (বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বিহিত সমতা) কথাই ঠিক।

Equality (সাম্য) দাবী করা বাতুলতা। আমি যদি কই—আমি জগদীশনারায়ণ হব, আমিও ভগবানের সৃষ্টি, সেও ভগবানের সৃষ্টি, আর সত্যিই যদি তা' হই, তাতে আমার লাভ কী ? আমি যদি জগদীশনারায়ণ হই—ওতে melt ক'রে (গ'লে) যাই, তাতে আমি আর আমি থাকি না। শুনেছি Geometry (জ্যামিতি)-তে আছে—Two things cannot occupy the same space at one and the same time (দুটি জিনিস একই সময়ে একই স্থান অধিকার করতে পারে না।)

বর্ণাশ্রম মানুষ, গরু, গাছপালা সবটার মধ্যেই আছে। এটা হ'লো প্রকৃতিজ বিধান। Human world-এ (মানুষের জগতে) বর্ণাশ্রম ignore (উপেক্ষা) করলে eugenic field (সুপ্রজননের ক্ষেত্র) খারাপ হয়, productive labour (উৎপাদনী শ্রম) অপকর্ষ লাভ করে।·········মহাযন্ত্র পারতপক্ষে বাড়াতে নেই। ওতে labour (শ্রমিক) আলাদা একটা class (শ্রেণী) হ'য়ে দাঁড়ায়। Unemployment (বেকারত্ব) আসে। তবে এখনই ওগুলি তাড়ালে চলবে না। চেষ্টা করতে হবে যাতে domestic (ঘরোয়া) যন্ত্রাদি হয়। তখন অপ্রয়োজনীয় বড়-বড় কলকারখানাগুলি না থাকলেও চলবে। এক-একটা পরিবার যদি তার কুল-বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী এক-একটা কাজ চালায়, পরিবারের লোকগুলি যদি একাধারে যন্ত্রের মালিক ও শ্রমিক হয় তাহ'লে তথাকথিত capitalist (ধনিক)-দের মানুষকে বরাবর নিছক মজুর ক'রে রাখার কারসাজি খাটে না। মহাযন্ত্র তাই যাতে অল্পলোকে বেশী কাজ করতে পারে। এতে বহুলোক বেকার হ'য়ে পড়ে। বেকার হ'লে যে শুধু কষ্ট পায়, তা' নয়, তার চাইতে বেশী ক্ষতি হয়—তাদের efficiency (দক্ষতা) নষ্ট হ'য়ে। এসব হ'তে থাকলে বাইরের চাকচিক্য যতই বাড়ুক না কেন, আদতে কিন্তু দেশের বেশীর ভাগ লোক দরিদ্র ও অকর্ম্মণ্য হ'য়ে উঠতে থাকে।

বড় একটা কাপড়ের কলের বদলে যদি বাড়ীতে-বাড়ীতে ছোট-ছোট machine (যন্ত্র) বসাও, গোটা কাজটার বিভিন্ন দিক্ যদি বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী বিলি ক'রে দাও, তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি ক'রে তোল, এইভাবে কাপড়-চোপড়গুলি যদি প্রধানতঃ পারিবারিক শিল্পের মাধ্যমে তৈরী হয় এবং সুষ্ঠুভাবে বাজারে চালু হয়, তাহ'লে capitalist (ধনিক) ও labour (শ্রমিক)-এর tussle (দ্বন্দ্ব) কমে ও বহুলোকের কর্ম্ম ও অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা হয়। অনেক বিষয় সম্বন্ধেই এমন করা যায়। দেশ বা বিদেশের বড়-বড় মিলগুলি যাতে এইসব প্রচেষ্টাকে ফেল পাড়িয়ে দিতে না পারে গভর্ণমেণ্টের সেদিকে শ্যেনদৃষ্টি রাখা লাগে। প্রয়োজন হ'লে ঐসব মালের উপর duty (শুল্ক) বসান লাগে, ও domestic enterprise (পারিবারিক প্রচেষ্টা)-গুলিকে নানাভাবে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া লাগে। অবশ্যপ্রয়োজনীয় বড় বড় কল-কারখানাগুলিকে কিন্তু নষ্ট বা দুর্ব্বল করা চলবে না।

জগদীশদা—ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তা' কি কখনও করবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের দিয়েই তো গভর্ণমেণ্ট। তোমরা যদি একগাট্টা হ'য়ে দাঁড়াও, তোমরাই কত করতে পারবে! লোক-সংহতির efficiency (দক্ষতা) ও service (সেবা) যখন গভর্ণমেণ্টের efficiency (দক্ষতা) ও service (সেবা)-এর থেকে বেশী হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন সে-গভর্ণমেণ্ট নিষ্প্রয়োজন বিধায় বিধিবশেই নাকচ হ'য়ে যায়। লোক-সংহতির উপরই সব দায়িত্ব গিয়ে বর্ত্তে।

নিবারণদা—যন্ত্রের মাধ্যমে পারিবারিক শিল্প চালু করতে গেলে তো ইলেকট্রিসিটি সুলভ ও সহজপ্রাপ্য হওয়া দরকার!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কঠিন কিছু না। Irrigation (সেচব্যবস্থা) কর, canal (খাল) কাট, নদী সংস্কার কর, navigation (জলপথে চলাচল) free (মুক্ত) ক'রে দাও, hydro-electric (জল-বিদ্যুৎ) কাজে লাগাও। Co-ordinated plan (সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনা) চাই, যাতে agriculture (কৃষি) ও industry (শিল্প) একযোগে বাড়ে। যেগুলি বললাম ঐগুলি যদি কর, দেশের health (স্বাস্থ্য) ভাল হবে, food-stuff (খাদ্য-দ্রব্য) বাড়বে, longevity (আয়ু) বাড়বে। Agriculture (কৃষি) বাড়লে, তার উপর দাঁড়িয়ে industry (শিল্প) automatically (আপনা থেকে) বাড়বে। আমার মনে হয়, বাংলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা thoroughly (সম্পূর্ণভাবে) cultivated (কর্ষিত) হ'লে whole India (সমগ্র ভারত)-কে feed করতে (খাওয়াতে) পারে। আবার whole India (সমগ্র ভারত) যদি properly (যথাযথভাবে) cultivated (কর্ষিত) হয়, তাতে দেশে যা' উদ্বৃত্ত থাকে, তা' দিয়ে জগতের বহু দেশের deficit (ঘাটতি) meet (পূরণ) করা যায়। তাতে সব দেশের লোক বলবে—India is the granary of the world (ভারত জগতের গোলাঘর)।

জগদীশদা—পেট্রলের জন্য হয়তো যুদ্ধ হবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—Atomic energy (আণবিক শক্তি) যেরকম বেরুচ্ছে, তাতে সেইটেই হয়তো cheaper (বেশী সস্তা) হ'য়ে যাবে। দু'রকম energy (শক্তি) আছে, একটা হ'লো fusional (মিশ্রণজাত), যেমন বাবার ছেলে, তার ছেলে; একটা ধানের থেকে ৫০টা ধান, এর মধ্যে আছে বীজ ও ক্ষেত্রের মিলন। এইভাবে energy (শক্তি) চলছে ad infinitum (অনন্তকাল)। আর একটা হ'চ্ছে fissional energy (বিশ্লিষ্টকরণজনিত-শক্তি)। ক্ষুদ্রতম অণুকণা মানে vast materialised energy (বিপুল বাস্তবায়িত শক্তি)। তাকে যখন break করা (ভাঙ্গা) যায়, dematerialise (বস্তুরূপবর্জ্জিত) করা যায়, তখন ভিতরের সংহত energy (শক্তি) ফেটে পড়ে। বহু আগে এখানে atom (কণা) break করতে (ভাঙ্গতে) চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু মানুষের অভাবে কোনটাই লাগাজোড়াভাবে করা গেল না।

আমার মনে হয়, বন্দুকের water-cartridge (জলের কার্ত্তুজ) করলে wonderful (আশ্চর্য্যজনক) জিনিস হয়।

নাম ক'রে আগে বহু মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচান হয়েছে। নামের ভিতর-দিয়ে যে vibration (স্পন্দন) সঞ্চারিত হয়, কোন কায়দায় যন্ত্রের মাধ্যমে যদি তেমনতর vibration (স্পন্দন) সঞ্চারিত করার ব্যবস্থা করা যায়, তাহ'লে বহু মানুষকে বাঁচান যায়।

কত কথাই তো মাথায় আসে। কা'কেই বা বলি? কে-ই বা কাজে ফলিয়ে তোলে? কেষ্টদা এখন অন্য কাজে ব্যস্ত। গোপাল ছিল, সেও অকালে চ'লে গেল।

হরপ্রসন্নদা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি ইত্যাদি বিভিন্ন যুগের তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যযুগের আর এক নাম কৃত যুগ—active age (ক্রিয়াম্বিত যুগ)। Active (সক্রিয়) না হ'লে existence (অস্তিত্ব) flare করে (দীপ্ত হ'য়ে ওঠে) না। সত্যযুগ মানে আমার মনে হয়, বাঁচা-বাড়ার যুগ। সত্য যুগে ধর্ম্ম চারপোয়া অর্থাৎ ষোল আনা। সত্তাটা তখন fullest vigour-এ (পূর্ণতম তেজে) চলে। বাঁচা-বাড়ার অন্তরায়ী প্রবৃত্তি-পরায়ণতা তখন সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত। ত্রেতায় ধর্ম্ম তিনপোয়া, অধর্ম্ম একপোয়া, তখনও বাঁচাবাড়ামুখী চলনার প্রাধান্য। দ্বাপরে দুইপোয়া ধর্ম্ম, দুইপোয়া অধর্ম্ম। সত্তা ও প্রবৃত্তি দুই দিকেই মানুষের সমান ঝোঁক। প্রবৃত্তি-পরামৃষ্টতার জন্য সত্তার জ্যোতি কতকটা ক্ষীণ, আর কলিতে তিনপোয়া অধর্ম্ম ও একপোয়া ধর্ম্ম। সত্তাকে খিন্ন ক'রে হ'লেও প্রবৃত্তিচরিতার্থতার চাহিদা প্রবল, বিহিত করণীয় না ক'রেও পাওয়া ও উপভোগের দুরন্ত লালসা। যার নমুনা চতুর্দ্দিকে হামেশাই দেখতে পাও।

হরপ্রসন্নদা—ত্রেতার রামরাজত্বের অত গুণগান করে কেন? তখন তো ধর্ম্ম একপোয়া ক'মে গেছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার ঠেলাতেই অস্থির। তবে ভগবানের রাজ্যে সব অবস্থায় একটা পুষিয়ে দেওয়ার ব্যাপার আছে, যাকে ইংরাজীতে বলে law of compensation (ক্ষতিপূরণের নীতি)। মানুষ যতই ভুল করুক, ভগবান কখনই চান না যে মানুষ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাক্। তাই ধর্ম্ম যেমন-যেমন কমে, তা' counteract (প্রতিবিধান) করতে, অবতার-মহাপুরুষরাও greater effulgence (অধিকতর ঔজ্জ্বল্য) নিয়ে আবির্ভূত হন।

অমূল্যদা (ঘোষ) একখানা বই প্রেস থেকে বাঁধিয়ে এনে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বইখানা হাতে নিয়ে বললেন—চমৎকার বাঁধান হয়েছে তো! তোদের প্রেসের কাজেরও সবার কাছে সুনাম শুনি। অনেকে বলে, মফঃস্বলে এমন প্রেস দেখা যায় না। এক সময় মানুষের মনে সন্দেহ ছিল—গণ্ডগ্রামে কি এসব হয়? কিন্তু করলে যে সর্ব্বত্র হয়, তা' পরমপিতা দেখিয়ে দিলেন।

আব্দুল ব'লে একটি ভাই বল্লেন—ঠাকুর ! আমার মনে হয়, প্রত্যেকের অর্থ-সমস্যা দূর হ'লে জগতে শান্তি আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শান্তি আস্‌লে অর্থসমস্যা ঘুচবে। ধর্ম্মের অনটন ঘুচলে অর্থের অনটন ঘুচবে। ধর্ম্মই প্রথম ও প্রধান। ধর্ম্ম থাকলে অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই আসে। ধর্ম্ম নিয়ে আসে meaningful adjustment of all factors of life (জীবনের সমস্ত দিকের সার্থক বিন্যাস)। তাই ধর্ম্ম flare up করলে (দীপ্ত হ'য়ে উঠলে) economic adjustment (অর্থনৈতিক বিন্যাস) normal (স্বাভাবিক) হ'য়ে ওঠে। কারণ, complex (প্রবৃত্তি)-এর adjustment (নিয়ন্ত্রণ) হ'লে, activity (কর্ম্ম)-এর adjustment (নিয়ন্ত্রণ) হয়, আর, adjusted activity (নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম)-ই অর্থের সৃষ্টি করে। অর্থ মানে প্রয়োজনপূরণী পরিশ্রমের ফলের অনুকল্প।

ধর্ম্মের আশ্রয় না নিলে স্বাধীনতাও আসে না। সে-ই স্বাধীন যার প্রবৃত্তিগুলি স্ব বা সত্তার অধীন। স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। Liberty মানে মুক্তি—to grow up (বেড়ে ওঠা), to be free from the obsession of complexes (প্রবৃত্তি-অভিভূতি থেকে মুক্ত হওয়া)।

পঞ্চাননদা (সরকার)—এমন হ'লে তো একজন একাকী মুক্ত হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজন একাকী মুক্ত হ'তে পারে, কিন্তু সে যদি পারিপার্শ্বিককে মুক্ত ক'রে তুলতে চেষ্টা না করে তবে পারিপার্শ্বিক তাকে টেনে-হিঁচড়ে নীচে নামাবেই। একা-একা ডুগডুগি বাজালাম, তাতে স্ফূর্ত্তি নেই। প্রবৃত্তিবশ্যতা থেকে মুক্ত না হ'লে অখণ্ড ব্যক্তিত্ব গজায় না। ব্যষ্টিব্যক্তিত্ব sublimated (ভূমায়িত) হ'য়ে সমষ্টিব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে। সমষ্টিব্যক্তিত্বে থাকে প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী পরিপূরণ করার আকুতি ও ক্ষমতা। সমষ্টিব্যক্তিত্ব-ওয়ালা মানুষ ছাড়া গুরু হ'তে পারে না। একজনের কাছে যদি শুধু হিন্দুরই স্থান থাকে—মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক স্ব-স্ব বিশ্বাস ও শুভবৈশিষ্ট্যের পোষণ তার কাছ থেকে না পায়, সে আবার কেমন গুরু ? এক-এক জনের এক-এক রকম, কা'রও বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক, কা'রও দর্শনের দিকে, কা'রও সাহিত্যের দিকে, কা'রও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে, কা'রও কৃষির দিকে, কা'রও গান-বাজনার দিকে, কা'রও সাধনতপস্যার দিকে। কত রকমারি ধরনের লোক আছে। প্রত্যেক ধরনের লোককে যে বিহিতভাবে সমাদর ও সমাবেশ ক'রে উদ্বর্দ্ধনের দিকে প্রেরণা ও নির্দ্দেশ দিতে না পারে, সে আর যাই হো'ক, সমষ্টিব্যক্তিসম্পন্ন গুরু নয়।

জাতিধর্ম্ম ও প্রকৃতি নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই সম্বর্দ্ধনী আশ্রয় আছে যাঁর কাছে তিনিই প্রকৃত গুরু। এমনতর গুরু না করলে মানুষ ঠ'কে যায়। গুরুর হয়তো গীতা পছন্দ হয় না, তার কাছে কেউ গীতা বুঝতে গেল, অমনি কদর্থ ক'রে ছেড়ে দিলেন। আবার, গীতাকে সমাদর করলেন তো বাইবেল, কোরাণকে আমল দিলেন

না। ভেদবুদ্ধি চারানই এদের ব্যবসা। মানুষ যাতে বৈশিষ্ট্য অক্ষত রেখে সংহত হ'তে পারে, তার কায়দা তাদের কাছে মেলে না। তাদের বিচার, বিবেচনা, সমালোচনা সবই একপেশে—constructive (গঠনমূলক) ও fulfilling (পরিপূরক) নয়।

রসুল তাঁর পূর্ব্বপুরুষকে অস্বীকার করেননি, পূর্ব্বতন মহাপুরুষদের অস্বীকার করেননি, পরবর্ত্তী কেউ হাবসীদের ক্রীতদাস হ'য়ে আসলেও তাঁকে অস্বীকার করার কথা বলেননি, কিন্তু আমরা তা' করি। রসুলের বিদায়-হজের নির্দ্দেশ আমরা পদে-পদে লঙ্ঘন করছি। বাইবেলেও পরিপূরণের কথা আছে, কাউকে অস্বীকার করার কথা নেই। তা' থাকবেই বা কেন? কাউকে অস্বীকার করলে, যাঁকে গ্রহণ করছি, তাঁকেই যে অস্বীকার করা হ'লো। প্রত্যেক পরবর্ত্তীর মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তীর প্রতি স্তুতি যদি না থাকে, পূর্ব্ববর্ত্তী explained (ব্যাখ্যাত) হন না, গ্লানি অপসারিত হয় না, তাঁদের আবির্ভাবের রহস্য ব্যক্ত হয় না। প্রকৃত মহাপুরুষ যাঁরা, তাঁদের মধ্যে কখনও কোন অসঙ্গতি নেই। অসঙ্গতির সৃষ্টি করে তথাকথিত ভক্ত ও প্রচারকের দল। এইভাবে deviation (বিচ্যুতি) না হ'লে যীশু ও রসুল থেকে বঞ্চিত হয়েছে যারা তাদের অধিকাংশই বঞ্চিত হ'ত না। আমি হিন্দু থেকেও যীশু-রসুলকে মহাপুরুষ ব'লে নতি জানাবার পথে আমার বাধা কোথায়? তাঁদিগকে যথাযথভাবে বোঝার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে তথাকথিত প্রচারক ও ব্যাখ্যাতার দল।

আব্দুল ভাই—একই কি বিভিন্নরূপে আসেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাঁদের মত। কেউ প্রতিপদের, কেউ দ্বিতীয়ার, এইরকম। কিন্তু চাঁদ একটা। সবের মধ্যেই খোদার নূর। দেশ-কাল-পাত্রভেদে যখন যেখানে যে exposition (ব্যাখ্যা) দরকার, তখন সেখানে সেইভাবে বিকাশ। কাউকে অস্বীকার করলে খোদাকেই অস্বীকার করলাম। ধর্ম্মকে ফারাক করাই মহাপাপ ও পাতিত্য। একই ধর্ম্ম এক-এক সময়ে এক-এক দেশে এক-এক জনের ভিতর-দিয়ে রূপ পেয়েছে। সর্ব্বত্রই একই সত্য, একই ধর্ম্মবাণী, দেশকালের উপযোগী ক'রে রকমারিভাবে বলা। আমরা আজকাল স্মৃতিশাস্ত্র মানতে চাই না, কিন্তু শ্রুতিসম্মত স্মৃতি না-মানাটা অন্যায়। আজকাল অনেক মহানের কথা শুনি, তাঁরা বিয়ে-থাওয়া সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধের কথা শুনলে, সেটাকে সংকীর্ণতার লক্ষণ ব'লে মনে করেন। এ-সম্বন্ধে আমার মনে হয়, প্রাণ-বায়ুর গতায়াত যতদিন দুটো সংকীর্ণ নাসারন্ধ্রের মধ্য-দিয়ে চলে, ততদিনই মানুষ জীবিত থাকে, যখন সে এই বন্ধনকে, সংকীর্ণতাকে অস্বীকার ক'রে বিশ্বের বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে একাকার হ'য়ে যায়, তখন সে হয়তো মুক্ত হয়, কিন্তু সে-মুক্তি মানে মানুষের মৃত্যু। সত্তাপালী বিধির বাধ্য না হওয়া মানে মৃত্যুবাহী শয়তানের চেলা হওয়া।

আজ বেশ গরম পড়েছে। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্যারী! পিঠের দিক্‌টা প্যাচ-প্যাচ করছে। তুই একটু গামছা দিয়ে মুছে দে তো!

প্যারীদা মুছে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গামছাটা ভাল ক'রে কেচে দে, তা' না হ'লে ঘামের গন্ধ থেকে যাবে।

জগদীশদা—আমাদের দেশেও খুব গরম, কিন্তু এমন ঘাম হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেহার বাংলার থেকে অনেক dry (শুষ্ক)। প্রত্যেক climate (আবহাওয়া)-এরই কতকগুলি সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। সুবিধা ভোগ করব, অসুবিধার জন্য রাজী থাকব না, তা' হয় না।

কর্ম্মীসংগ্রহ-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনেছি, বিবেকানন্দ ত্যাগের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ ক'রে বক্তৃতা ক'রে কত মানুষ recruit (সংগ্রহ) করেছেন। বক্তৃতামঞ্চ থেকে নামার সঙ্গে-সঙ্গে লোক জ'মে যেত। তোমরা যদি surrendered (আত্মসমর্পিত) হও, তাহ'লে surrender (আত্মসমর্পণ) জিনিসটা অন্যের মধ্যে অবশ্যই infuse (সঞ্চার) করতে পারবে। তুমি যদি ভক্তির অছিলায় টাকা-পয়সা, নাম-কামে surrendered (আত্মসমর্পিত) হও, তাহ'লে অমনতর চাহিদাওয়ালা লোককেই তুমি আকৃষ্ট করতে পারবে। বিশুদ্ধ ভক্তি যারা চায়, তারা তোমার কাছে ভিড়বে না। তোমার কৃত্রিম চলন, তাদের ভাল লাগবে না। জান্ দিয়ে থাকলে জান্ পাবে—অর্থাৎ ইষ্টের সেবায় নিজেকে যদি নিঃশেষে দিয়ে থাক, অন্যকেও তুমি তেমন করতে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে। যার যেমন চরিত্র, যার যেমন অভ্যাস, তার impulse (সাড়া)-ও তেমনতর হয়। তুমি যদি feel (অনুভব) ক'রে মানুষকে দাও, অন্যেও তোমাকে দেখে feel (অনুভব) ক'রে দেবে। তা' ছাড়া প্রয়োজনমত অন্যের কাছে সহজভাবে চাইতেও তোমার লজ্জা করবে না। অবশ্য দিতে চায় না, নিতে চায়, এমনতর একদল সঙ্কোচহীন ভিক্ষুক আছে। তাদের দেখে কিন্তু মানুষের দেবার প্রবৃত্তি কমই জাগে।

দেশের কাজের জন্য কারাবরণ-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জেলে যাওয়া থেকে পালিয়ে থাকা ভাল। জেল কা ওয়াস্তে জেল খাটা ভাল না। জেল খাটা by itself (নিজস্বভাবে) কোন মহৎ কর্ম্ম নয়। এতে কোন ফায়দা হয় কিনা দেখতে হবে। অনেকের জেলে যেয়ে নাম কেনার এত বাতিক যে বোঝা যায় না তার কাছে দেশসেবা মুখ্য, না জেলে যেয়ে নাম কেনা মুখ্য। আমি বুঝি—'শিরদার তো সরদার'। Be surrendered and make others surrendered (আত্মসমর্পণ কর ও অন্যে যাতে আত্মসমর্পণ করে, তাই কর)। ওর ভিতর-দিয়ে সব হবে।

জগদীশদা—কাজের ব্যাপক প্রসারের জন্য organisation (সংগঠন) চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Organisation (সংগঠন) করতে হ'লে zygote (জীবনকেন্দ্র) লাগে। ধর, তুমি আদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগসম্পন্ন। একা জগদীশনারায়ণ মাত্র একটা cell (কোষ)। তার সঙ্গে আরো অমনতর অনেকে এসে আদর্শপ্রাণতায় সংহত হ'য়ে অচ্ছেদ্য পারম্পরিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হ'য়ে ওঠা চাই। তাদের প্রত্যেকেই

যেন এক-একটা cell (কোষ)। সবগুলি মিলে যেন একটা শরীর গ'ড়ে উঠলো। তখন প্রত্যেকেই প্রধানতঃ আদর্শের জন্য এবং সেই সূত্রে প্রত্যেকের জন্য। এইটে কিন্তু তোমাকে ক'রে নিতে হবে। তা' যদি তুমি কর, তাহ'লে তুমিই হ'লে organisational zygote (সাংগঠনিক জীবনকেন্দ্র)।

মানুষ যদি না পাও, টাকা, অফিস কিছুতেই কিছু হবে না। Organisation (সংগঠন) নামটার একটা মূর্ত্তি আছে। Organisation (সংগঠন)-এর seed (বীজ) যদি তোমার মধ্যে থাকে, সেটা sprout ক'রে (গজিয়ে) শাখা-প্রশাখা ও ফলফুলে শোভিত হওয়া চাই। নইলে শুধু বীজাকারে থাকলে তুমিও বুঝবে না, লোকেও বুঝবে না। একলা জগদীশনারায়ণ লাখো জগদীশনারায়ণ হ'য়ে ওঠা চাই। তোমার অনুপ্রেরণায় coloured (রঞ্জিত) প্রতিটি মানুষই যেন এক-একজন জগদীশ-নারায়ণ। প্রত্যেকের চলা-বলা তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী, কিন্তু সবারই এক সুর। আদর্শপ্রাণতাই সবার প্রাণনসূত্র।

তোমরা তো বুদ্ধিমান, বিদ্বান। তোমরা ইচ্ছা করলে কত পার। ৩০ বছর আগে যখন পথ চলতাম, সঙ্গে শত-শত লোক ছুটত। কোথা থেকে কী জোগাড় হ'ত, কেউ টের পেত না। চলার সম্বেগই যেন যাবতীয় লওয়াজিমা জুটিয়ে আনত। যেখানে যেতাম সেখানেই কত দীক্ষা হ'ত। এক-একটা গুচ্ছ দানা বেঁধে উঠতো। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ যেন এক-এক জায়গায় এক-একটা মধুভরা মৌচাকের সৃষ্টি হ'য়ে উঠতো। তখন সঙ্গে থাকতো কিশোরী আর মহারাজ—দুই মুখ্যু। তারাই কত অসাধ্য সাধন করেছে। তোমরা লাগলে তো কথাই নেই।

জগদীশদা—সবটা ক'রে তুলতে অনেক দেরী হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেরী মানে তোমাদের দেরী। তোমরা তৈরী হ'লে আর দেরী নেই।

২৬শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৩ (ইং ৯।৫।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। কয়েকজন নবাগত ভদ্রলোক, সুনীল (চট্টোপাধ্যায়), ছনুকু (সান্যাল), মিলন (সেন), সন্তু (বাগচী), অরুণ (জোয়ার্দ্দার), পল্টু (বসু), পণ্ডিত (ভট্টাচার্য্য), বাবুরি (বাগচী) প্রভৃতি অনেকেই কাছে আছেন।

বহিরাগত একটি মা কয়েকটা ভাল লিচু নিয়ে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখেই সুর ক'রে বললেন—গন্ধে-বরণে-গানে প্রাণ মাতিল রে।

মা'টি প্রায় সাশ্রুকণ্ঠে বললেন—মাত্র এই ক'টি লিচু কোনভাবে রক্ষা করেছি। পাড়ার ছেলেদের কিছুতেই ঠেকান যায় না। শেষটা বলেছি—তোরা আর যা' করিস, আমার ঠাকুরের জন্য যেন ক'টা লিচু থাকে। তাই, মাত্র এই ক'টাই গাছে পাকাতে পেরেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশীর সঙ্গে বললেন—ওই-ই যথেষ্ট। যা, বড় বৌয়ের কাছে দিয়ে

আয় গিয়ে। বড় বৌকে বলিস, দুপুরেই ভাতের পাতে দেয় যেন। আগের দিন হ'লে আমি এখনই দু'চারটে খেয়ে নিতাম।

মা'টির আনন্দে বাক্যস্ফূর্ত্তি হচ্ছিল না। কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হ'য়ে পলকহীন নেত্রে চেয়ে রইলেন ঠাকুরের পানে। পরে ধীরে-ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে শ্রীশ্রীবড়মার কাছে গেলেন।

নবাগত একজন প্রশ্ন করলেন—একই আদর্শের অনুসরণে সমাজ mechanical (যান্ত্রিক) হ'য়ে যাবে না তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একই আদর্শ হ'লেও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী variety (বৈচিত্র্য) থাকে। তখনই unity (ঐক্য)-ওয়ালা variety (বৈচিত্র্য) ও variety (বৈচিত্র্য)-ওয়ালা unity (ঐক্য) হয়। এর ভিতর-দিয়ে গজায় community (সমাজ)। Ideal-এ (আদর্শে) surrender (আত্মসমর্পণ)-এর ভিতর-দিয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক জন্ম সুরু হয়, তাকেই বলে দ্বিজত্ব বা দ্বিতীয় জন্মলাভ। বাইবেলেও reborn (পুনঃপ্রসূত) ব'লে কথা আছে। আদর্শের সঙ্গে এইভাবে সম্বন্ধ হ'লে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য হয়। আদর্শানুরাগই সমাজের মধ্যে নিয়ে আসে সেই fire (আগুন), সেই magnetism (চৌম্বক শক্তি), সেই power (শক্তি) যা' সমাজকে দীপন সম্বেগে চলৎশীল ক'রে রাখে। ঐটেই হ'লো সমাজের soul power (আত্মিক শক্তি)।

নবাগত—সবই তো তথাকথিত সংস্কার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বকুলগাছকে তো বকুলগাছই বলব। এটাকে যদি সংস্কার বল, তাহ'লে তো বকুলগাছ পাল্‌টে যাবে না। বকুল বকুলই থাকবে। হয়তো অন্য নাম দিতে পার, তাতে বস্তুর তারতম্য হবে না। আবার অন্যলোক সেই নামটাকেও সংস্কার ব'লে নাকচ ক'রে দিতে পারে। ক্রমাগত এমন হ'তে থাকলে স্থিতি-সংস্থিত হয় না। সংস্কার বল আর যা'ই বল, বাঁচতে-বাড়তে যে চায়, তাকে বাঁচা-বাড়ার বিধি অনুসরণ ক'রেই চলতে হবে। এই বিধিকে সংস্কার ব'লে সে-ই তাচ্ছিল্য করতে পারে, বাঁচা-বাড়া যার কাছে নিষ্প্রয়োজনীয় বস্তু।

নবাগত—Material development (ভৌতিক উন্নতি)-এর সঙ্গে কি spiritual development (আধ্যাত্মিক উন্নতি)-এর কোন সম্পর্ক আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—True material development (সত্যিকার ভৌতিক উন্নতি) মানে spiritual development (আধ্যাত্মিক উন্নতি), spiritual development (আধ্যাত্মিক উন্নতি) মানে necessary material development (প্রয়োজনীয় ভৌতিক উন্নতি)। Complex (প্রবৃত্তি)-এর উপর দাঁড়িয়ে যে material development (ভৌতিক উন্নতি) হয়, তা' হয় rocket-like (হাউই বাজীর মত), ও টেকে না। পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে। ঐশ্বর্য্য প্রবৃত্তিকে আরো উত্তাল ক'রে তোলে। আর তাই-ই পতন ও দারিদ্র্যকে ডেকে আনে। কিন্তু

spiritual development (আধ্যাত্মিক উন্নতি)-এর সহচর যে material development (ভৌতিক উন্নতি), সেখানে মানুষ unbalanced ও obsessed (সাম্যহারা ও অভিভূত) হয় না। তাই তাড়াতাড়ি পতন আসতে পারে না। যে-সংসারে অর্থ আছে, কিন্তু পাপ ঢোকেনি, তাদের অর্থই টেকে। পাপ বলতে শুধু উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, দম্ভ, মদগর্ব্বিতা, মানুষকে বিহিত মর্য্যাদা ও মান্য না দেওয়া, দুর্ব্ব্যবহার, পরুষ বাক্য, স্বার্থান্ধতা, কর্ত্তব্যে অবহেলা, আলস্য, শ্রেয়ের প্রতি অবজ্ঞা ইত্যাদিও পাপের মধ্যে গণ্য। Rich man (ধনী লোক) great man (মহৎ লোক) না হ'তে পারে, কিন্তু প্রত্যেকটা great man (মহৎ লোক) invariably rich man (বড় লোক)। তাঁরা অর্থ চান না, কিন্তু অর্থ তাঁদের পিছনে-পিছনে ঘোরে। সেই মানুষ তত বড়, যে যত বেশী মানুষকে যত বেশী বড় ক'রে তুলতে পারে। এই মানুষগুলি তাঁর asset (সম্পদ্) হ'য়ে ওঠে। তাই তাঁর অভাব থাকে না। অবশ্য অনেকে ইচ্ছা ক'রে ঐশ্বর্য্যকে এড়িয়ে চলেন, পাছে তা' সাধনায় ব্যাঘাত ঘটায়। আবার কেউ-কেউ লোক-সেবার জন্য ঐশ্বর্য্যকে ব্যবহার করেন, ত্যাগ করেন না। সদ্ভাবে উপার্জ্জিত অর্থ মানে demonstrated ability (প্রদর্শিত যোগ্যতা)। তুমি যদি অন্যকে না ঠকিয়ে পঞ্চাশ বিঘা জমি ক'রে থাক, তা' তোমার ability (সামর্থ্য)-এর পরিচায়ক।

নবাগত—পাশ্চাত্ত্যে তো খুব material development (ভৌতিক উন্নতি), কিন্তু সেখানে ধর্ম্ম কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা কঠোরকর্ম্মা, অনুসন্ধিৎসু এবং দেশ, সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের উন্নতি-সম্বন্ধে আমাদের চাইতে অনেক বেশী actively conscious (সক্রিয়ভাবে সচেতন)। এগুলি ধর্ম্মেরই অঙ্গ। তাই তারা উন্নতি করছে। কিন্তু মূর্ত্ত আদর্শ না থাকায়, নানাভাবে বিভ্রান্ত ও বিধ্বস্ত হ'চ্ছে। তবু ওদের কিছু-লোকের মধ্যে Christ (খ্রীষ্ট) ও বাইবেলের প্রতি একটা solid sentiment (নিটোল ভাবানুকম্পিতা) আছে। ব্যক্তির জাগতিক উন্নতির সঙ্গে সর্ব্বত্র যে ধর্ম্ম আছে, তার কোন মানে নেই। কোথাও হয়তো ধর্ম্মের ছিটেফোঁটা আছে, কোথাও প্রকৃত ধর্ম্ম আছে, আবার কোথাও হয়তো ধর্ম্মের নামগন্ধও নেই, আছে পুরোমাত্রায় অধর্ম্ম, বিশ্বাসঘাতকতা ও ফাঁকিবাজি। তাই একঢালা বিচার চলে না। তবে এটা ঠিক যে material development (জাগতিক উন্নতি)-এর permanence (স্থায়িত্ব) নির্ভর করে—তার মধ্যে spiritual factor (আধ্যাত্মিক উপাদান) যতখানি আছে তার উপর।

'আসেন ভোলানাথদা'—সস্নেহে ডাকলেন ঠাকুর।

ভোলানাথদা (সরকার) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। আশ্রমের যে নতুন কলেজ হবে, সেই সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এমন ক'রে building (দালান) করেন যাতে এম্-এস্-সি ক্লাস পর্য্যন্ত খোলা যায়।

ধর্ম্মের তাৎপর্য্য-সম্পর্কে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অস্তি ও অভ্যুদয়, সত্তা ও সম্বর্দ্ধনা যার দ্বারা maintained হয় অর্থাৎ যা' এগুলিকে ধ'রে রাখে, তাকে বলে ধর্ম্ম।

সুনীল (চট্টোপাধ্যায়)—সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতি নিষ্ঠা ও যাজনমুখরতা নিয়ে সর্ব্বত্র যেতে পারে। আগে এ-বিষয়ে কোন নিষেধও ছিল না। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য চলতো, কৃষ্টি ও ভাবধারার প্রচার হ'তো। কিন্তু পরে মানুষ ইষ্ট, কৃষ্টির প্রতি নিষ্ঠা হারিয়ে ফেলল। মানুষ যদি নিষ্ঠাস্থিত না হয়, তাহ'লে বাইরের সংস্পর্শে গিয়ে সহজেই ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত হ'তে পারে। এমনতর সম্ভাবনা থাকায়, আপদ্ধর্ম্ম হিসাবে অনার্য্য-দেশে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল। ওটা ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় আত্মরক্ষার বিধান-মাত্র। ওটা আমাদের গৌরবের যুগের পরিচায়ক নয়। আর্য্যসভ্যতা কখনও কুনো নয়। তা' একদিন প্রবল প্রত্যয়ে যাজনজৈত্র হ'য়ে এগিয়ে পড়েছিল সারা দুনিয়ায়—প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে পূরণ ক'রে।

পল্টু—প্রত্যেকের শরীর যতখানি লম্বা, ততখানি দূরত্ব থেকে প্রণাম করা উচিত—আপনার এমনতর একটা ছড়া আছে। এর মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটা মানুষের ভিতর একটা aura (অদৃশ্য আভা) আছে, প্রত্যেকের character, personality ও energy (চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও শক্তি)-এর একটা constant radiation (নিয়মিত বিকিরণ) হয়। তার শরীর থেকে সেটা emanate করে (নির্গত হয়)। দুজন খুব কাছাকাছি আসলে একটা আর-একটায় মিশে neutral zone (নিরপেক্ষ ক্ষেত্র) created (তৈরী) হ'য়ে পরস্পর প্রতিহত হয়। খানিকটা দূরে-দূরে থাকলে সেটা হয় না, receive (গ্রহণ) করতে পারে। এতেই প্রকৃত উপকার হয়। Resistance (বাধা) বেশী থাকে না।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আভিজাত্য মানে অহঙ্কার নয়। আভিজাত্য মানে, পূর্ব্ব-পুরুষের স্মৃতি ও গৌরব স্মরণ রেখে সেই মহিমাকে আমাদের ভিতর জাগ্রত ও বর্দ্ধিত ক'রে তোলা। (ছুনকুকে লক্ষ্য ক'রে বললেন) তুই যেমন সান্যাল—বাৎস্য গোত্র, শুনেছি ঐ বংশে চাণক্য জন্মেছিলেন। তাই, তুই যদি চাণক্যের কথা ভাবিস্, তাঁর বইটই পড়িস্, দেখবি—তোর রক্ত টগবগ ক'রে উঠবে।

ছুনকু—আপনি বলেন, খাঁটি হিন্দু, খাঁটি মুসলমান ও খাঁটি খ্রীষ্টানে কোন প্রভেদ নেই। তা' যদি হয়, তবে আপনি conversion (ধর্ম্মান্তর গ্রহণ) পছন্দ করেন না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তাসম্বর্দ্ধনী paternal creed and culture (পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম ও কৃষ্টি) ignore (উপেক্ষা) ক'রে যারা অন্য নাম ধরে, তাদের বলে পতিত। এর মধ্যে betrayal (বিশ্বাসঘাতকতা)-এর বীজ নিহিত থাকে, তাই এতে ভাল হয় না। মানুষের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দরকারী আর-একটা জিনিস হ'লো

eugenic adjustment (প্রজননগত সামঞ্জস্য)। Converted (ধর্ম্মান্তরিত) হ'লে প্রায়ই দেখা যায়, তারা অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত হ'য়ে বিয়ে-থাওয়ার নীতিবিধি মানে না। মানতে চাইলেও কায়দা পায় না। এতে বংশপরম্পরায় নীচের দিকে নেমে যাবার সম্ভাবনা থাকে। Accidentally (হঠাৎ) যেগুলি ঠিকমত বিয়ে হয়, সেগুলি ব্যতিক্রম।

ছুনকু—ব্রাহ্মণত্ব লাভ কা'কে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রাহ্মণত্ব-লাভ মানে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার—বৃদ্ধিসাক্ষাৎকার—কারণসাক্ষাৎকার, কিসে কী হয় অর্থাৎ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে তা' জানা। এই জানা-মানুষকে বলে আচার্য্য। আচার্য্যকে ধ'রে, তাঁকে ভালবেসে, তাঁর কথা-মত কাজ ক'রে অন্যেও ব্রাহ্মণ হ'তে পারে। ব্রাহ্মণ হ'লে সকলের পূজ্য হয়। একজন শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মজ্ঞ হয়, সেও বিপ্রের গুরু হ'তে পারে, কিন্তু জামাতা হ'তে পারে না। কারণ, ব্যক্তিগত সাধনার দিক্ দিয়ে সে উন্নততর হ'লেও পিতৃপুরুষাগত বীজসম্পদের দিক্ দিয়ে সে ন্যূন। ব্রহ্মজ্ঞ সব-কিছুরই explanation (ব্যাখ্যা) জানে। ধর, ঐ বকুল গাছটা (হাত দিয়ে দেখালেন)—এটা কেন, কী দিয়ে, কী ভাবে এমন হ'লো, কী তার বৈশিষ্ট্য তা' সে analytically (বিশ্লেষণাত্মকভাবে) ও synthetically (সংশ্লেষণাত্মকভাবে) অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে জানে। তাই, বৈশিষ্ট্য-অপঘাতী নীতি তার কাছে কখনও সমর্থনলাভ করে না। Prophet (প্রেরিত)-দের সবারই এক কথা। তাঁরা সব সময় বৈশিষ্ট্যকে পালন করেন, সব-কিছুর সামঞ্জস্য সাধন করেন। হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি ব'লে তাঁদের কাছে ভেদ থাকে না।

সদাচার-সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সাবধান থেকে আত্মরক্ষা ক'রে চলা life (জীবন)-এর একটা আদিম urge (আকূতি)। তাই চলা-ফেরা ও খাওয়া-দাওয়া-সম্বন্ধে বাছবিচার করা অনুদারতা বা ছুঁৎমার্গ নয়। ওটা স্বাস্থ্যরক্ষারই অঙ্গ। কোথা থেকে কোন্ infection (সংক্রমণ) আসে, তার কি ঠিক আছে? সদাচারী ও স্বপাকী যারা, তারা অনেক রোগ এড়িয়ে চলতে পারে। নিমন্ত্রণে বহু লোকের একত্র-ভোজনের ব্যবস্থা না ক'রে যদি বাড়ীতে-বাড়ীতে ভোজ্যদান করা হয়, আমার মনে হয়, তাতে ভাল হয়। যাদের যেমনতর আহার ও পাকপদ্ধতি পছন্দ ও সহ্য হয়, তারা তেমনতর ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারে।

মিলন—আপনি literation (লেখাপড়া) ও education (শিক্ষা) দুটো কথা বলেন—এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Literation মানে লিখতে-পড়তে জানা, তার সঙ্গে চরিত্রের কোন সম্পর্ক নাই। কলের গানের রেকর্ডে কত ভাল-ভাল কথা সাজান থাকে, বাজালে বেরিয়ে আসে। রেকর্ডের কোন জীবন বা চরিত্র নেই—যে-জীবন বা চরিত্রে কথাগুলির প্রতিফলন দেখা যাবে। Literation (লেখাপড়া) মানে, অমনতর নিষ্প্রাণভাবে কতকগুলি ভাল-ভাল কথা শিখে রাখা ও আওড়ান। Education (শিক্ষা) মানে—

চরিত্রগঠন, habits, behaviour (অভ্যাস-ব্যবহার) ঠিক করা। নীতিগুলি জীবনের সঙ্গে গেঁথে ফেলা। তোমরা প্রবর্ত্তক, তোমরা চেষ্টা করছ সদাচার ও সুনীতি মেনে চলতে। ভুলত্রুটি সত্ত্বেও যদি তোমরা লেগে থাক, তাহ'লে দেখবে, ধীরে-ধীরে সিদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছ।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—আগে গুরুগৃহে ছাত্রদের ঠিক-ঠিক শিক্ষা হ'তো। ভিক্ষা করা, মানুষের অভাব ও প্রয়োজন মেটান, চাষ করা, মানুষের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করা, মানুষকে খুশি ক'রে, সেবায় সন্তুষ্ট ক'রে, আপন ক'রে তাদের কাছ থেকে গুরুর জন্য অর্থ সংগ্রহ করা, household affairs (সাংসারিক কাজ-কর্ম্ম) যাবতীয় যা'-কিছু manage (ব্যবস্থা) করা—সবই তারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শিখত। এতে জীবনচলনায় কখনও তাদের অকৃতকার্য্য হওয়া লাগত না।

সুনীল—কোন্ আশ্রম শ্রেষ্ঠ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গার্হস্থ্য-আশ্রম। চাতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে বৈশ্যের স্থান যা', চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য-আশ্রম তাই। বৈশ্য শুধু বাইরে থেকে অর্থ-সম্পদ্ই আনত না। বহির্দ্দেশীয় মেয়েরাও শ্রদ্ধায় তাদের স্বামিত্বে বরণ ক'রে তাদের সঙ্গে এদেশে আসত। দেশীয় শূদ্রকন্যাও তারা গ্রহণ করতো। বৈশ্য ছিল filtering agent (পরিস্রুতি-কারী)। কারণ, বৈশ্যের মেয়ে অনুলোমক্রমে বিপ্র, ক্ষত্রিয়ের ঘরে যেত। এইভাবে জাতির মধ্যে অনুলোমক্রমে নূতন রক্তের সংমিশ্রণ হ'তো। তাতে জাতির মধ্যে একটা ever-growing vigour (ক্রমবর্দ্ধমান তেজ) চারিয়ে যেত। সেই দিক্ দিয়ে বৈশ্যের কাছ থেকে জাতি economic (অর্থনৈতিক) ও eugenic (প্রজননগত) দু'রকম nurture (পোষণ) পেত। গার্হস্থ্য-আশ্রমেরও ঐ কাজ, তারা অন্য তিন আশ্রমের ভরণপোষণের ভার নিয়ে চলে ও দেশকে সুসন্তান সরবরাহ করে। Instinct (সহজাত সংস্কার) হ'লো immortal necklace of germcells (বীজকোষের অবিনশ্বর মালা)। বংশানুক্রমিক instinct (সহজাত সংস্কার)-এর transmission (সঞ্চারণা) গৃহস্থদের হাতে। এইটে ঠিক থাকলে সমাজ ঠিক থাকে। তাই গার্হস্থ্য-আশ্রমের গুরুত্ব কতখানি ভেবে দেখ, আমি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয়—আমার ভিতর শাণ্ডিল্যকে ব'য়ে এনেছেন আমার পিতৃপুরুষ। তাঁদের কাছে আমার ঋণের কি শেষ আছে? এখনও আমি ভরসা রাখি—আমাদের এই বর্ণাশ্রমী সমাজের থেকে অনেক বিরাট-বিরাট মানুষের অভ্যুদয় হবে। কোন্ বনে কোন্ বাঘ আছে—তার ঠিক কী? কে জানে—কখন বেরুবে? আমি তো আশায়-আশায় আছি।

প্রফুল্ল—ঈশ্বরকোটি পুরুষের নিজের তো খোঁজ একটা থাকে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকা যখে পায় শুনিসুনি? একেবারে কাল হ'য়ে যায়। চেনাই যায় না টাকা ব'লে। পরিষ্কার ক'রে নিলে টঙ্ক টাকা। ঈশ্বরকোটি পুরুষও তেমনি কে কোথায় কিভাবে আছে, বোঝা যায় না। মেজে-ঘ'ষে ঠিক ক'রে নিতে হয়। তখন সে enormous (বিপুল) হ'য়ে ওঠে। ভালবাসা ও অভিমানশূন্য

তৎপরতায় কী যে হয়, আর কী যে না হয় তা' জায় ক'রে বলা যায় না। ওতে সব হয়। ওতে চোখ-মুখের চেহারা পর্য্যন্ত বদলে যায়। চোয়াড়ে চেহারা প্রিয়দর্শন হ'য়ে ওঠে। ভালবাসায় এমন হয় যে ভালবাসার জনের একটুখানি অসুখ-অশান্তি হ'লে বুকখানা দাপাদাপি করতে লাগে। তার প্রতিকার না করতে পারা পর্য্যন্ত স্থির হওয়া যায় না। Mother-centric (মাতৃকেন্দ্রিক) ছেলেরা সাধারণতঃ sweet (মিষ্টি), soft (কোমল) ও generous (উদার) হয়। ছেলেবেলা থেকে ভালবাসার nurture (পোষণ) দিতে হয়। বাবা চেষ্টা করবে, যাতে মায়ের প্রতি ছেলেপেলের ভালবাসা বজায় থাকে ও বেড়ে চলে। মা চেষ্টা করবে, যাতে বাবার প্রতি তাদের ভালবাসা অটুট ও উচ্ছল হয়। তাদের কাছে বাবা তাদের মায়ের সুখ্যাতি করবে, মা তাদের বাবার সুখ্যাতি করবে। মা-বাবা পরস্পর পরস্পরের প্রতিষ্ঠা করবে তাদের অন্তরে। এইভাবে মাতৃভক্তি-পিতৃভক্তির বীজ যদি বোনা যায় এবং তার furtherance (আরোতর বিকাশ) ও fulfilment (পরিপূরণ) ঘটান যায়, তাহ'লে সে-সন্তান কালে-কালে একজন roaring man (পরাক্রমশালী মানুষ) হ'য়ে ওঠে। মা-বাবার মধ্যে difference (বিভেদ) থাকলে হয় ছেলেপেলে এক-কা'তে হয়—হয় বাবা, না-হয় মা কোন-একজনের উপর ঝোঁক থাকে এবং অন্য জনের উপর বিরূপ ভাব থাকে, না-হয় মা-বাবা কা'রও প্রতি শ্রদ্ধা বা টান কিছু থাকে না। প্রথমটা মন্দের ভাল। দ্বিতীয়টা সর্ব্বনাশা। মা-বাবাকে যারা ভালবাসতে পারে না, তাদের ভালবাসার শক্তিটাই ব্যর্থ, ব্যাহত ও বিকৃত হ'য়ে যায়। মা-বাবার একজনকে ভালবাসে, আর-একজনকে বাসে না, তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ, এতেও অনেকখানি unbalanced (সাম্যহারা) হয়। যে-মানুষ একই সঙ্গে মাতৃভক্ত, পিতৃভক্ত ও গুরুভক্ত, তার রকমই আলাদা, দেবশক্তি যেন তাকে ভর ক'রে থাকে। বক্তৃতায় হাত নাড়ল তো সকলের বুকের মধ্যে হাতখানা যেন খেলে গেল। কাণ্ড গুরুতর—কহনে না যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখখানি মমতা ও মাধুর্য্যে ঢল-ঢল। প্রাণগলান ভঙ্গীতে বলছেন—আমাদের সত্তার সহজ ঝোঁক surrender (আত্মসমর্পণ)-এর দিকে, প্রিয়জনকে দিয়ে তৃপ্ত করার দিকে।……পথে একটা আম পেয়েছ তো মা'র জন্য নিয়ে ছুটলে। টান না থাকলে হয়তো পক্ ক'রে নিজে কামড় দেবে। মাকে দিয়ে খুশি করার ধান্ধা তোমাকে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলবে না। আর, ভক্তি অব্যভিচারিণী হওয়া ভাল। 'এক-ভক্তির্বিশিষ্যতে'। বহুনৈষ্ঠিক যারা, ইষ্টনিষ্ঠা ও শ্রেয়নিষ্ঠার পরিপন্থী চলনে চলে যারা, তাদেরই সন্দেহ করতে হয়। যে-সব মেয়ে স্বামীতে একনিষ্ঠ, তারাও কম ধার্ম্মিক নয়। আর, সেই ধর্ম্মের সুফল হ'লো স্বামীর তুষ্টি, তৃপ্তি, স্বাস্থ্য, সম্ভাব্য আয়ু ও উন্নতি ও শ্রদ্ধাপ্রবণ, উন্নতিমুখর সন্তান-সন্ততি। মানুষ চা'ক বা না চা'ক, ধর্ম্ম কখনও ফল না দিয়ে যায় না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকেই উঠে পড়লেন।

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে বকুলতলায় একখানি বেঞ্চিতে

বসলেন। কাছে আছেন যতীনদা (দাস), পঞ্চাননদা (সরকার), সনৎদা (ঘোষ), শরৎদা (কর্ম্মকার), নরেনদা (মিত্র), অক্ষয়দা (দেব), নিবারণদা (দত্ত), মণিদা (বসু) প্রভৃতি।

যতীনদা কাজকর্ম্মের বিশৃঙ্খলা-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শিরদার তো সরদার। আপনার শ্রেয়ের প্রতি আপনার আনুগত্য যদি ষোল-আনা হয়, তাহ'লে আপনি আশা করতে পারেন যে আপনার সহকারী যে তার আপনার প্রতি আট আনা আনুগত্য থাকবে। এর চাইতে বেশী আশা করা ভুল।

একজন আগন্তুক ব্রাহ্মণ বললেন—পূজা-অর্চ্চনাদি ছাড়া আর-কিছুতে শান্তি পাই না। আমি শান্তি কামনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পূজা মানে সম্বর্দ্ধনা। শুধু নিরিবিলি মূর্ত্তি বা পটের সামনে ফুল-বিল্বপত্র দিয়ে মন্ত্রপাঠ করলে পূজা হয় না। গুরু ও গণের অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের বাস্তব সম্বর্দ্ধনা যাতে হয়, তাই করা চাই। তাতে শান্তি সুনিশ্চিত।

———